শান্তির বর্ষপঞ্জি

প্রযোজনা ও সম্পাদনায় ডেভিড সোয়ানসন

লিখেছেন: রবার্ট আনশুয়েৎজ, ডেভিড সোয়ানসন, অ্যালান নাইট, ম্যারিলিন ওলেনিক, এলেনর মিলার্ড, এরিন ম্যাকএলফ্রেশ, আলেক্সান্দার শাইয়া, জন উইলকিনসন, উইলিয়াম গাইমার, পিটার গোল্ডস্মিথ, গার স্মিথ, থিয়েরি ব্ল্যাংক এবং টম শট।

World BEYOND War ২০১৯

কপিরাইট © World BEYOND War ২০১৯

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। একটি বই পর্যালোচনা বা স্কলার জার্নালে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার ব্যতীত এই বই বা এর কোনও অংশই প্রকাশকের স্পষ্ট লিখিত অনুমতি ছাড়া

কোনভাবেই পুনরুত্পাদন বা ব্যবহার করা যাবে না। প্রথম মুদ্রণ: ২০১৯
ISBN 978-0-9980859-8-2

World BEYOND War
513 E Main St #1484 Charlottesville VA 22902 USA

পরিমাণে বেশি ক্রয় করলে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। বিস্তারিত জানতে, উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন অথবা ইমেইল করুন: info@worldbeyondwar.org.

প্রযোজনা ও সম্পাদনায় ডেভিড সোয়ানসন।

লিখেছেন: রবার্ট আনশুয়েৎজ, ডেভিড সোয়ানসন, অ্যালান নাইট, ম্যারিলিন ওলেনিক, এলেনর মিলার্ড, এরিন ম্যাকএলফ্রেশ, আলেক্সান্দার শাইয়া, জন উইলকিনসন, উইলিয়াম গাইমার, পিটার গোল্ডস্মিথ, গার স্মিথ, থিয়েরি ব্ল্যাংক এবং টম শট।

বিষয়বস্তুর ধারণা দিয়েছেন: ডেভিড সোয়ানসন, রবার্ট আনশুয়েৎজ, অ্যালান নাইট, ম্যারিলিন ওলেনিক, এলেনর মিলার্ড, ডার্লিন কফম্যান, ডেভিড ম্যাকরেনল্ডস, রিচার্ড কেইন, ফিল রানকেল, জিল গ্রিয়ার, জিম গৌল্ড, বব

স্টুয়ার্ট, অ্যালাইনা হাক্সট্যাবল, থিয়েরি ব্ল্যাঙ্ক।

গ্রাফিক্স: পারিসা সারেমি। _____

এই শান্তির বর্ষপঞ্জি আপনাকে বছরের প্রতিটি দিনে সংঘটিত শান্তির আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, অগ্রগতি এবং বিঘ্নগুলি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

সমস্ত যুদ্ধ বিলোপ না হওয়া এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এই শান্তির বর্ষপুঞ্জি প্রতি বছর অক্ষত থাকা উচিত।

বিক্রয় থেকে লাভ World BEYOND War এর কাজে অর্থায়ন করে।

যুদ্ধ অবসান এবং একটি ন্যায় ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য World BEYOND War একটি বিশ্বব্যাপী অহিংস আন্দোলন।

যুদ্ধের অবসান ঘটাতে জনগণের সমর্থন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং সেই সমর্থনকে আরও বিকাশ করা আমাদের লক্ষ্য। আমরা কেবল কোনও নির্দিষ্ট যুদ্ধ রোধ না করে সংশ্লিষ্ট পুরো সংস্থাকে বিলুপ্ত করার ধারণাকে এগিয়ে নিতে কাজ করি।

আমরা লড়াইয়ের সংস্কৃতিটিকে শান্তির সাথে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করি যেখানে সংঘাত নিরসনের অহিংস উপায় রক্তপাতের অবস্থান নিয়ে থাকে।

৩৬৫ টি অডিও ফাইল রেডিও স্টেশন এবং পডকাস্টের জন্য worldbeyondwar.org/peacealmanac এ বিদ্যমান আছে

জানুয়ারি ১। *এটি নববর্ষের দিন এবং বিশ্ব শান্তি দিবস।* ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি XIII দ্বারা প্রবর্তিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে আজকের আর একটি রান শুরু হয় এবং এটি আজ পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত সিভিল ক্যালেন্ডার। আজ জানুয়ারী মাস শুরু, দ্বি-মুখী দ্বার এবং রূপান্তরের দেবতা জেনাস থেকে নামকরণ করা, বা জুনো থেকে যিনি ছিলেন দেবতাদের রানী, শনির কন্যা এবং বৃহস্পতির স্ত্রী ও বোন। গ্রীক দেবী হেরার যুদ্ধের সংস্করণ হল জুনো। ১৯৬৭ সালে ক্যাথলিক চার্চ ১ লা জানুয়ারি কে বিশ্ব শান্তি দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিল। অনেক নন-ক্যাথলিকরা এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করছে এবং শান্তির জন্য সমর্থক হিসেবে, শিক্ষা এবং আন্দোলন করার জন্য এই দিনটিকে বেছে নিয়েছে। নববর্ষের রেজুলিউশনের বিস্তৃত ঐতিহ্যে, বিশ্ব শান্তি দিবসের দিনে প্রায়শই পোপেরা বিশ্বকে শান্তির দিকে পরিচালিত করার পক্ষে এবং বিভিন্ন ন্যায্য কারণের পক্ষে সমর্থন করার জন্য ভাষণ দেয় এবং বিবৃতি প্রকাশ করে থাকেন। ১ লা জানুয়ারীর বিশ্ব শান্তি দিবসটি, ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ২১ শে সেপ্টেম্বরের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। পরেরটি বেশি পরিচিতি পেয়েছে, সম্ভবত একক ধর্ম দ্বারা সূচিত হয়নি বলে, যদিও এর নামে "আন্তর্জাতিক" শব্দটি কিছু মানুষ দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যারা রাষ্ট্রকে শান্তির প্রতিবন্ধক বলে বিশ্বাস করে। বিশ্ব শান্তি দিবসটি, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের পিস রবিবারের মতো নয় যা ১৪ ও ২০ শে জানুয়ারির মধ্যে আসে। আমরা বিশ্বের যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা শান্তির জন্য আজই কাজ করতে পারি।

জানুয়ারি ২। *১৯০৫ সালের এই দিনে শিকাগোর শিল্প ইউনিয়নবাদীদের সম্মেলনটি ওয়ার্ল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড (আইডাব্লুডাব্লু) গঠন করে, যা দ্য ওয়াবলিস নামে পরিচিত এটি একটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যা একটি বড় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি শ্রমিককে সংযুক্ত করে।* দ্য উবলিস শ্রমিকদের অধিকার, নাগরিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শান্তির জন্য সমাবেশ করেছিল। তাদের রচিত এবং গাওয়া গানের মাধ্যমে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণীয় করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল Christian at War (যুদ্ধরত খ্রিস্টান) এবং এটি “Onward Christian Soldiers” (সামনে এগিয়ে যাও খৃস্টান সৈন্যরা) নামক জনপ্রিয় গানের ব্যাঙ্গাত্মক পুনর্লিখন ছিল, এতে যুদ্ধের যৌক্তিকতাকে প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল, যা নিয়ে

যুদ্ধ সমর্থকদের বেশিরভাগই আলোচনা করতে চায় না। যেহেতু যুদ্ধ হল গণহত্যা, তাই গানে গণহত্যার গুণকীর্তন করা হয়েছে, তাও খ্রিস্টধর্মের দোহাই দিয়ে, যেখানে বেশিরভাগ খ্রিস্টানের কাছে খ্রিস্টধর্ম শান্তির সাথে সম্পৃক্ত। যুদ্ধের তথাকথিত গৌরব সম্পর্কে একটি গান নিয়ে সেটাকে হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতির মতো অপরাধ বিষয়ক গান করে তোলার মাধ্যমে এর পুনঃ-রচয়িতারা শ্রোতাদের এটা বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিলেন যে যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কী। দয়ালু, মেষসম যিশু যিনি অপরিচিত ও বিদেশীদের ভালোবাসার পক্ষে প্রচারের জন্য প্রসিদ্ধ, তার সাথে যুদ্ধের ঘৃণা ও গোঁড়ামিকে মিলিত করে এই গানের রচয়িতারা ব্যাঙ্গের মাধ্যমে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে যুদ্ধের স্তুতিগান করার অর্থ হল একটা বীভৎস ও জঘন্য কোনও জিনিসের স্তুতিগান করা। এখানে পরবর্তী কিছু পঙক্তিতে এই গানের যে কথাগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মাধ্যমে এটা একেবারেই বোঝানো হচ্ছে না এতে বর্ণিত অবাস্তব ও জঘন্য জিনিসগুলিকে আমরা আসলে সমর্থন করি, বরং আশা করা হচ্ছে আপনি, পাঠক বুঝবেন যে "ব্যাঙ্গাত্মক" শব্দটির অর্থ কী এবং এটি অসততা ও ভণ্ডামিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার একটি শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে। এই গানে এই কথাগুলি ছিল: "এগিয়ে যাও, খ্রিস্টান সৈন্যরা! দায়িত্বের পথটি সরল; আপনার খ্রিস্টান প্রতিবেশীদের খুন করুন বা তাদের হাতে খুন হোন। পুরোহিতরা উত্তেজক ভাষণ ওগরাচ্ছে, উপরের ঈশ্বর আপনাকে ডাকাতি, এবং ধর্ষণ, এবং হত্যার জন্য ডাক দিচ্ছেন। আপনার সমস্ত কাজ উপরের মেষশাবকের দ্বারা শোধিত; যদি আপনি পবিত্র আত্মাকে (হোলি গোস্ট) ভালোবাসেন তবে খুন করুন, প্রার্থনা করুন এবং মৃত্যু বরণ করুন। সামনে এগিয়ে যাও, খ্রিস্টান সৈন্যরা! কেটে এবং ছিন্ন করে আঘাত কর! দয়াময় যীশুকে আপনার ডিনামাইটকে আশিসধন্য করতে দিন। শার্পনেল দিয়ে মাথার খুলি ফুটো করে দিন, তৃণভূমি উর্বরা করুন; যারা আপনার ভাষা বলে না তাদের ঈশ্বরের অভিশাপ প্রাপ্য। প্রতিটি বাড়ির দরজা ভাঙ্গুন, সুন্দরী কুমারীদের করায়ত্ত করুন; আপনার শক্তি আর পবিত্র অধিকার প্রয়োগ করে তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করুন। সামনে এগিয়ে যাও, খ্রিস্টান সৈন্যরা! যা সামনে পড়বে ধ্বংস করে দিন; মানুষের স্বাধীনতাকে পবিত্র পায়ে পদদলিত করুন। প্রভুর জয়গান করুন, যার ডলার সাইন তার প্রিয় মানবপ্রজাতিকে বোকা বানাচ্ছে! বিদেশী জঞ্জালদের আপনার সোনারূপায় মোড়া করুণাকে সম্মান করতে বাধ্য করুন। মেকি পাপ স্খালনের প্রতি আস্থা রাখুন, অত্যাচারীদের হাতিয়ার হিসাবে সেবা করুন; ইতিহাস আপনার সম্পর্কে বলবে: 'ঈশ্বরভ্রষ্ট বোকাদের দল!" এই গানটি রচিত হওয়ার এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে, ব্যঙ্গাত্মক ধারণাটির অনুধাবন কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, এবং অবশ্যই কোনও খ্রিস্টান আর কোনও যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

জানুয়ারি ৩। *১৯৬৭ সালের এই দিনে, রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি-র গুপ্তঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত লি হার্ভী ওসওয়াল্ডের গুপ্তধাতক জ্যাক রুবি টেক্সাসের একটি কারাগারে মারা যান।* ওসওয়াল্ড পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কেনেডি'কে গুলি করার দু'দিন পরে রুবিকে ওসওয়াল্ডের হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। রুবিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল; তবুও তার শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল এবং তাকে নতুন করে আদালতে বিচারের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যদিও সে পুলিশ অফিসারদের সামনে গুলি মেরেছিল এবং সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন যারা ছবি তুলছিলেন। রুবির নতুন বিচারের তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর, পালমোনারি এম্বলিজমে রুবি মারা গিয়েছিল যা তার ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণে হয়েছিল, যেটা আগে ধরা

পড়েনি। ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃক নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অপ্রকাশিত রেকর্ড অনুসারে, জ্যাক রুবি এফবিআই-এর একজন তথ্যদাতাকে বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি হত্যার দিন "আতশবাজি দেখতে পাবেন" এবং যেখানে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সেই এলাকায় উপস্থিত ছিল। রুবি তার বিচারের সময় এটি অস্বীকার করেছিলেন, এবং তিনি এই কথায় অনড় ছিলেন যে ওসওয়াল্ডকে হত্যা তিনি দেশপ্রেমের জন্য করেছেন। ১৯৬৪ সালের ওয়ারেন কমিশনের অফিসিয়াল রিপোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে ওসওয়াল্ড বা রুবি কেউই রাষ্ট্রপতি কেনেডিকে হত্যার কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ নন। আপাতদৃষ্টিতে এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রতিবেদন এই ঘটনাটিকে ঘিরে মানুষের মনে যে সন্দেহ ছিল তা দূর করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে, হত্যা সম্পর্কিত হাউস সিলেক্ট কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে কেনেডিকে সম্ভবত "কোনও ষড়যন্ত্রের কারণে হত্যা করা হয়েছিল" যাতে একাধিক বন্দুকধারী আততায়ী এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ জড়িত থাকতে পারে। ওয়ারেন কমিশনের মতোই এই কমিটির সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কেও ব্যাপকভাবে প্রশ্ন তোলা হয়। এই সবচেয়ে কমবয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্টের ধারণাগুলি তাকে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে স্মরণীয় করে তুলেছে:..... "যুদ্ধের ছায়া থেকে দূরে সরে আসুন এবং শান্তির পথ সন্ধান করুন," তিনি বলেছিলেন।

জানুয়ারি ৪। *১৯৪৮ সালের এই দিনে, বার্মা (মিয়ানমার নামেও পরিচিত) ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল এবং একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।* ১৯ শতকে ব্রিটিশ বাহিনী বার্মার বিরুদ্ধে তিনবার যুদ্ধ করেছিল, ১৮৮৬ সালের তৃতীয় যুদ্ধের পর বার্মা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। রেঙ্গুনকে (Yangon) রাজধানী করা হয়েছিল যা কোলকাতা ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে একটি ব্যস্ত বন্দর হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশদের সাথে অনেক ভারতীয় ও চীনাদের আগমন হয়, এবং ব্যাপক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে নানারকম সংগ্রাম, দাঙ্গা, এবং আন্দোলন দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসন এবং প্যাগোডায় প্রবেশের সময় জুতা খুলতে অস্বীকার করার কারণে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক প্রতিবাদীর অভ্যুদয় হয়েছিল এবং "অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট পিপল'স ফ্রিডম লীগ" (AFPFL) এবং "পিপল'স রেভল্যুশনারি পার্টি" (PRP) — দুটোই গঠন করেছিলেন আইনের একজন তরুণ শিক্ষার্থী, অং সান। অং সানসহ অন্যরা ১৯৪৭ সালে বার্মাকে ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্ত করতে মধ্যস্ততা করেছিলেন এবং একটি অবিভক্ত বার্মা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতার আগেই সানকে খুন করা হয়। সানের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা, অং সান সুচি তার পিতার পথ ধরে গনতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৬২ সালে বার্মিজ মিলিটারি সরকারের ক্ষমতা দখল করে। তারা রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ১০০ এর বেশি শিক্ষার্থীকে হত্যা করে। ১৯৭৬ সালে একটি সাধারণ ধর্নার পরে ১০০ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। সুচিকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়, তারপরেও তিনি ১৯৯১ সালে নোবেন শান্তি পুরষ্কার লাভ করেন। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এখনো পর্যন্ত একটি শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখলেও ২০১৬ সালে সু চি বার্মিজ ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির সমর্থনে স্টেট কাউন্সিলর (বা প্রধানমন্ত্রী) নির্বাচিত হন। বার্মিজ সামরিক বাহিনী শত শত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পুরুষ, মহিলা ও শিশু হত্যা করলে সু চির নীরবতা বা এ কাজে তার সমর্থনের জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে সমালোচিত হয়েছেন।

জানুয়ারি ৫। *১৯৬৮ সালের এই দিনে আলেকজান্ডার ডাবচেক (Alexander Dubcek), যিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, চেকোস্লোভাকিয়ার স্তালিনপন্থী শাসক অ্যানটনিন নভতনী'র (Antonin Novotny) পর প্রধান সচিব (ফার্স্ট সেক্রেটারি) পদে আসীন হন।* ডাবচেক সাম্যবাদ (কমিউনিজম) সমর্থন করলেও ইউনিয়ন এবং নাগরিক অধিকারে সহায়ক সংস্কারসাধন করে বাকস্বাধীনতার প্রচলন করেছিলেন। এই সময়টি "প্রাগ বসন্ত" (Prague Spring) নামে পরিচিত। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমন করেছিল; উদারপন্থী নেতাদের মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বদলে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। গুস্তাভ হুসাক ডাবচেকের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার সংস্কারগুলো বাতিল করে স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা পূণঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে দেশজুড়ে প্রচন্ড আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল। এ সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বই, সংবাদপত্র, রেডিও স্টেশন, যেমন ভাক্লাভ হ্যাভেল এর দ্য গার্ডেন পার্টি এবং দ্য মেমোরান্ডাম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং হ্যাভেলকে প্রায় চার বছর পর্যন্ত জেলে রাখা হয়েছিল। দেশজুড়ে হাইস্কুল এবং কলেজগুলোর হাজার হাজার শিক্ষার্থী চারদিন ব্যাপী শান্তিপূর্ণ ধর্নার কর্মসূচি পালন করেছিলেন; বিভিন্ন কলকারখানা তাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। তখন কিছু নৃশংস ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে জান পালাখ (Jan Palach) নামের একজন কলেজ ছাত্র দখল ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে ওয়েনচেসলাস স্কোয়ারে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার মৃত্যু এবং প্রাগ বসন্ত সমার্থক হয়ে গিয়েছিল, এবং তার সৎকার আরেকটি বিক্ষোভে রূপ নেয়। ইয়ান যাজিখ (Jan Zajíc) নামের আরেকজন ছাত্র সেই স্কোয়ারে এবং এভযেন প্লোচেক (Evžen Plocek) নামের আরেকজন জিহ্লাভাতে একই কাজ করে। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটতে থাকে, এবং ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতে থাকে এবং অবশেষে হুসাক সরকার পদত্যাগ করে। ডাবচেক পুনরায় সংসদের চেয়ারম্যান এবং ভাক্লাভ হ্যাভেল চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। চেকোস্লোভাকিয়ায় সাম্যবাদ বা প্রাগ "গ্রীষ্ম" অবসান ঘটাতে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলেছিল।

জানুয়ারি ৬। *১৯৪১ সালের এ দিনে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt) তার বক্তব্যে "ফোর ফ্রিডমস" (Four Freedoms) কথাটি প্রথম উল্লেখ করেন, যার মধ্যে ছিল বাকস্বাধীনতা; ধর্মীয় স্বাধীনতা; নির্ভয়ে থাকার স্বাধীনতা; এবং সবচ্ছলভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতা।* তার বক্তব্য সব দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছিল, তবু যুক্তরাষ্ট্র এবং বেশিরভাগ দেশের নাগরিকদের এখনো পর্যন্ত চারটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এর ঐ দিনের কিছু বক্তব্য হলো: "আমরা ভবিষ্যতে এমন একটি নিরাপদ পৃথিবী দেখতে চাই যেখানে মানব স্বাধীনতা চারটি মূল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রথমটি হলো বিশ্বের সবজায়গায় বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। দ্বিতীয়টি হলো বিশ্বের সব জায়গার মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। তৃতীয়টি হলো বিশ্বের সব জায়গায় স্বচ্ছন্দে থাকার স্বাধীনতা, যেটার অর্থ হচ্ছে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে বসবাসরত মানুষদের সুস্থ ও শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার অধিকার। চতুর্থটি হলো বিশ্বের সব জায়গার মানুষদের নির্ভয়ে থাকার স্বাধীনতা, যার অর্থ হলো বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের সরঞ্জাম কমিয়ে আনা এবং এমন ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা যাতে কোনও দেশ তার প্রতিবেশি দেশে

আগ্রাসন করতে না পারে - বিশ্বের কোনও জায়গা না...। এই সর্বোত্তম ধারণার লক্ষ্যে যে বিজয় ছাড়া অন্য কোনও পরিণতি সম্ভব না।" আজ মার্কিন সরকার প্রায়ই তাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রকে শান্তির পথে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা হয়। এবং যুক্তরাষ্ট্র সকল ধনী দেশকে দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যায়। এই চারটি স্বাধীনতা (ফোর ফ্রিডমস) অর্জনের জন্য এখনো সংগ্রাম চলছে।

জানুয়ারি ৭। *১৯৩২ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট হেনরী স্টিমসন "স্টিমসন মতবাদ" (Stimson Doctrine) ব্যক্ত করেন।* লিগ অফ নেশনস চীনে সাম্প্রতিক জাপানীদের আক্রমণের বিরোধিতা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হারবার্ট হুভার (Herbert Hoover) এর অনুমোদনে স্টিমসন এই মতবাদ ঘোষণা করেছিলেন, যাকে হুভার-স্টিমসন (Hoover-Stimson) মতবাদও বলা হয়, যে যুক্তরাষ্ট্র মাঞ্চুরিয়ায় তদকালিন যুদ্ধের বিরোধিতা করে। এ মতবাদে সর্বপ্রথম যেটা উল্লেখ ছিল, যুক্তরাষ্ট্র চায়নার স্বাধীনতা বা অখণ্ডতা ক্ষুণ্ন করে এরকম কোন শান্তিচুক্তিতে সমর্থন দেবে না; দ্বিতীয়ত, অস্ত্রের মুখে ভৌগলিক সীমা পরিবর্তন করাকে সমর্থন দেয়া হবে না। যুদ্ধ নিষিদ্ধের জন্য দেয়া বিবৃতিটির ভিত্তি ছিল ১৯২৮ সালের কেলগ-ব্রায়ান্ড চুক্তি (Kellogg-Briand Pact) যেটার ফলে যুদ্ধকে সমর্থন করা ও জয়কে স্বীকৃতি দেয়া পর্যায়ক্রমে শেষ হয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল কারণ ওয়াল স্ট্রিটের মন্দাবস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ধ্বস, ব্যাপক বেকারত্বের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা দুর্দশায় ছিল আর মানুষ যুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে যুদ্ধে জড়ানোর সম্ভাবনা ছিল না এবং তারা লিগ অফ নেশনসকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিল। এর মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই জাপানিদের সাংহাই আক্রমণ এবং তারপরে ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন দেশ আইনের শাসন না মেনে পরপর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তখন থেকে স্টিমসন মতবাদ অকার্যকর বলে আখ্যা দেয়া হয়। কিছু ইতিহাসবিদগণ বিশ্বাস করেন যে মতবাদটি নিজস্ব স্বার্থের জন্য ছিল এবং মহামন্দার (Great Depression) সময় নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে বাণিজ্য চলমান রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। অপরদিকে অনেক ইতিহাসবিদ এবং আইনের তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে বৈশ্বিক রাজনীতিতে নৈতিকতাকে সামিল করে স্টিমসন মতবাদ যুদ্ধ এবং এর পরিণতিকে একটি নতুন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ তৈরি করায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

জানুয়ারি ৮। *এই দিনে নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করা আমেরিকান এ. জে. মুস্তের (১৮৮৫-১৯৬৭) জন্ম হয়েছিল।* এ. জে. মুস্তে ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম নেতৃস্থানীয় অহিংস সামাজিক কর্মী। ডাচ রিফর্মড চার্চ এর একজন যাজক হিসেবে শুরু করে তিনি একজন সমাজবাদী এবং শ্রমিক ইউনিয়নের অ্যাক্টিভিস্টে পরিণত হন, এবং তিনি নিউ ইয়র্কের ব্রুকউড লেবার কলেজ এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বপ্রথম পরিচালক ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি শান্তিবাদে মন দেন এবং যুদ্ধের বিরোধিতা, নাগরিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, এবং নিরস্ত্রীকরণের কাজে নিজেকে সমর্পন করেন। তিনি ফেলোশিপ অব রিকনসিলেশন, কংগ্রেস অফ রেসিয়াল ইক্যুয়ালিটি (সিওআর), এবং ওয়ার রেজিস্টারস লিগ সহ একাধিক সংস্থায় কাজ করেছেন এবং *লিবারেশন* ম্যাগাজিনে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভিয়েতনামে মার্কিন যুদ্ধের সময় শান্তির জন্য তাঁর কাজ

চালিয়ে গিয়েছিলেন; মৃত্যুর কিছু আগে, তিনি পাদ্রী প্রতিনিধিদের সাথে উত্তর ভিয়েতনামে ভ্রমণ করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এ.জে. মুস্তে ব্যাপকভাবে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলনে সকল বয়সের ও সর্বস্তরের মানুষকে যুক্ত করার জন্য, সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুনে তা প্রতিফলিত করার জন্য, এবং বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সেতু বন্ধনে দক্ষতার জন্য। সমাজ বদলের জন্য অহিংস আন্দোলনে সমর্থন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এ. জে. এর ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে ১৯৭৪ সালে এ. জে. মুস্তে মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটটি গঠন করা হয়। ইনস্টিটিউটটি অহিংসতার উপর প্যাম্ফলেট ও বই প্রকাশ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বজুড়ে তৃণমূল স্তরের গোষ্ঠীগুলোকে অনুদান এবং স্পনসরশিপ সরবরাহ করে নিউইয়র্ক সিটির “পিস পেন্টাগন” থেকে। মুস্তের ভাষায়: "শান্তির কোনও পথ নেই; শান্তিই হল পথ"।

জানুয়ারি ৯। *১৯১৮ সালের এই দিনে বিয়ার ভ্যালির যুদ্ধে নেটিভ আমেরিকানদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ লড়াই করেছিল।* মেক্সিকোর সাথে দীর্ঘ যুদ্ধের মাধ্যমে ইয়াকুই ইন্ডিয়ানদের উত্তর দিকে তাড়ানো হয়েছিল, এবং অ্যারিজোনায় একটি সামরিক ঘাঁটির কাছে সীমান্ত অতিক্রম করে। ইয়াকুইরা কখনও কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেবুর বাগিচায় কাজ করতেন, তাদের মজুরি দিয়ে অস্ত্র কিনতেন এবং তা নিয়ে মেক্সিকোয় ফিরে আসতেন। সেই দুর্ভাগ্যের দিনে, সেনারা একটি ছোট দল খুঁজে পায়। লড়াই চলেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন ইয়াকুই হাতের অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করে। দশজন ইয়াকুই ধরা পড়ে, এবং তাদের মাথার উপর হাত তুলে লাইন করে দাঁড়াতে বলা হয়। নেতা সোজা দাঁড়ায়, কিন্তু হাত কোমরে। তাঁর হাত যখন জোর করে তোলা হল, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে তিনি কেবল নিজের পেটের নাড়িভুঁড়ি ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কোমরে জড়িয়ে রাখা কার্তুজে গুলি লাগার কারণে আগুন ধরে যাওয়ার ফলে তার পেটে বিস্ফোরণ হয়েছিল, এবং পরের দিন তিনি মারা গেলেন। বন্দীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন এগারো বছরের বালক, যার রাইফেল লম্বায় ছিল তারই সমান। এই দুঃসাহসী গোষ্ঠীটি এক বৃহত্তর দলকে পালাতে সাহায্য করে। বন্দীদের পরে ঘোড়সওয়ারে টুকসনে নিয়ে যাওয়া হয় একটি ফেডারেল ট্রায়ালের জন্য। যাত্রার সময় তারা সাহস এবং শক্তি দিয়ে সৈন্যদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়। বিচারে এগারো বছর বয়সীর বিরুদ্ধে করা সমস্ত অভিযোগ বিচারপতি খারিজ করেন, এবং অন্যান্য আটজনকে মাত্র ৩০ দিনের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। কর্নেল হ্যারল্ড বি. ওয়ার্ফিল্ড লিখেছিলেন: "এই শাস্তি ইয়াকুইদের বেশি পছন্দ হয়েছিল অন্যথায় যাদের মেক্সিকোতে বিতারণ করা হত এবং বিদ্রোহী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হতে হত।"

জানুয়ারি ১০। *১৯২০ সালের এই দিনে লীগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়।* এটি বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা। এটি কোনও নতুন ধারণা ছিল না। নেপোলিয়োনিক যুদ্ধ পরবর্তীকালীন আলোচনা শেষ পর্যন্ত জেনেভা ও হেগ কনভেনশনের দিকে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত থিওডোর রুজভেল্ট "লীগ অফ পিস”-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ, ফরাসি ও মার্কিনরা এক কংক্রিট প্রস্তাবনা তৈরি করে। এগুলি ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে “লীগ অব নেশনস এর চুক্তি”-এর আলোচনার এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্র তৈরি করে। এ চুক্তিটি,

যা সম্মিলিত সুরক্ষা, নিরস্ত্রীকরণ, এবং আলোচনা ও সালিশির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল, তা পরে ভার্সাই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। লীগটি একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল (বৃহৎ শক্তিগুলির জন্য কেবল উন্মুক্ত) দ্বারা পরিচালিত হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে, এটি পরিষ্কার ছিল যে লীগ ব্যর্থ হয়েছিল। কেন? প্রশাসন:রেজোলিউশনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এটি কাউন্সিলের সদস্যদের একটি কার্যকর ভেটো ক্ষমতা প্রদান করে। সদস্য: বহু দেশ কখনই যোগ দেয়নি। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ৪২ এবং সর্বোচ্চ ৫৮। অনেকে এটিকে “বিজয়ীদের লীগ" হিসাবে দেখেছিলেন। জার্মানির যোগদানের অনুমতি ছিল না। কমিউনিস্ট শাসনকর্তাদের স্বাগত জানানো হয়নি। এবং হাস্যকরভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কখনই যোগ দেয়নি। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, এর একজন মুখ্য প্রবক্তা, এর জন্য সেনেটের্য সম্মতি লাভ করতে পারেননি। সিদ্ধান্তগুলির কার্যকর করতে অক্ষমতা: সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার জন্য লীগ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীদের উপর নির্ভর করত। তারা তা করতে অনিচ্ছুক ছিল। পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যসমূহ: অস্ত্রের মাধ্যমে কার্যকর রার প্রয়োজনীয়তা নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার বিরোধী ছিল। ১৯৪৬ সালে, মাত্র ২৬ বছর পরে, লীগ অফ নেশনস প্রতিস্থাপিত হয় জাতিসংঘ দ্বারা।

জানুয়ারি ১১। *২০০২ সালের এই দিনে, কিউবাতে গুয়ান্তানামো বে কারাগার ক্যাম্প চালু হয়।* মূলতঃ একটি “আইন-কানুনের বহির্ভূত দ্বীপ" হিসেবে নির্মিত এই কারাগার যেখানে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহভাজনদের কোনও প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক করা এবং বাধানিষেধ না মেনে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে, গুয়ান্তানামো বে-তে কারাগার এবং সামরিক কমিশন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। গুয়ান্তানামো অন্যায়, অপব্যবহার এবং আইনের প্রতি অবজ্ঞার প্রতীক হয়ে উঠে। কারাগার শিবিরটি খোলার পর থেকে প্রায় ৮০০ জন পুরুষ এই কারাগারে পা রেখেছে। বেআইনী আটক ছাড়াও অনেকের সঙ্গেই নির্যাতন ও অন্যান্য পাশবিক আচরণ করা হয়। বেশিরভাগ লোককে বিনা অভিযোগে বা বিচার ছাড়াই ধরে রাখা হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনী কর্তৃক মুক্তির জন্য সাফ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক বন্দি বছরের পর বছর ধরে আটকে রয়েছে, এমন জলাভূমিতে আটকে আছে যে সরকারের কোনও বাহিনী তাদের অধিকার লঙ্ঘনের অবসান ঘটাতে রাজি হয়নি। গুয়ান্তানামো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতি ও সুরক্ষার জন্য ক্ষতিকারক এবং আইএসআইএস-এর মতো গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি নিয়োগের হাতিয়ার, যারা তাদের নিজস্ব বন্দীদের জিআইটিএমও কমলা রঙের পোশাক পরায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং তার এজেন্সিগুলি বছরের পর বছর ধরে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকের এবং গুয়ান্তানামো বন্ধ করার জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করেনি। গুয়ান্তানামোকে সঠিক উপায়ে বন্ধ করার জন্য অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই অনির্দিষ্ট কারাবাসের সমাপ্তি প্রয়োজন; যে সকল আটক বন্দীদের স্থানান্তর করার জন্যঅনুমোদন দেওয়া হয়েছে তাদের স্থানান্তর করা; এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল ফৌজদারি আদালতে অন্যায়ের অভিযোগের প্রমাণ রয়েছে এমন বন্দীদের বিচার করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ফেডারেল আদালত নিয়মিত গুরুতর সন্ত্রাসবাদের মামলা পরিচালনা করে। যদি কোনও অভিযোক্তা আইনজীবী কোনও বন্দীর বিরুদ্ধে মামলা খাড়া করতে না পারেন, তবে গুয়ান্তানামো বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেই ব্যক্তির কারাভোগ করা অব্যাহত থাকার কোনও কারণ নেই।

জানুয়ারি ১২। *১৯৭০ সালের এই দিনে দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ার এক বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বিয়াফ্রা ফেডারেল আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এভাবেই নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে।* প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ নাইজেরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ১৯৬০ সালে। এই রক্তক্ষয়ী ও বিভাজনমূলক যুদ্ধ মূলতঃ ঔপনিবেশিক শক্তি স্বার্থের জন্য পরিকল্পিত স্বাধীনতার ফলাফল ছিল। নাইজেরিয়া কতগুলি স্বাধীন প্রদেশের বৈচিত্র্যময় সমষ্টি ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে এটি উত্তর এবং দক্ষিণ দুটি অঞ্চল হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল। ১৯১৪ সালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং সম্পদের উপর আরও কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য, উত্তর এবং দক্ষিণ একত্রিত হয়েছিল। নাইজেরিয়ার তিনটি প্রধান গোষ্ঠী রয়েছে: দক্ষিণ-পূর্বের ইগবো; উত্তরে হাউসা-ফুলানি; এবং ইওরুবা দক্ষিণ-পশ্চিমে। স্বাধীনতার সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উত্তর দিকের সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল থেকে। আঞ্চলিক পার্থক্য জাতীয় ঐক্য অর্জন কঠিন করে তুলেছিল। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনের সময় উত্তেজনা বেড়েছিল। জালিয়াতির ব্যাপক অভিযোগের পরেও প্রার্থীদের আবার নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬৬ সালে জুনিয়র অফিসাররা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন। নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর প্রধান এবং একজন ইগবো, আগুয়াই-ইরোনসি এটিকে দমন করে রাষ্ট্রপ্রধান হন। ছয় মাস পরে উত্তরের কর্মকর্তারা একটি পাল্টা অভ্যুত্থান মঞ্চস্থ করলেন। ইয়াকুবু গোওয়েন নামে উত্তরের এক কর্মকর্তা রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। এর ফলে উত্তরে জনগোষ্ঠীর ওপর পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। প্রায় ১,০০,০০০ ইগবোকে হত্যা করা হয় এবং দশ লক্ষ পালিয়ে গেছিল। ১৯৬৭ সালের ৩০শে মে ইগবোরা দক্ষিণাঞ্চলকে স্বাধীন বিয়াফ্রা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। সামরিক সরকার পুনরায় দেশটিকে একীভূত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। পোর্ট হারকোর্ট দখল করা এবং তেলক্ষেত্রগুলোর দখল নেয়া প্রথম লক্ষ্য ছিল। অবরোধের কারণে গুরুতর দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং এত বিয়াফ্রার ২০ লক্ষ সাধারণ মানুষ অনাহারের সম্মুখীন হয়। পঞ্চাশ বছর পরে সেই যুদ্ধ এবং তার পরিণতি নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয়।

জানুয়ারি ১৩। *১৯৯১ সালের এই দিনে সোভিয়েত বিশেষ বাহিনী লিথুনিয়ান টেলিভেশন ও রেডিও টাওয়ারে হামলা করে সেখানে সম্প্রচার স্বাধীনতা রক্ষায় টেলিভিশন ও বেতার ভবনকে প্রহরা দেওয়ার সময় নিরস্ত্র জনতার উপর ট্যাংক চালিয়ে ১৪ জনকে হত্যা করে এবং ৫০০ জনের বেশি লোককে আহত করে।* সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে তার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য লিথুনিয়ার সর্বোচ্চ পরিষদ পৃথিবীর কাছে অবিলম্বে একটি আবেদন জারি করে, এবং যেকোন পরিস্থিথিতে লিথুনিয়ার জনগণ তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালে লিথুনিয়ার জনতা দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা পরিষদ যদি অক্ষম করা হয় এজন্য লিথুয়ানিয়ার সংসদ খুব শীঘ্রই নির্বাসনে থাকা সরকার গঠনের জন্য একটি আইন পাশ করেছিল। রাশিয়ার নেতা বরিস ইয়েলেৎসিন এই আক্রমণে তার হাত থাকার বিষয় প্রত্যাখান করেন, কাজটি অবৈধ ছিল তা স্বীকার করার জন্য রাশিয়ার সৈন্যদের কাছে আবেদন জানান, এবং বাড়িতে থাকা তাদের নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করার আহ্বান জানান। এই হত্যার সঙ্গে তার এবং মিখাইল গর্বাচেভের কোন অন্তর্ভুক্তি অস্বীকার করা সত্ত্বেও সোভিয়েত আক্রমণ এবং হত্যা চলতে থাকে। লিথুনিয়ার একদল জনতা টিভি ও বেতার ভবন রক্ষা করার চেষ্টা করে।

সোভিয়েত ট্যাংক অগ্রসর হয়ে জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। সোভিয়েত সেনারা ভবন দখল করে এবং সরাসরি টিভি সম্প্রচার বন্ধ করে। কিন্তু কি ঘটছে তা বিশ্বকে জানানোর জন্য অপেক্ষাকৃত একটি ছোট স্টেশন বিভিন্ন ভাষায় সম্প্রচার করতে শুরু করে। সর্বোচ্চ পরিষদ ভবনকে রক্ষা করার জন্য এক বিশাল জনতা জমায়েত হয় আর সোভিয়েত সেনাদলকে প্রত্যাহার করা হয়। আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারিতে লিথুনিয়ার জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে বিপুলভাবে ভোট দেন। লিথুনিয়া স্বাধীনতা লাভ করার কারণে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে যোগাযোগের স্বাধীনতা বাড়তে থাকা বিশ্বে সামরিক দখলদারিত্ব পরিচালনার যোগ্য না।

জানুয়ারি ১৪। *১৮৯২ সালের এই দিনে মার্টিন নিম্যোলার জন্মগ্রহন করেন।* ১৯৮৪ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এই বিখ্যাত প্রটেস্ট্যান্ট যাজক যিনি অ্যাডলফ হিটলারের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষী বক্তা হিসেবে উদিত হন তার ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদ সত্ত্বেও তিনি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে শেষ সাত বছর অতিবাহিত করেন। নিম্যোলার সম্ভবত তার বিখ্যাত উদ্ধৃতির জন্য সবচেয়ে বেশি স্মরনীয় হয়ে আছেন: “প্রথমে তারা সমাজতন্ত্রীদের জন্য এসেছিল আর আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলিনি কারণ আমি সমাজতন্ত্রী নই। এরপরে তারা ট্রেড ইউনিয়নকর্মীদের নিতে এসেছিল আর আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলি নাই কারন আমি ট্রেড ইউনিয়নকর্মী নই। তারপরে তারা ইহুদিদের নিতে এসেছিল কিন্তু আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলি নাই কারণ আমি ইহুদি নই। শেষবার ওরা ফিরে এলো আমাকে ধরে নিয়ে যেতে, আমার পক্ষে কেউ কোন কথা বলল না, কারণ, কথা বলার মত তখন আর কেউ বেঁচে ছিল না।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে নিমলা জার্মান নৌ বাহিনী থেকে কার্যচ্যুত হয়েছিলেন। একটি বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়ে তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিমলা ঈশ্বর প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন যাজক বলে পরিচিত হন। পুলিশের সাবধান বানী সত্ত্বেও তিনি গীর্জায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও তার দৃষ্টিতে নাজিদের দ্বারা নতুন-পৌত্তলিকতা প্রণোদিত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে, নিমোলার বারবার গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত নির্জন কারাবাসে থাকেন। বিদেশে তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কাউন্সিল অব চার্চেস এর সভায় প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন এবং ব্যাপক ভ্রমণ করে নাজিবাদের অধীনে জার্মান অভিজ্ঞতা বিষয়ে প্রচার করতে থাকেন। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নিমোলার আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য বিশ্ব গীর্জা পরিষদসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে কাজ করেন। জার্মানি বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও নিমোলার জার্মান জাতীয়তাবাদ কখনো দোদুল্যমান হয়নি। তিনি বলতেন যে তিনি ঐক্যভবন পছন্দ করেন এমনকি তা যদি সাম্যবাদের অধীনেও হয়।

জানুয়ারি ১৫। *১৯২৯ সালের এই দিনে মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র জন্মগ্রহন করেন।* ১৯৬৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল মেম্ফিস, টেনাসিতে তাকে হত্যা করা হলে তার জীবন আচমকা এবং করুণভাবে শেষ হয়। একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রপতি না হওয়া সত্ত্বেও যার স্মরণে জাতীয় ছুটির দিন পালন করা হয় এবং তার স্মরণে ওয়াশিংটন ডি. সি.’তে বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়, ডক্টর কিং’য়ের *"I Have a Dream" বা “আমার একটি স্বপ্ন আছে”* বক্তৃতা, *নোবেল শান্তি পুরষ্কার পাওয়া উপলক্ষে দেওয়া বক্তব্য,* এবং *“বার্মিংহাম জেল থেকে লেখা*

চিঠি” ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ভাষণ এবং লেখার মধ্যে অন্যতম। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এবং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ডক্টর কিং যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের আইনী সমতা অর্জনের জন্য ১৯৫০ এর দশকের এর শেষ দিক থেকে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিগত ৩৫০ বছরের তুলনায় তার নেতৃত্বে ১৩ বছরেরও কম সময়ে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল পর্যন্ত আধুনিক অ্যামেরিকার নাগরিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জাতিগত সমতা অর্জনে সত্যিকারের উন্নতি হয়। বিশ্বের ইতিহাসে ডক্টর কিং অন্যতম মহান অহিংস নেতা হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত। যেখানে অন্য নেতারা স্বাধীনতার জন্য “প্রয়োজনে যেকোন উপায়ে”র সমর্থন করে সেখানে মার্টিন লুথার কিং আপাতভাবে অসম্ভব লক্ষ্যকে অর্জন করতে শব্দের শক্তি ব্যবহার করেছিলেন এবং অহিংস প্রতিরোধ করেছিলেন, যেমনঃ প্রতিবাদ করা, তৃণমূল স্তরে মানুষকে সংগঠিত করা, এবং অহিংস নাগরিক অবাধ্যতা। তিনি দারিদ্র্য, এবং আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে একই ধরণের প্রচারণায় নেতৃত্ব দেন। সর্বদাই তিনি অহিংস নীতি বজায় রেখেছিলেন। তার ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধিতা, এবং জাতিগত বৈষম্য, সামরিকতা, এবং চরম বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সমর্থন উন্নততর পৃথিবীর জন্য ব্যাপক ঐক্যকামী শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করা কর্মীদের প্রেরণা যেগাচ্ছে।

জানুয়ারি ১৬। *১৯৬৮ সালের এই দিনে, আব্বি হফম্যান এবং জেরি রুবিন ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল পার্টি (দি ইয়িপ্পিস) প্রতিষ্ঠা করেন। এর একদিন আগে রাষ্ট্রপতি লিয়ন্ডন বেইন্স জনসন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে দেশের অবস্থা নিয়ে দেয়া বক্তব্যে জানান যে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে জিততে যাচ্ছে।* ১৯৬০-৭০ এর দশকসমূহে ইয়েপ্পিজ বিস্তৃত যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের অংশ ছিল যা সিভিল রাইটস মুভমেন্ট (আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের ন্যায় ও সমতার আন্দোলন) থেকে জন্ম লাভ করেছিল। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে হফম্যান এবং রুবিন পেন্টাগনে যুদ্ধ বিরোধী মিছিলের অংশ ছিলেন। এই মিছিলকে জেরি রুবিন "ইপ্পি (yippie) রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ” বলেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ যেমনঃ কান্ট্রি জো এবং ফিশ, ও কবি/লেখক যেমনঃ অ্যালেন গিনসবাবার্গের সাথে যুক্ত হয়ে হফম্যান এবং রুবিন “ইয়েপ্পি শৈলী”কে যুদ্ধ বিরোধী এবং পুঁজিবাদ বিরোধী কাজে ব্যবহার করেছেন। অ্যালেন গিনসবাবার্গ গোলযোগের সময় হফম্যানের অনুভূতিকে উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ “[হফম্যান] বলেছে যে রাজনীতি থিয়েটারে এবং জাদুতে পরিণত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে, গণমাধ্যম দ্বারা কল্পিত চিত্রের কারসাজি ছিল এটা যা বিভ্রান্তিকর এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জন্য সম্মোহনীকর, যা তাদের এমন একটি যুদ্ধ গ্রহন করতে বাধ্য করছে যে যুদ্ধে তারা বিশ্বাস করে না।” ইয়েপ্পিরা ব্ল্যাক প্যান্থারস, স্টুডেন্টস ফর এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি (এসডিএস) এবংদ্যা ন্যাশনাল মোবিলাইজেশন কমিটি টু এন্ড দ্যা ওয়ার ইন ভিয়েতনাম (দ্যা মোবি) এর সাথে যুক্ত হয়ে ১৯৬৮ সালে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন এ বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ অসংখ্য বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ করেছে। পিগাসাস নামে একটি শুয়োরকে মনোয়ন দেওয়াসহ লাইফ ইন লিংকন পার্ক নিয়ে থিয়েটার উৎসবের জন্য তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং হফম্যান, রুবিন ও অন্যান্য দলের সদস্যদের বিচার শুরু হয়। ইপ্পিজদের সমর্থকেরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছিলেন, এবং নিউইয়র্ক সিটিতে একটি ইপ্পি যাদুঘর খুলেছেন।

জানুয়ারি ১৭। *১৮৯৩ সালের এই দিনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুনাফাবাদী, ব্যবসায়ী এবং মেরিনরা ওহুতে*

হাওয়াই রাজতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে, যা বিশ্বজুড়ে হিংস্র ও বিপর্যয়কর সরকার পতনের একটি দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে। হাওয়াইয়ের রানী, লিলিউও ক্যালানি, রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন হ্যারিসনের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: "সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে এবং হাওয়াইয়ান রাজ্যের সংবিধানের অধীনে, আমি, রানী, লিলি'উওকালানি (Lili'uokalani), এই মর্মে নিজের বিরুদ্ধে এবং হাওয়াইয়ান রাজ্যের সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে করা যে কোন পদক্ষেপের দৃড়ভাবে প্রতিবাদ করছি যেখানে কিছু ব্যক্তি কর্তৃক এই রাজ্যের এবং জন্য অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে... সশস্ত্র বাহিনীর যে কোন ধরণের সংঘর্ষ এড়াতে এবং সম্ভবত প্রাণহানির ঘটনা এড়াতে, আমি এর প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও এবং সেই বাহিনী দ্বারা বাধ্য হয়ে আমি সেই সময় পর্যন্ত আমার কর্তৃত্ব আত্মসমর্পন করছি যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে উপস্থাপিত হওয়া বিষয়াদি বিবেচনা করে তার প্রতিনিধিদের পদক্ষেপটি প্রত্যাহার করবে এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সাংবিধানিক সার্বভৌম হিসাবে আমি যে কর্তৃত্ব দাবি করি তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেবে।" জেমস এইচ. ব্লাউন্ট বিশেষ কমিশনার (Special Commissioner) হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছিল, যাকে তদন্তের জন্য এবং ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে তার অনুসন্ধানের রিপোর্ট দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। ব্লাউন্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে হাওয়াইয়ান সরকারকে অবৈধভাবে উৎখাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দায়ী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পদক্ষেপগুলি আন্তর্জাতিক আইন এবং হাওয়াইয়ানের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করেছে। একশত বছর পরে, ১৯৯৩ সালের এই দিনে, হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের দখলের বিরুদ্ধে একটি বড় বিক্ষোভ করেছিল। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ক্ষমা প্রার্থনা পেশ করে স্বীকার করে যে হাওয়াইয়ানরা "তাদের জন্মগত সার্বভৌমত্বের... দাবী কখনোই স্বাধীনভাবে ত্যাগ করেনি"। স্থানীয় হাওয়াইয়ানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে হাওয়াইয়ের মুক্তির জন্য তৎপরতা চালাতে থাকে।

জানুয়ারি ১৮। *২০০১ সালের এই দিনে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দল (ডাইরেক্ট অ্যাকশন গ্রুপ) ট্রাইডেন্ট প্লাওশেয়ারসের দুই সদস্যকে খালাস দেওয়া হয়েছিল যারা* ব্রিটিশ এইচএমএস ভেনজেন্সের ক্ষতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল *যাতে ব্রিটেনের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের এক চতুর্থাংশ বহন করা হয়েছিল।* পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের ৫৭ বছর বয়সী সিলভিয়া বয়েস, এবং ম্যানচেস্টারের ৪৫ বছর বয়সী রিভার যার পুরাতন নাম কেইথ রাইট ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে ব্যারো-ইন-ফারনেস, কুম্বরিয়া এ একটি ফেরিঘাটের কাছে হাতুড়ি এবং কুড়াল দিয়ে *এইচএমএস ভেনজিয়েন্সে* আক্রমণ করার কথা স্বীকার করেছেন। দুজনই অন্যায়কে অস্বীকার করেছিল, তবে এই দাবি করে যে তাদের কর্ম ন্যায়সঙ্গত হয়েছে কারণ আন্তর্জাতিক আইনে পারমাণবিক অস্ত্র অবৈধ ছিল। পারমাণবিক অস্ত্রাগার নিয়ে রাজনীতিবিদদের আস্থাভাজন হওয়া নিয়ে আরও যুক্তিতে আদালত হতে এই বলা হয়েছিল যে বেসামরিক লোকেরা হতাশ এবং কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ট্রাইডেন্ট প্লাওশেয়ারের একজন মুখপাত্র আরও বলেছেন: "শেষ অবধি ইংরেজ লোকরা তাদের বিবেকের অনুসরণ করার এবং ট্রিডেন্টকে অবৈধ ঘোষণা করার নজির তৈরি হয়েছে।" ব্রিটেনে ট্রাইডেন্ট প্লাওশেয়ারকে খালাস দেওয়ার আগের নজির ছিল যখন ১৯৯৬ সালে দায়ের করা অভিযোগে লিভারপুল ক্রাউন কোর্টের বিচারকরা একটি ব্রিটিশ এরোস্পেস কারখানায় হক ফাইটার জেটের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করার জন্য অভিযুক্ত দু'জন নারীকে খালাস দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালে স্ট্র্যাথক্লাইডের গ্রিনকের এক শেরিফ লচ গোয়েলের একটি নৌ প্রতিষ্ঠানে ট্রাইডেন্ট সাবমেরিন কম্পিউটার সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ করার অভিযোগে তিন মহিলাকে নির্দোষ সাব্যস্ত

করেন। এবং ২০০০ সালে, পারমাণবিক সাবমেরিনে যুদ্ধবিরোধী স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত দু'জন মহিলা ম্যানচেস্টারে খালাস পেয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে অভিযোক্তা আইনজীবী মামলাটির পুনঃবিচারের জন্য চাপ দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক শান্তির পদক্ষেপে সরকারসমূহের প্রতিশ্রুতির অভাব বিশ্বব্যাপী বেসামরিক মানুষকে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় ফেলেছে এবং এই বিপদটি হ্রাস করতে তাদের নিজস্ব সরকারসমূহরে উপর খুব কম আস্থা রয়েছে।

জানুয়ারি ১৯। *১৯২০ সালের এই দিনে, বিভিন্ন নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে একটি ছোট্ট দল অবস্থান নিয়েছিল এবং আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) জন্ম লাভ করে।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, আশঙ্কা ছিল যে রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়বে। যেমনটি প্রায়শই ঘটে যখন ভয় যৌক্তিক বিতর্ককে ছাড়িয়ে যায়, নাগরিক স্বাধীনতাই এক্ষেত্রে খর্ব হয়। ১৯১৯ সালের নভেম্বর এবং ১৯২০ জানুয়ারিতে, "পামার রেইডস" নামে কুখ্যাত অভিযানে অ্যাটর্নি জেনারেল মিচেল পামার তথাকথিত" চরমপন্থীদের" খুঁজে আটক করা ও বিতারন করা শুরু করেছিলেন। বেআইনী অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সুরক্ষা না দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, নৃশংস আচরণ করা হয়েছিল এবং ভয়াবহ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এসিএলইউ তাদের পক্ষে মামলা লড়েছিল, এবং তা কয়েক বছরে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলির প্রধান রক্ষকে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা ১৯২৫ সালে*Scopes* মামলায় শিক্ষকদের রক্ষা করেছিলেন,, ১৯৪২ সালে, জাপানি আমেরিকানদের অন্তঃকরণে লড়াই করেছিলেন, ১৯৫৪ সালে *ব্রাউন বনাম শিক্ষা বোর্ডে*সমান শিক্ষার আইনী লড়াইয়ে এনএএসিপিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেনা নিযুক্তি এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ করার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষার্থীদের রক্ষা করেছিলেন। তারা প্রজনন অধিকার, বাকস্বাধীনতা, সাম্যতা, গোপনীয়তা এবং নেট নিরপেক্ষতার জন্য লড়াই অব্যাহত রেখেছে এবং অত্যাচারের অবসান ঘটাতে লড়াইয়ের জন্য এবং যারা এটিকে ক্ষমা করে তাদের পূর্ণ জবাবদিহিতার দাবির পক্ষে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রায় ১০০ বছর ধরে, এসিএলইউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন দ্বারা স্বীকৃত স্বতন্ত্র অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য কাজ করেছে। এসিএলইউ অন্য সংস্থার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেশি মামলায় অংশ নিয়েছে এবং তা বৃহত্তম জনস্বার্থ আইন সংস্থা।

জানুয়ারি ২০। *১৯৮৭ সালের এই দিনে, মানবতাবাদী ও শান্তিকর্মী টেরি ওয়েট, ক্যানটারবেরির আর্চবিশপের বিশেষ দূত, লেবাননে জিম্মি হন।* তিনি সেখানে পশ্চিমা জিম্মিদের মুক্তির আলোচনার জন্য ছিলেন। ওয়েটের একটি চিত্তাকর্ষক ট্র্যাক রেকর্ড ছিল। ১৯৮০ সালে তিনি ইরানে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে সাফল্যের সাথে আলোচনা করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি সফলভাবে লিবিয়ায় জিম্মিদের মুক্তির জন্য আলোচনা করেছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি কম সফল ছিল। আলোচনার সময় তিনি নিজেই জিম্মি হয়েছিলেন। ১৮ নভেম্বর, ১৯৯১ সালে মাত্র পাঁচ বছর পরে তাকে এবং অন্যদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ওয়েইট ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল এবং নায়ক হিসাবে দেশে স্বাগত জানানো হয়েছিল। তবে লেবাননে তার কাজগুলি সম্ভবত যেমন মনে করা হয় তেমন নয়। এটি পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে লেবাননে যাওয়ার আগে তিনি মার্কিন লেঃ কর্নেল

অলিভার নর্থের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। নর্থ নিকারাগুয়ায় কনট্রাদেরকে অর্থায়ন করতে চেয়েছিল। মার্কিন কংগ্রেস এটি নিষিদ্ধ করেছিল। ইরান অস্ত্র চেয়েছিল, তবে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছিল। কন্ট্রাদের নিকট পাঠানো টাকার বিনিময়ে নর্থ ইরানে অস্ত্র যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। তবে নর্থের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এবং ইরানীদের বীমা দরকার ছিল। অস্ত্র সরবরাহ না করা পর্যন্ত জিম্মি রাখা হবে। টেরি ওয়েটকে সেই ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হবে যিনি তাদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পিছনে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের চুক্তি কেউ দেখতে পাবে না। টেরি ওয়েট জানতেন যে তাকে মিথ্যা বলে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা তা অনিশ্চিত। তবে নর্থ অবশ্যই জানত। তদন্তকারী সাংবাদিক জানিয়েছেন যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের এক কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে নর্থ "টেরি ওয়েটকে এজেন্টের মতো কাজে লাগাচ্ছিল।" এই সতর্কতামূলক কাহিনীটি জেনে বা না জেনে বিরোধীদের মদত করা থেকে সতর্ক থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে যা অত্যন্ত সুখ্যাত এবং অত্যন্ত ভালো উদ্দেশ্য থাকা ব্যক্তিদেরও মেনে চলা উচিৎ।

জানুয়ারি ২১। *১৯৭৭ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথম দিনেই ভিয়েতনাম-কালের সমস্ত সেনাবাহিনীতে নাম লেখানোর থেকে পলায়নকারীদের ক্ষমা করেছিলেন।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২,০৯,৫১৭ জন পুরুষকে সেনা নিযুক্তি আইন লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছিল, অন্যদিকে ৩,৬০,০০০ জনকে কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি। পূর্ববর্তী পাঁচজন রাষ্ট্রপতি ভিয়েতনামিদের বলা আমেরিকান যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিহিত ভিয়েতনাম যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে দুজন যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি রাখেননি। কার্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যেসব মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে বা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচন করা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে বিনা শর্তে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি দ্রুত রক্ষা করলেন। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সদস্য হয়েও সামরিক বাহিনী পরিত্যাগ করেছিলেন, কার্টার তাদের ক্ষমা করেননি এবং প্রতিবাদী হিসাবে সহিংসতায় জড়িত অভিযুক্তদেরও ক্ষমা করেননি। সামরিক বাহিনীর অনেক পলাতক সদস্যের মতোই বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচন করা এড়াতে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছিলেন তাদের প্রায় ৯০ শতাংশ কানাডায় চলে গিয়েছিলেন। কানাডার সরকার দেশটিতে তাদের বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন, কারণ এর আগে যারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশটির সীমানা অতিক্রম করে দেশটিতে প্রবেশ করেছিলেন তাদের তারা বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচন করা এড়িয়ে যাওয়া প্রায় ৫০,০০০ জন কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯৭৩ সালে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচন করার সময় সীমা শেষ হওয়ার পর, ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি কার্টার ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচিত করার জন্য প্রত্যেক ১৮ বছর বয়সী পুরুষের নিবন্ধন করার আবশ্যিক শর্ত পুনরায় বহাল করেছিলেন। আজকে নারীদের যুদ্ধে যেতে বাধ্য করার হুমকি থেকে মুক্ত থাকার আবশ্যিক শর্ত না থাকাকে অনেকে .... *নারীর প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ হিসেবে দেখেন,* সেই একই সময় অন্যরা পুরুষের প্রতি এই আবশ্যিক শর্তকে বর্বরতার

নিদর্শন হিসেবে দেখছেন। বাধ্যতামূলক সেনা নিযুক্তি না থাকলেও একবিংশ শতাব্দীতে হাজার হাজার সামরিক সদস্য মার্কিন সামরিক বাহিনী ত্যাগ করেছে।

জানুয়ারি ২২। *২০০৬ সালের এই দিনে ইভো মরালেস বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।* তিনি ছিলেন বলিভিয়ার প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি। একজন তরুণ কোকা কৃষক হিসেবে মরালেস মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন এবং খামার করার জন্য আদিবাসী অধিকার সমর্থন করেছিলেন এবং সেই সাথে কোকো পাতার ঐতিহ্যবাহী হাই অ্যান্ডেজ ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি যোগদান করেন এবং তারপর পল্লী শ্রমিক ইউনিয়নে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি রুরাল এরিয়া মোবাইল পেট্রোল ইউনিটের প্রতিনিধিদের দ্বারা ১১জন কোকা কৃষকের গণহত্যার স্মরণে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন। পরের দিন প্রতিনিধিরা মোরালেসকে মারধর করে তাকে মেরে ফেলার জন্য পর্বতে ফেলে রাখে। তবে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তিনি বেঁচে ছিলেন। মোরালেসের পক্ষে এটি একটি সন্ধিক্ষণ ছিল। তিনি সাধারণ জনতা দিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন এবং সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার বিষয়ে বিবেচনা শুরু করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি অহিংসাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ইউনিয়নের একটি রাজনৈতিক শাখা গড়ে তুলে বিষয়টি শুরু করেছিলেন। ১৯৯৫ সালের মধ্যে তিনি মুভমেন্ট ফর সোশালিজম পার্টির (এমএএস) প্রধান হয়েছিলেন এবং কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০৬ সালের মধ্যে তিনি বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর প্রশাসন দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা হ্রাস, পরিবেশ সংরক্ষণ, সরকার গঠনে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা (বলিভিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বহুজাতিক সংস্থার প্রভাবের বিরুদ্ধে নীতিমালা বাস্তবায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ২৮শে এপ্রিল, ২০০৮ সালে, তিনি ইউনাইটেড নেশনস পার্মানেন্ট ফোরাম অন ইন্ডিজেনাস ইস্যুতে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং পৃথিবী সংরক্ষণের জন্য ১০টি অধ্যাদেশের প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় অধ্যাদেশে বলা হয়েছে: " যুদ্ধের নিন্দা এবং সমাপ্তি করুন, যা কেবল সাম্রাজ্যগুলো, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং কয়েকটি পরিবারের জন্য লাভ বয়ে আনে, কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্য লাভ আনে না...."

জানুয়ারি ২৩। *১৯৭৪ সালের এই দিনে, মিশর ও ইসরায়েল সামরিক বাহিনীগুলো নিষ্ক্রিয়করণ শুরু করে যা কার্যকরভাবে ইওম কিপুর যুদ্ধে দুই দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের অবসান করেছিল।* আগের বছর ইহুদিদের পবিত্র ইয়ম কিপুরের দিনে অক্টোবরের ৬ তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে হারানো রাজত্ব পুনরায় জয় লাভের আশায় যখন মিশরীয় ও সিরিয়ান বাহিনী ইসরায়েলের উপর সমন্বিত আক্রমণ শুরু করেছিল। ১৯৭৩ সালের জেনেভা সম্মেলনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষতকায় পাঁচ দিন আগে ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি দেশ দুটি সামরিক বাহিনী থেকে সিনাই সামরিক পৃথকীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইসরায়েল ও মিশরের সামরিক বাহিনীগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার আদেশ দেয়। এতে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েলকে সুয়েজ খালের পশ্চিমে যে জায়গাগুলো অধিকার করেছিল তা প্রত্যাহার করার এবং সুয়েজ খালের পূর্বে সিনাই রণক্ষেত্রের কয়েক মাইল থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবি করা হয় যাতে শত্রুতাপূর্ণ সামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তা সত্ত্বেও এই মীমাংসা ইসরায়েলকে সিনাই উপদ্বীপের বাকী অংশের নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিল এবং এখনও

পুরোপুরি শান্তি অর্জিত হয়নি। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার-আল-সাদাত জেরুজালেম সফরে গেলে পরের বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্প ডেভিডে গুরুতর চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা শুরু হয়, রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যে সাদাত এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম একটি চুক্তি করেন যার অধীনে পুরো সিনাই মিশরের অধিকারে আসবে এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। চুক্তিটি ২৬ শে মার্চ, ১৯৭৯ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং ১৯৮২ সালের ২৫ এপ্রিল ইসরায়েল সিনাইয়ের শেষ দখলকৃত অংশটি মিশরকে ফিরিয়ে দেয়।

জানুয়ারি ২৪। *১৯৬১ সালের এই দিনে উত্তর ক্যারোলাইনাতে দুটি হাইড্রোজেন বোমা পড়ে যখন আটজনের বিমানদলসহ একটি বি-৫২ জি জেট মধ্য আকাশে বিস্ফোরিত হয়।* বিমানটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত কৌশলগত বিমান বহরের অংশ ছিল। আটলান্টিক উপকূলের উপরে নিয়মিত কার্যক্রমের সূচী চালানো এই ধরণের বারোটি জেট বিমানের মধ্যে এটি একটি জেট বিমান হঠাৎ জ্বালানির চাপের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এটি বিস্ফোরিত হয়। বিমানদলের সদস্যরা উত্তর ক্যারোলাইনার গোল্ডসবারোতে সিমোর জনসন বিমান ঘাঁটিতে বিমানটি অবতরণ করানোর চেষ্টা করেছিল, বিস্ফোরণের আগে প্যারাসুট দিয়ে পাঁচজন নিচে নেমে যায়, যার মধ্যে চারজন বেঁচে যায় আর দু'জন বিমানটিতে মারা যায়। বিস্ফোরণে দুটি MK৩৯ থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা মুক্ত হয়েছিল। জাপানের হিরোশিমাতে যে বোমা ফেলা হয়েছিল তার থেকে প্রতিটি বোমা ৫০০ গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। সেনাবাহিনীর প্রাথমিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, ওগুলো নিরস্ত্রীকরণ করা হয় এবং অঞ্চলটি নিরাপদ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একটি বোমা প্যারাসুট দিয়ে নামানো হয়েছিল এবং বিস্ফোরণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় চার বা ছয়টির মধ্যে একটি মাত্র সুইচ দিয়ে বোমাটি পুনুরুদ্ধার করা হয়েছিল। অন্য বোমাটি ভাগ্যক্রমে পুরোপুরি বিস্ফোরিত হয়নি, তবে এটি কোন প্যারাসুট ছাড়া নামানো হয়েছিল এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আংশিকভাবে এটি ভেঙ্গে যায়। এটির বেশিরভাগ এখনও যেখানে এটি পড়েছে সেই জলাভূমির মাটির নিচে গভীর অবস্থানে রয়েছে। মাত্র দু'মাস পরে, উত্তর ক্যারোলাইনার ডেন্টনের কাছে আরও একটি বি -৫২ জি জেট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল। এর আটজন বিমান সদস্যদের মধ্যে দু'জন বেঁচে ছিলেন। বিস্ফোরণের আগুন ৫০ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যমান ছিল। ভবনগুলো দিয়ে জানালাগুলো প্রায় চারদিকে ১০ মাইল দূরে উড়ে গিয়েছিল। সামরিক বাহিনী জানিয়েছিল যে বিমানটিতে কোনও পারমাণবিক বোমা ছিল না, তবে সামরিক বাহিনী গোল্ডসবরোর বিস্ফোরিত বিমান সম্পর্কেও একই কথা বলেছিল।

জানুয়ারি ২৫। *১৯৯৫ সালের এই তারিখে, একজন সহযোগী রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বোরিস ইয়েলৎসিনকে একটি ব্রিফকেস হস্তান্তর করেন।* এতে একটি ইলেকট্রনিক ডাটা স্ক্রিনে নির্দেশিত হয়েছিল যে নরওয়ে সাগরের কাছে মাত্র চার মিনিট আগে একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়েছে যার লক্ষ্য মস্কোর দিকে বলে মনে করা হচ্ছে। অতিরিক্ত তথ্য থেকে জানা গেছে যে ক্ষেপণাস্ত্রটি পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে ন্যাটো বাহিনী দ্বারা মোতায়েন করা একটি মধ্যবর্তী পরিসরের অস্ত্র ছিল এবং এর উড্ডয়নের পথ আমেরিকান ডুবো জাহাজ থেকে নিক্ষেপিত অস্ত্রের উড্ডয়নের পথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুরো পৃথিবীর যে কোন জায়গাকে লক্ষ্য করে আঘাত হানতে

সক্ষম রাশিয়ার পারমানবিক প্রান্তযুক্ত ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করবে কি না সে বিষয়ে ছয় মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ইয়েলেৎসিনের সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছিল। তাকে শুধুমাত্র ডেটা স্ক্রিনের নিচে একাধিক বোতাম টিপতে হতো। ভাগ্যক্রমে রাশিয়ান জেনারেল স্টাফ যাদের নিজস্ব "পারমাণবিক ফুটবল" ছিল, তারা হট-লাইনে যে পরামর্শ দিয়েছিল তার ভিত্তিতে এটি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে যায় যে শনাক্ত করা ক্ষেপণাস্ত্রটির লক্ষ্যপথ এটিকে রাশিয়ার ভূখন্ডে নিয়ে যাবে না। কোন হুমকি ছিলনা। সেটা আসলে নরওয়ের নিক্ষিপ্ত একটি আবহাওয়া রকেট ছিল যা পৃথিবীর উত্তরাংশে রাতের আকাশে দেখা বিভিন্ন রঙের আলোর নকশা বা অরোরা বোরিয়ালিস অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়েছিল। নরওয়ে এই লক্ষ্যের ব্যাপারে আগে থেকেই দেশগুলোকে জানিয়েছিল, কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে তথ্যটি সঠিক কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছায়নি। কিভাবে ভুল যোগাযোগ, মানব ত্রুটি বা যান্ত্রিক ত্রুটি সহজেই পারমাণবিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তার অন্যতম এক স্মারক হিসাবে সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেই ব্যর্থ তা কাজ করছে। এই সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে অবশ্যই পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ বাতিল করা। ইতিমধ্যে, অনেক বিজ্ঞানী এবং শান্তিকর্মীদের পরামর্শ অনুসারে পারমাণবিক অস্ত্র খুব দ্রুত চালু করার অবস্থা বাদ দেওয়া যৌক্তিক মধ্যবর্তী পদক্ষেপ হবে বলে মনে হয়।

জানুয়ারি ২৬। *১৯৯২ সালের এই তারিখে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বোরিস ইয়েলৎসিন তার দেশ থেকে পারমানবিক প্রান্তযুক্ত আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও এর সহযোগী দেশের শহরগুলোকে লক্ষ্য করা থামানো তার দেশের উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।* রাষ্ট্রপতি হিসাবে ইয়েলৎসিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সফরের আগে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ক্যাম্প ডেভিডে রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ ডব্লু বুশের সাথে তিনি সাক্ষাত করবেন। ১ ফেব্রুয়ারি সেখানে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দুই নেতা ঘোষণা করেন যে তাদের দেশগুলি "বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্বের" এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলোকে রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপের লক্ষ্য করা হবে না বিষয়ক ইয়েলৎসিনের ঘোষণার বিষয়ে এক প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রপতি বুশ একই ধরণের নীতিতে প্রতিশ্রুত হতে অস্বীকার করেছিলেন। পরিবর্তে, তিনি শুধু বলেছিলেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার সেই মাসের মধ্যে মস্কো ভ্রমণ করবেন যাতে আরো অস্ত্র আলোচনার ভিত্তি তৈরি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/রাশিয়ার বন্ধুত্ব ঘোষণার নতুন যুগের প্রতিফলনে পরবর্তী আলোচনা দ্রুত ফলপ্রসূ হয়েছে। ৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩ এ, বুশ এবং ইয়েলৎসিন দ্বিতীয় কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস চুক্তি (স্টার্ট ২) এ স্বাক্ষর করেছিলেন, যা আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রতে নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র সহ মাল্টিপেল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টারগেটেবেল রিএন্ট্রি ভেহিকেল (এমআইআরভি) ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই চুক্তিটি চূড়ান্তভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৬ সালে) এবং রাশিয়া (২০০০ সালে) উভয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/রাশিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমাগত অবনতি একে কার্যকর হতে দেয়নি। ১৯৯৯ সালে রাশিয়ার সার্বীয় মিত্র কসোভোর উপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো 'র বোমা হামলায় আমেরিকার সদিচ্ছার উপর রাশিয়ার আস্থা নষ্ট গিয়েছিল এবং ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন অ্যান্টি -ব্যালিস্টিক মিসাইল ট্রিটি প্রত্যাহার করে, রাশিয়া তখন স্টার্ট ২ প্রত্যাহার করে তার জবাব দেয়।

ব্যাপক পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ অনুসরণ করার ঐতিহাসিক সুযোগটি এর ফলে নষ্ট হয়েছিল এবং আজ, উভয় দেশ পরস্পরের ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার দিকে তাদের পরমাণু অস্ত্র লক্ষ্য করে রেখেছে।

জানুয়ারি ২৭। *১৯৪৫ সালের এই দিনে, সোভিয়েত রেড আর্মি সবচেয়ে বড় জার্মান নাৎসি মৃত্যু শিবিরকে স্বাধীন করে দেয় যার ফলে এই দিনটিকে হলোকাস্টের শিকারদের স্মৃতি স্মরণের আন্তর্জাতিক স্মৃতিচারণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।* গ্রীক শব্দ হলোকাস্ট বা "আগুন দ্বারা বলিদান" শব্দটি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে যা মৃত্যুর শিবিরের লক্ষ লক্ষ মানুষের গ্যাস চেম্বারে গণহত্যার সাথে জড়িত। ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা জার্মানিতে ক্ষমতা গ্রহণ করার সময় নব্বই লক্ষ ইহুদি বিভিন্ন দেশে বাস করত। জার্মান নাৎসিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশগুলো অধিকার বা দখল করে। ১৯৪৫ সালে নাৎসি নীতির "চূড়ান্ত সমাধান" এর অংশ হিসাবে প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি এবং ৩০ লক্ষ অন্যান্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। যদিও ইহুদিদের নিকৃষ্ট এবং জার্মানির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসাবে দেখা হত তারপরেও তারাই কেবল নাৎসি বর্ণবাদের শিকার ছিল না। প্রায় ২,০০,০০০ রোমা (জিপসি), ২,০০,০০০ মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী জার্মান, সোভিয়েতের যুদ্ধবন্দি এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ বারো বছর ধরে নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছিল। বহু বছর ধরে নাৎসিদের পরিকল্পনা ছিল ইহুদিদের বহিষ্কার করা, তাদের হত্যা করা না। বহু বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা মিত্ররা আর ইহুদি শরণার্থীদের গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। ইহুদিদের সাথে নাৎসিদের করা ভয়ংকর আচরণ যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত কখনোই যুদ্ধের জন্য পশ্চিমা প্রচারের অংশ ছিল না। মৃত্যু শিবিরগুলিতে যত মানুষ হত্যা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষ নিহত হয়েছিল এই যুদ্ধে এবং নাৎসিদের ভয়াবহতা বন্ধে কোনও কূটনৈতিক বা সামরিক তৎপরতা চালানো হয়নি। জার্মানি ১৯৪৫ সালের মে মাসে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তখনো শিবিরগুলিতে থাকা ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়।

জানুয়ারি ২৮। *১৯৭০ সালের এই দিনে, যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক প্রার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহে নিউ ইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে শান্তির জন্য শীতকালীন উৎসব বা উইন্টার ফেস্টিভ্যাল ফর পিস অনুষ্ঠিত হয়েছিল।* এটি যুদ্ধবিরোধী লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সংগীত অনুষ্ঠান ছিল। শান্তির জন্য শীতকালীন উৎসব পিটার পলের পিটার ইয়ারো এবং মেরি; ফিল ফ্রিডম্যান প্রযোজনা করেছিলেন, যিনি সেনেটর ইউজিন ম্যাকার্থির পক্ষে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের প্রচারণায় কাজ করেছিলেন; এবং এদের সাথে ছিলেন কিংবদন্তি সংগীত প্রবর্তক সিড বার্নস্টেইন যিনি সর্বপ্রথম বিটলসকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছিলেন। ব্লাড সুয়িট এন্ড টিয়ার্স, পিটার পল এবং মেরি, জিমি হেন্ডরিক্স, রিচি হ্যাভেনস, হ্যারি বেলেফন্ট, ভয়েসেস অব ইস্ট হারলেম, দ্যা র‍্যাসকালস, ডেভ ব্রুবেক, পল ডেসমন্ড, জুডি কলিন্স, এবং দ্যা কাস্ট অব হেয়ারসহ বিশ্বের কিছু নামীদামী রক, জাজ, ব্লুজ এবং লোকশিল্পীরা সেই উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। পিটার ইয়ারো এবং ফিল ফ্রিডম্যান শিল্পীদের তাদের সময় এবং সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য রাজি করতে সক্ষম হন। মাত্র কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত উডস্টকের সাথে তুলনা করলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল, যেখানে এই শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই সম্মানী পাওয়ার জন্য জোর করেছিলেন। শীতকালীন শান্তি উৎসবের সাফল্য ইয়ারো, ফ্রিডম্যান এবং বার্নস্টেইনকে নিউইয়র্কের শেয়া স্টেডিয়ামে গ্রীষ্মকালীন শান্তি উৎসব

বা সামার পিস ফেস্টিভ্যাল করার জন্য উৎসাহী করেছিল। হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমা ফেলার ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭০ সালের ৬ আগস্ট এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, হিরোশিমায় পারমাণবিক অস্ত্র প্রথম ব্যবহার করা হয়। সংগীত অনুষ্ঠানগুলি সচেতনতা, সম্পৃক্ততা এবং তহবিল বাড়াতে ব্যবহার করা যেতে পারে তা প্রদর্শন করে শান্তির উৎসবগুলো বেশ কয়েকটি সফল হিতকর সঙ্গীতানুষ্ঠানের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে, যা অনুসরণ করে পরবর্তীতে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ, ফার্ম এইড এবং লাইভ এইড ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানুয়ারি ২৯। *২০১৪ সালের এই দিনে, ৩১টি ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্যারিবীয় জাতি একটি শান্তির অঞ্চল ঘোষণা করেছিল।* জাতিসংঘ সনদ এবং অন্যান্য চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম-নীতি সম্মানের ভিত্তিতে তাদের এই ঘোষণা ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলকে একটি শান্তির অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছে। তারা ঘোষণা করেছে তাদের "স্থায়ী প্রতিশ্রুতি যে আমাদের অঞ্চলে চিরকালীনভাবে, হুমকি বা শক্তি প্রয়োগ উপড়ে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধগুলি সমাধান করব।" তারা তাদের জাতিসমূহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন "অন্য কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ না করা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সমান অধিকার এবং জনগণের আত্ম-প্রত্যয়ের নিয়ম-নীতি মেনে চলার।" তারা ঘোষণা করেছিল "ল্যাটিন আমেরিকা এবং দ্য ক্যারাবিয়ানের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক ব্যবস্থা বা উন্নয়নের স্তরে বৈষম্যহীনভাবে পারস্পরিক সহমত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, সহিষ্ণুতা পালন করা এবং প্রতিবেশী হিসাবে একে অপরের সাথে শান্তিতে বসবাস করা"। তারা জাতিসিমূহের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে "জাতিসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসাবে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার অনিবার্য অধিকারকে পুরোপুরি সম্মান করার।" তারা নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন "শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের নীতিগুলির ভিত্তিতে *অন্যান্যের মধ্যে* শান্তির ভিত্তিতে সংস্কৃতির দ্বারা অঞ্চলটির উন্নয়নের জন্য।" তারা আরও নিশ্চিত করেছিল যে তাদের রাষ্ট্র পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণকে অগ্রাধিকারের লক্ষ্য হিসাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে অবদান রাখতে, দেশগুলির মধ্যে আস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে...।"

জানুয়ারি ৩০। *১৯৪৮ সালের এই দিনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মোহনদাস গান্ধীকে হত্যা করা হয়।* সহিষ্ণু প্রতিবাদের দর্শন ব্যবহারে তাঁর সাফল্য তাকে "তাঁর জাতির জনক" হিসাবে বিবেচনা করার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে অহিংস আন্দোলনের জনক হিসাবে বিবেচিত করেছিল। মোহনদাসকে "মহাত্মা" বা "একজন মহৎ আত্মার অধিকারী" বলা হতো। ১৯৬৪ সালের এই দিনে তাঁর স্মরণে স্পেনে "অহিংসা ও শান্তির স্কুল দিবস" (DENIP) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক অহিংসা ও শান্তির দিবস হিসাবেও দিনটি পরিচিত, এটি অহিংসা ও প্রশান্তকরণ শিক্ষার একটি অগ্রণী, অরাষ্ট্রীয়, বেসরকারী, অনানুষ্ঠানিক, স্বাধীন, মুক্ত এবং স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ, যা পুরো পৃথিবীতে স্কুলগুলোতে অনুশীলন করা হয়েছে যেখানে সকল স্তরের এবং সব দেশের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ডেনিপ(DENIP) সম্প্রীতি, সহনশীলতা, সংহতি, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, অহিংসা এবং শান্তির জন্য স্থায়ী শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষার জন্য কাজ করে। দক্ষিণ গোলার্ধীয় ক্যালেন্ডারযুক্ত দেশগুলিতে, ৩০ শে মার্চ এই ছুটি

পালন করা যায়। এর মূল বার্তাটি হচ্ছে “সার্বজনীন প্রেম, অহিংসতা এবং শান্তি। সর্বজনীন প্রেম সহিংসতার চেয়ে ভাল এবং শান্তি যুদ্ধের চেয়ে উত্তম।” এই শিক্ষার বার্তার মূল্যবোধটুকু অন্যতম এক অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত এবং প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে তার নিজস্ব শিক্ষার রীতি অনুসারে বার্তাটি মুক্তভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ডেনিপ (DENIP) এর বন্ধুরা হলেন সেইসব ব্যক্তি যারা সার্বজনীন ভালবাসা, অহিংসা, সহনশীলতা, সংহতি, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান এবং শান্তির স্বতন্ত্র এবং সামাজিক আধিপত্যকে গ্রহণ করে, সেই দিনটিকে অনুপ্রাণিত করা নীতিগুলির বিস্তারের পক্ষে কাজ করেন।

জানুয়ারি ৩১। *২০০৩ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ ডাব্লিউ বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার হোয়াইট হাউসে সাক্ষাত করেছিলেন।* রাষ্ট্রপতি বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর জন্য বিভিন্ন খামখেয়ালি প্রকল্পের প্রস্তাব করেছিলেন, এর মধ্যে বিমানে জাতিসংঘের চিহ্ন এঁকে তাতে গুলি করার চেষ্টা করা ছিল। বুশ ব্লেয়ারকে বলেছিলেন: “যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের উপর পরিদর্শনকারী ইউ২ বিমানগুলোকে জাতিসংঘের রঙে রাঙানোর কথা ভাবছে। সাদ্দাম যদি বিমানগুলোর উপর গুলি চালায় তবে তিনি চুক্তি লঙ্ঘন করবেন।” বুশ ব্লেয়ারকে বলেছিলেন যে ”সাদ্দামের গণহত্যার অস্ত্র সম্পর্কে প্রকাশ্যে উপস্থাপন করার জন্য একজন দলত্যাগীকে বের করে আনাও সম্ভব এবং সাদ্দামকে গুপ্ত হত্যা করারও সামান্য সম্ভাবনা ছিল।” ইরাকে বুশের যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের অংশ নেওয়ার ব্যাপারে ব্লেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখনো বুশকে জাতিসংঘ থেকে যুদ্ধের অনুমোদন গ্রহন করার চেষ্টা করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। ব্লেয়ার বুশকে জানিয়েছিল “ জাতিসংঘের এ সেকেন্ড সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশন অপ্রত্যাশিত এবং আন্তর্জাতিক কভারের বিরুদ্ধে একটি বীমা নীতি সরবরাহ করবে।” বুশ ব্লেয়ারকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ”যুক্তরাষ্ট্র আরও একটি রেজোলিউশন পাওয়ার চেষ্টার পেছনে তার পুরো শক্তি লাগাবে এবং 'চাপ দেবে’ এবং ’এমনকি হুমকিও দেবে’।” তবে বুশ বলেছিলেন যে তিনি যদি ব্যর্থ হন তবে ”সামরিক কার্যক্রম চালানো হবে।” ব্লেয়ার বুশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি ”রাষ্ট্রপতি বুশের সাথে অটলভাবে আছেন এবং সাদ্দামকে নিরস্ত্রীকরণে যা করতে হবে তা করতে তিনি প্রস্তুত।” তার এক বোকা বোকা ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্লেয়ার বলেছিলেন যে তিনি ”মনে করেন ইরাকের বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধের সম্ভাবনা অসম্ভব”। তারপর বুশ এবং ব্লেয়ার একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন যাতে তারা দাবি করেছিলেন যে যুদ্ধ এড়াতে তারা যা করতে পারেন তার সব করবেন।

ফেব্রুয়ারি ১। *১৯৬০ সালের এই দিনে, নর্থ ক্যারোলাইনা এগ্রিকালচারাল এন্ড টেকনিক্যাল স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থী উত্তর ক্যারোলাইনার গ্রিনসবরোর ১৩২ সাউথ এলম স্ট্রিটে উলওয়ার্থ দোকানের ভিতরে লাঞ্চ কাউন্টারে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বসেছিলেন।* নর্থ ক্যারোলিনা কৃষি ও কারিগরি কলেজের শিক্ষার্থী ইজেল ব্লেয়ার জুনিয়র, ডেভিড রিচমন্ড, ফ্র্যাঙ্কলিন ম্যাককেইন, এবং জোসেফ ম্যাকনিল উলওয়ার্থ ডিপার্টমেন্ট স্টোরে একটি প্রতিবাদ সভার পরিকল্পনা করছিলেন। এই চার শিক্ষার্থী বিভক্তিকরণের অবসান ঘটাতে তাদের সাহস এবং উৎসর্গের জন্য পরে গ্রিনসবোরো ফোর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। চার শিক্ষার্থী উলওয়ার্থের লাঞ্চ কাউন্টারে খাবারের অর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে

জাতিগত বৈষম্যের কারণে তাদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে *ব্রাউন বনাম শিক্ষা বোর্ড*এর রায় থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে সর্বত্র জাতিগত বৈষম্য ছিল। খাবার পাওয়ার সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রিনসবরো ফোর লাঞ্চ কাউন্টারে রেস্তোঁরা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা অবস্থান করেছিলেন। যুবকরা উলওয়ার্থের লাঞ্চ কাউন্টারে বারবার ফিরে আসতেন এবং অন্যদেরও যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। ৫ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৩০০ জন শিক্ষার্থী উলওয়ার্থের এই প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন। চার কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীর এই পদক্ষেপ গ্রিনসবরো এবং জিম ক্রো সাউথ জুড়ে অন্যান্য আফ্রিকান আমেরিকানদের, বিশেষত কলেজ ছাত্রদেরকে বিক্ষোভ ও অন্যান্য অহিংস প্রতিবাদে অংশ নিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। মার্চ মাসের শেষে, অহিংস অবস্থান কর্মসূচিটি ১৩ টি রাজ্যের ৫৫ টি শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই ঘটনা দক্ষিণে বহু রেস্তোঁরাকে একীভূত করতে পরিচালিত করেছিল। মোহনদাস গান্ধীর শিক্ষা এই যুবকদের অহিংস প্রতিবাদে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করেছিল, এতে দেখা যায় যে সহিংসতা ও দমনের বিশ্বেও অহিংস আন্দোলনগুলো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

ফেব্রুয়ারি ২। *১৭৭৯ সালের এই দিনে, অ্যান্টনি বেনিজেট অ্যামেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (রেভ্যুলেশনারি ওয়ার) কে সমর্থন করার জন্য কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।* স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং তহবিলের জন্য দ্যা কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস একটি যুদ্ধ কর জারি করেছিল। অ্যান্টনি বেনিজেট একজন প্রভাবশালী কোয়াকার (জর্জ ফক্স কতৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় বন্ধু সমাজ) যুদ্ধের অর্থায়ন করায় তিনি এই কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এই কর দিতে অস্বীকার করলে কারাবাস এবং এমনকি মৃত্যুদণ্ডের হুমকি থাকা সত্ত্বেও মোসেস ব্রাউন, স্যামুয়েল অ্যালিনসন এবং অন্যান্য কোয়েকারসহ বেনিজেট সব ধরণের যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

এছাড়াও ১৯৩২ সালের এই দিনে প্রথম বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে শুরু হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অনেক দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পুরো ইউরোপ জুড়ে যে দ্রুত সামরিকতন্ত্র সংঘটিত হয়েছিল জেনেভাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং যুক্তরাষ্ট্র তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল। বেশিরভাগ সদস্য একমত হয়েছিলেন যে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মতো ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় জার্মানিতে কম স্তরের অস্ত্র থাকা উচিত; তবে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থেকে হিটলারের জার্মানি ১৯৩৩ সালে নিজেদের প্রত্যাহার করে এবং আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

এবং ১৯৯০ সালের এই দিনে, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রেডেরিক উইলেম ডি ক্লার্ক বিরোধী দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এএনসি বৈধ হয় এবং ১৯৯৪ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক দল হয়ে উঠে। তারা ঐক্য, জাতিগত বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য কাজ করার কথা বলে। এএনসি এবং এর সর্বাধিক প্রভাবশালী সদস্য নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদ বিলোপের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন এবং গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা তৈরি করার জন্য এএনসিকে সরকারের অংশ হতে সক্ষম করেছিলেন।

ফেব্রুয়ারি ৩ / *১৯৭৩ সালের এই দিনে, ভিয়েতনামে চার দশকের সশস্ত্র সংঘাত আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল যখন এর পূর্বের মাসে প্যারিসে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে তা ফলপ্রসু হয়।* ফ্রান্স থেকে স্বাধীন হওয়ার যুদ্ধ শুরু করার পরে ১৯৪৫ সাল থেকে ভিয়েতনাম প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা সহ্য করেছে। ১৯৫৪ সালে জেনেভা কনভেনশন দ্বারা দেশটি বিভক্ত হওয়ার পরে ১৯৫৫ সালে অ্যামেরিকার সামরিক "উপদেষ্টারা" উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে দেশের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ২০০৮ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ মেট্রিক্স এন্ড এভালুয়েশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক করা একটি গবেষণা অনুমান করেছে যে ভিয়েতনামিরা যাকে অ্যামেরিকার যুদ্ধ বলে সেই সহিংস যুদ্ধের কারণে ৩৮ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র লাওস এবং কম্বোডিয়ায় যুদ্ধ বর্ধিত করার কারণে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। নিহতের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ আহত হয়েছিলেন, এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামি হাসপাতালের রেকর্ড বিচার করে এই আহতদের এক তৃতীয়াংশ মহিলা এবং এক চতুর্থাংশ ১৩ বছরের কম বয়সী শিশু ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮,০০০ জন নিহত এবং ১,৫৩,৩০৩ জন আহত, ২,৪৮৯ জন নিখোঁজ হয়েছিলেন, তবে আরো বেশি সংখ্যক দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ যুদ্ধপ্রবীন ব্যক্তি পরে আত্মহত্যা করেন। পেন্টাগনের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রায় ১৬৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে (২০১৬ সালের হিসেবে যা প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার)। সেই অর্থ শিক্ষার উন্নতি করতে বা সম্প্রতি তৈরি করা স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বীমা কর্মসূচীর তহবিল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা যেত। ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকি তৈরি করে নি, তবে - যুক্তরাষ্ট্রের পেন্টাগনের নথি থেকে জানা যায় যে প্রধানত শুধু মুখ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারি ৪। *১৯১৩ সালের এই দিনে রোজা পার্কসের জন্ম হয়।* রোজা পার্কস ছিলেন একজন আফ্রিকান আমেরিকান রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার বিষয়ক আন্দোলন কর্মী, যিনি বাসে চড়ার সময় একজন শ্বেতাঙ্গকে তার আসন ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে মন্টগোমেরি বাস বর্জন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রোজা পার্কস "রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার আন্দোলনের ফার্স্ট লেডি" হিসাবে পরিচিত এবং সমতা এবং বিভাজন শেষের প্রতি তার নিবেদনের জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল মেডাল অব ফ্রিডম জিতেছেন। পার্কস আলাবামার টাস্কিগি'তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায়ই শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীদের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হতেন; তারপরেও, ১৯৩৩ সালে তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা অর্জন করেছিলেন, যদিও সেসময় শুধুমাত্র ৭% আফ্রিকান অ্যামেরিকান উচ্চ বিদ্যালয় শেষ করতে পারতো। রোজা পার্কস যখন তার আসনটি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন তখন তিনি তার চারপাশের বর্ণবাদ এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত অন্যায্য জিম ক্রো আইন উভয়েরই মুখোমুখি হয়েছিলেন। আইন অনুসারে, পার্কসের আসনটি ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এবং সাম্যের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করতে তিনি কারাগারে যেতে রাজি ছিলেন। দীর্ঘ এবং কঠিনভাবে বাস বর্জন করার পরে, মন্টগোমেরির কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো বাসগুলোতে বৈষম্যমূলক আচরণের সমাপ্তি করেছিল। তারা সহিংসতা বা শত্রুতা না বাড়িয়েই তা করেছে। যে নেতা সেই বর্জন আন্দোলন থেকে এসে আরও অনেক

প্রচারণার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ডাঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। মন্টগোমেরিতে ব্যবহৃত নীতি ও কৌশলগুলো পরিবর্তিত করে বর্তমানের অন্যায্য আইন এবং অন্যায্য সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা রোজা পার্কস এবং তাদের হতে অনুপ্রেরণা পেতে পারি যারা নিজের উদ্দেশ্যকে বর্তমানে শান্তি ও ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে নিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ৫। *১৯৮৭ সালের এই দিনে, গ্র্যান্ডমাদার্স ফর পিস নেভাডার একটি পারমাণবিক পরীক্ষা স্থলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।* ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টোতে তার বাড়ির কয়েক মাইলের মধ্যে ১৫০ টি পরমাণু অস্ত্রের কথা জানার পরে বারবারা উইডনার ১৯৮২ সালে গ্র্যান্ডমাদার্স ফর পিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংগঠনটির বর্ণিত লক্ষ্য হচ্ছে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ও মালিকানা শেষ করা। অভিনেতা মার্টিন শেন, ক্রিস ক্রিস্টোফারসন এবং রবার্ট ব্লেকসহ এই বিক্ষোভে লিওন প্যানিট্টা এবং বারবারা বক্সার সহ ছয়জন মার্কিন সিনেটর অংশ নিয়েছিলেন। নেভাডা পারমাণবিক পরীক্ষার জায়গায় যে অবৈধ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা হচ্ছিল সেখানে অহিংস প্রতিবাদ গণমাধ্যমের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ এবং প্রচার পেয়েছিল। নেভাডায় পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা আইন লঙ্ঘন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন সম্পর্কে অবনতি করেছিল, এতে আরো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি এবং পরীক্ষায় উৎসাহ যোগায়। রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, প্রবীণ মহিলা এবং আরও অনেকে বিরলভাবে এই বিক্ষোভে সমবেত হয়ে রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান এবং মার্কিন সরকারকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিল যে পারমাণবিক পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য নয় এবং নাগরিকদের তাদের সরকারের কর্ম সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা উচিত নয়। এই ভাবে সাধারণ মানুষদের কাছে আরো একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল: দাদিদের একটি ছোট্ট দল সংগঠিত এবং সক্রিয় হয়ে যদি সরকারি নীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে আপনারাও তা করতে পারেন। সকলে একসাথে কাজ করলে আমরা কি প্রভাব তৈরি করতে পারব তা কল্পনা করুন। একটি দেশের পারমানবিক অস্ত্র শত্রুকে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করবে এই সামরিক মতবাদের উপর বিশ্বাস চূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু অস্ত্রগুলি রয়ে গেছে এবং এগুলি বিলুপ্ত করার জন্য আরও শক্তিশালী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি বছরের সাথে বাড়ছে।

ফেব্রুয়ারী ৬। *১৮৯০ সালের এই দিনে আবদুল গাফফার খান জন্মগ্রহণ করেন।* আবদুল গাফফার খান বা বাচা খান ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে এক ধনী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাচা খান একটি অহিংস সংগঠন তৈরি করার জন্য বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে ছিলেন, যার নাম ছিল “রেড শার্ট মুভমেন্ট”। এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত ছিল। খান অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের (সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স) অগ্রণী মোহনদাস গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং খান তার ঘনিষ্ঠতম পরামর্শদাতাদের একজন হয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৪৮ সালে গান্ধী নিহত হওয়া পর্যন্ত তাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকে। বাচা খান পাকিস্তানের পশতুনদের অধিকার আদায়ের জন্য অহিংস আইন অমান্য করেছিলেন (সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স) এবং এই সাহসী কাজের জন্য তিনি বহুবার গ্রেপ্তার হন। একজন মুসলিম হিসাবে খান তার ধর্মকে একটি স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ সমাজে উন্নীত করার জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন,

যেখানে দরিদ্রতম নাগরিকদের সাহায্য করা এবং লাভজনকভাবে উত্থানের সুযোগ দেওয়া হবে। খান জানতেন যে অহিংসতা ভালবাসা এবং সমবেদনার জন্ম দেয় যেখানে সহিংস বিদ্রোহ কেবল কঠোর শাস্তি এবং ঘৃণার দিকে পরিচালিত করে; অতএব, অহিংস উপায়গুলি ব্যবহার করার মানে হচ্ছে কিছু পরিস্থিতিতে কষ্টকর হলেও একটি দেশের পরিবর্তন সৃষ্টি করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গান্ধী ও বাচা খানের কর্মকান্ডে ভয় পেয়েছিল। ২০০ এর বেশি শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র প্রতিবাদকারীকে ব্রিটিশ পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করায় তা দেখা যায়। কিসা খানি বাজারের হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বর্বরতার চিত্র প্রদর্শন করে এবং বাচা খাঁ কেন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল তা প্রদর্শন করেছিল। ১৯৮৫ সালে বাচ্চা খান একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি অহিংসায় বিশ্বাসী এবং আমি বলি যে অহিংসা অনুশীলন না করা অবধি বিশ্বজুড়ে কোনও শান্তি বা প্রশান্তি নেমে আসবে না, কারণ অহিংসা হচ্ছে ভালবাসা এবং এটি মানুষের মধ্যে সাহস জাগায়।"

ফেব্রুয়ারি ৭। *এই দিনে থমাস মুর জন্মগ্রহণ করেন।* ইংলিশ ক্যাথলিক দার্শনিক ও লেখক সেইন্ট থমাস মুর নিউ অ্যাঙ্গলিকান চার্চ অব ইংল্যান্ডকে মানতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ১৫৩৫ সালে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। এছাড়াও থমাস মুর *ইউটোপিয়া* নামে একটি বই লিখেছিলেন যাতে তাত্ত্বিকভাবে নিখুঁত একটি দ্বীপকে চিত্রিত করা হয় যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন সমস্যা ছাড়াই পরিচালিত হয়। মুর পুরো বইটিতে পুণ্যকর্মের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে নীতিশাস্ত্র পরীক্ষা করেন। তিনি লিখেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি সৎ কাজ করার জন্য ঈশ্বরের থেকে পুরষ্কার এবং খারাপ কাজ করার জন্য শাস্তি পায়। ইউটোপীয় সমাজের লোকেরা সহিংসতা বা দ্বন্দ্ব ছাড়াই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করেছে। যদিও মানুষ এখন থমাস মুর বর্ণনাকৃত এই ইউটোপিয়ান সমাজকে একটি অসম্ভব কল্পনা হিসেবে দেখছে তারপরেও এই ধরণের শান্তির জন্য সংগ্রাম করা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পৃথিবী শান্তিপূর্ণ ও অহিংস নয়; তারপরেও একটি শান্তিপূর্ণ ইউটোপিয়ান পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই যে সমস্যাটি উত্তরণ করতে হবে তা হচ্ছে কোন ধরণের যুদ্ধ করা যাবেনা। যদি আমরা একটি যুদ্ধহীন পৃথিবী তৈরি করতে পারি তাহলে ইউটোপিয়ান সমাজ অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না এবং রাষ্ট্রগুলো তখন সামরিক বাহিনী তৈরি করার জন্য টাকা খরচ না করে এর বিপরীতে নাগরিকদের আর্থিক সাহায্য করা ও তাদের প্রয়োজন মেটানোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। অসম্ভাব্যতার জন্য ইউটোপিয়ান সমাজগুলোকে পরিত্যাগ করা উচিৎ না বরং পৃথিবীর সরকারগুলোর এবং একক ব্যক্তির সেগুলোকে সম্মিলিত লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সমাজ জুড়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দেখানোর জন্য থমাস মুর *ইউটোপিয়া (Utopia)* লিখেছেন। কিছু কিছু ভুল শোধরানো হয়েছে। অন্যগুলো শোধরানো প্রয়োজন।

ফেব্রুয়ারি ৮। *১৬৯০ সালের এই দিনে স্কেনেকটেডি গণহত্যা সংঘটিত হয়।* স্কেনেকটেডি গণহত্যা ছিল একটি ইংরেজ গ্রামে প্রধানত নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধে এক দল ফরাসি সৈন্য এবং অ্যালগনকুইয়ান ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ। ইংরেজরা ইন্ডিয়ানদের ভূমিতে বারবার সহিংস আক্রমণ চালানোর পরে নাইন ইয়ার্স ওয়ার নামে পরিচিত কিং উইলিয়ামের যুদ্ধের সময় গণহত্যাটি সংঘটিত হয়। হানাদারেরা পুরো গ্রামের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে

দিয়েছিল এবং গোষ্ঠির প্রায় প্রত্যেককে হত্যা বা কারাবন্দী করেছিল। মধ্যরাত্রিতে ১০জন নারী এবং ১২জন শিশুসহ সর্বমোট ৬০জন লোককে হত্যা করা হয়। একজন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি আহত হয়েও স্কেনেকটেডি থেকে ঘোড়ায় চড়ে আলবানিতে গিয়ে গ্রামটিতে কি ঘটেছে তা অন্যদের নিকট জানান। এই গণহত্যার স্মরণে প্রতি বছর স্কেনেকটেডির মেয়র ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেই বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির পথ ধরে স্কেনেকটেডি থেকে আলবানিতে যান। নাগরিকদের যুদ্ধ এবং সহিংসতার ভয়ংকর দিক সম্পর্কে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে এই বার্ষিক স্মৃতি উৎসব। একেবারে কোন কারণ ছাড়াই নিরপরাধ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের হত্যা করা হয়। স্কেনেকটেডি শহরটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তারা ফরাসি এবং অ্যালগোনকুইয়ানদের প্রতিহিংসা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। যদি দুই দল কখনো যুদ্ধ না করতো তাহলে এই নৃশংসতা এড়ানো যেত; অধিকন্তু, শুধু যারা সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে শুধু যে তারাই নয়, বরং যুদ্ধ সবাইকে বিপদাপন্ন করে তা এতে প্রদর্শিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ বিলুপ্ত করা না যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা নিরপরাধ লোকদের হত্যা করতে থাকবে।

ফেব্রুয়ারি ৯। *এই দিনে ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়।* ১৯ শতকের শেষেরদিকে এবং ২০ শতকের প্রথম দিকে জাপান, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সাথে এশিয়ার বিভিন্ন অংশকে অবৈধভাবে উপনিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির মতো, জাপান একটি অঞ্চলকে দখল করতো এবং একটি ক্ষণস্থায়ী ঔপনিবেশিক সরকার তৈরি করে স্থানীয়দের শোষণ করে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশটির লাভের জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করতো। রাশিয়া এবং জাপান উভয় দেশ দাবি করেছিল যে কোরিয়া তাদের নিজ নিজ ক্ষমতার অধীন থাকবে যার ফলে কোরীয় উপদ্বীপে দেশ দু'টির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই যুদ্ধ কোরিয়ার নিজের স্বাধীনতার সংগ্রাম না; এর পরিবর্তে এটি কোরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণে দু'টি বহিরাগত শক্তির যুদ্ধ ছিল। এটির মতো একটি আক্রমণাত্মক ঔপনিবেশিক যুদ্ধ কোরিয়ার মতো একটি দেশকে রাজনৈতিক এবং প্রাকৃতিক উভয় দিক দিয়ে ধ্বংস করেছিল। ১৯৫০ এর দশকে কোরীয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কেরিয়াকে দ্বন্দ্ব সহ্য করতে হয়েছিল। জাপান রুশ-জাপানি যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করে এবং ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র জাপানিদের পরাজিত করার আগ পর্যন্ত কোরিয় উপদ্বীপে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ২০,০০০ বেসামরিকসহ রুশ-জাপানি যুদ্ধে সর্বমোট প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষ নিহত হয়। এই ঔপনিবেশিক যুদ্ধ আগ্রাসি দেশ দুটির চেয়ে উপনিবেশ কেরিয়াকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কারণ এই যুদ্ধটি জাপান বা রাশিয়ার ভূমিতে সংঘটিত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আজও ঔপনিবেশিকতা চলে আসছে, আর যুক্তরাষ্ট্র কিছু নির্দিষ্ট দলকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে প্রতিনিধিত্বমূলক যুদ্ধ (প্রক্সি ওয়ার) করে। যুদ্ধ বন্ধ না করে যুক্তরাষ্ট্র পুরো পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করে যাচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি ১০। *১৯৬১ সালের এই দিনে দ্যা ভয়েস অব নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট নামে একটি অনুমোদনহীন বেতার কেন্দ্র গ্রেট ব্রিটেনের উপকূল থেকে কিছু দূরে সমুদ্র থেকে পরিচালিত হওয়া শুরু করে।* ডক্টর জন হ্যাস্টেড লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পারমানবিক বিজ্ঞানী, একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়কার একজন বেতার বিশেষজ্ঞ বেতার কেন্দ্রটি চালাতেন। বেতার কেন্দ্রের ঘোষক লিন উইন হ্যারিস

ডক্টর জন হ্যাস্টেডের স্ত্রী ছিলেন। ডক্টর হ্যাস্টেড গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট কমিটির অংশীদার করেন, তাদের এই দলটি গান্ধীর অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের (সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স) দর্শন অনুসরণ করতো। দ্যা ভয়েস অব নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট ১৯৬১-৬২ সাল জুড়ে রাত ১১টার পরে বিবিসি'র অডিও চ্যানেল থেকে সম্প্রচারিত হতো। এটি লন্ডনে যুদ্ধবিরোধী দ্যা কমিটি অব ১০০'তে উন্নীত হয় এবং তাদের জনসভায় মানুষদের যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানায়। বার্ট্রান্ড রাসেল দ্যা কমিটি অব ১০০'র সভাপতি হওয়ার জন্য কমিটি ফর নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্টের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। দ্যা কমিটি অব ১০০ বড় অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রথমে ১৯৬১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি হোয়াইটহলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পরে ট্র্যাফালগার স্কয়ার ও হলি লক পোলারিস ডুবোজাহাজ ঘাঁটিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর আগে কমিটি অব ১০০'র ৩২জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এই কমিটির অফিসগুলোতে স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের কর্মকর্তারা অভিযান চালায়, এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় ছয়জন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ইয়ান ডিক্সন, টেরি চ্যান্ডলার, ট্রেভর হ্যাটন, মাইকেল র‍্যান্ডেল, প্যাট পটল, এবং হেলেন অ্যালেগ্র্যাঞ্জা অপরাধী প্রমাণিত হয় এবং ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের কারাবাস হয়। তারপরে কমিটিটি ১৩টি আঞ্চলিক কমিটিতে ভেঙ্গে যায়। দ্যা লন্ডন কমিটি অব ১০০ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল, তারা ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে, *অ্যাকশন ফর পিস*, এবং পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে *দ্যা রেজিস্ট্যান্স* নামে একটি জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ করে।

ফেব্রুয়ারি ১১। *১৯৯০ সালের এই দিনে নেলসন ম্যান্ডেলা কারাগার থেকে মুক্তি পান।* তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ সরকারীভাবে শেষ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি'র সাহায্যে নেলসন ম্যান্ডেলাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়, এবং ১৯৬২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি করাবন্দী থাকেন; তারপরেও বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি ক্ষমতাহীন প্রধান নেতা এবং কার্যকর নেতা ছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার চার বছর পরে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সমান রাজনৈতিক অধিকার তৈরি করার জন্য নতুন সংবিধান পাস করেছিলেন। ম্যান্ডেলা প্রতিশোধ না নিয়ে সত্যকে অনুসরণ করেন এবং তাঁর দেশের পুনর্মিলনের জন্য কাজ করেন। তিনি বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন ভালোবাসা শয়তানকে জয় করতে পারে এবং প্রত্যেকের নিপীড়ণ ও ঘৃনা প্রতিরোধে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া উচিত। ম্যান্ডেলার দর্শনকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ "কেউই ত্বকের রঙ, অথবা প্রেক্ষাপট, বা ধর্ম দেখে অন্যকে জন্মগতভাবে ঘৃনা করেনা। লোকেদের অবশ্যই ঘৃনা করতে শেখানো হয়, আর তারা যদি ঘৃনা করা শিখতে পারে, তাহলে তারা ভালবাসাও শিখতে পারবে, কারণ ঘৃনার চেয়ে ভালোবাসা মানব হৃদয়ে আরো বেশি সহজাতভাবে আসে।" যুদ্ধ শেষ করার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরি করার জন্য নেলসন ম্যান্ডেলার মতো কর্মী প্রয়োজন যারা এই লক্ষ্যে তাদের পুরো জীবনকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক। অহিংস আন্দোলন, কূটনীতি, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্য ন্যায়বিচারের জন্য এটি একটি ভাল দিন।

ফেব্রুয়ারি ১২। *১৯৪৭ সালের এই দিনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো শান্তির সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়ার কার্ড পোড়ানো শুরু হয়েছিল।* একটি প্রচলিত ভুল ধারণা রয়েছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল; বাস্তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অনেকেই সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের বিরোধিতা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আনুমানিক ৭২,০০০ জন পুরুষ সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পরে একই ব্যক্তিদের অনেকে বিরোধিতা করেছিলেন এবং সামরিক বাহিনীতে তাদের বাধ্যতামূলক নিয়োগের কার্ড পুড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং কোনও নতুন আসন্ন সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ ছিল না, কিন্তু সামরিক বাহিনীতে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগের কার্ডগুলি পোড়ানো একটি রাজনৈতিক বিবৃতি ছিল। মার্কিন সামরিক বাহিনী কর্তৃক অব্যাহত সহিংসতায় অংশ নেবে না বা তাদের সহিংসতা স্বীকার করবে না তা দেখানোর জন্য উভয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় ৫০০জন দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ সামরিক সদস্য/কর্মকর্তা নিউইয়র্ক সিটি এবং ওয়াশিংটন, ডিসিতে তাদের কার্ড পুড়িয়েছে। এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ সামরিক সদস্য/কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই স্থানীয় আমেরিকান এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে সহিংস হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৭৭৬ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় নিয়মিত যুদ্ধে লিপ্ত এবং দেশটি গভীরভাবে সহিংসতায় জড়িত। তবে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের কার্ড পোড়ানোর মতো সহজ কাজগুলো মার্কিন সরকারকে শক্তিশালীভাবে এটা জানিয়েছে যে নাগরিকরা ক্রমাগত যুদ্ধে নিয়োজিত কোন দেশকে মেনে নেবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যুদ্ধ করছে এবং নাগরিকদের তাদের সরকারের কর্মকান্ডের বিষয়ে তাদের অসম্মতি জানাতে সৃজনশীল অহিংস উপায় খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন।

ফেব্রুয়ারি ১৩। *১৯৬৭ সালের এই দিনে বিষাক্ত নাপাম গ্যাসে আহত ভিয়েতনামি শিশুদের বিশাল ছবি বহন করে, উইমেন স্ট্রাইক ফর পিস গ্রুপের ২,৫০০ জন সদস্য পেন্টাগনে "আমাদের ছেলেদের ভিয়েতনামে পাঠানো জেনারেলদের" দেখার দাবি করে হামলা চালিয়েছিলেন।* পেন্টাগনের ভিতরে থাকা নেতারা মূলত দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং প্রতিবাদকারীদের ভিতরে প্রবেশ করতে অনুমতি দেননি। বারবার প্রচেষ্টা করার পরে শেষ পর্যন্ত তাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে যে জেনারেলদের সাথে তারা দেখা করার পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের সাথে দেখা করার অনুমোদন পাননি। এর পরিবর্তে, তারা একজন কংগ্রেসম্যানের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন যিনি কোনও উত্তর দেন নি। উইমেন স্ট্রাইক ফর পিস গোষ্ঠী এমন প্রশাসনের কাছে জবাব চেয়েছিলেন যারা কোন স্বচ্ছতা প্রকাশ করে না, তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে লড়াইয়ের জন্য ওয়াশিংটনে যাওয়ার সময় এসেছে। এই দিন এবং অন্যান্য দিনে, মার্কিন সরকার ভিয়েতনামিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবৈধ বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার করা হয়েছে তা অস্বীকার করেছিল। এমনকি নাপাম গ্যাসে হতাহত ভিয়েতনামি শিশুদের ছবি থাকলেও, জনসন প্রশাসন উত্তর ভিয়েতনামিদের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়া চালিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধে কোন ফলাফল না দেখে এবং অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চ হতাহতের হার বেশি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নাগরিকদের কাছে তথাকথিত "সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" চালিয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যা বলেছিল। উইমেন স্ট্রাইক ফর পিস সংঘঠনটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের নিরর্থকতা বুঝতে পেরেছিল এবং

কীভাবে এই দ্বন্দ্বের অবসান হবে তার সত্যিকারের উত্তর চেয়েছিল। মিথ্যা ও প্রতারণা ভিয়েতনাম যুদ্ধকে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এই প্রতিবাদকারীরা পেন্টাগনের অভ্যন্তরের জেনারেলদের কাছ থেকে উত্তর চেয়েছিলেন, কিন্তু সামরিক নেতারা বড় ধরণের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহারকে অস্বীকার করতে থাকেন। কিন্তু এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে আর বিতর্ক রইল না।

ফেব্রুয়ারি ১৪। *১৯৫৭ সালের এই দিনে আটলান্টায় সাউদার্ন খ্রিস্টান লিডারশীপ কনফারেন্স (এসসিএলসি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* মন্টগোমেরি বাস বর্জনের দ্বারা মন্টগোমেরি'র বাসগুলোতে জাতিগত বিভাজনের অবসান হওয়ার কয়েক মাস পরে সাউদার্ন খ্রিস্টান লিডারশীপ কনফারেন্স শুরু হয়েছিল। এসসিএলসি রোজা পার্কসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যিনি নির্বাচিত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছিলেন তার মতো ব্যক্তিদের দ্বারা ইন্ধন পেয়েছিল। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং বর্ণবাদ দুর করার জন্য অহিংস প্রতিবাদ ও কর্মপন্থা ব্যবহার করার লক্ষ্যে এই সংস্থা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি, এসসিএলসি খ্রিস্টান ধর্মের বিস্তার করতে চায় কারণ সংঘঠনটি বিশ্বাস করে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সমস্ত মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরির উপায়। এসসিএলসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবর্তন আনতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করে লড়াই করেছে এবং তারা অত্যন্ত সফল হয়েছে। এখনো ব্যক্তিগত এবং কাঠামোগত বর্ণবাদ রয়েছে এবং দেশটিতে সমতা নেই, তবে আফ্রিকান আমেরিকানদের সামাজিক সংগঠনে বড় অগ্রগতি হয়েছে। এসসিএলসির মতো নেতারা পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ না করলে আমাদের বিশ্বে শান্তি আসবে না। বর্তমানে, পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এর শাখা এবং সহযোগী দল রয়েছে, এবং এরা শুধু দক্ষিণে সীমাবদ্ধ নেই। একক ব্যক্তিরা এসসিএলসির মতো গোষ্ঠীতে যোগদান করতে পারে যা ধর্মের মাধ্যমে শান্তিকে লালন করে এবং যা ন্যায়ের পথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে একটি সত্যিকারের ভিন্নতা আনতে পারে। এসসিএলসির মতো ধর্মীয় সংগঠনগুলো বিভাজন কমিয়ে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ উন্নীত করতে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ফেব্রুয়ারি ১৫। *১৮৯৮ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউ.এস.এস. মেইন নামের একটি জাহাজ কিউবার হাভানা বন্দরে বিস্ফোরিত হয়।* মার্কিন কর্মকর্তা এবং পত্র-পত্রিকা যাদের মধ্যে কিছু লোক প্রকাশ্যেই বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ শুরু করার ছুতো খুঁজছিলেন তারা কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তক্ষুণি স্পেনকে দোষারোপ করেছিল। স্পেন একটি স্বাধীন তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং যে কোনও তৃতীয় পক্ষ সালিসের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। স্পেন অপরাধী তা ন্যায্যভাবে প্রতিপাদিত না হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে ছুটে যেতে পছন্দ করেছিল। ৭৫ বছরেরও বেশি সময় পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তে প্রমাণ হয়েছে, যেমন সেই সময় ইউএস নৌ একাডেমির অধ্যাপক ফিলিপ অ্যালগার একটি প্রতিবেদনে বলেছিলেন (যুদ্ধ লিপ্সু থিওডোর রুজভেল্ট প্রতিবেদনটি প্রকাশ হতে দেননি) যে *মেইন* প্রায় নিশ্চিতভাবে একটি অভ্যন্তরীণ এবং দুর্ঘটনাজনক বিস্ফোরণে ডুবে ছিল। *মেইনকে মনে রাখো এবং স্পেনকে জাহান্নামে পাঠাও (Remember the maine and to Hell with Spain)* যুদ্ধের ডাক ছিল, আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এই জাহাজের টুকরো প্রদর্শন করা অনেক স্মৃতিসৌধ যুদ্ধের জন্য প্রেরণা যোগাচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে অনুভূতি,

শান্তি, শালীনতা এবং কিউবা, পুয়ের্তো রিকো, ফিলিপাইন এবং গুয়ামের লোকেদের জাহান্নামে যাওয়াই বাস্তবতা ছিল। ফিলিপিন্সে ২,০০,০০০ থেকে ১৫,০০,০০০ জন সাধারণ নাগরিক সহিংসতা এবং রোগে মারা গিয়েছিল। যেদিন *মেইন* ডুবেছিল তার একশ পাঁচ বছর পরে, ইতিহাসের সর্ববৃহৎ গণ প্রতিবাদে বিশ্ব ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার প্রতিবাদ করেছিল। ফলস্বরূপ, অনেক দেশ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং জাতিসংঘ এটি অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেছিল। আইন লঙ্ঘন করে আমেরিকা তবুও এগিয়েছিল। যুদ্ধের জন্য যেসব মিথ্যা বলা হয় এবং যুদ্ধ প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশ্বকে শিক্ষিত করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।

ফেব্রুয়ারি ১৬। *১৯৪১ সালের এই দিনে, নরওয়ের সমস্ত গীর্জায় জমায়েতদের একত্রিত করে মিম্বারে একটি যাজকীয় চিঠি পাঠ করা হয় "ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে দ্রুততার সঙ্গে দাঁড়ান... এবং আপনার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত হয়..." ।* গীর্জা নিজেও তার সমস্ত অনুসারীদেরকে "আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার প্রতি বিশ্বাস এবং সাহসিকতার আনন্দে" শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। ৯ই এপ্রিল,১৯৪০ সালে জার্মান কর্তৃক দেশটিতে আক্রমণের পর প্রতিষ্ঠিত লুথেরান স্টেট গির্জার নাৎসি দখলকে প্রতিহত করতে নরওয়ের মানুষদের আহ্বান জানানো হয়েছিল এই চিঠিতে। নাৎসিদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে গীর্জাটিও নিজস্ব প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহন করেছিল। ১৯৪২ সালের ইস্টার রবিবারে সব যাজকদের কাছে গীর্জা দ্বারা পাঠানো একটি নথি প্রায় সব ধর্মসভায় উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়েছিল। "গীর্জার ভিত্তি" শিরোনামে প্রতিটি যাজককে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গীর্জার যাজক পদ থেকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল- এমন একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল কারণ গীর্জা জানত যে তাদের নাৎসি নির্যাতন ও কারাবন্দী করতে পারে। কিন্তু কৌশলটি কাজ করে। যখন সব যাজক পদত্যাগ করেছিলেন, জনগণ তাদের ভালবাসা, আনুগত্য এবং অর্থ দিয়ে সমর্থন করেছিল, যাজকের অধীন এলাকা থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে নাৎসি কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছিল। পদত্যাগের পরে, রাষ্ট্রীয় গীর্জা ভেঙ্গে যায় এবং একটি নতুন নাৎসি গির্জা সংঘঠিত করা হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৮ ই মে জার্মান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে পর্যন্ত নরওয়ের গীর্জাগুলো তাদের ঐতিহাসিক রূপে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তবুও, চার বছরেরও বেশি আগে নরওয়েজীয় গির্জার বেদি থেকে পড়া যাজকীয় চিঠিটি তার নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি আবার দেখিয়েছিল যে সাধারণ মানুষ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার এবং মানবিকতার কেন্দ্রে থাকা মূল্যবোধ রক্ষার জন্য সাহস খুঁজে নেয়।

ফেব্রুয়ারি ১৭। *১৯৮৯-এর ছাত্র বিক্ষোভের নেতাদের চীনে ১৯৯৩ সালের এই দিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।* বেশিরভাগই বেইজিংয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল যেখানে ১৯৪৯ সালে তিয়ানানমেন স্কোয়ারে মাও সেতুং তৎকালীন কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে চীনকে "গণপ্রজাতন্ত্রী" ঘোষণা করেছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে সত্যিকারের গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তবে তিয়ানানমেন, চেংডু, সাংহাই, নানজিং, শিয়ান, চাংশা এবং অন্যান্য অঞ্চলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী নিহত, আহত এবং/বা কারাবন্দী হওয়ায় পুরো পৃথিবীর মানুষকে হতবাক করে দিয়েছিল। চীন কতৃক সাংবাদিকতা অবরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কেউ কেউ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। *অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের অধ্যাপক, ফ্যাং লিজি* কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল এবং

তিনি অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করছিলেন। *২০ বছর বয়সী পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষার্থী ওয়াং ড্যান* দুইবার কারাগারে বন্দী ছিলেন, ১৯৯৮ সালে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং অক্সফোর্ডের অতিথি গবেষক হয়েছিলেন এবং চীনা সংবিধান সংস্কার সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। *চাই লিং*, ২৩ বছর বয়সী মনোবিজ্ঞানের ছাত্র দশ মাস লুকিয়ে থাকার পর পালিয়ে গিয়েছিলেন, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ইন্টারনেট পোর্টাল তৈরিতে প্রধান অপারেটিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। *উয়ের কাইক্সি* ২১ বছর বয়সী অনশন ধর্মঘটকারী প্রধানমন্ত্রী লি পেং'কে জাতীয় টেলিভিশনে তিরস্কার করেছিলেন, ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিলেন পরে হার্ভার্ডে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। *লিউ জিয়াবো*, একজন সাহিত্য সমালোচক যিনি স্বতন্ত্র অধিকার, বাক স্বাধীনতা এবং বহু-দলীয় নির্বাচনের দাবি করে "চার্টার ০৮" নামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন তিনি বেইজিংয়ের নিকট একটি অজ্ঞাত স্থানে আটকৃকত হন। *হান দোংফ্যাং*, ২৭ বছর বয়সী রেল কর্মী যিনি ১৯৮৯ সালে বেইজিং স্বায়ত্তশাসিত শ্রমিক ফেডারেশন, কমিউনিস্ট চীনের প্রথম স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন, তাকে কারাবন্দি ও নির্বাসিত করা হয়েছিল। হান হংকংয়ে পালিয়ে যান এবং চীনা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য চীন লেবার বুলেটিন প্রকাশ করতে শুরু করেন। ভিডিওচিত্রে দেখতে পাওয়া এক সারি ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেওয়া ব্যক্তিটির পরিচয় কখনও পাওয়া যায়নি।

ফেব্রুয়ারি ১৮। *১৯৬১ সালের এই দিনে, ৮৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ দার্শনিক/ আন্দোলন কর্মী বার্ট্রান্ড রাসেল লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে প্রায় ৪,০০০ লোকের একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেন, যেখানে পোলারিস পারমাণবিক-অস্ত্র সজ্জিত ডুবোজাহাজ-দ্বারা চালিত ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আমেরিকা থেকে আনার প্রতিবাদে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল।* এর পরে প্রতিবাদকারীরা ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যান, যেখানে রাসেল ভবনের দরজাগুলিতে একটি প্রতিবাদী বার্তা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে রাস্তায় বসে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় যা প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ স্থায়ী ছিল। ফেব্রুয়ারির ঘটনাটি নতুন পরমানু-প্রতিরোধী আন্দোলন দলের " কমিটি অব ১০০" দ্বারা আয়োজিত প্রথম বিক্ষোভ ছিল, যে দলের রাসেল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিটিটি যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পেইন ফর নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট এর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্নমতের। ক্যাম্পেইন ফর নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্টের সভাপতি পদ থেকে রাসেল পদত্যাগ করেছিলেন। সংকেত বহনকরা সমর্থকদের নিয়ে সাধারণ রাস্তার মিছিল আয়োজনের পরিবর্তে কমিটির উদ্দেশ্য ছিল অহিংস আইন অমান্য করার শক্তিশালী ও মনোযোগ আকর্ষণকারী সরাসরি কাজ করা। রাসেল ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্যা *নিউ স্টেটসম্যান*এর একটি নিবন্ধে কমিটি গঠন করা বিষয়ে তার নিজস্ব কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি একাংশে বলেছিলেনঃ "যারা সরকারের নীতি অসমর্থন করেছে তারা যদি আইন অমান্যকারী বিশাল বিক্ষোভকারীদের সাথে যোগ দিত, তবে তারা সরকারের মূর্খতাপূর্ণ কাজকে অসম্ভব করে তুলতে সাহায্য করতো এবং তথাকথিত দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতাদের বিনা আপত্তিতে এমন পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করতো যা মানুষের টিকে থাকা সম্ভব করতো।" দ্যা কমিটি অব ১০০ সেপ্টেম্বরে এর সবচেয়ে কার্যকর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। ১৭, ১৯৬১, যখন দলটি হোলি লোচ পোলারিস ডুবোজাহাজ ঘাঁটিতে সাফল্যের সাথে জেটির সবচেয়ে বাইরের অংশকে ঘেরাও করেছিল। এরপর,

দলটির চূড়ান্ত লক্ষ্যগুলো নিয়ে পার্থক্য, পুলিশি গ্রেপ্তার বেড়ে যাওয়া এবং পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে প্রচারণায় জড়িত হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে এর দ্রুত পতন ঘটে। রাসেল নিজেই ১৯৬৩ সালে কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে সংগঠনটি ভেঙে দেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯। *১৯৪২ সালের এই দিনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নরওয়ে দখলের সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরিকল্পিত নাৎসি অধিগ্রহণকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করতে নরওয়েজীয় শিক্ষকরা একটি সফল প্রচারণা শুরু করেছিলেন।* নরওয়ের তৎকালীন নাৎসি-নিযুক্ত মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি কুখ্যাত নাৎসি সহযোগী ভিদকুন কুইজলিং এই অধিগ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। আদেশের শর্তানুসারে বিদ্যমান শিক্ষক ইউনিয়নটি ভেঙ্গে দিতে হবে এবং ১৯৪২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত শিক্ষককে একটি নতুন নাৎসি নেতৃত্বাধীন নরওয়েজীয় শিক্ষক ইউনিয়নের সাথে নিবন্ধিত হতে হবে। শিক্ষকরা মাথা নোয়াতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ৫ই ফেব্রুয়ারির সময়সীমা উপেক্ষা করেছিলেন। এরপরে তারা অসলোতে গুপ্ত নাৎসি বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিলেন। সমস্ত শিক্ষকের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাঠানো হয় যে তারা নাৎসি দাবির প্রতি সম্মিলিতভাবে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। শিক্ষকদের বিবৃতিটি নকল করে নাম এবং ঠিকানা সংযুক্ত করে কুইজলিং সরকারের কাছে ডাকে পাঠাতে হবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ এর মধ্যে, নরওয়ের ১২,০০০ শিক্ষকের অধিকাংশই তাই করেছিলেন। কুইজলিং আতঙ্কিত হয়ে নরওয়ের স্কুলগুলি এক মাসের জন্য বন্ধ রাখার আদেশ দেন। এই পদক্ষেপের কারণে রাগান্বিত অভিভাবকরা প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারকে প্রায় ২,০০,০০০ চিঠি লিখেছিলেন। শিক্ষকরা নিজেরাই উদ্ধত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে ক্লাস নিতেন এবং গোপন সংস্থাগুলো গ্রেপ্তার ও কারাবন্দী থাকা ১,৩০০ বেশি পুরুষ শিক্ষকের পরিবারকে না পাওয়া বেতন দিতেন। নরওয়ের বিদ্যালয়গুলো দখল করার পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে ফ্যাসিস্ট শাসকরা ১৯৪২ সালের নভেম্বরে কারাবন্দি সকল শিক্ষককে মুক্তি দিয়েছিল এবং শিক্ষাব্যবস্থায় নরওয়ের নিয়ন্ত্রণ ফিরে এসেছিল। অহিংস গণপ্রতিরোধের কৌশল নির্মম দখলদার বাহিনীর পীড়াদায়ক নকশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সফল হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি ২০। *১৮৩৯ সালের এই দিনে, কংগ্রেসে একটি আইন পাস হয়। এ আইনে কলম্বিয়া জেলায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়।* ১৮৩৮ সালে মেরিল্যান্ডের ডি.সি. সীমানার পাশে কুখ্যাত ব্লাডেন্সবার্গ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ভূমিতে সংঘঠিত একটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কারণে হওয়া জনগণের প্রকাশ্য প্রতিবাদ এই আইনটি পাস করতে প্ররোচিত করে। সেই প্রতিযোগিতায় জোনাথন সিলে নামে মাইনের এক জনপ্রিয় কংগ্রেস সদস্যকে কেন্টাকি-র উইলিয়াম গ্রেভস নামে আরেক কংগ্রেস সদস্যের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়। শুধুমাত্র এটি শেষ করার জন্য তিনবার গুলি বিনিময়ের প্রয়োজন হয়নি বরং বেঁচে থাকা গ্রেভস ব্যক্তিগতভাবে তার শিকার দ্বারা প্রকাশ্যে অপমানিত হননি। এ কারণে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধটির প্রক্রিয়াকে বিশেষ হীনভাবে দেখা হয়েছিল। নিউইয়র্কের একটি পত্রিকার সম্পাদক জেমস ওয়েব নামে তার এক বন্ধুকে সিলে দুর্নীতিবাজ বলায় করায় তিনি ওয়েবের সুনামের যথার্থতা প্রমাণের জন্য তার বদলি হিসাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নেমেছিলেন। এরই অংশ হিসাবে, হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ দ্বন্দ্বে উপস্থিত গ্রেভস বা অন্য দু'জন কংগ্রেস সদস্যকে নিন্দা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও ডি.সি. এবং বেশিরভাগ আমেরিকান স্টেট ও অঞ্চলগুলিতে দ্বন্দ যুদ্ধ করা আইনবিরুদ্ধ ছিল। এর

পরিবর্তে, তারা একটি খসড়া উপস্থাপন করেছিল যা "কলম্বিয়া জেলার মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেওয়া বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করে, এবংউল্লেখিত কাজের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়।" কংগ্রেস দ্বারা এটি পাস হওয়ার পর, দ্বন্দ্বের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে জনসাধারণের দাবিকে এই পদক্ষেপ আশ্বস্ত করেছিল, কিন্তু সত্যিকারে এর অনুশীলন শেষ করতে খুব কম ভূমিকা রেখেছিল। ১৮০৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে যাওয়ায় যোদ্ধারা মেরিল্যান্ডের ব্লাডেন্সবার্গ সাইটে মিলিত হতে থাকেন, বেশিরভাগ সময়ে তারা অন্ধকারে যুদ্ধ করতেন। তবে গৃহযুদ্ধের পর, দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রতি সমর্থন কমে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে জুড়ে দ্রুত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হ্রাস পেতে থাকে। ব্লাডেন্সবার্গে ১৮৬৮ সালে পঞ্চাশটির বেশি কিছু শেষ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি ২১। *১৯৬৫ সালের এই দিনে আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম যাজক এবং মানবাধিকার কর্মী ম্যালকম এক্সকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি যখন অর্গানাইজেশন অব আফ্রো-আমেরিকান ইউনিটি (ওএএইউ) নামে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলে ভাষণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তখন তাকে হত্যা করা হয়। দলটি তিনি আগের বছর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।দলটি আফ্রিকান আমেরিকানদের তাদের আফ্রিকান ঐতিহ্যের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনে ও তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল।* কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জন্য মানবাধিকারের জন্য যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ম্যালকম এক্স বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিকলপনা করেছিলেন। নেশন অব ইসলামের সদস্য হিসাবে তিনি শেতাঙ্গ আমেরিকানদের "শয়তান" বলে নিন্দা করেছিলেন এবং জাতিগত বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ছিলেন। মার্টিন লুথার কিংয়ের বিপরীতে, তিনি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের "যে কোনও উপায়ে" এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছিলেন। নেশন অব ইসলাম ত্যাগ করার আগে, তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মকভাবে প্রতিরোধ করতে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার জন্য এই সংস্থাটিকে অবজ্ঞা করেছিলেন। অবশেষে, ১৯৬৪ সালে মক্কায় হজ্বে অংশ নেওয়ার পর ম্যালকম এই ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন আফ্রিকান আমেরিকানদের আসল শত্রু শ্বেতাঙ্গ জাতি নয়, বরং বর্ণবাদ নিজেই। তিনি দেখেছেন মুসলিমরা "নীল চোখের স্বর্ণকেশী থেকে কালো চামড়ার আফ্রিকান" সবার সঙ্গে একইভাবে যোগাযোগ করে আর তিনি এই উপসংহারে পৌঁছান যে জাতিগত বৈষম্য উত্তরণের জন্য ইসলামই প্রধান চাবিকাঠি। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে ম্যালকমকে আমেরিকান নেশন অব ইসলাম (এনওআই) সংগঠনের সদস্যরা হত্যা করেছে। প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি এক বছর আগে পরিত্যাগ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে এনওআইয়ের হুমকি প্রকৃতপক্ষে তীব্রতর হয়েছিল যা হত্যাকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে এনওআইয়ের তিন সদস্যকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবুও, অভিযুক্ত তিনজন হত্যাকারীর মধ্যে দু'জনই তাদের নির্দোষতা বজায় রেখেছিলেন, এবং কয়েক দশক ধরে করা গবেষণার পরে তাদের বিরুদ্ধে করা মামলায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২২। *১৯৫২ সালের এই দিনে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্কিন সেনাবাহিনীকে আকাশ থেকে উত্তর কোরিয়ায় সংক্রমিত পোকামাকড় ফেলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছিল।* কোরিয়ান যুদ্ধের সময় (১৯৫০-৫৩), চীনা এবং কোরিয়ান সৈন্যরা রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রাননাশক অসুস্থতায় ভুগেছিল।

আতঙ্কজনকভাবে এগুলো জলবসন্ত, কলেরা এবং প্লেগ হিসেবে নির্ণিত হয়। ইতিমধ্যে মারা যাওয়া চুয়াল্লিশজন মেনিনজাইটিস পজিটিভ ছিল। আমেরিকা জৈবিক যুদ্ধে তাদের কোন হাত থাকা অস্বীকার করেছিল যদিও একজন অস্ট্রেলিয় প্রতিবেদকসহ অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী সামনে এগিয়ে এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর সহযোগীরা এই অভিযোগগুলিকে প্রতারণা বলে অভিহিত করতে থাকলে বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমগুলো আন্তর্জাতিক তদন্তের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমেরিকা যে কোন সন্দেহ দুর করার জন্য আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে দিয়ে তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সহযোগীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র মিথ্যা বলছে বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রনোদিত করেছিল। পরিশেষে, বিশ্ব শান্তি পরিষদ চীন ও কোরিয়ায় ব্যাকটিরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য জানার জন্য একজন খ্যাতিমান ব্রিটিশ প্রাণরসায়নবিদ এবং চীনতত্ত্ববিদসহ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কমিশন গঠন করেছিল। তাদের গবেষণা প্রত্যক্ষদর্শী, চিকিৎসক এবং চারজন আমেরিকা কোরিয় যুদ্ধবন্দী দ্বারা সমর্থিত হয়। তারা নিশ্চিত করেন যে অ্যামেরিকা অধিকৃত ওকিনাওয়া বিমানঘাটি থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় ১৯৫১ সালের কোরিয়ায় জৈব যুদ্ধের উপাদান প্রেরণ করেছে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল যে আমেরিকা জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার করছিল এবং "কোরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ সম্পর্কিত প্রতিবেদন" এ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্র্যাটিক লইয়ার্স এই ফলাফলগুলির প্রচার করেছিল। প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল যে ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত এক যাচাইয়ে প্রকাশ পেয়েছে আমেরিকা জাপানের প্রাথমিক জৈবিক পরীক্ষাগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করেছিল। সেই সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিচারকার্যকে "দুষ্ট ও ভিত্তিহীন প্রচার" বলে অভিহিত করেছিল। জাপানিদের অবশ্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২৩। *১৮৩৬ সালের এই দিনে সান আন্তোনিওতে দ্যা ব্যাটেল অব দ্যা আলামো শুরু হয়েছিল।* ১৮৩৫ সালে টেক্সাসের জন্য লড়াই শুরু হয়েছিল যখন মেক্সিকোর শাসনাধীনে থাকা সান আন্তোনিও একদল অ্যাংলো-আমেরিকান বসতি স্থাপনকারী এবং তেজানোসরা (মেক্সিকো এবং ইন্ডিয়ানদের মিশ্রণে সৃষ্ট জাতি) অধিকার করেছিল এবং "টেক্সাস" -এর ভূমিকে স্বাধীন রাজ্য বলে দাবি করেছিল। মেক্সিকান জেনারেল আন্তোনিও লোপেজ ডি সান্তা আন্নাকে প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছিল, এবং হুমকি দিয়েছিল যে সেনাবাহিনী "কোন বন্দীকে গ্রহন করবে না।" আমেরিকান কমান্ডার ইন চিফ স্যাম হিউস্টন বসতি স্থাপনকারীদের সান আন্তোনিও থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দেন কারণ ২০০ জনেরও কম সংখ্যক টেক্সাসের বসতি স্থাপনকারীদের চেয়ে মেক্সিকোর ৪০০০ জন সেনা সদস্য সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। এই দলটি প্রতিহত করেছিল, চলে যাওয়ার বদলে ১৭১৮ সালে নির্মিত দ্য আলমো নামে পরিচিত একটি পরিত্যক্ত ফ্রান্সিসকোর মঠে লুকিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এর দু'মাস পরে, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ সালে মেক্সিকোর সেনারা বসতি স্থাপনকারীদের আক্রমন এবং একশত তিরাশি জনকে হত্যা করেছিল আর ছয়শত মেক্সিকোর সেনা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এরপর মেক্সিকোর সেনাবাহিনী আলমোর বাইরে এই বসতিস্থাপনকারীদের মৃতদেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্বাধীনতার যুদ্ধে অনেকে নিহত হওয়ার পরে জেনারেল হিউস্টন একটি সহায়তা সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিলেন। "আলামোদের স্মরণ করুন" শব্দগুচ্ছ টেক্সাসের যোদ্ধাদের জন্য একটি

বিক্ষোভের ডাকে পরিণত হয়েছিল এবং এক দশক পর এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর জন্য মেক্সিকো থেকে এর চেয়ে অনেক বড় ভূখন্ড দখল করেছিল। আলামোতে গণহত্যার পর, হিউস্টনের সামরিক বাহিনী সান জ্যাকিন্তোতে মেক্সিকোর সেনাবাহিনীকে দ্রুত পরাজিত করেছিল। ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে, জেনারেল সান্তা আনা ভেলাস্কোর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, এবং মেক্সিকো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রিপাব্লিক অব টেক্সাস স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। টেক্সাস ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার অংশে পরিণত হয়নি। পরবর্তী যুদ্ধে এটির আয়তন বেড়েছিল।

ফেব্রুয়ারি ২৪। *১৯৩৩ সালের এই দিনে জাপান জাতিপুঞ্জ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সমাপ্তি আনা প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পর বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার প্রত্যাশায় ১৯২০ সালে এই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল সদস্যদের মধ্যে রয়েছেঃ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, চীন, কলম্বিয়া, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, এল সালভাদর, ফ্রান্স, গ্রীস, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস, ভারত, ইতালি, জাপান, লাইবেরিয়া, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা, প্যারাগুয়ে, পার্সিয়া, পেরু, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সিয়াম, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে, ভেনিজুয়েলা এবং যুগোস্লাভিয়া। ১৯৩৩ সালে জাতিপুঞ্জ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল এতে মঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধের জন্য সংস্থাটি জাপানের দোষ খুঁজে পেয়েছিল এবং জাপানী সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিল। জাপানের প্রতিনিধি ইয়োসুকে মাতসুওকা এই বিবৃতি দিয়ে প্রতিবেদনের ফলাফলগুলি খণ্ডন করেছেন: "... মঞ্চুরিয়া অধিকার দ্বারা আমাদের অন্তর্গত। ইতিহাস পড়ুন। আমরা রাশিয়া থেকে মাঞ্চুরিয়া উদ্ধার করেছি। আজকে যা আছে তা আমরা তৈরি করেছি।" তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়া এবং চীন "গভীর ও সম্পর্কজনিত উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে" এবং জাপান অনুভব করেছিল "জাপান এই উপসংহারে এসেছে যে দূর প্রাচ্যে শান্তি অর্জনের জন্য জাপান এবং জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিনোদন গ্রহন করে।" তিনি বারবার বলেছিলেন যে মঞ্চুরিয়া জাপানের জীবন ও মৃত্যুর বিষয় ছিল। "সুদূর প্রাচ্যে জাপান সর্বদা শান্তি, শৃঙ্খলা এবং অগ্রগতির মূল ভিত্তি ছিল এবং থাকবে।" তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমেরিকানরা কি পানামা খাল অঞ্চলের এমন নিয়ন্ত্রণে রাজি হবে; ব্রিটিশরা কি মিশরের উপর দিয়ে গমানাগমন পথ বা গতিপথের অনুমতি দেবে?" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াকে জবাব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পরোক্ষ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও, জাপানকে সাম্রাজ্যবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যুক্তরাষ্ট্র কখনো জাতিপুঞ্জে যোগ দেয়নি।

ফেব্রুয়ারি ২৫। *১৯৩২ সালের এই তারিখে বিশিষ্ট ব্রিটিশ সাফ্রাজেট (নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনকারী), নারীবাদী, অনানুষ্ঠানিক ধর্ম প্রচারক এবং খ্রিস্টান শান্তি আন্দোলন কর্মী মড রয়ডেন* দ্যা লন্ডন ডেইলি এক্সপ্রেসে একটি চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। দুই সহকর্মীর সহ-স্বাক্ষরিত, চিঠিতে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সম্পূর্ণ শান্তি উদ্যোগ হতে পারে। এর শর্ত অনুযায়ী রয়ডেন এবং তার দুই সহকর্মী ব্রিটিশ পুরুষ ও মহিলাদের একটি স্বেচ্ছাসেবী "পিস আর্মি" কে নেতৃত্ব দিয়ে শাংগায় নিয়ে সেখানে চীনা ও জাপানি সেনাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে তাদের নিরস্ত্র করে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে জাপানী বাহিনী কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের পরে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ বিরতির পরে উভয়পক্ষের মধ্যে

আবারো যুদ্ধ চলতে থাকে। এর কিছুকাল আগে, রয়ডেন লন্ডন কনগ্রিগ্যাশনাল গির্জায় এক ধর্মীয় বক্তৃতায় "পিস আর্মি" ধারণাটি পরিচিত করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেনঃ "পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যারা যোদ্ধাদের মধ্যে নিজেদের নিরস্ত্র রাখার স্বেচ্ছাসেবাকে কর্তব্য বলে মনে করেন।" তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তার আবেদন পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সমান, এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ সংঘাতের জায়গায় তাদের নিরস্ত্র অবস্থায় প্রেরণের জন্য জাতিপুঞ্জের কাছে অনুমতি চাইবে। শেষ অবধি, রয়ডেনের উদ্যোগটি জাতিপুঞ্জ থেকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং পত্র পত্রিকায় বক্রোক্তি করা হয়েছে। তবে, যদিও পিস আর্মি কখনও গতিশীল হয়নি তারপরেও প্রায় ৮০০ নারী-পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এর বিভিন্ন পদে যোগ দিয়েছিল এবং একটি পিস আর্মি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বেশ কয়েক বছর ধরে সক্রিয় ছিল। সেইসাথে, রয়ডেনের ধারণা যাকে তিনি "শান্তির অভিঘাত সেনা" বলে অভিহিত করেছেন এবং সকল পরবর্তী হস্তক্ষেপের নকশা হিসাবে বর্তমানে "নিরস্ত্র মধ্যস্থ শান্তি বাহিনী" হিসাবে চিহ্নিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২৬। *১৯৮৬ সালের এই দিনে ফিলিপাইনে অহিংস বিদ্রোহের মাধ্যমে ফার্দিনান্দ মার্কোসকে পদচ্যুত করার পরে কোরাজন অ্যাকুইনো ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন।* ১৯৬৯ সালে ফিলিপাইনের পুনঃনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মার্কোসকে তৃতীয় মেয়াদে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করে অবজ্ঞাপূর্ণভাবে সামরিক আইন ঘোষণা করে কংগ্রেসকে ভেঙে দিয়ে রাজনৈতিক বিরোধীদের কারাবন্দী করেন। তার অত্যন্ত বিশিষ্ট সমালোচক সিনেটর বেনিগনো অ্যাকুইনো হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে সাত বছর জেল খেটেছিলেন। তাকে মিথ্যা খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যখন সুস্থ হয়ে উঠলে মার্কোসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাকুইনো ফিলিপাইনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গান্ধীর কর্ম এবং লেখাগুলো মার্কোসকে দমন করার সর্বোত্তম উপায়। এ কারণে তিনি অহিংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে অ্যাকুইনো ফিলিপাইনে ফিরে আসেন, যাহোক, পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুতে বৃহৎ সংখ্যক সমর্থক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যার ফলে তারা "রাজনৈতিক দমন ও সামরিক সন্ত্রাসবাদের সব শিকারদের ন্যায়বিচারের দাবিতে" রাস্তায় নেমেছিলেন!" অ্যাকুইনো হত্যার একমাস পূর্তি উপলক্ষে বেনিনগোর বিধবা স্ত্রী কোরাজন অ্যাকুইনো মালাকানাং প্রাসাদে একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। নৌসেনারা ভিড়ের মধ্যে গুলি ছুঁড়লে ১৫,০০০ জন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী প্রাসাদ থেকে মেন্ডিওলা ব্রিজ পর্যন্ত তাদের যাত্রা চালিয়ে যায়। কয়েকশত আহত এবং এগারো জন নিহত হন, তবুও কোরাজন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়া পর্যন্ত এই বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। মার্কোস যখন জয়ের দাবি করেন, তখন কোরাজন দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ১৫ লক্ষ মানুষ "জনগণের জনসভার বিজয়" এ সাড়া দিয়েছিল। তিন দিন পর, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস নির্বাচনের নিন্দা করেছিল এবং মার্কোস পদত্যাগ না করা পর্যন্ত সামরিক সমর্থন বাদ দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয়। ফিলিপাইনের সংসদ দুর্নীতিযুক্ত নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে এবং কোরাজনকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে।

ফেব্রুয়ারি ২৭। *১৯৪৩ সালের এই দিনে, বার্লিনের নাজি গেস্টাপো অ-ইহুদি মহিলাদের সাথে বিবাহিত ইহুদি*

পুরুষদের এবং তাদের ছেলে বাচ্চাদের ধরপাকড় করতে শুরু করে। কাছাকাছি কর্ম শিবিরে নির্বাসিত করা মুলতুবি করে মোট প্রায় ২,০০০জন পুরুষ এবং বালকদের রোজনস্ট্রাসে (রোজ স্ট্রিট) একটি স্থানীয় ইহুদি কমিউনিটি সেন্টারে রাখা হয়েছিল। কয়েক হাজার বার্লিনের ইহুদীর সম্প্রতি অশভিটসের মৃত্যু শিবিরে নির্বাসিত হওয়ার মতো সেইসব মানুষরাও একই পরিণতির মুখোমখি হবেনা সে বিষয়ে "মিশ্র" পরিবারগুলি অবশ্য সে সময় নিশ্চিত হতে পারেনি। সুতরাং, প্রধানত স্ত্রী ও মায়েদের সমন্বয়ে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়, পুরো যুদ্ধ জুড়ে জার্মান নাগরিকদের করা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গণবিক্ষোভে লিপ্ত হতে পরিবারের সদস্যরা কমিউনিটি সেন্টারের বাইরে প্রতিদিন জড়ো হতেন। ইহুদি বন্দীদের স্ত্রীরা চিৎকার করতেন, "আমাদের স্বামীদের ফিরিয়ে দিন।" নাজি রক্ষীরা যখন জনতার দিকে মেশিনগান লক্ষ্য করতো, তখন তারা "খুনি, খুনি, খুনি..." বলে চিৎকার করেছিল। বার্লিনের মাঝাখানে শত শত জার্মান নারীকে গণহত্যা করলে জার্মান জনগণের বড় অংশের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে এই ভেবে নাৎসি প্রচার মন্ত্রী জোসেফ গোয়েবেলস ভিন্ন ধর্ম ও জাতিতে বিবাহিত পুরুষ ইহুদিদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১২ ই মার্চের মধ্যে আটককৃত ২ হাজার পুরুষের মধ্যে ২৫ জন ছাড়া বাকি সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল - যদিও পরের দিন প্রত্যেককেই তুলে নিয়ে গিয়ে একটি শ্রম শিবিরে নির্বাসিত করা হয়েছিল। আজ, রোজেনস্ট্রাস কমিউনিটি সেন্টার আর বিদ্যমান নেই, তবে ১৯৯৫ সালে নিকটবর্তী একটি পার্কে " ব্লক অফ উইমেন" নামে একটি স্মৃতিভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এর খোদাই করা লিপিতে লেখা আছে: "শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য করার শক্তি, ভালবাসার জোর, স্বৈরাচারের সহিংসতা জয় করেছে। আমাদের মানুষদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। নারীরা এখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। ইহুদি পুরুষরা স্বাধীন ছিল।"

ফেব্রুয়ারি ২৮। *১৯৮৯ সালের এই দিনে বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা ৫০০০ জন কাজাখ নেভাডা-সেমিপ্ল্যাটিনস্ক অ্যান্টিনিউক্লিয়ার মুভমেন্ট নামে একটি আন্দোলনের প্রথম সভা করেন। এমন নাম করণ নেভাডার একটি জায়গায় পারমানবিক পরিক্ষার বিরুদ্ধে অ্যামেরিকাবাসীর প্রতিবাদের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শন করে।* বৈঠকের শেষে, কাজাখ আয়োজকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে পারমাণবিক পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্য একটি কার্য পরিকল্পনার বিষয়ে একমত হয়েছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপের আপসহীন লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের পুরো কর্মসূচিটি আবেদন (পিটিশন) হিসাবে প্রচার পেয়েছিল এবং এতে দ্রুত দশ লক্ষ স্বাক্ষর করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কংগ্রেস অফ পিপল'স ডেপুটিসের একজন প্রার্থী ও কবি যখন সোভিয়েত কাজাখস্তানের প্রশাসনিক অঞ্চল সেমিপ্ল্যাটিনস্কের একটি জায়গায় পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার দুই দিন আগে পরমাণু-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যদিও ১৯৬৩ সালে স্বাক্ষরিত একটি যুক্তরাষ্ট্র/সোভিয়েত চুক্তিতে ভূমির উপরে পারমাণবিক পরীক্ষা করা বিলোপ হয়েছিল, তবুও ভূগর্ভস্থ পরীক্ষার অনুমতি ছিল এবং সেমিপ্ল্যাটিনস্ক সাইটে এই পরিক্ষা চলতে ছিল। ১৯৮৯ সালের ১২ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি এই জায়গা ফুটো হয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হয় ফলে পাশ্ববর্তী জনবহুল জনগোষ্ঠীর জীবন ঝুঁকিতে পড়ে। প্রধানতঃ নেভাডা-সেমিপ্ল্যাটিনস্ক আন্দোলন দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন পরিষদ, সুপ্রিম সোভিয়েত, ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত

ইউনিয়নের সকল পারমাণবিক পরীক্ষার উপর স্থগিতাদেশের দাবি জানিয়েছিল। এবং ১৯৯১ সালের আগস্টে, কাজাখস্তান রাষ্ট্রপতি পারমানবিক পরীক্ষার সাইট হিসাবে সেমিপাল্যাটিনস্ক সুবিধাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন এবং কর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কাজাখস্তান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নগুলির সরকার বিশ্বে প্রথম দেশ হয়ে উঠে ছিল যারা পারমাণবিক পরীক্ষার সাইট বন্ধ করে দিয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি ২৯। *২০০৪ সালের এই লিপ দিনে যুক্তরাষ্ট্র হাইতির রাষ্ট্রপতিকে অপহরণ করে এবং পদচ্যুত করে।* এটি একটি শুভ দিন, যা মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্ররা গণতন্ত্রের সাথে যুদ্ধে নামবে না এই দাবি মার্কিন গণতন্ত্রের অন্যান্য গণতন্ত্রকে আক্রমণ ও উত্খাত করার অভ্যাসকে উপেক্ষা করে। মার্কিন কূটনীতিক লুইস জি মোরেনো এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা ২৯ শে ফেব্রুয়ারি্র সকালে জনপ্রিয় হাইতিয়ান রাষ্ট্রপতি জ্যান-বার্ট্র্যান্ড অ্যারিস্টাইডের বাসভবনে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। মোরেনোর মতে হাইতিয়ান বিরোধীদের দ্বারা অ্যারিস্টাইডের জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল এবং তিনি আশ্রয় চেয়েছিলেন। এরিস্টাইডের সেই সকালের সংস্করণটি প্রচুর পরিমাণে বিবাদমান। অ্যারিস্টাইড দাবি করেছিলেন যে তাকে এবং তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন বাহিনী অপহরণ করেছিল একটি অভ্যুত্থানের অংশ হিসাবে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থিত গোষ্ঠীগুলির জন্য ক্ষমতা অর্জন করেছিল। অ্যারিস্টাইডকে আফ্রিকা নির্বাসিত করা হয়েছিল এবং অনেক মার্কিন আফ্রিকা-আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার এক কংগ্রেস মহিলা, ম্যাক্সাইন ওয়াটারস নিশ্চিত করেছিলেন যে অ্যারিস্টাইড বলেছিলেন: “বিশ্বকে অবশ্যই জানতে হবে এটি একটি অভ্যুত্থান ছিল। আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল। আমাকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এটিই যা ঘটেছিল। আমি পদত্যাগ করিনি। আমি স্বেচ্ছায় যাইনি। আমাকে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।” অন্য একজন, ট্রান্সআফ্রিকান সামাজিক-ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের আইনজীবী সংস্থার প্রাক্তন প্রধান, র‍্যান্ডাল রবিনসন নিশ্চিত করেছেন যে "একটি [মার্কিন] প্ররোচিত অভ্যুত্থানের কমিশনে" গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপহরণ করেছিল", এবং আরও যোগ করেছিলেন যে,"এটি ভাবতেও ভয়ঙ্কর লাগে।” কংগ্রেসনাল ব্ল্যাক ককাস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাইতিয়ান প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রকাশিত মার্কিন পদক্ষেপের আপত্তিগুলির কারণে তিন বছর পরে রাষ্ট্রপতি অ্যারিস্টাইডের চূড়ান্ত মুক্তি ঘটেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অপরাধ করেছে তার স্বীকৃতিও দিয়েছিল।

মার্চ ১। *নিউক্লিয়ার ফ্রি এবং ইনডিপেন্ডেন্ট প্যাসেফিক ডে, এ.কে.এ. বিকিনি দিবস*। ১৯৫৪ সালের এই দিনটি মাইক্রোনেশিয়ার বিকিনি অ্যাটল-এ যুক্তরাজ্যের থার্মো-পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমা দ্যা 'ব্রাভো'বিস্ফোরণের বার্ষিকী হিসেবে উৎযাপিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে, মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সামরিক কর্মকর্তা বিকিনিবাসীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারা যদি তাদের অ্যাটলকে "সাময়িকভাবে" ছেড়ে দিতে রাজি হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটোম বোম্ব পরীক্ষা করার মাধ্যমে "মানবজাতির মঙ্গল লাভ এবং সমস্ত বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে।" তেজস্ক্রিয় দূষণের মাত্রা এখন অবধি রয়ে গেছে বলে মানুষকে তার বাড়িতে ফিরতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের বিস্ফোরণে প্রায় ২০০ ফুট বেশি গভীর এবং এক মাইল প্রস্থে একটি গর্ত তৈরি হয়েছিল, যা প্রচুর পরিমাণে প্রবাল গলে

বায়ুমণ্ডলের সাথে সমুদ্রের বিশালাকার জলস্তর শুষে নিয়েছিল। রঞ্জেরিক, উজেলাং এবং লিকিপের জনবহুল এটলগুলিতে বিকিরণের মাত্রাও নাটকীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। বিস্ফোরণের প্রায় তিন দিন অবধি মার্কিন নৌবাহিনী রঞ্জেলাপ ও উতিরিকের লোকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও জাহাজ পাঠায়নি। পারমাণবিক অস্ত্রের আধিপত্য অর্জনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক পদক্ষেপে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এবং আশেপাশের জায়গাগুলির লোকদের হিউম্যান গিনি পিগ হিসাবে আবশ্যকীয়ভাবে ব্যবহার করেছিল। নিউক্লিয়ার ফ্রি এবং ইনডিপেডেণ্ট প্যাসেফিক দিনটি স্মরণ করার জন্য একটি উপনিবেশবাদী মানসিকতা যা বিভিন্নভাবে উত্সাহিত হয়েছিল, উল্লিখিত নৃশংসতা আজও বিদ্যমান, কারণ প্রশান্ত মহাসাগর পারমাণবিক দূষণমুক্ত বা স্বাধীন নয়। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।

মার্চ ২। *১৯৫৫ সালের এই দিনে, রোজা পার্কের কয়েক মাস আগে, কিশোরী ক্লাডেট কলভিনকে আলাবামার মন্টগোমেরিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কারণ সে তার বাসের সিট একজন সাদা যাত্রীকে দিতে অস্বীকার করেছিল।* কলভিন আমেরিকান নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ। ২ রা মার্চ, ১৯৫৫ সালে, কলভিন একটি সিটি বাসে চড়ে স্কুল থেকে বাসায় যাচ্ছিলেন, তখন বাস চালক তাকে একটি সাদা যাত্রীর জন্য তার সিটটি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। কলভিন তা করতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, “ভদ্র মহিলার মতো এখানে বসে থাকা আমার সাংবিধানিক অধিকার। আমি ভাড়া দিয়েছি, এটি আমার সাংবিধানিক অধিকার। " সে নিজের জন্য রুখে দাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। "আমি অনুভব করলাম সজোরনার ট্রুথ এক কাঁধে চাপ দিচ্ছিল এবং হ্যারিয়েট টাবম্যান অন্যটির উপর চাপ দিচ্ছিল‘ এই বলে, ‘বসে যাও মেয়ে!' আমি আমার সিটে অটল ছিলাম, " *তিনি নিউজউইক*কে বলেছিলেন। শহর বিভাজন আইন লঙ্ঘন সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে কলভিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দ্য ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য এডভান্সমেনট অফ কালারড পিপল সংক্ষেপে কল্ভিনের কেস পৃথকীকরণ আইনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তবে তারা তার বয়সের কারণে এটির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মন্টগোমেরির ইতিহাসে নাগরিক অধিকারের বেশিরভাগ লেখায় রোজা পার্কের গ্রেপ্তারের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল, আরেক মহিলা যে বাসে তার সিট ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিল কলভিনের পৃথকীকরণ কেসের নয় মাস পরে। পার্কস যেমন নাগরিক অধিকারের নায়িকা হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন, ক্লডেট কলভিনের গল্পটিতে খুব কমই দৃষ্টিপাত হয়েছে। মন্টগোমেরিতে পৃথকীকরণ আইনের জন্য লড়াইয়ে তাঁর (পার্কস) ভূমিকা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতী না পেলেও, কল্ভিন নাগরিক অধিকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন।

মার্চ ৩। *১৮৬৩ সালের এই দিনে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া আইন পাস হয়েছিল। এটিতে ৩০০ ডলার এর বিনিময়ে খসড়া ছাড় প্রদানের একটি ধারা রয়েছে।* গৃহযুদ্ধের সময়, মার্কিন কংগ্রেস একটি কনসক্রিপশন আইন পাস করে যা আমেরিকান ইতিহাসে মার্কিন নাগরিকদের প্রথম যুদ্ধকালীন খসড়া তৈরি করে। এই আইনে ১লা এপ্রিলের মধ্যে ২০ থেকে ৪৫ বছর বয়সের সকল পুরুষ, এমনকি 'বিদেশী' যাদের নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল তাদের নিবন্ধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। খসড়াটি থেকে ছাড়গুলি ৩০০ ডলারে বা বিকল্প ড্রাফ্টির

সন্ধান করে ক্রয় করা যেতো। এই খসড়া ধারাটি নিউইয়র্ক সিটিতে রক্তাক্ত দাঙ্গা পরিচালিত করেছিল, যেখানে প্রতিবাদকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে কার্যকরভাবে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনী নাগরিকদেরই ছাড় দেওয়া হয়েছে, কারণ কোনও গরিব মানুষ সম্ভবত এই ছাড়টি কেনার সামর্থ্য রাখে না। যদিও গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রথমবারের মতো বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি দেখানো হয়েছিল, কংগ্রেসের একটি ১৭৯২ তম আইন অনুসারে সমস্ত শারীরিক সক্ষম পুরুষ নাগরিককে একটি বন্দুক কিনে তাদের স্থানীয় রাজ্যের মিলিশিয়ায় যোগদান করতে হয়েছিল। এই আইন অমান্য করার জন্য কোনও দণ্ড ছিল না। কংগ্রেসও ১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় একটি নথিভুক্ত আইন পাস করেছিল, কিন্তু এই আইনটি কার্যকর হওয়ার আগেই যুদ্ধটি শেষ হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনফেডারেট রাজ্যগুলির সরকারও একটি বাধ্যতামূলক সামরিক খসড়া আইন কার্যকর করেছিল। ১৯৪০ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সামরিক খসড়া আইন কার্যকর করেছিল যা কোরিয়ান যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িত হতে প্রস্তুত করেছিল। সর্বশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খসড়াটি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ঘটেছিল।

মার্চ ৪। *১৯৬৯ সালের এই দিনে, দ্য ইউনিয়ন অফ কনসার্নড সায়েন্টিসট (বা ইউসিএস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* ইউসিএস হ'ল একটি অলাভজনক বিজ্ঞান সমর্থনকারী দল যা ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বছর, ভিয়েতনাম যুদ্ধ পুরোদমে ছিল এবং ক্লিভল্যান্ডের চরম দূষিত কুয়াহোগা নদীতে আগুন লেগেছিল। মার্কিন সরকার যুদ্ধ ও পরিবেশ ধ্বংসের জন্য কীভাবে বিজ্ঞানের অপব্যবহার করছে তা দেখে আতংকিত, ইউসিএস প্রতিষ্ঠাতারা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সামরিক প্রযুক্তি থেকে দূরে সরিয়ে পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের দিকে পরিচালিত করার দাবি জানিয়ে একটি বিবৃতি তৈরি করেছিলেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠা দলিলে বলা আছে যেএটি গঠিত হয়েছিল, ”বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রকৃত বা সম্ভাব্য তাৎপর্যপূর্ণ এমন ক্ষেত্রগুলোতে সরকারী নীতিতে একটি সমালোচনামূলক এবং অব্যাহত পরীক্ষা শুরু করার জন্য” এবং ”সামরিক প্রযুক্তির উপর বর্তমান জোর দেওয়া গবেষণার প্রয়োগগুলো সরিয়ে পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা।” এই সংস্থাটি বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং পরিবেশগত এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে নিযুক্ত প্রকৌশলীদের পাশাপাশি নির্বাহী ও সহায়ক কর্মীদের নিয়োগ দেয়। এর সাথে, ইউসিএস প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত বা প্রক্রিয়াজাত শক্তি যা পরিবেশের ক্ষতি করে না এবং নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব কৃষিকাজ করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সংস্থাটি পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ হ্রাস করতে নতুন কৌশলগত অস্ত্র কমানোর চুক্তি (নতুন স্টার্ট) অনুমোদনের জন্য মার্কিন সেনেটকে চাপ দিতে ইউসিএস সাহায্য করেছে। এই হ্রাস উভয় দেশের বড় আকারের পারমাণবিক অস্ত্রাগারকে ছোট করে। আরো অনেক সংস্থা এই কাজে যোগ দিয়েছে, এবং এ বিষয়ে আরো অনেক কিছু করার দরকার আছে।

মার্চ ৫। *১৯৭০ সালের এই দিনে, ৪৩ টি দেশ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর একটি পারমাণবিক অ-বর্ধন চুক্তি কার্যকর হয়।* পারমাণবিক অস্ত্র অ-বর্ধন চুক্তি যা সাধারণভাবে নন-প্রলিফারেশন ট্রিটি বা এনপিটি নামে পরিচিত, তা হল পারমাণবিক অস্ত্র ও অস্ত্র প্রযুক্তির বিস্তার রোধ এবং পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতা উন্নীত করার লক্ষ্যে করা একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। অধিকন্তু, এই চুক্তিটি পারমাণবিক

নিরস্ত্রীকরণ এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ঠিক করেছে। ১৯৭০ সালে চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে আইনী প্রয়োগে কার্যকর হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ১১ ই মে চুক্তিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো হয়েছিল। অন্য যেকোন অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির চেয়ে এনপিটি'র সাথে বেশি দেশ যুক্ত হয়েছে, যা চুক্তিটির তাৎপর্য প্রমাণ করে। মোট ১৯১ টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে। জাতিসংঘের চার সদস্য দেশ ভারত, ইসরায়েল, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ সুদান কখনও এনপিটিতে যোগ দেয়নি। এই চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীনকে পাঁচটি পারমাণবিক অস্ত্ররাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। অন্য যে চারটি রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী বলে জানা গেছে তারা হলোঃ ভারত, উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান, যারা পারমানবিক অস্ত্র থাকার কথা স্বীকার করেছে আর ইসরায়েল, এ বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী পারমাণবিক দলগুলোর "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার থামানো এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত কার্যকর পদক্ষেপের বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহের সাথে আলোচনা" চালানোর প্রয়োজন ছিল। এসব করতে তাদের ব্যর্থতা অ-পরমাণবিক দেশগুলোকে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য একটি নতুন চুক্তি অনুসরণ করতে পরিচালিত করেছে। এই জাতীয় চুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের তৈরি করা বড় বাধা পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলোকে পারমানবিক অস্ত্র অনুমোদনের জন্য প্ররোচিত করবে।

মার্চ ৬। *১৯৬৭ সালের এই দিনে মুহাম্মদ আলীকে সিলেক্টিক সার্ভিস কর্তৃক মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে।* ১৯৬৪ সালে ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে জুনিয়র ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে তার নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ আলী নাম রাখেন। তিনি বক্সিংয়ে তিনবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠবেন। ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের সময় আলী সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহন করতে প্রত্যাখ্যান করার কারণে মুহাম্মদ আলী সেনাবহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন এবং পাঁচ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন। তাকে দশ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছিল এবং তিন বছরের জন্য বক্সিং থেকে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আলী কারাবাস এড়াতে সক্ষম হন, তবে তিনি ১৯৭০ এর অক্টোবর পর্যন্ত বক্সিং রিংয়ে ফিরে আসেননি। আলি বক্সিংয়ের নিষেধাজ্ঞার সময়কালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন এবং একই সাথে ১৯৭০ সালে এই খেলায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যুদ্ধের এত প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার জন্য তিনি জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তবুও তিনি তার বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় ছিলেন যে ভিয়েতনামের লোকদের আক্রমণ করা ভুল ছিল যখন তার নিজের দেশে আফ্রিকান আমেরিকানদের সঙ্গে প্রতিদিন খুব খারাপ আচরণ করা হত। যদিও আলি বক্সিং রিংয়ে লড়াইয়ে তার ক্ষমতা এবং মেধার জন্য খ্যাত, তবে তিনি সহিংসতার প্রতি বিবেকহীন সমর্থক ছিলেন না। তিনি এমন এক সময় শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, যখন তা করা বিপজ্জনক ছিল এবং লোকে এ জন্য ভ্রূকুটি করতো।

মার্চ ৭। *১৯৮৮ সালের এই দিনে, যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা বিভাগের জেলা আদালত আইন জারি করেছিল যে, উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যারিয়ার ডে'তে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি শান্তির দল, সামরিক নিয়োগকারীদের মতোই একই অধিকার পাবে।* ১৯৮৮ সালের ৪ মার্চ জারি করা এই আইন আটলান্টা শিক্ষা বোর্ডকে অভিযুক্ত করে আটলান্টা পিস অ্যালায়েন্সের (এপিএ) আনা একটি মামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে জানিয়েছে যে এপিএ সদস্যদের ছাত্রদের প্রতি শান্তি বিষয়ক শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রত্যাখান করে আটলান্টা শিক্ষা বোর্ড প্রথম এবং চতুর্দশ সংশোধনীতে দেওয়া অধিকার লঙ্ঘন করেছে। সেনাবাহিনীর নিয়োগকারীরা যেমন বিদ্যালয়ের বুলেটিন বোর্ডগুলোতে, বিদ্যালয় নির্দেশনার কার্যালয়গুলোতে এবং ক্যারিয়ার ডে এবং যুব প্রেরণা দিবসে অংশ নিয়ে নির্দেশনা/প্রচারণা উপস্থাপন করে ঠিক সেইভাবে এপিএ একই সুযোগ চেয়েছিল। ১৯৮৬ সালের ১৩ আগস্ট আদালত এপিএ'র পক্ষে রায় দেয় এবং বোর্ডকে সামরিক নিয়োগকারীদের মতো এপিএ'কে একই সুযোগ প্রদানের আদেশ দেয়। তারপরেও, বোর্ড একটি আবেদন দায়ের করেছিল, যা ১৯৮৭ সালের ১৭ এপ্রিল মঞ্জুর হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে এই মামলার বিচার হয়েছিল। আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এপিএ সমাধিকার পাবে এবং আটলান্টা সরকারী বিদ্যালয়গুলোর বুলেটিন বোর্ডে এবং বিদ্যালয় নির্দেশনার কার্যালয়গুলোতে নির্দেশনা/প্রচারণা উপস্থাপন করে আটলান্টা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের শান্তি-রক্ষার বিষয়ক চাকরি এবং সামরিক চাকরি বিষয়ক তথ্য দিতে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষাবোর্ডকে আদেশ দেয়। আদালত আরো আইন জারি করে যে এপিএ'র ক্যারিয়ার ডে'তে অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল এবং যে নিয়মসমূহ ও নীতিবদ্ধতা অন্যান্য কাজের সুযোগের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অংশগ্রহনে নিরুৎসাহিত করা বক্তাদের মূখ্য উদ্দেশ্যকে বর্জন করে সেই নিয়মগুলো বাতিল কারণ তারা প্রথম সংশোধনীর দেওয়া অধিকার লঙ্ঘন করে।

মার্চ ৮। *১৯৬৫ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বনাম সিগার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট একটি যৌক্তিক আপত্তি হিসেবে সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতির ভিত্তি প্রসারিত করে।* এই মামলাটি তিনজন লোক দায়ের করেছিলেন যারা দাবি করেছিলেন যে তারা স্বীকৃত ধর্মীয় সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত না বলে তাদেরকে যৌক্তিক আপত্তি মর্যাদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। অস্বীকৃতিগুলি সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ ও পরিষেবা আইনভূক্ত নিয়মের ভিত্তিতে ছিল। এই বিধিগুলিতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি যদি "তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রশিক্ষণ দ্বারা যুদ্ধে যাওয়ার বা সামরিক চাকরিতে অংশ নেওয়ার বিরোধিতা করে" তবে সামরিক চাকরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে "পরম সত্তার" প্রতি বিশ্বাস অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। তাই ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা "পরম সত্তা" এর সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে। বিধি পরিবর্তন করার পরিবর্তে আদালত "পরম সত্তা" সংজ্ঞাটি আরও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আদালত বলেছিল যে "পরম সত্তা" এর অর্থ "একটি শক্তি বা সত্ত্বা, বা বিশ্বাসের ধারণা, যার নিকট অন্য সমস্ত কিছু অধস্তন বা অন্য সমস্ত কিছু এর উপর পর নির্ভরশীল" এর অর্থ বোঝাবে। তাই আদালত রায় দিয়েছিল যে "যৌক্তিক আপত্তি মর্যাদা কেবল তাদের জন্য সংরক্ষিত করা যায় না যারা একজন সর্বোচ্চ ব্যক্তির নৈতিক নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যতা দাবি করেছিলেন, তবে যুদ্ধের বিষয়ে যাদের মতামত একটি অর্থবহ এবং আন্তরিক বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত যা ধারকের

জীবনে এমন জায়গা দখল করে যা তাদের ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ণ হয়" তারাও নিয়মতান্ত্রিকভাবে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। এই শব্দটির বিস্তৃত সংজ্ঞাটি রাজনৈতিক, সামাজিক বা দার্শনিক বিশ্বাস থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে পৃথক করার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল, যা এখনও যৌক্তিক আপত্তির রায় অনুসারে ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত নয়।

মার্চ ৯। *১৯৪৫ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টোকিওতে বোমা নিক্ষেপ করে।* নাপাম বোমা *আনুমানিক ১০০,০০০ জাপানি বেসামরিককে হত্যা, এক মিলিয়নকে আহত, ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছিল এবং এমনকি টোকিওর নদীগুলিও গরমে ফুটছিল। এটি যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ হিসাবে বিবেচিত হয়। টোকিওতে বোমা ফেলার পর* পারমাণবিক হামলা হিরোশিমা এবং নাগাসাকিকে ধ্বংস করেছিল এবং পার্ল হারবারের সামরিক ঘাঁটিতে জাপানিদের আক্রমণ প্রতিশোধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এরপর ঐতিহাসিকরা জানতে পেরেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল পার্ল হারবারের আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কেই জানত না, তবে তা উস্কে দিয়েছিল। ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দাবি করার পর, পার্ল হারবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অসংখ্য দেশে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং এর অধিকও ঘাঁটি গড়ে তোলে কিছু সম্পদ অর্জন করেছিল। ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি চীনা বিমানবাহিনীকে তাদের অস্ত্র সরবরাহ, যুদ্ধ এবং বোমা বিস্ফোরণ সরবরাহ করার সময় প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। চীনের সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সময় জাপানের কাছে অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার কৌশলে জাপান ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের হুমকি ততক্ষণ তীব্রতর হয়েছিল যতক্ষণ না জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পার্ল হারবারের উপর একটি সম্ভাব্য হামলার কথা শুনেছিলেন এবং জাপানিদের আক্রমণের এগার মাস আগে তাঁর সরকারকে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। আমেরিকাতে যুদ্ধবাজি জনপ্রিয়তা অর্জন করে যা তা বৃদ্ধি হয়েছিল এবং তা যুদ্ধ সন্ধান এবং তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে আমেরিকানদের জন্য চাকরি সরবরাহ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ৪০৫,০০০ মার্কিন সেনা মারা গিয়েছিল এবং ৬০৭,০০০ এরও বেশি আহত হয়েছিল, তা ৬০ মিলিয়ন বা তারও বেশি মোট মৃত্যুর একটি অংশ। এই পরিসংখ্যান সত্ত্বেও যুদ্ধ অধিদফতর বেড়ে উঠেছিল এবং ১৯৪৮ সালে প্রতিরক্ষা বিভাগের নামকরণ করা হয়।

মার্চ ১০। *১৯৮৭ সালের এই দিনে জাতিসংঘ যৌক্তিক আপত্তিটিকে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।* যৌক্তিক আপত্তিটিকে নৈতিক বা ধর্মীয় ভিত্তিতে সামরিক সংঘর্ষে অস্ত্র বহন বা সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি করতে অস্বীকার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই স্বীকৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক এবং ধর্মের অংশ হিসাবে এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনও বাধ্যতামূলক সামরিক জড়িত থাকার নীতিমালার দেশগুলিকে সুপারিশ করেছিল যে তারা "যৌক্তিক আপত্তিকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিকল্প চাকরি চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করে যা এই বিষয়ে কিছু রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে ধার্মিক আপত্তির কারণগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং তারা এই জাতীয় ব্যক্তিকে কারাদণ্ডের রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকে।" তাত্ত্বিকভাবে যৌক্তিক আপত্তির স্বীকৃতিতে যারা যুদ্ধকে ভুল এবং অনৈতিক

হিসাবে দেখেন তারা এতে অংশ গ্রহণ অস্বীকার করতে সক্ষম হন। এই অধিকার উপলব্ধি করা একটি অগ্রগতির কাজ হিসেবে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক সদস্যের যে কেউ যৌক্তিক আপত্তিকারী হয়ে উঠলে তাকে অবশ্যই সেনাবাহিনীকে সম্মতি জানাতে রাজি করতে হবে। এবং একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের আপত্তি কখনও অনুমোদিত নয়; একমাত্র সমস্ত যুদ্ধের ক্ষেত্রে আপত্তি জানাতে পারে। কিন্তু অধিকারটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এবং উপলব্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেহেতু বিশ্বব্যাপী যৌক্তিক আপত্তিকারীদের সম্মানের জন্য স্মৃতিস্তম্ভগুলি নির্মিত হয় এবং ১৫ই মে একটি ছুটির দিন করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি তার বন্ধুর কাছে এই কথাগুলি লিখে এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন: "যুদ্ধ সেই দূরবর্তী দিন পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ না যৌক্তিক আপত্তিকারী আজ যোদ্ধার মতো একই সুনাম ও মর্যাদা উপভোগ করবেন।"

মার্চ ১১। *২০০৪ সালের এই দিনে, স্পেনের মাদ্রিদে আল-কায়েদার বোমার আঘাতে ১৯১ মানুষ মারা গিয়েছিল*। ২০০৪ সালের ১১ ই মার্চ সকালে স্পেন তার সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক সন্ত্রাসী বা অযুদ্ধ আক্রমণের শিকার হয়। চারটি যাত্রী ট্রেনে এবং মাদ্রিদের কাছে তিনটি ট্রেন স্টেশনে প্রায় দশটি বোমা বিস্ফোরণে ১৯১ জন মানুষ মারা গিয়েছিলেন এবং ১,৮০০ জন আহত হয়েছিল। হস্তনির্মিত, সহসা তৈরিকৃত বিস্ফোরক ডিভাইসের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। প্রাথমিকভাবে, বোমাগুলি ই.টি.এ. , যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী শ্রেণিবদ্ধ, একটি বাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর কাজ বলে মনে করা হয়েছিল। এই গোষ্ঠীটি দৃঢ়তার সাথে ট্রেন বোমা হামলার দায় অস্বীকার করেছে। বিস্ফোরণের কয়েক দিন পরে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-কায়েদা একটি ভিডিও-টেপ বার্তার মাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করে। স্পেনে অনেকে এবং অনেক দেশ এই আক্রমণকে ইরাকের যুদ্ধে স্পেনের অংশগ্রহণের প্রতিশোধ হিসাবে মনে করেছিল। স্পেনের একটি বড় নির্বাচনের ঠিক দু'দিন আগে এই হামলাও হয়েছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী হোসে রদ্রিগেজের নেতৃত্বে যুদ্ধবিরোধী সমাজতান্ত্রিকরা ক্ষমতায় এসেছিলেন। রদ্রিগেজ নিশ্চিত করেছিলেন যে স্পেনীয় সমস্ত সেনাকে ইরাক থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, তাদের সর্বশেষ সেনা সদস্যরা ২০০৪ সালের মে মাসে ইরাক ত্যাগ করে। এই ভয়াবহ হামলার শিকারদের স্মরণ রাখার জন্য মাদ্রিদের এল রেটিরো পার্কে একটি স্মারক বন রোপণ করা হয়েছিল, নিকটবর্তী একটি রেলস্টেশনই ছিল প্রাথমিক বিস্ফোরণ। আজকের এই ভাল দিনে সহিংসতার চক্র ভাঙার চেষ্টা করা উচিত।

মার্চ ১২। *১৯৩০ সালের এই দিনে গান্ধী সল্ট মার্চ শুরু করেছিলেন।* ব্রিটেনের সল্ট অ্যাক্ট ভারতীয়দের নুন সংগ্রহ করতে বা বিক্রি করতে বাধা দেয়, এটি এমন এক খনিজ যা তাদের প্রতিদিনের ডায়েটের প্রধান উপাদান ছিল / ভারতের নাগরিকদের ব্রিটিশদের কাছ থেকে সরাসরি লবণ কিনতে হয়েছিল যারা কেবল লবণ শিল্পকে একচেটিয়া রাখেননি, একটি ভারী করও আদায় করেছিলেন। একচেটিয়া লবণ অগ্রাহ্যকে ভারতীদের জন্য ব্রিটিশ আইন অমান্য করার অহিংস উপায় হিসেবে স্বাধীনতা নেতা মোহনদাস গান্ধী দেখছিলেন। ১২ ই মার্চ গান্ধী ৭৮ জন অনুসারীকে নিয়ে সাবারমতি থেকে বের হলেন এবং আরব সাগরের ডান্দি শহরে যাত্রা করলেন, যেখানে এই দলটি সমুদ্রের জল থেকে তাদের নিজস্ব লবণ তৈরি করবে। এই যাত্রাটি প্রায় ২৪১ মাইল লম্বা ছিল, এবং পথে গান্ধী কয়েক হাজার অনুসারী পেয়েছিলেন। নাগরিক অবাধ্যতা পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে

পড়ে এবং ২১ শে মে গান্ধীসহ ৬০,০০০ এরও বেশি ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গণ নাগরিক অবাধ্যতা অব্যাহত ছিল। ১৯৩১ সালের জানুয়ারিতে গান্ধীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং ভারতের ভবিষ্যতের বিষয়ে লন্ডন সম্মেলনে আলোচনার ভূমিকার বিনিময়ে এই পদক্ষেপগুলি বন্ধ করতে রাজি হন। গান্ধীর প্রত্যাশা মতো এই বৈঠকের ফলাফল ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ নেতারা ভারতীয় জনগণের মধ্যে এই লোকটি যে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল তা স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সহজেই তাকে পরাজিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতকে স্বাধীন করার অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন ব্রিটিশদের সম্মতি না হওয়া এবং ১৯৪৭ সালে ভারত তাদের দখলমুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মার্চ ১৩। *১৯৬৮ সালের এই দিনে ইউটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ডুগওয়ে প্রুভিং গ্রাউন্ডস এর বাইরে স্নায়ু গ্যাসের মেঘগুলি চালানো হয়েছিল এবং নিকটবর্তী স্কাল ভ্যালিতে ৬৪০০ ভেড়াকে বিষাক্ত করেছিল।* ১৯৪০-এর দশকে সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যন্ত স্থান সরবরাহ করার জন্য ডুগওয়ে প্রুভিং গ্রাউন্ডস প্রতিষ্ঠা করা ছিল। এই ঘটনার কিছুদিন আগে সৈন্যরা উটাহ মরুভূমির উপর দিয়ে স্নায়বিক গ্যাস পূর্ণ একটি বিমান উড়িয়েছিল। বিমানটির মিশন ছিল উটাহ মরুভূমির প্রত্যন্ত বিভাগে গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া, এটি একটি পরীক্ষা যা ডুগওয়েতে চলমান রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র গবেষণার একটি সামান্য অংশ ছিল। পরীক্ষাধীন স্নায়ু গ্যাস ভিএক্স নামে পরিচিত, এটি সারিনের মতো তিনগুণ বিষাক্ত পদার্থ। বস্তুত ভিএক্সের একটি ফোঁটা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে। পরীক্ষার দিন স্নায়ু গ্যাস স্প্রে করতে ব্যবহৃত মুখনলটি ভেঙে যায়, সুতরাং বিমানটি চলার সাথে সাথে মুখনল থেকে ভিএক্স ছাড়তে থাকে। প্রবল বাতাস গ্যাসটি স্কাল ভ্যালিতে নিয়ে যেত যেখানে কয়েক হাজার ভেড়া চারণ করছিল। মারা যাওয়া ভেড়ার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তারা একমত নন, তবে তা ৩,৫০০ থেকে ৬৪০০ এর মধ্যে। এই ঘটনার পর, সেনাবাহিনী জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এত দূরের ভিএক্সের কয়েক ফোঁটা স্প্রে হতে সম্ভবত এতগুলি ভেড়ার মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। এই ঘটনাটি অনেক আমেরিকানকে ক্ষুব্ধ করেছিল, যারা সেনাবাহিনী এবং এর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বেপরোয়া ব্যবহারে অত্যন্ত হতাশ ছিল।

মার্চ ১৪। *১৮৭৯ সালের এই দিনে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম।* মানব ইতিহাসের অন্যতম সৃজনশীল মন, আইনস্টাইন, জার্মানির ওয়ার্টেমবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুইজারল্যান্ডে তাঁর বেশিরভাগ শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন, যেখানে তিনি পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে শিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। ১৯০১ সালে তিনি যখন ডিপ্লোমাপ্রপ্ত হয়ে ছিলেন, তখন তিনি কোনও পাঠদানের জন্য কোন পদ খুঁজে পাননি এবং সুইস পেটেন্ট অফিসে প্রযুক্তি সহকারী হিসাবে পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অবসর সময়ে তাঁর বিখ্যাত রচনার বেশিরভাগ তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আইনস্টাইন বিশ্ব সরকার আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাকে ইসরাইল রাজ্যের রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি *আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব (Special Theory of Relativity), আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব (General Theory of Relativity), কেন যুদ্ধ? (Why War?),* এবং

আমার দর্শন (My Philosophy) / যদিও আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক অবদান অন্য বিজ্ঞানীদেরকে পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সহায়তা করেছিল, জাপানে ফেলা পরমাণু বোমা তৈরিতে তাঁর নিজের কোনও অংশ ছিল না এবং পরবর্তীতে তিনি সমস্ত পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের জন্য আক্ষেপ করেছিলেন। তবে তাঁর আজীবন প্রশান্তবাদী বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি জার্মানি কর্তৃক এ জাতীয় অস্ত্র অর্জনের আশংকা প্রকাশ করে আমেরিকার পরমাণু অস্ত্র গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকার পদক্ষেপের অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এমন একদল বিজ্ঞানীর পক্ষে রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে চিঠি লিখেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইনস্টাইন একটি বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন যা পারমাণবিক প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ভবিষ্যতে সশস্ত্র সংঘাত রোধ করবে। তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণে সর্বজনীন অস্বীকৃতির পক্ষেও ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে মারা যান।

মার্চ ১৫। *১৯৭০ সালের এই দিনে, সিয়েটল শহরে অব্যবহৃত সম্পত্তিটি আমেরিকানদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ফোর্ট লটন দখল করার নেটিভ আমেরিকান কর্মী কর্তৃক প্রচেষ্টা চালানোর সময় ৭৮ জন প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।* এই আন্দোলনটি মূলত বার্নি হোয়াইটবিয়ার দ্বারা সংগঠিত গোষ্ঠী ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান্স অফ অল ট্রাইবস দ্বারা শুরু হয়েছিল। সিয়েটলের ম্যাগনোলিয়া পাড়ায় ১,১০০ একরের একটি সেনা পোস্ট, ফোর্ট লটনে হামলাকারী কর্মীরা নেটিভ আমেরিকান সংরক্ষণের ক্রমহ্রাসমান রাষ্ট্র এবং সিয়েটলের ক্রমবর্ধমান "শহুরে ভারতীয়" জনসংখ্যা দ্বারা যে বিরোধিতা এবং চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তা করেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন সরকার হাজার হাজার ভারতীয়কে বিভিন্ন শহরে স্থানান্তরিত করে তাদের আরও উন্নত কর্মসংস্থান এবং শিক্ষাগত সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্থান পরিবর্তন কর্মসূচি স্থাপন করেছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে, সিয়েটল শহরটি শহুরে ভারতীয়দের "সমস্যা" সম্পর্কে কিছুটা সচেতন ছিল, তবুও স্থানীয় আমেরিকানরা এখনও সিয়েটলের রাজনীতিতে মারাত্মকভাবে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় এবং এই শহরটির আলোচনার অনীহায় হতাশ হয়েছিল। ব্ল্যাক পাওয়ারের মতো আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে হোয়াইটবার, ফোর্ট লোটনে আক্রমণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখানে কর্মীরা ৩৯২তম মিলিটারি পুলিশ সংস্থার মুখোমুখি হন যারা দাঙ্গা গিয়ারে সজ্জিত ছিল। উপস্থিত ভারতীয়রা স্যান্ডউইচ, স্লিপিং ব্যাগ এবং রান্নার পাত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল। নেটিভ আমেরিকানরা চারপাশ থেকে ঘাঁটি আক্রমণ করেছিল, তবে প্রধান মুখোমুখি লড়াইটি ঘাঁটির ধারের কাছেই হয়েছিল যেখানে ৪০ জনের একটি সৈনিক প্লাটুন ঘটনাস্থলে এসে লোকদের টেনে জেলে নিয়ে যেতে শুরু করে। ১৯৭৩ সালে সামরিক বাহিনী বেশিরভাগ জমি আদিবাসী আমেরিকানদের না দিয়ে শহরকে দিয়ে তা ডিসকভারি পার্কে পরিণত করেছিল।

মার্চ ১৬। *১৯২১ সালের এই দিনে, ওয়ার রেজিস্টারস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।* এই সংস্থাটি একটি সামরিকবিরোধী এবং প্রশান্তবাদী গোষ্ঠী যা ৪০ টি দেশের ৪০ টিরও বেশি অনুমোদিত গ্রুপের সাথে সুদূরপ্রসারী বৈশ্বিক প্রভাব ফেলেছে। এই সংস্থার কতিপয় প্রতিষ্ঠাতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিরোধে জড়িত ছিলেন, যেমন ডাব্লুআরআইয়ের প্রথম সচিব হারবার্ট ব্রাউন, যিনি একজন যৌক্তিক আপত্তিকারী হওয়ার কারণে ব্রিটেনে আড়াই বছরের কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন। সংগঠনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার রেজিস্টারস

লিগ বা ডাব্লুআরএল নামে পরিচিত ছিল, যেখানে এটি ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডব্লিউআরআই, যার সদর দপ্তর লন্ডনে রয়েছে, তারা বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ সত্যি মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং যে সমস্ত যুদ্ধই এর পেছনের অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, কেবলমাত্র সরকারের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকেই কাজে লাগায়। অধিকন্তু, সমস্ত যুদ্ধ পরিবেশের ব্যাপক ধ্বংস, মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যু এবং শেষ পর্যন্ত আরও আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের নতুন শক্তি কাঠামোর দিকে পরিচালিত করে। গ্রুপটি যুদ্ধ শেষ করার প্রয়াসে অহিংস প্রচারণা শুরু করে যা স্থানীয় গ্রুপ এবং ব্যক্তিদের জড়িত করার চেষ্টা করে। ডব্লিউআরআই তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনটি বড় প্রোগ্রাম পরিচালনা করে: অহিংস কর্মসূচী, যা সক্রিয় প্রতিরোধ ও অসহযোগ, হত্যার প্রোগ্রামের প্রত্যাখ্যানের অধিকারের মতো কৌশলগুলি প্রচার করে যা যৌক্তিক আপত্তিকারীদের সমর্থন এবং সামরিক পরিষেবা ও নিয়োগের উপর নজর রাখে এবং অবশেষে যুব কর্মসূচির মিলিটারাইজেশন কাউন্টারিং, যা বিশ্বের যুবসমাজকে সামরিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে গৌরবময়, শালীন, স্বাভাবিক, বা অনিবার্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য যেভাবে উত্সাহিত করা হয় তা চিহ্নিত এবং চ্যালেঞ্জ জানাতে চেষ্টা করে।

মার্চ ১৭। *১৯৬৮ সালের এই দিনে এই তারিখ পর্যন্ত ব্রিটেনে বৃহত্তম ভিয়েতনাম অ্যান্টিওয়ার যাত্রায় ২৫,০০০ জন মানুষ লন্ডনের গ্রোসোভেনার স্কয়ারে আমেরিকান দূতাবাসে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল।* এই অনুষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ও সংগঠিত ধরণে শুরু হয়েছিল, প্রায় ৮০,০০০ লোক ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের প্রতিবাদ করতে এবং ব্রিটিশ কর্তৃক আমেরিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণের সমর্থনের প্রতিবাদ করতে জমায়েত হয়েছিল। মার্কিন দূতাবাসকে কয়েকশ পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছিল। কেবল অভিনেত্রী এবং যুদ্ধবিরোধী কর্মী ভেনেসা রেডগ্রাভ এবং তার তিন সমর্থককে লিখিত প্রতিবাদ জানাতে দূতাবাসে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বাইরে জনতাকে দূতাবাসে প্রবেশ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল, তবুও তারা পুলিশ অফিসারদের দিকে পাথর, পটকা এবং ধোঁয়া বোমা নিক্ষেপ করে শান্ত হতে অস্বীকার করেছিল। কিছু প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন যে "স্কিনহেড" তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরোধী স্লোগান দেওয়ার পরে বিক্ষোভকারীরা সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রায় চার ঘন্টা পর প্রায় ২৫ জন পুলিশ অফিসারসহ প্রায় ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং প্রায় ৭৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শীর্ষস্থানীয় গায়ক এবং কিংবদন্তী রক গোষ্ঠীর সহ-প্রতিষ্ঠাতা *দ্য রোলিং স্টোনস* মিক জ্যাগার এই দিন গ্রোসভেনর স্কোয়ারের অন্যতম বিক্ষোভকারী ছিলেন এবং *কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন যে ঘটনাগুলি তাকে স্ট্রিট ফাইটিং ম্যান* এবং *সিম্পেথি ফর দ্য ডেভিল গানসমূহ লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল।* পরবর্তী বছরগুলিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কয়েকটি প্রতিবাদ হয়েছিল, তবে লন্ডনে কোনটি ১৭ ই মার্চে সংঘটিত প্রতিবাদের চেয়ে বড় ছিল না । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তর বিক্ষোভের পর, সর্বশেষ মার্কিন সেনারা ১৯৭৩ সালে ভিয়েতনাম ত্যাগ করেছিলেন।

মার্চ ১৮। *১৬৪৪ সালের এই দিনে তৃতীয় অ্যাংলো-পোভাতান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।* অ্যাংলো-পোহওতান যুদ্ধগুলি তিনটি যুদ্ধের একটি সিরিজ ছিল যা পোওহাতানের কনফেডারেশনের ভারতীয় এবং ভার্জিনিয়ার ইংরেজ বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের সমাপ্তির পর প্রায় বার বছর ধরে আদি

আমেরিকান এবং ঔপনিবেশিকদের মধ্যে শান্তির সময়কাল ছিল। তবে ১৬৪৪ সালের ১৮ই মার্চ এ পোওহাতানের যোদ্ধারা ইংরেজ বসতি স্থাপনকারীদের থেকে তাদের অঞ্চলটি একবারে এবং সকলের জন্য মুক্ত করতে একটি চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। আদি আমেরিকানদের নেতৃত্বে ছিলেন চিফ ওপেচেনক্যানো, তাদের নেতা এবং চিফ পোওহাতানের ছোট ভাই যিনি পোহওতান কনফেডারেসি সংগঠিত করেছিলেন। প্রাথমিক আক্রমণে প্রায় ৫০০ ঔপনিবেশিক নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু ১৬২২ সালে আক্রমণের তুলনায় এই সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল যা প্রায় ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশকে বিতাড়িত করে ছিল। এই আক্রমণের কয়েক মাস পর ইংরেজরা তখনকার সময়ে ৯০ এবং ১০০ বছরের মধ্যবর্তী বয়সী ওপেচেনক্যানোকে ধরে ফেলল এবং তাকে জ্যামস্টাউনে নিয়ে আসে। এখানে একজন সৈন্য তাকে পিছনে গুলি করে যিনি কর্মকান্ড নিজের হাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরে ইংরেজ এবং ওপেচেনক্যানোর উত্তরসূরি নেকোটোওয়েন্সের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তিগুলি পোওহাতানের জনগণের ভূ-খন্ডকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করেছিল, যা ইয়র্ক নদীর উত্তরের অঞ্চলে খুব ছোট সংরক্ষিত এলাকায় তাদের সীমাবদ্ধ করে। চুক্তিগুলির উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় আমেরিকানদেরকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের উপর আক্রমণ করা থেকে সরিয়ে দেয়ার একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেন তাদের সম্প্রসারণ ও পুনরায় সরিয়ে দেয়ার আগে তারা তাদের জমি দখল করে এবং বস্তি স্থাপন করতে না পারে।

মার্চ ১৯। *২০০৩ সালের এই দিনে জোট বাহিনীসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে আক্রমণ করেছিল।* মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ একটি টেলিভিশন ভাষণে বলেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল "ইরাককে নিরস্ত্র করা, এর জনগণকে মুক্তি দেওয়া এবং বিশ্বকে মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করা।" বুশ এবং তার রিপাবলিকান ও গণতান্ত্রিক মিত্ররা প্রায়শই ইরাকের বিরুদ্ধে পারমাণবিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্রের অধিকারী বলে মিথ্যা দাবি করে ইরাক যুদ্ধকে ন্যায্য বলে প্রমাণিত করে এবং ইরাক আল কায়দার সাথে মিত্র ছিল- এমন একটি দাবি দ্বারা মার্কিন জনগণের বেশিরভাগ লোককে ইরাক ১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ এর অপরাধে সংযুক্ত ছিল বলে নিশ্চিত করেছিল। সর্বাধিক বৈজ্ঞানিকভাবে উপলব্ধ গৃহীত পরিমাণ অনুযায়ী যুদ্ধে ১.৪ মিলিয়ন ইরাকি নিহত হয়েছে, ৪.২ মিলিয়ন আহত হয়েছে এবং ৪.৫ মিলিয়ন মানুষ শরণার্থী হয়েছে। ১.৪ মিলিয়ন মৃত ছিল জনসংখ্যার ৫%। আক্রমণে ২৯,২০০ টি বিমান হামলা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরপর পরবর্তী আট বছরে ৩,৯০০ টি ছিল। মার্কিন সেনাবাহিনী বেসামরিক নাগরিক, সাংবাদিক, হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুলেন্সকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ছিল। এটি শহরাঞ্চলে ক্লাস্টার বোমা, সাদা ফসফরাস, খালি ইউরেনিয়াম এবং একটি নতুন ধরণের নেপাম ব্যবহার করেছিল। জন্মগত ত্রুটি, ক্যান্সারের হার এবং শিশু মৃত্যুর হার বেড়েছে। জলের সরবরাহ, সুয়েজ ব্যবস্থা প্ল্যান্ট, হাসপাতাল, সেতু এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং মেরামত হয়নি। বহু বছর ধরে দখলদার বাহিনী জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং সহিংসতা উস্কানি দিয়েছিল, যার ফলে একটি বিচ্ছিন্ন দেশ এবং অধিকার দমন হয়েছে যা ইরাকিরা এমনকি সাদ্দাম হুসেনের নৃশংস পুলিশ রাষ্ট্রের অধীনেও ভোগ করেছিল। আইএসআইএস নাম ধারণকারী একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠি গড়ে উঠে এবং বেড়ে যায়। আজকের এই ভাল দিন ইরাকের লোকদের প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে কাজ করে।

মার্চ ২০। ১৯৮৩ সালের এই দিনে ১৫০,০০০ জন ব্যক্তি, অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ১% জনসংখ্যা, পারমাণবিক বিরোধী সমাবেশে অংশ নিয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকে অস্ট্রেলিয়ায় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং এটি সারা দেশে অসমভাবে বিকশিত হয়েছিল। পিপল ফর নিউক্লিয়ার ডিসআর্মামেন্ট সংস্থাটি ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর গঠনটি আন্দোলনের নেতৃত্বকে আরও বিস্তৃত করেছিল, বিশেষত ভিক্টোরিয়ায়, যেখানে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দলটি মূলত স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক এবং র‍্যাডিক্যাল শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল যারা একটি শান্তি গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেছিল। পিপল ফর নিউক্লিয়ার ডিসআর্মামেন্ট অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল এবং এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অস্ট্রেলিয়ার সামরিক জোটের বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেছিল। অন্যান্য রাজ্যব্যাপী সংগঠনগুলি পরে পিএনডির অনুরূপ কাঠামো নিয়ে প্রকাশ লাভ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার সামরিকবাদ বিরোধী দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭০ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরোধিতা করে মেলবোর্নে প্রায় ৭০,০০০ মানুষ এবং সিডনিতে ২০,০০০ লোক মিছিল করেছিল। ৮০ এর দশকে অস্ট্রেলিয়ানরা মার্কিন পরমাণু-যুদ্ধের লড়াইয়ের সক্ষমতায় জাতির যে কোনও অবদানের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছিল। ১৯৮৩ সালের ২০ মার্চের র‍্যালি, যা ইস্টারের আগে রবিবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটি প্রথম "পাম সানডে" সমাবেশ হিসাবে পরিচিত হয়েছিল এবং এটি অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের থাকা সাধারণ শান্তি এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত উদ্বেগ তোলে ধরেছিল। এই পাম রবিবারের র‍্যালিগুলি ১৯৮০ এর দশক জুড়ে অস্ট্রেলিয়ায় অব্যাহত ছিল। এই বিক্ষোভগুলিতে পারমাণবিক সম্প্রসারণের যে ব্যাপক বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল, তার কারণে অস্ট্রেলিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি সম্প্রসারণ স্থগিত ছিল

মার্চ ২১। ১৯৬৬ সালের এই দিনে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের আন্তর্জাতিক দিবসটি জাতিসংঘ কর্তৃক মনোনীত হয়। এই দিবসটি বিশ্বব্যাপী এমন একটি ইভেন্ট এবং ক্রিয়াকলাপের সাথে পালিত হয় যা বর্ণ বৈষম্যের চূড়ান্ত নেতিবাচক এবং ক্ষতিকারক পরিণতির দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাছাড়াও, দিনটি জটিল এবং গতিশীল বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের নাগরিক হিসাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য রোধ করতে চেষ্টা করার জন্য তাদের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে সকল ব্যক্তির জন্য একটি স্মারক হিসাবে কাজ করে যা আমাদের অবিরাম বেঁচে থাকার জন্য সহনশীলতা এবং অন্যা জাতি-গোষ্ঠীদের গ্রহণের উপর নির্ভর করে। এই দিনটি উদ্দেশ্য বিশ্বজুড়ে অল্প বয়সী লোকদের বর্ণবাদ রোধ করার জন্য তাদের মতামত ব্যক্ত করতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়গুলির প্রচারণা চালাতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা উৎসাহিত করতে সহায়তা করা, যেহেতু জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয় যেহেতু আজকের যুবকদের মধ্যে সহনশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতার এই মূল্যবোধকে উত্সাহিত করা সম্ভবত ভবিষ্যতে জাতিগত অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য মোকাবেলায় মূল্যবান এবং কার্যকর উপায় হিসেবে অন্যতম হতে পারে। এই দিনটি শার্পভিল গণহত্যা নামে পরিচিত গণহত্যার ছয় বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৬৯ জনকে হত্যা করেছিল। ১৯৬৬ সালে এই গণহত্যার দিন উদযাপনে এই দিবসটি ঘোষণার সময় জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সকল ধরণের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের দৃঢ়

সংকল্প ধারণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। জাতিগত উত্তেজনা সম্পর্কিত সকল ধরণের জাতিগত অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক সহিংসতা রোধ করার জন্য জাতিসংঘ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্চ ২২। ১৯৮০ সালের এই দিনে, বাধ্যতামূলক খসড়া নিবন্ধনের বিরুদ্ধে ৩০,০০০ জন ব্যক্তি ওয়াশিংটন, ডিসি-তে মিছিল করেছিল। প্রতিবাদ চলাকালীন জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক তৈরিকৃত *প্রতিরোধের সংবাদ,* এর বিষয়গুলি বিক্ষোভকারী এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। খসড়ায় নিবন্ধনের বিরোধিতা করার জন্য ১৯৮০ সালে এনআরসি গঠন করা হয়েছিল, এবং সংগঠনটি ১৯৯০ এর দশকের শুরুর দিকে সক্রিয় ছিল। প্রতিরোধের নিউজ *এর লিফলেটগুলিতে* এনআরসি-র অবস্থান বিশদভাবে জনতার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যেখানে সংগঠনটি খসড়া প্রতিরোধের সাথে যুক্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল যদিও প্রতিরোধটি প্রশান্তবাদ, ধর্ম, আদর্শ বা অন্য কোনও কারণের ভিত্তিতে ছিল যে কোন ব্যক্তির এমন বিশ্বাস নেই যে তাদের খসড়ায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের "প্রস্তুতি"র অংশ হিসাবে ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামুলক সামরিক বাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচন করা পুনরায় চালু করেছিলেন। এই দিনে সারা দেশে বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে বা পুরো ১৯৮০ সাল জুড়ে, "নিবন্ধন করতে অস্বীকার করুন" বা "আমি নিবন্ধন করবনা" লেখা পোস্টার বা সাইন হাজার হাজার জনতার মধ্যে দেখা গিয়েছিল যারা বিশ্বাস করতেন মানুষ হিসেবে তাদের বাধ্যতামুলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচন বিষয়ে নিবন্ধন অস্বীকার করার অধিকার আছে। বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচনের নিবন্ধন ফর্মগুলো রিসাইক্লিং বিনে ফেলতে সাহাজ্য করা এবং সহিংস ও ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ্বমুলক কাজে অংশগ্রহন করতে অস্বীকার করা সকল মানুষের মৌলিক অধিকার কারণ কাউকে যুদ্ধের মতো বিপর্যয়কর ঘটনায় জড়িত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা যাবেনা তার স্বীকৃতি আদায় করার জন্যএটি একটি শুভ দিন।

মার্চ ২৩। *১৯৮০ সালের এই দিনে এল সালভাদোরের প্রধান যাজক অস্কার রোমেরো তাঁর বিখ্যাত ধর্মপদেশ প্রচার করেছিলেন।* তিনি এল সালভাদোরোর সৈন্য এবং সরকারকে ঈশ্বরের উচ্চতর আদেশ মান্য করার এবং মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানুষকে দমন ও হত্যা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরের দিন রোমেরো যাজকত্বের বিষয় অভিব্যক্ত করতে যাজকদের একটি মাসিক সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ডিভাইন প্রভিডেন্স হসপিটালের একটি ছোট্ট গির্জায় খ্রিষ্টের নৈশ ভোজের পর্ব উদযাপন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন একটি লাল গাড়ি গির্জার সামনের রাস্তায় থামল। একজন বন্দুকধারী গাড়ি থেকে বের হয়ে গির্জার দরজায় গিয়ে গুলি করলো। রোমেরো বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। দ্রুত গতিতে গাড়িটি চলে গেল। ৩০ শে মার্চ বিশ্বজুড়ে আড়াই লাখেরও বেশি শোকার্ত মানুষ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় গির্জার পাশের রাস্তায় ধোঁয়া বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং আশেপাশের ভবনগুলো থেকে রাইফেল দিয়ে গুলি করা হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়া ও এরপরে ঘটে যাওয়া ছত্রভঙ্গে ৩০ থেকে ৫০জনের মতো মানুষ মারা গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে সরকারী সুরক্ষা বাহিনী জনতার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করেছে এবং বেসামরিক পোশাকে সেনাবাহিনীর দক্ষ শুটাররা জাতীয়

প্রাসাদের বারান্দা বা ছাদ থেকে গুলি চালিয়েছিল। বন্দুকযুদ্ধ চলতে থাকায় রোমেরোর দেহটি গির্জার নিচে একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। জিমি কার্টার এবং রোনাল্ড রিগান উভয় রাষ্ট্রপতির সময় যুক্তরাষ্ট্র এল সালভাডোর সরকারের সামরিক বাহিনীকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এই সংঘর্ষে ভূমিকা রেখেছিল। ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৪ শে মার্চকে "মোট মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে সত্যের অধিকারের এবং ভুক্তভোগীদের মর্যাদা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দিবস" ঘোষণা করেছে।

মার্চ ২৪। *১৯৯৯ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো যুগোস্লাভিয়ায় ৭৮ দিনের বোমা হামলা শুরু করে।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করতো যে ক্রিমিয়ার পরবর্তী অধ্যায়ের মতো না হয়ে বরং কসোভোর যুগোস্লাভিয়া থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু ক্রিমিয়ার যেমন কোন মানুষকে হত্যা না করে তা করেছিল, যুক্তরাষ্ট্র তেমনটি চায়নি। দ্যা নেশন-এর ১৪ ই জুন, ১৯৯৯-এর সংখ্যায়, যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সাবেক ডেস্ক অফিসার জর্জ কেনি জানিয়েছেনঃ "একজন নিরপরাধ ও ভালো সংবাদপত্রের সোর্স, যিনি নিয়মিত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটের সাথে ভ্রমণ করতেন, তিনি এই [লেখককে] বলেছিলেন, র‍্যামবুলিয়েট আলোচনায় গভীর গোপনীয়তার ব্যাপারে সাংবাদিকদের শপথ নেওয়ার সময়, আমেরিকার পররাষ্ট্র দফতরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দম্ভ করে বলেছিলেন যে, শান্তি এড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র 'সার্বদের গ্রহন করার ক্ষমতার চেয়ে উচ্চতর বাধা তাদের জন্য সুচিন্তিতভাবে ঠিক করেছে"। জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ন্যাটো মিত্রদের সার্বিয়ায় বোমা ফেলার অনুমোদন করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসও অনুমোদন করেনি। যুক্তরাষ্ট্র তীব্র ও দীর্ঘায়িত বোমা হামলার সাথে জড়িত ছিল যা বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছে, আরো অসংখ্য মানুষকে আহত করেছে, বেসামরিক অবকাঠামো, হাসপাতাল এবং গণমাধ্যম কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেছে এবং শরণার্থী সংকট তৈরি করেছে। মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলে এই ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল এবং নৃশংসতা বিষয়ে অতিরঞ্জন করা হয়েছিল এবং তারপর সহিংসতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা সহিংসতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে তা সেকেলেভাবে ন্যায্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বোমা ফেলার আগে সেই বছরে প্রায় ২ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল যার বেশিরভাগই কসোভো লিবারেশন আর্মির গেরিলারা হত্যা করেছিল। এই গেরিলারা সিআইএ'র সহায়তায় সার্বদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল যাতে পশ্চিমা মানবতাবাদী যোদ্ধাদের কাছে সার্বদের বিরুদ্ধে কসভোর পক্ষে যুদ্ধ করা আবেদনময় হয়ে ওঠে। নৃশংসতাকে অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক করে নাজি হলোকাস্টের মতো নৃশংসতা হচ্ছে বলে প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নৃশংসতা ছিল, তবে এর বেশিরভাগ ঘটনা বোমা ফেলার পরে ঘটেছিল, বোমা ফেলার আগে নয়। অধিকাংশ পশ্চিমা সংবাদ ঘটনাগুলোর কালানুক্রমিক গ্রন্থনা উল্টে দেয়।

মার্চ ২৫। *দাসত্ব ভুক্তভোগীদের ও আটলান্টিকের উভয় পাড়ের দেশে দাস ব্যবসা স্মরণের আন্তর্জাতিক দিবস এটি।* এই দিনে, আমরা ১৫০ লক্ষ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের কথা স্মরণ করি যারা ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আটলান্টিকের উভয় পাড়ের দেশে ক্রীতদাস ব্যবসার শিকার হয়েছিলেন। এই নৃশংস অপরাধটিকে মানব ইতিহাসে সর্বদা অন্যতম একটি অন্ধকার পর্ব যদিও তা সবচেয়ে অন্ধকার না হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

আটলান্টিকের উভয় পাড়ের দেশে দাস ব্যবসা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জোড়পুর্বক অভিপ্রয়াণ ছিল, কারণ লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান আমেরিকানকে জোর করে আফ্রিকায় তাদের বাড়ি থেকে অপসারণ করা হয়েছিল এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তারা দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বন্দরগুলিতে গাদাই করা দাস জাহাজে করে পৌঁছেছিল। ১৫০১ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি এক জন ইউরোপীয়ের জন্য চার জন আফ্রিকান আটলান্টিক অতিক্রম করেছিল। আমেরিকা জুড়ে আফ্রিকান বংশোদ্ভুত অনেক বেশি মানুষের বসবাসে এই অভিপ্রয়াণে আজও স্পষ্ট। যারা কষ্ট ভোগ করেছিল এবং যারা ভয়াবহ ও বর্বর দাস ব্যবস্থার ফলে মারা গিয়েছিল আজ আমরা তাদের সম্মান ও স্মরণ করছি। ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারিভাবে দাস প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছিল, তবে পরের শতাব্দীর বেশিরভাগ সময়ে কার্যত দাসত্ব এবং আইনী বর্ণগত বিভাজন দৈনন্দিন জীবনে অব্যাহত ছিল, যদিও কার্যত বিভাজন এবং বর্ণবাদ আজও রয়ে গেছে। এই দিনে মৃতদের স্মৃতির স্মরণে অনুষ্ঠান এবং রাতজাগাসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। এই দিনটি জনসাধারণকে, বিশেষত তরুণদেরকে বর্ণবাদের প্রভাব সম্পর্কে, দাসত্ব এবং আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় পাড়ের দেশে দাস ব্যবসা বিষয়ে জানানোর জন্য একটি ভালো উপলক্ষ। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জাতিসংঘ সদর দফতরে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল।

মার্চ ২৬। *১৯৭৯ সালের এই দিনে ইসরায়েল-মিশর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।* হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন ইসরায়েল-মিশর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যা ইসরায়েল এবং একটি আরব দেশের মধ্যে প্রথম শান্তিচুক্তি ছিল। অনুষ্ঠানটির সময় উভয় নেতা এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার প্রার্থনা করেছিলেন যে এই চুক্তি মধ্য প্রাচ্যে সত্যিকারের শান্তি বয়ে আনবে এবং ১৯৪০ দশকের শেষের দিক থেকে চলতে থাকা সহিংসতা ও যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ইসরায়েল এবং মিশর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার পরপরই শুরু হয়েছিল। কয়েক মাসের কঠিন আলোচনার ফলাফল হিসেবে ইসরায়েল ও মিশরের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির অধীনে উভয় জাতি সহিংসতা ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হয়েছিল। মিশর ইসরায়েলকে একটি দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়েছিল এবং ইসরায়েল ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে মিশর থেকে জিতে নেওয়া সিনাই উপদ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হয়েছিল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হওয়ায় তাদের অর্জনের জন্য সাদাত এবং বেহিনকে সম্মিলিতভাবে ১৯৭৮ এর নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল। আরব বিশ্বের অনেকেই চুক্তিটির প্রতি ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল কারণ তারা চুক্তিটিকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখেছিল এবং মিশরকে আরব লীগ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালের অক্টোবরে মুসলিম উগ্রবাদীরা সাদাতকে হত্যা করেছিল। সাদাত ছাড়াই দেশগুলোর মধ্যে শান্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল কিন্তু এই চুক্তি সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ দুটির মধ্যে এখনো উঁচুমাত্রার উত্তেজনা রয়েছে।

মার্চ ২৭। *১৯৫৮ সালের এই দিনে নিকিতা সার্জেইভিচ ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান হন।*

নির্বাচনের আগের দিন ক্রুশ্চেভ একটি নতুন পররাষ্ট্রনীতির প্রস্তাব করেছিলেন। পারমাণবিক শক্তি নিরস্ত্রীকরণ করা এবং পারমাণবিক অস্ত্র উত্পাদন বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে তার পরামর্শটি ভালভাবে গৃহীত হয়েছিল। ভাষণটির পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্দ্রেই এ. গ্রোমিকো "পারমাণবিক ও তাপপ্রয়োগে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার নিষেধাজ্ঞা" সোভিয়েত বিষয়সূচীর অংশ বলে সম্মত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামষ্টিক রাষ্ট্রপ্রধানদের সভাপতি মার্শাল ভারোশিলভ পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে নতুন সরকার "বিষয়টিকে সমর্থন করেছে" এবং বিশ্ববাসী মিঃ ক্রুশ্চেভকে "দৃঢ়, শান্তির অবিচ্ছিন্ন সমর্থক" হিসাবে চেনে। পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রস্তাব দিলেও পক্ষান্তরে ক্রুশ্চেভ সাম্যবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এবং অবশ্যই, তাঁর প্রশাসনের অধীনে শীতল যুদ্ধ অব্যাহত ছিল কারণ হাঙ্গেরীয় বিক্ষোভগুলো সহিংসভাবে দমন করা, বার্লিন দেয়াল নির্মিত হওয়া, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুপ্তচর বিমান রাশিয়ার উপর দিয়ে ওড়ার সময় বিমানটিকে আক্রমণ করা এবং তার পাইলটকে বন্দী করা হয়েছিল। এরপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার একটি রাশিয়ার ঘাঁটিতে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছিল। ক্রুশ্চেভ অবশেষে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছিল যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ করবে না, এবং গোপনে তুরস্কের মার্কিন ঘাঁটি থেকে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে ফেলবে। মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ চালু করে এবং প্রথম মহাকাশচারী পাঠিয়ে ক্রুশ্চেভ বহুবার বিশ্বকে অবাক করেছিলেন। সহযোগী সাম্যবাদী নেতা, চীনের মাও সেতুংকে নিরস্ত্রীকরণ বিবেচনা করার বিষয়ে রাজি করতে ব্যর্থতার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমে তার সমর্থন কমে যায়। ১৯৬৪ সালে, ক্রুশ্চেভকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য উভয়ের সাথে আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষার নিষেধাজ্ঞায় মধ্যস্থতা করার আগে তিনি পদত্যাগ করেননি।

মার্চ ২৮ *১৯৭৯ সালের এই দিনে পেনসিলভেনিয়ার তিন মাইল দ্বীপে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটে।* কেন্দ্রের একটি অংশ দ্বিতীয় পারমানবিক চুল্লীতে গলে যায়। দুর্ঘটনার পরের মাসগুলিতে, মার্কিন জনগণ সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য পারমাণু বিরোধী বিক্ষোভ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলা হয়েছিল, পরমাণু বিরোধী কর্মী হার্ভে ওয়াসারম্যান তা নথিভুক্ত করেছিলেন। প্রথমত, জনগণকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে কোনও বিকিরণ মুক্ত হয়নি। যা খুব দ্রুত মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরপরে জনসাধারণকে জানানো হয়েছিল যে বিকিরণ মুক্ত হওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রস্থলে চাপ কমাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তা করা হয়েছে। এই উভয় দাবি মিথ্যা ছিল। জনগণকে জানানো হয়েছিল যে বিকিরণ মুক্ত হওয়ার বিষয়টি "গুরুত্বহীন" ছিল। তবে স্ট্যাক মনিটরসগুলো পরিপৃক্ত এবং অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং পরমাণু নিয়ন্ত্রণ কমিশন কংগ্রেসকে পরে বলেছিল যে তিন মাইল দ্বীপে কতটা বিকিরণ মুক্ত হয়েছিল, বা এই বিকিরণ কোথায় গেছে তা তারা জানেনা। সরকারী অনুমান অনুযায়ী এই অঞ্চলে সমস্ত ব্যক্তির জন্য একটি বুকের এক্স-রে'র সমান পরিমানে বিকিরণ মুক্ত হয়েছে। কিন্তু গর্ভবতী মহিলাদের আর এক্স-রে করানো হয় না কারণ বহু আগে থেকেই জানা ছিল যে একক মাত্রার এক্স রে জরায়ুর ভ্রূণের ভয়াবহ ক্ষতি করতে পারে। জনসাধারণকে বলা হয়েছিল যে অঞ্চল থেকে কাউকে সরিয়ে নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর রিচার্ড থর্নবার্গ তখন গর্ভবতী মহিলা এবং ছোট শিশুদের এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেককে নিকটবর্তী হার্শিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেখানে পারমাণবিক ধুলা বর্ষিত হয়েছিল। হ্যারিসবার্গে শিশু মৃত্যুর হার তিনগুণ বেড়েছিল। এই অঞ্চলের দোরে দোরে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে ক্যান্সার, লিউকেমিয়া, জন্মগত ত্রুটি, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, চুল পড়া, ফুসকুড়ি, ক্ষত এবং আরও অনেক রোগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্চ ২৯। *১৯৮৭ সালের এই দিনে নিকারাগুয়ায় ভিয়েতনামে যুদ্ধ করা প্রবীনদের শান্তির সংঘঠন (ভিয়েতনাম ভেটেরান্স ফর পিস) এর সদস্যরা জিনোটেগা এবং উইকিউলি থেকে শান্তির জন্য যাত্রা করেন।* এই শান্তি যাত্রার সঙ্গে জড়িত প্রবীণ যোদ্ধারা যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও অর্থায়িত নিকারাগুয়ার মার্ক্সপন্থী সরকার বিরোধী সন্ত্রাসী দলগুলোর দেশটিকে অস্থিতিশীল করার যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। বৈশ্বিক পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং মধ্য অ্যামেরিকার বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভেটেরান্স ফর পিস সংগঠনটি ১৯৮৫ সালে দশজন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবীণ যোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৩ সালে অ্যামেরিকার ইরাক আক্রমণ করার সময় এই সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৮,০০০ জনেরও বেশি হয়েছিল। ভেটেরান্স ফর পিস যখন প্রাথমিকভাবে গঠিত হয়েছিল তখন এটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীন যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয় যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। এটি শান্তির সময়ের প্রবীন যোদ্ধা এবং তরুণদের দ্বারাও তৈরি হয়েছিল, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি বিদেশে বেড়েছে এবং যুক্তরাজ্য জুড়ে এর অনেক সক্রিয় সদস্য রয়েছে। যুদ্ধ ও সহিংসতার বিকল্পগুলো প্রচারের জন্য ভেটেরান্স ফর পিস সংগঠনটি কঠোর পরিশ্রম করে। সংস্থাটি রাশিয়া, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের বিরুদ্ধে বহু সামরিক নীতি ও হুমকিসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো এবং ইসরায়েলের বহু সামরিক নীতির বিরোধিতা করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে। আজ, এই সংস্থার সদস্যরা যুদ্ধের ভয়াবহ ব্যয়ের প্রচারণা বোঝাতে সাহায্য করার জন্য প্রচরণায় সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং দৃশ্যত কখনো শেষ না হওয়া সন্ত্রাসের জন্য যুদ্ধ বন্ধের উপর তাদের বর্তমান কাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সংস্থাটি প্রত্যাবর্তনকারী প্রবীণ যোদ্ধাদের সমর্থন, ড্রোন যুদ্ধের বিরোধিতা এবং বিদ্যালয়ে সামরিক নিয়োগের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রকল্প তৈরি করে।

মার্চ ৩০। *২০০৩ সালের এই দিনে ১০০,০০০মানুষ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা জুড়ে ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ মার্চ, ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।* এটি বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশে সংঘটিত হওয়া সবচেয়ে বড় যুদ্ধবিরোধী মিছিল ছিল। চীনে প্রথম সরকার অনুমোদিত যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভও দেখা গিয়েছিল দিনটিতে। যুদ্ধবিরোধী স্লোগান উচ্চারণ করে বেইজিংয়ের মার্কিন দূতাবাসের পাশ দিয়ে দুই শতাধিক বিদেশী শিক্ষার্থীকে মার্চ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। জার্মানিতে ৪০,০০০ মানুষ মানস্টার এবং ওসানাব্রুয়েকের শহরগুলির মধ্যে একটি ৩৫ মাইল দীর্ঘ মানববন্ধন গড়ে তুলেছিল। বার্লিনে টিয়ারগার্টেন পার্কে ২৩০০০ মানুষ একটি মিছিলে অংশ নিয়েছিল। সান্টিয়াগো, মেক্সিকো সিটি, মন্টেভিডিও, বুয়েনস আয়ার্স, কারাকাস, প্যারিস, মস্কো, বুদাপেস্ট, ওয়ারসঅ ও ডাবলিন, ভারত এবং পাকিস্তানে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফরাসি শিক্ষক ডোমিনিক রেইনিএ'র মতে

জানুয়ারী ৩ থেকে এপ্রিল ১২, ২০০৩ সালের মধ্যে ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বে প্রায় ৩৬০ লক্ষ মানুষ ৩,০০০ প্রতিবাদ মিছিল/সমাবেশে অংশ নিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ হয়েছিল ইউরোপে। রোমে ত্রিশ লক্ষ মানুষের সর্বকালের বৃহত্তম যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে তালিকাভুক্ত হয়েছে। অন্যান্য বিশাল সমাবেশের মধ্যে লন্ডনে (আয়োজকদের মতে মানুষের সংখ্যা ২০ লক্ষ); নিউ ইয়র্ক সিটি'তে (৩৭৫,০০০ মানুষ); এবং পুরো ফ্রান্সে ৬০ টি শহর এবং বড়শহরে (৩০০,০০০ মানুষের) সমাবেশ হয়েছিল। ২০০৩ সালের মার্চ মাসের যুদ্ধের প্রথম কয়েক দিনে পরিচালিত গ্যালাপ জরিপে দেখা গেছে যে ৫% আমেরিকান যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল বা অন্যভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা প্রকাশ করেছিল। নিউইয়র্ক টাইমসের লেখক প্যাট্রিক টাইলার দাবি করেছেন যে এই বিশাল সমাবেশগুলো "দেখিয়েছে যে এই গ্রহে দুটি পরাশক্তি ছিলঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাপী জনমত"।

মার্চ ৩১। *১৯৭২ সালের এই দিনে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে গণসমাবেশ হয়েছিল।* ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত অব্যাহত পারমাণবিক ও আনবিক পরীক্ষার কারণে ভয় ও হতাশার অনুভূতি প্রকাশ করতে সেদিন ৫০০ এরও বেশি মানুষ চত্বরটিতে মিলিত হয়েছিল। লন্ডন থেকে অ্যাল্ডারম্যাস্টন, বার্কশায়ারে ৫৬ মাইল ইস্টার যাত্রা শুরু করার আগে ১৯৫৮ সালে ক্যাম্পেইন ফর নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট এ ব্যবহৃত কালো ব্যানারটি চত্বরে ব্যবহার করা হয়েছিল। ক্যাম্পেইনের সেক্রেটারি ডিক নেটলেটনের মতে চার দিনের এই যাত্রাটি এমন লোকদের অবহিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যাদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণা ইউনিটটি অ্যাল্ডারম্যাস্টনে সরিয়ে দেওয়ার বদলে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অস্ত্র গবেষণা প্রশাসনকে সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি কমিশন থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সরকারীভাবে স্থানান্তর করার কারণে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। নেটলেটটন উল্লেখ করেছিলেন যে কমিশনের ৮১% কাজ পারমাণবিক অস্ত্র এবং ব্রিটিশ বোমার উন্নতির সাথে জড়িত। তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিজ্ঞানীরা তাকে জানিয়েছিলেন যে এই অস্ত্রগুলির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য গতি দেওয়ার ফলে তারা তাদের নিজের কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। বিক্ষোভকারীরা চিজিক শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। তারা আশা করেছিলেন পারমাণবিক কেন্দ্রে যাওয়ার সময় পথের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। তারা যখন অ্যাল্ডারমাস্টনে উপস্থিত হবেন তখন পুলিশ তাদের ঐক্য নষ্ট করবে বলে তারা ভেবেছিলেন, কিন্তু তারা তিন হাজার সমর্থকও খুঁজে পেয়েছিলেন। একইসাথে, যুক্তরাষ্ট্রের জাপানে বোমা ফেলার পর থেকে শুরু করে প্রতি বছরের জন্য একটি করে কফিন হিসেব করে তারা দরজায় সাতাশটি কালো কফিন রেখেছিল। তারা পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রচারণা'র (ক্যাম্পেইন ফর নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট) চিহ্ন হিসেবে আশার প্রতীক ড্যাফোডিল সজ্জিত করেছিল।

এপ্রিল ১। *২০১৮ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির প্রথম ভোজ্য বই দিবস পালন করেছিল।* রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ১ এপ্রিল, ২০১৭ এ দিনটিকে চিরকালের জন্য গ্রহন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ভোজ্য বই উৎসব ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ভারত, ইতালি, জাপান, লুক্সেমবার্গ, মেক্সিকো, মরোক্কো, নেদারল্যান্ডস, রাশিয়া এবং হংকংসহ বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয়ভাবেও উদযাপিত হচ্ছে: ওহিওতে ২০০৪ সাল থেকে, ২০০৫ সাল

থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে, ২০০৬ সাল থেকে ইন্ডিয়ানাপলিসে এবং ফ্লোরিডায় জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহের অংশ হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। ট্রাম্পের উপদেষ্টারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভোজ্য বই দিবস- একটি হালকা আমোদের অনুষ্ঠানকে দেশপ্রেমের লক্ষ্য দেওয়ার এক দুর্দান্ত সুযোগ ছিল। দিবসটি মিথ্যা সংবাদ বিষয়ক যুদ্ধের জন্য এবং অ্যামেরিকার ব্যতিক্রমধর্মীতা উদযাপনের জন্য ক্যালেন্ডারের আগ্রহ ও কার্যকারিতার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারতো। ট্রাম্প বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যখন তিনি শুনেছিলেন যে নেব্রাসকার হেস্টিংস কলেজের পার্কিনস লাইব্রেরি নিষিদ্ধ বই সপ্তাহ এর অংশ হিসাবে ২০০৮ সালে ভোজ্য বই দিবস পালন করেছিল। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠ করেছে যা পরবর্তীতে অনুসরণ করা হবে।

1. দিবসটি প্রতিবছর ১ লা এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।
2. দিনটিতে সরকারী ছুটি থাকবেনা তবে দিনটিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনুষ্ঠান হবে।
3. নাগরিকরা কাজের আগে বা পরে, বা অনুমোদিত বিরতির সময় যোগদান করবে।
4. নাগরিকরা সেই দিন তাদের পছন্দমতো খাবারের পাঠ তালিকাভুক্ত করে টুইটারে দিবেন।
5. এনএসএ (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি) ভবিষ্যতের কর্মকান্ডের জন্য সমস্ত তালিকাভুক্ত পাঠ সংগ্রহ এবং সমন্বয় করবে।

লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের সিঁড়ি থেকে জাতীয় ভোজ্য বই দিবস ঘোষণার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, ”এই দিনটি ভুয়া সংবাদ ফেরিওয়ালাদের তাদের কথা খাওয়ার জন্য, বাইরে গিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানার ও মিলিত হওয়ার জন্য এবং আমেরিকাকে আবারো মহৎ করার জন্য পরিপূর্ণ দিন।”

এপ্রিল ২। *১৯৩৫ সালের এই দিনে হাজার হাজার মার্কিন ছাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছিল।* ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ১৯৩০-এর দশকের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভব করে বেড়ে উঠেছে, তারা বিশ্বাস করে যে যুদ্ধ কারো উপকারে আসে না, তবে অন্যকে ভীত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশের দিনটির স্মরণে ২৫,০০০ শিক্ষার্থীসহ ১৯৩৪ সালে একটি মার্কিন প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ”যুদ্ধ সভার বিরুদ্ধে ছাত্র ধর্মঘট” শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালযয়ের ৭০০ জন শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে বৃহত্তর আন্দেলনে রূপ নেয়, তাদের সঙ্গে পুরো যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো ১৭৫,০০০ জন, আর পুরো পৃথিবী থেকে আরো হাজার হাজার লোক যোগ দেয়। ৩১ টি দেশের ১৪০টি ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা সেদিন তাদের ক্লাস করেনি। তারা অনুভব করেছিলঃ ”গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এক ঘণ্টা ক্লাস করার চেয়ে বেশি উপকারি।” জার্মানির অধিকরণের ব্যাপারে উদ্বেগ, জাপান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইতালি এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে ঝামেলা, শিক্ষার্থীদের তাদের অনুভুতি প্রকাশ্যে জানানোর ব্যাপারে চাপ তৈরি করেছিল। কেইউ'তে (ক্যান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে) বিতর্ক দলের সদস্য কেনেথ বর্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যয় করা ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ”এই টাকা খরচের চেয়ে যুক্তিবাদ আরো ভাল সমাধান দিতে পারে।” তিনি যখন মঞ্চে ছিলেন, তখন জনতার উপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়, তবুও বর্ন শিক্ষার্থীদের

অবস্থান করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন, ”আপনারা যুদ্ধে এর চেয়েও খারাপ পরিণতির মুখোমুখি হবেন” এই কথা বলে। আইন বিভাগের শিক্ষার্থী চার্লস হ্যাকলার ”যুদ্ধ যে অনিবার্য ছিল না,”তা এই বিক্ষোভগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান আরওটিসি প্যারেডগুলোকে ”পুঁজিবাদী, অস্ত্র ব্যবসায়ী, এবং যুদ্ধ থেকে অন্যান্য লাভভোগীদের জন্য যুদ্ধের প্রচারণা বলে অভিহিত করেন।” এই ছাত্রদের অনেককে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকায় যুদ্ধে নিগৃহীত এবং মরতে বাধ্য হওয়ায় তাদের কথা আরো মর্মভেদী হয়ে উঠেছে।

এপ্রিল ৩। *১৯৪৮ সালের এই দিনে মার্শাল পরিকল্পনা কার্যকর হয়েছিল*। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে জাতিসংঘ ইউরোপ জুড়ে বিধ্বস্ত দেশগুলিতে মানবিক সাহায্য দিতে শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি না হওয়ায় আর্থিক এবং সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব করেছিল। রাষ্ট্রপতি ট্রুমান তারপর কূটনীতির জন্য পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সেনাবাহিনী প্রধান জর্জ মার্শালকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। মার্শাল এবং তার কর্মীরা ইউরোপীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে ”মার্শাল পরিকল্পনা” বা ইউরোপীয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তবে দেশটির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকবে এই ভয়ে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৯৪৮-১৯৫২ এর মধ্যে ষোলটি জাতি শক্তিশালী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং উপভোগ করেছিল যার ফলে উত্তর আটলান্টিক জোট এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। এই কাজের জন্য নোবেল শান্তি পুরষ্কার পাওয়ার সময় জর্জ মার্শাল পুরো পৃথিবীর সঙ্গে এই কথাগুলো ভাগাভাগি করেছিলঃ “একজন সৈনিককে নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনাযোগ্য মাত্রায় মন্তব্য করা হয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি যে তা আমার কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না যেমন এটি অন্যদের কাছে পুরোপুর প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হচ্ছে। আমি যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দুঃখদায়ক ঘটনার অনেক কিছুই জানি। আজ আমেরিকার যুদ্ধের স্মৃতিসৌধ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অনেক দেশে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের সামরিক কবরস্থান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দেখাশোনা করা আমার দায়িত্ব। মানুষের জীবনে যুদ্ধের প্রভাব প্রতিনিয়ত আমার সামনে ছড়িয়ে পড়ে, সমাধিস্তম্ভে যা অসংখ্য লেজার দিয়ে পরিষ্কারভাবে লিখিত। আমি আরেকটি যুদ্ধ বিপর্যয় এড়াতে গভীরভাবে কিছু উপায় বা পদ্ধতি খুঁজছি। প্রায় প্রতিদিন আমি মৃত যোদ্ধাদের স্ত্রী, বা মা বা পরিবারের কথা শুনি। যুদ্ধের পরিণামের দুঃখজনক ঘটনা প্রায় প্রতিনিয়ত আমার সামনে দেখছি।”

এপ্রিল ৪। *১৯৬৭ সালের এই তারিখে, মার্টিন লুথার কিং নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন ধরণের খ্রিষ্টিয় মতবাদীদের শেয়ার করা রিভারসাইড গির্জায় ৩০০০ মানুষের জনসভায় একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।* “ভিয়েতনামের পরেঃ নিরবতা ভাঙার সময়,” শিরোনামের এই ভাষণটি নাগরিক অধিকারের নেতা থেকে সামাজিক সুসমাচারের একজন ধর্ম ও নীতিপ্রচারক হিসেবে কিংয়ে’র ভুমিকার উত্তোরণ চিহ্নিত করেছিল। এতে তিনি কেবল যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি বিস্তৃত কর্মসুচীর পরিকল্পনা করেননি, একই মাপের, বাগাড়ম্বরহীন স্বরে “অ্যামেরিকান

চেতনার মধ্যে অনেক গভীরেরএক ব্যাধি'কে পরিমাপ করেছেন" যে ব্যাধির তিনিই একটি লক্ষণ। তিনি প্ররোচিত করেছিলেন যে আমাদের অবশ্যই, "মুল্যবোধের আমূল বিপ্লব ঘটাতে হবে...। যে জাতি সামাজিক উন্নয়নের কর্মসুচির চেয়ে সামরিক প্রতিরক্ষায় বছরের পর বছর ধরে বেশি খরচ করতে থাকে তাদের আত্মিক মৃত্যু সন্নিকটে। ভাষণটির পর অ্যামেরিকার প্রভাবশালীরা কিং'কে অনেক তিরস্কার করেছিলেন। নিউইয়র্ক টাইমস মতামত দিয়েছিল "শান্তি আন্দোলন এবং নাগরিক অধিকারকে একত্রিত করার কৌশল উভয় কারণেই অত্যন্ত সর্বনাশা হতে পারে," আফ্রিকান অ্যামেরিকান সংবাদপত্র এবং এনএএসিপি একই সমালোচনা করেছিল। তবুও, বিদ্রুপ এবং সম্ভাব্য বর্ণবাদী প্রতিশোধ সত্ত্বেও কিং পিছু হটেননি। তিনি এক আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিকল্পনার আয়োজন করেন এবং মানুষের মর্যাদার জন্য জাতি বা জাতীয়তা নির্বিশেষে আমেরিকার সমস্ত অধিকারচ্যুত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রকল্প পুর পিপল'স ক্যাম্পেইন এর পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। এই শব্দগুলো দিয়ে তিনি তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষেপ করেছিলেন: "ক্রুশটি দ্বারা আপনার জনপ্রিয়তার মৃত্যুর হয়েছে বলে বোঝানো হতে পারে।" তারপরেও, "আপনার ক্রুশটি তুলে ধরুন আর ওটা বহন করুন।" এইভাবেই আমি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা আসুক না কেন, এতে এখন কিছু আসে যায় না।" এই ভাষণের ঠিক এক বছর পর, নির্দিষ্ট এই দিনটিতেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

এপ্রিল ৫। *১৯৪৬ সালের এই দিনে জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার জাপানের নতুন সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কথা বলেন।* ৯ অনুচ্ছেদে এমন ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা হুবুহু কেলোগ-ব্রিয়ান্ড চুক্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই চুক্তিতে অনেকগুলো দেশ সই করেছে। তিনি বলেন, "যদিও প্রস্তাবিত এই নতুন সংবিধানের সব বিধান গুরুত্বপূর্ণ এবং পটসডামে বলা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত কাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে চালিত করেছে, আমি বিশেষভাবে যুদ্ধ পরিত্যাগের বিধানের বিষয়টি উল্লেখ করার আকাঙ্খা করি। কিছু ক্ষেত্রে জাপানের যুদ্ধ তৈরির সম্ভাবনা নষ্ট করার যৌক্তিক পরম্পরা হিসাবে, এই ধরনের ত্যাগ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা সমাধানে চরম উপায় হিসেবে অস্ত্র ধারণের সার্বভৌম অধিকার ত্যাগে আরো এগিয়ে গেছে। এর দ্বারা জাপান বিশ্বজনীন সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈতিকতার ন্যায্য, সহনশীল এবং কার্যকর নীতিতে রাষ্ট্রগুলোর সমাজে তার বিশ্বস্ততার ঘোষণা দেয় এবং দেশটির জাতীয় সততা ন্যস্ত করে। হতাশাবাদীরা এই ধরণের কাজকে প্রদর্শন মনে করতে পারে। এই কাজকে তাদের কাল্পনিক আদর্শের প্রতি শিশুসুলভ বিশ্বাসের মতো মনে হতে পারে, তবে বাস্তববাদী মানুষ এতে আরো গভীর তাৎপর্য দেখতে পাবে। তিনি বুঝতে পারবেন যে সমাজের বিবর্তনে মানুষের নির্দিষ্ট কিছু অধিকার ত্যাগ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল.....। প্রস্তাবটি... কিন্তু মানবজাতির বিবর্তনের আরো একটি পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দেয়। এটি যুদ্ধকে ঘৃণা করে এমন জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়নের নৈতিক সাহসের অভাব নেই এমন এক বিশ্ব নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই আমি যুদ্ধ ত্যাগের জন্য জাপানের প্রস্তাবকে বিশ্বের সকল মানুষের চিন্তাশীল বিবেচনা হিসেবে প্রশংসা করি। একমাত্র পথের-এটি পথ নির্দেশ করছে"

এপ্রিল ৬। *১৯৯৪ সালের এই দিনে রুয়ান্ডা এবং বুরুন্ডির রাষ্ট্রপতিদের হত্যা করা হয়েছিল।* স্বাক্ষ্য নির্দেশ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এবং মার্কিন প্রশিক্ষিত রুয়ান্ডার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ-প্রণেতা পল কাগমে অপরাধী দল। এ কথা মনে রাখার জন্য এটি একটি ভাল দিন যে যুদ্ধ গণহত্যা প্রতিরোধ করতে পারে না, কিন্তু গণহত্যার কারণ হতে পারে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস-গালী বলেছেন, "রুয়ান্ডায় গণহত্যায় আমেরিকানদের একশ ভাগ দায় ছিল!" কারণ যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত ও প্রশিক্ষিত হত্যাকারীদের নেতৃত্বাধীন উগান্ডার সেনাবাহিনীর ১৯৯০ সালের ১ লা অক্টোবরে রুয়ান্ডা আক্রমণ করেছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে তিন বছর ধরে রুয়ান্ডায় তাদের আক্রমণ সমর্থন করেছিল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে রুয়ান্ডার সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তরণ করার মডেলটি অনুসরণ করেনি। সেইসাথে দেশটি এর মধ্যে প্রতারকদের ভাবনা জাল করেনি কারণ রুয়ান্ডায় আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর ৩৬টি সক্রিয় কেন্দ্র ছিল। তবে রুয়ান্ডার সরকার ৮,০০০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে এবং কয়েক দিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত তাদের আটক করে রেখেছিল। মানুষ আক্রমণকারীদের থেকে পালিয়ে গেলে বিশাল শরণার্থী সংকট সৃষ্টি হয়, কৃষিক্ষেত্র ধবংস হয়, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমারা যুদ্ধ প্রণেতাদের অস্ত্র দিয়েছিল এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউএসএইড' র মাধ্যমে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করেছিল। অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে হুতু এবং টুটসিদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সরকারের পতন হয়েছিল। প্রথমেই আসবে অসংখ্য মানুষকে হত্যার কথা যা রুয়ান্ডা'র গণহত্যা নামে পরিচিত। আর তার আগে আসবে দুই রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার কথা। রুয়ান্ডায় বেসামরিক নাগরিক হত্যা তখন থেকেই অব্যাহত রয়েছে, যদিও প্রতিবেশী কঙ্গোতে অনেক ব্যাপকভাবে এই হত্যাকান্ড হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য, অস্ত্র এবং সেনাবাহিনী নিয়ে কাগমে সরকার যুদ্ধ করেছিল।

এপ্রিল ৭। *২০১৪ সালের এই দিনে ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি রাফায়েল করিয়া মার্কিন সেনাদের তার দেশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন।* ইকুয়েডরের বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্মকর্তারা "খুব বেশি পরিমাণে" অনধিকার চর্চ্চা করায় করিয়া উদ্বিগ্ন ছিলেন। মার্কিন সামরিক অ্যাটাচে ব্যতীত অন্য ২০ জন মার্কিন সেনা কর্মচারী প্রভাবিত হয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত ইকুয়েডরের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টার জন্য এটি সাম্প্রতিক পদক্ষেপ ছিল। ২০০৮ সালে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। করিয়া তার নিজের সামরিক বাহিনীকে বাদ দিয়েছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে সিআইএ'র অনুপ্রবেশ ও সিআইএ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ ছিল। এরপর ২০০৯ সালে ইকুয়েডর সেখানে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ঘাঁটি উচ্ছেদ করলো। ইকুয়েডরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে মান্টা শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটির মেয়াদ শেষ হওয়া ১০ বছরের ভাড়া-মুক্ত ইজারা নবায়ন করতে দেশটি অস্বীকৃতি জানালো। কলম্বিয়া থেকে মাদক পাচার বন্ধ করার অভীষ্ট লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনী কোমলভাবে এই ঘাঁটিটিকে দক্ষিনতম "অগ্রচালিত কাজ পরিচালনার অবস্থান" হিসেবে উল্লেখ করেছে। করিয়া ঘাঁটিটি বন্ধ করার আগে সেটি খোলা রাখার জন্য একটি প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমরা

এক শর্তে ঘাঁটিটি নবায়ন করব; তারা মিয়ামিতে আমাদের একটি - ইকুয়েডোরীয় ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে।" অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাবে কোনো আগ্রহ ছিল না। ইকুয়েডেরিয়ান জাতীয় পরিষদের সদস্য মারিয়া অগাস্টা ক্যালে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের ভন্ডামিকে সংক্ষেপে বলেছিলেন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি বলেছেন "এটি মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রে কয়টি বিদেশী ঘাঁটি রয়েছে?" অবশ্যই আমরা এর উত্তর জানি। তবে অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলি বন্ধ করা যায় কিনা এই প্রশ্নে ইকুয়েডরের গল্পটি একটি অনুপ্রেরণামূলক উত্তর দেয়।

এপ্রিল ৮। *১৮৯৮ সালের এই দিনে পল রোবসনের জন্ম হয়েছিল।* পলের বাবা প্রিন্সটনে স্থায়ী হওয়ার এবং লিংকন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার আগে দাসত্ব থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দেশজুড়ে জাতিগত বিভাজন থাকা সত্ত্বেও পল রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে স্নাতক হওয়ার পরে কলম্বিয়া ল স্কুলে পড়তে যান। বর্ণবাদ তার ক্যারিয়ারে বাধা তৈরি করেছিল, তাই তিনি আফ্রিকান-আমেরিকান ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আরো উন্নত অবস্থানে লালন করার জন্য থিয়েটারকে খুঁজে পান। পল *ওথেলো*, এম্পেরর জোন্স, এবং অল গড'স চিলুন গট উইংস এর মতো নাটকে অভিনয় করে পুরষ্কার পাওয়ার জন্য এবং *ওল্ড ম্যান রিভার ইন শোবোট* এ তাঁর দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য *পরিচিতি লাভ করেছিলেন।* বিশ্বব্যাপী দর্শকরা তীব্র আকাঙ্খায় বারবার তার অভিনয় দেখতে চেয়েছেন। রবসন ভাষা'র পাঠ নিয়ে ২৫টি দেশে শান্তি ও ন্যায়বিচারের গান গেয়েছেন। এর ফলে আফ্রিকান নেতা জোমো কেনিয়াত্তা, ভারতের জওহরলাল নেহেরু, ডব্লিউই. বি. ডু বোইস, এমা গোল্ডম্যান, জেমস জয়েস এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। ১৯৩৩ সালে রবসন তাঁর *অল গড'স চিলুন* থেকে আয় করা টাকা ইহুদি শরণার্থীদের দান করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রুমানকে একটি বিচারবহির্ভূত হত্যা বিরোধী আইন পাস করতে বলেছিলেন, শীতল যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের কেন এই ধরণের প্রচন্ড বর্ণবাদী দেশের জন্য যুদ্ধ করা উচিত বলে প্রশ্ন করেছিলেন। পল রবসনকে তখন হাউস আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস কমিটি দ্বারা একজন সাম্যবাদী হিসেবে তকমা দেয়া হয়েছিল, কার্যত তার পেশা ও জীবনের উন্নতি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার আশিটি কনসার্ট বাতিল করা হয়েছিল এবং দু'টিতে আক্রমণ হয়েছিল, রাজ্য পুলিশ তখন তাকিয়ে দেখছিল। রবসন প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলঃ "মানুষ যেখানেই আমাকে গান গাইতে বলে সেখানে আমি গান গাইতে যাচ্ছি ... এবং আমি পিকসিল বা অন্য কোথাও ক্রুশ পুড়তে দেখে ভয় পাব না।" যুক্তরাষ্ট্র ৮ বছরের জন্য রবসনের পাসপোর্ট বাদ করে দিয়েছিল। রবসন তাঁর মৃত্যুর আগে *হিয়ার আই স্ট্যান্ড* নামক একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যাতে মনে হয় তিনি নেশায় আসক্ত হয়েছিলেন ও সিআইএ'র হাতে বৈদ্যুতিক শক পেয়েছিলেন।

এপ্রিল ৯। *১৯৪৭ সালের এই দিনে প্রথম স্বাধীনতা যাত্রা, "পুনর্মিলন যাত্রা" র ব্যয়ভার করে কোর এন্ড ফর।* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে আন্তঃরাজ্য ট্রেন ও বাসে জাতিগত বিভাজন অসাংবিধানিক। রায়টি যুক্তরাষ্ট্রের পুরো দক্ষিণ অঞ্চলে উপেক্ষিত হওয়ায় রেকনসিলিয়েশন অব ফেলোশিপ

(ফর) থেকে আটজন আফ্রিকান অ্যামেরিকান এবং কংগ্রেস ফর রেসিয়াল ইক্যুয়ালিটি (কোর) থেকে আট জন শ্বেতাঙ্গ, দল নেতা বায়ার্ড রাস্টিন এবং জর্জ হাউসসহ, বাসে চড়া এবং একসাথে বসা শুরু করেন। ওয়াশিংটন ডিসি'তে তারা গ্রেহাউন্ড এবং ট্রেলওয়েজ উভয় বাসে উঠে পিটার্সবার্গের দিকে যেতে শুরু করলেন গ্রেহাউন্ড তখন র‍্যালি ও ট্রেলওয়েজ দুরিয়ামের দিকে যেতে থাকে। রাস্টিন বাসের সামনের দিক থেকে সরে যেতে অস্বীকার করলে গ্রেহাউন্ড বাসের চালক অক্সফোর্ডে পৌঁছে পুলিশ ডাকেন। চালক এবং রাস্টিন ৪৫ মিনিট তর্ক করেছিল যখন তখন পুলিশ কিছুই করেনি। পরের দিন দুটি বাসই চ্যাপেল হিলের কাছে পৌঁছেছিল, তবে ১৩ এপ্রিল গ্রিনসবারোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে চারজন আরোহীকে (দু'জন আফ্রিকান-আমেরিকান এবং দু'জন শ্বেতাঙ্গ) জোর করে কাছের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রত্যেকের থেকে ৫০ ডলারের বন্ড নেয়া হয়। ঘটনাটি বেশ কয়েকজন ট্যাক্সি ড্রাইভারসহ এলাকার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বন্ড পরিশোধের জন্য নামার সময় শ্বেতাঙ্গ আরোহী জেমস পেককে তাদের একজন মাথায় আঘাত করেছিলেন। একটি বাস স্টপে আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলার সাথে কথা বলার জন্য মার্টিন ওয়াটকিন্স নামে একজন শ্বেতাঙ্গ, পঙ্গু ও প্রবীন যোদ্ধাকে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা মারধর করেছিলেন। শ্বেতাঙ্গ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করা হয়েছিল কারণ সহিংসতার শিকার ব্যক্তি সহিংসতা প্ররোচক হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এই নাগরিক অধিকার রক্ষাকারীদের অগ্রণী কাজ শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালের ফ্রিডম রাইডসের দিকে পরিচালিত করে।

এপ্রিল ১০। *১৯৯৮ সালের এই দিনে উত্তর আয়ারল্যান্ডে গুড ফ্রাইডে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা উত্তর আয়ারল্যান্ডে ৩০ বছরের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে যা "ঝামেলাগুলো" নামে পরিচিত ছিল।* এই চুক্তিতে শেষ হওয়া দ্বন্দ্বটি ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল, যখন উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। যে কারণে তারা যেভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তাতে অঞ্চলটির সংখ্যালঘু রোমান ক্যাথলিকরা সুবিধা বঞ্চিত হয়েছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে, ক্যাথলিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে সক্রিয় নাগরিক অধিকার আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্টস এবং ব্রিটিশ পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বোমা ফেলা, হত্যা ও দাঙ্গা শুরু হয়েছিল যা ১৯৯০ এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৯৮ সালের শুরুর মতো শেষের দিকেও উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তির সম্ভাবনা দুর্বল ছিল। ঐতিহাসিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট আলস্টার ইউনিয়নিস্ট পার্টি (ব্রিটেনের সাথে মিলনের পক্ষসমর্থনকারী) তখনও আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) প্রধানত ক্যাথলিক এবং আইরিশ-প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক শাখা শিন ফেইনের সাথে সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেছিল; এবং আইআরএ অস্ত্র ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তবু চলমান বহুপাক্ষিক আলোচনা ১৯৯৬ সালে শুরু হয়েছিল, যার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধিরা, উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ব্রিটিশ সরকার সম্পৃক্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছিল। একটি সমঝোতা হয়েছিল যাতে নির্বাচিত উত্তর আয়ারল্যান্ডের আইন পরিষদকে স্থানীয় বিষয়গুলোর জন্য দায়ী থাকার, আয়ারল্যান্ডের সরকার ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকারের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, এবং ব্রিটিশ ও আইরিশ সরকারগুলোর মধ্যে অব্যাহত আলোচনার দাবি জানানো হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের মে মাসে চুক্তিটি আয়ারল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে যৌথভাবে

অনুষ্ঠিত গণভোটে ব্যাপকভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। আর ২ রা ডিসেম্বর, ১৯৯৯-এ, আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র অখন্ড আয়ারল্যান্ড দ্বীপ জুড়ে তার সাংবিধানিক দাবি ছেড়ে দেয় এবং যুক্তরাজ্য উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রত্যক্ষ শাসন লাভ করে।

এপ্রিল ১১। *১৯৯৬ সালের এই দিনে মিশরের কায়রোতে পেলিন্ডাবা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।* এই চুক্তি কার্যকর হলে পুরো আফ্রিকা মহাদেশ পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হবে; তাহলে দক্ষিণ গোলার্ধের পুরো অঞ্চল জুড়ে এই জাতীয় চারটি অঞ্চল চক্্রাকার করবে। আটচল্লিশটি আফ্রিকার দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যার ফলে প্রতিটি দেশ "যে কোন জায়গায় যে কোন উপায়ে পারমাণবিক বিস্ফোরক যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা, তৈরি, উত্পাদন, মজুদ করা বা অন্যথায় গ্রহণ, অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ করবে" না। চুক্তিতে পারমাণবিক বিস্ফোরক যন্ত্রের পরীক্ষার উপরেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; ইতিমধ্যে উত্পাদিত এ জাতীয় কোন যন্ত্র ভেঙ্গে আলাদা করা, রূপান্তর করা বা ওগুলো তৈরি করার জন্য কোন সুবিধাদি ধ্বংস করা; এই চুক্তির আওতায় থাকা অঞ্চলগুলোতে তেজস্ক্রিয় উপাদান ফেলা যাবেনা। এর সাথে সাথে, পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি পরমাণু অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চলে যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র "ব্যবহার বা ব্যবহারের হুমকি" না দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পরের দিন, ১২ ই এপ্রিল, ১৯৯৬ এ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পেলিন্ডাবার চুক্তির গুরুত্বের সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছিল, যা অবশেষে প্রায় ১৩ বছর পর ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখে আইন অনুসারে কার্যকর হয়েছিল, যখন তা প্রয়োজনীয় ২৮ টি আফ্রিকার রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। যদিও নিরাপত্তা পরিষদ চুক্তিটির দ্রুত কার্যকারিতা নিশ্চিত করার আশা করেছিল, এটি স্বীকৃতি দিয়েছে যে এর নীতি ৪০টির বেশি আফ্রিকার দেশ সেইসাথে প্রায় সব পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে, এবং তারা "আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান" তৈরি করেছে। এর প্রেস বিজ্ঞপ্তির উপসংহারে বলা হয়েছেঃ "নিরাপত্তা পরিষদ সার্বজনীন পারমাণবিক বিস্তারহীন অঞ্চল অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্তরে এ ধরণের আঞ্চলিক প্রচেষ্টাকে... উৎসাহিত করতে এই অনুষ্ঠানকে সাগ্রহে ধরে রাখছে।"

এপ্রিল ১২। *১৯৩৫ সালের এই তারিখে আমেরিকা জুড়ে প্রায় ১৭৫,০০০ কলেজ ছাত্র শ্রেণিকক্ষ ধর্মঘট ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেয় এই সময়ে তারা সশস্ত্র সংঘাতে অংশ নেবে না বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিল।* ১৯৩৫-এর মতো যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন ১৯৩৪ ও ১৯৩৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে বেড়ে ১৯৩৬ সালে ৫০০,০০০ হয়েছিল। কারণ অনেক কলেজ ছাত্র মনে করেছিলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলা থেকে ইউরোপে উদ্ভুত হওয়া ফ্যাসিবাদ যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহনকে চিহ্নিত করতে প্রতিটি বিক্ষোভ এপ্রিলে সংঘঠিত হচ্ছিল এই বিশ্বাসে যে যুদ্ধ দ্বারা শুধু বেনিয়া স্বার্থ লাভবান হয়, ছাত্ররা অর্থহীনভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করাকে ঘৃনা করে এবং আরেকটি অর্থহীন যুদ্ধে অংশগ্রহনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মজার বিষয় হলো, তাদের তীব্র যুদ্ধ বিরোধিতার ভিত্তি সাম্রাজ্য বিরোধিতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী না, বরং প্রাথমিকভাবে আধ্যাত্মিক শান্তিবাদ যা হয় ব্যক্তিগত বা কোন সংগঠনের সদস্যপদ দ্বারা আহরিত হয়েছে যা

সংগঠনটি যা উন্নীত করেছে। একটি একক ছোট কাহিনী দক্ষভাবে তা প্রজ্জলিত করেছিল বলে মনে হয়। ১৯৩২ সালে বার্কলে শহরের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রিচার্ড মুর যুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন," আমার অবস্থান প্রথমতঃ আমি হত্যায় বিশ্বাস করি না এবং দ্বিতীয়তঃ আমি নিজেকে ঈশ্বর বা যুক্তরাষ্ট্র কোন উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজি ছিলাম না।" এই জাতীয় সত্যতা এ কথা ব্যাখ্যা করতে পারে; কেন সেই সময়ের হাজার হাজার যুবক বিশ্বাস করেছিলেন যে সব যুবক যদি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, তবে যুদ্ধকে নির্মূল করা যেতে পারে।

এপ্রিল ১৩। *১৯১৭ সালের এই তারিখে, রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন কার্যনির্বাহী আদেশ দ্বারা গণ তথ্য কমিটি (সিপিআই) প্রতিষ্ঠা করেন।* জনগণ ও সংগঠনের অপ্রীতিকর তথ্য খোঁজার সাংবাদিক জর্জ ক্রিলের উদ্ভান ছিল সিপিআই। তাকে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান করা হয়। সিপিআই'র লক্ষ্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অ্যামেরিকার বিলম্বিত অংশগ্রহনের এক সপ্তাহ আগে দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরণের সমর্থন তৈরির জন্যএকটি পক্ষপাতমুলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের টেকসই প্রচার। এর লক্ষ্য কার্যকর করতে, সিপিআই আধুনিক বিজ্ঞাপনের কৌশলগুলোকে মানুষের মনস্তত্ত্বের এক পরিশীলিত বোধগম্যতার সাথে মিশ্রিত করেছিল। সরাসরি বক্তব্য পরিবর্তন, অবদমন ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কাছকাছি কিছু হয়েছিল। এটি যুদ্ধ বিষয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য "ঐচ্ছিক নির্দেশিকা" কার্যকর করেছিল এবং সাংস্কৃতিক চ্যানেলগুলো যুদ্ধের স্বপক্ষের অধেয় দিয়ে প্লাবিত করেছিল। সিপিআই এর সংবাদ বিভাগ প্রায় ৬,০০০ প্রেস রিলিজ বিতরণ করে যা প্রতি সপ্তাহে ২০,০০০ এরও বেশি সংবাদপত্রের কলাম ভরাট করতো। প্রতিমাসে এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষকে সরকারি বার্তা হজমযোগ্যভাবে জানানোর জন্য এর সিন্ডিকেটেড ফিচার বিভাগটি নেতৃত্বস্থানীয় প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, এবং ছোট গল্প লেখকদের নিয়োগ দিয়েছিল। সচিত্র সম্প্রচার বিভাগ সারা দেশের বিলবোর্ডগুলোতে দেশপ্রেমের রঙে রাঙিয়ে শক্তিশালী পোস্টার লাগাতো। পন্ডিতদের পুস্তিকা যেমনঃ *জার্মান ওয়ার প্র্যাক্টিসেস* এবং *কনকোয়েস্ট এন্ড কালচার* এর মতো বই তৈরি করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হতো। এবং চলচ্চিত্র বিভাগ *দ্যা কায়জারঃ দ্যা বিস্ট অব বার্লিন*নামক শিরেনামের মতো চলচ্চিত্র তৈরি করতেন। সিপিআই তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র বড় মাত্রায় প্রচারণা ছড়িয়ে দেওয়া প্রথম আধুনিক দেশে পরিণত হয়। এরকম করার ফলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলঃ সমগ্রতাবাদী সরকার দূরের কথা যদি এমনকি নামমাত্র গণতান্ত্রিক সরকার, যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তবে সেই সরকার মিথ্যা, পক্ষপাতমুলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বোধগম্য ও দীর্ঘায়িত প্রচারের মাধ্যমে একটি বিভক্ত জাতিকে একীভূত করার চেষ্টা করতে পারে।

এপ্রিল ১৪। *১৯৮৮ সালের এই তারিখে ডেনমার্কের সংসদ একটি প্রস্তাব পাস করে জোর দিয়েছিল যে তার সরকার ডেনিশ বন্দরে প্রবেশে ইচ্ছুক সমস্ত বিদেশী যুদ্ধজাহাজকে অবহিত করবে যে প্রবেশের আগে তাদের অবশ্যই সম্মতিসূচকভাবে জানাতে হবে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র বহন করে কি করে না।* বন্দরসহ ডেনমার্কের যে কোন জায়গায় পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার ৩০-বছরের পুরনো নীতি সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ন্যাটো মিত্রদের কর্তৃক নিয়োজিত একটি কৌশলে ডেনমার্কের স্বীকৃতি নিয়ে নীতিটি

নিয়মিতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। এনসিএনডি নামে পরিচিত, "নিশ্চিতও নয়, অস্বীকারও নয়" এই নীতিটি সক্রিয়ভাবে ন্যাটো জাহাজগুলিকে ইচ্ছামতো ডেনিশ বন্দরগুলিতে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে অনুমতি দিয়েছে। তবে নতুন, নিষেধমূলক প্রস্তাব, সমস্যা উপস্থাপন করেছে। পাস হওয়ার আগে ডেনমার্কের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ডেনিশ রাজনীতিবিদদের বলেছিলেন যে এই প্রস্তাবটি ডেনমার্ক প্রবেশ থেকে সব ন্যাটো যুদ্ধজাহাজকে বিরত রাখতে পারে, যার ফলে সমুদ্রপথে সাধারণ অনুশীলন শেষ হয়ে যাবে এবং সামরিক সহযোগিতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যেহেতু ৬০ শতাংশেরও বেশি ডেনিশ তাদের দেশকে ন্যাটোতে চেয়েছিল, তাই হুমকিগুলিকে মধ্য-ডানপন্থী ডেনিশ সরকার গুরুতরভাবে নিয়েছিল। তারা ১০ ই মে নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছিল, যার ফলে রক্ষণশীলরা ক্ষমতা বজায় রেখেছিল। ২রা জুলাই যখন আমেরিকার একটি যুদ্ধজাহাজ ডেনিশ বন্দরের কাছে পৌঁছে তার অস্ত্রভান্ডারের প্রকৃতি প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়, জাহাজের উপরে একটি চিঠি ছুঁড়ে দেওয়া হয় যাতে জানানো হয় যে নতুন ডেনিশ নীতি চুপচাপ ফিরিয়ে নেওয়া হল। ৮ ই জুন, ডেনমার্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি নতুন চুক্তিতে পৌঁছেছে যা ন্যাটো জাহাজগুলিকে আবারও পারমাণবিক অস্ত্র বহন করছে তা নিশ্চিত বা অস্বীকার না করে ডেনিশ বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। দেশের পরমাণুবিরোধী আবেগকে খুশি করতে ডেনমার্ক একই সাথে ন্যাটোভুক্ত সরকারগুলিকে শান্তিচুক্তির সময় তার ভূখণ্ডে পারমাণবিক অস্ত্রের দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়েছিল।

এপ্রিল ১৫। *১৯৬৭ সালের এই দিনে সেই সময় পর্যন্ত মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ নিউইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকোসহ সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আরও অনেক শহরে সংঘটিত হয়েছিল।* নিউ ইয়র্কে প্রতিবাদটি সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হয়ে জাতিসংঘের সদর দফতরে এসে শেষ হয়েছিল। ডাঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, হ্যারি বেলাফন্টে, জেমস বেভেল, এবং ডাঃ বেনজামিন স্পকসহ আরও ১ লক্ষ ২৫ হাজারেরও অধিক মানুষ অংশ নিয়েছিল। দেড় শতাধিক ড্রাফ্ট কার্ড পোড়ানো হয়েছিল। সান ফ্রান্সিসকোর শহরতলীর সেকেন্ড এবং মার্কেট স্ট্রিট থেকে গোল্ডেন গেট পার্কের কেজার স্টেডিয়ামের দিকে যাত্রা করে আরও ১০০,০০০ যেখানে অভিনেতা রবার্ট ভন পাশাপাশি কোরেট্টা কিং ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। উভয় মার্চই ভিয়েতনামি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বসন্ত সংহতির অংশ ছিল। বসন্ত সংহতি সংগঠন গোষ্ঠীটি ২৬ নভেম্বর, ১৯৬৬ সালে প্রথম একত্রিত হয়েছিল। তা প্রবীণ শান্তি কর্মী এ. জে. মুস্টের সভাপতিত্বে ছিল এবং এতে *লিবারেশন* এর সম্পাদক ডেভিড ডেলিংগার; *রাম্পার্টস* এর প্রকাশক এডওয়ার্ড কিটিং; কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিডনি পেক; এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট গ্রিনব্ল্যাট। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে তারা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নিকটতম সহকর্মী রেভারেন্ড জেমস লুথার বেভেলকে বসন্ত সংহতির পরিচালক হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক মার্চ শেষে, বেভেল ঘোষণা করেছিলেন যে পরবর্তী ধর্মঘটটি ওয়াশিংটন ডিসিতে হবে। ১৯৬৭ সালের ২০-২১শে মে যুদ্ধবিরোধী কর্মীরা বসন্ত সংহতি সম্মেলনে সেখানে জড়ো হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এপ্রিলের বিক্ষোভগুলি মূল্যায়ন করা এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জন্য ভবিষ্যতের কার্যক্রম তালিকা করা। ভবিষ্যতে কর্মসূচী পরিকল্পনা করার জন্য তারা একটি প্রশাসনিক কমিটিও গঠন করেছিল, ভিয়েতনামের যুদ্ধ সমাপ্ত করার জন্য জাতীয় সংহতি কমিটি।

এপ্রিল ১৬। *১৮৬২ সালের এই দিনে, রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন ওয়াশিংটনে, দাসত্বের অবসান ঘটাতে একটি বিলে স্বাক্ষর করেছিলেন।* এটি ওয়াশিংটনের মুক্তি দিবস, যে দিন ওয়াশিংটন ডিসিতে কোন যুদ্ধ ছাড়াই দাসত্ব প্রথা শেষ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোথাও দাসপ্রথা এক বিশাল জনক্ষেত্রে এক মিলিয়ন লোকের চার ভাগের তিন ভাগ লোককে হত্যা করার পর নতুন আইন তৈরি করার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছিল, ওয়াশিংটন ডিসিতে দাসপ্রথা যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য অংশে শেষ হয়েছিল, সেভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। সামনে এড়িয়ে এবং সরলভাবে নতুন আইন তৈরি করে। ডিসিতে দাস প্রথা অবসান ঘটিয়েছে এমন আইন ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দেওয়া মুক্তির ব্যবহার করেছিল। এটি দাস হওয়া লোকদের ক্ষতিপূরণ দেয়নি, বরং এমন লোকদের দিয়েছিল যারা তাদের দাস বানিয়েছিল। দাস ও ভূমি দাস (কৃষক) প্রথা বিশ্বব্যাপী ছিল এবং ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডসের উপনিবেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ অঞ্চলে যুদ্ধের চেয়ে ক্ষতিপূরণযুক্ত মক্তির মাধ্যমে প্রায়শই প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয়েছিল। পিছনের দিকে দেখলে এটি অবশ্যই গণহত্যা ও ধ্বংস ব্যতিরেকে অন্যায়ের অবসান ঘটাতে সুবিধাজনক বলে মনে হয়, যা এর তাত্ক্ষণিক অমঙ্গলের বাইরেও অন্যায়কে সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ ও সহিংসতা জিঁয়ে রাখে। ২০ শে জুন, ২০১৩ এ, *আটলান্টিক ম্যাগাজিন* "না, কোন লিঙ্কন 'দাসদের কিনে নিতে পারত না'" নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। না কেন? ভাল, দাস মালিকরা বিক্রি করতে চাননি। এটা পুরোপুরি সত্য। তারা একেবারেই করেননি। তবে *আটলান্টিক* অন্য যুক্তিতে ফোকাস করে, যেমন তিন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে (১৮৬০ দশকের অর্থ অনুযায়ী) এটি খুব ব্যয়বহুল হত। তবুও, আপনি যদি নিবিড়ভাবে পড়েন, তবে দেখবেন লেখক স্বীকার করেছেন যে যুদ্ধের পরিমাণ সেই পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি।

এপ্রিল ১৭। *১৯৬৫ সালের এই দিনে ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে প্রথম পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।* স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্রেটিক সোসাইটি (এসডিএস) এই পদযাত্রাটি সারা দেশ জুড়ে শুরু করে যেখানে ১৫,০০০-২৫,০০০ শিক্ষার্থী, উইমেনস স্ট্রাইক ফর পিস, স্টুডেন্ট অহিংস সমন্বয়ক কমিটি, মিসিসিপি ফ্রিডম সামারের বব মূসা এবং গায়ক জোয়ান বায়েজ এবং ফিল ওচসও যুক্ত হয়। এসডিএস সভাপতি পল পটারের তখন উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আজও প্রাসঙ্গিক: "এটি কোন ধরণের সিস্টেম যা যুক্তরাষ্ট্রে বা কোনও দেশকে ভিয়েতনামের মানুষের ভাগ্য দখল করে এবং তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে সার্থকভাবে ব্যবহার করার ন্যায্যতা দেয়? এটি এমন কী ব্যবস্থা যা দক্ষিণে মানুষকে হতাশ করে, সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দরিদ্র ও আমেরিকান সমাজের মূলধারার প্রতিশ্রুতি থেকে বাদ দেয় এবং এই জায়গাটি পরিচয়হীন ও ভয়াবহ আমলা তৈরি করে এবং লোকেরা যেখানে তাদের জীবন কাটাচ্ছে তা সেই জায়গা হিসেবে গড়ে উঠে এবং তাদের কাজ, যা ধারাবাহিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের সামনে বস্তুকে মূল্যবান করে তোলে এবং এখনও নিজেকে মুক্ত বলা অবিরত রাখে এবং এখনও নিজেকে বিশ্ব গোছানোর উপযুক্ত বলে মনে করে? সেই সিস্টেমে সাধারণ মানুষের জন্য কী জায়গা আছে এবং কীভাবে তারা এটি নিয়ন্ত্রণ করে... আমাদের অবশ্যই সেই সিস্টেমটির নামকরণ করা উচিত। আমাদের অবশ্যই এটির নামকরণ করতে হবে, বর্ণনা করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে, এটি বুঝতে হবে এবং এটি পরিবর্তন করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র সেই ব্যবস্থাটি পরিবর্তিত হয়ে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হলে আজ ভিয়েতনামে যুদ্ধ বা দক্ষিণে একটি হত্যাকাণ্ড সৃষ্টিকারী বাহিনী বা কালকে

অবর্ণনীয়, অগণিত আরও সূক্ষ্ম অত্যাচার বন্ধ করার কোন আশা থাকতে পারে যেগুলি সর্বদা লোকদের উপর সর্বত্র ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।”

এপ্রিল ১৮। *১৯৯৭ সালের এই দিনে সুইডেনের কার্লসকোগায় বোফর্স অস্ত্র কারখানায় “জীবন নির্বাচন কর” লাঙ্গল তৎপরতার ঘটনা ঘটে।* "লাঙ্গল" নামটি পয়গম্বর যিশুর একটি পাঠ্যকে বোঝায় যিনি বলেছিলেন যে অস্ত্রগুলি লাঙ্গল বানিয়ে নেয়া হবে। ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে বেশ কয়েকজন কর্মী পারমাণবিক অস্ত্রের মাথা ধ্বংস করলে লাঙ্গল তৎপরতা জানা যায়। বোফর্স ইন্দোনেশিয়ায় অস্ত্র রফতানি করতেন। কর্মী আর্ট লাফিনের সংখ্যায়, সুইডেনের দু'জন শান্তিকর্মী, সুইডেনের গির্জার পুরোহিত সেলেশিয়া রেডনার এবং মারজা ফিশার, সুইডেনের কারিশকোগায় বোফর্স অস্ত্র কারখানায় প্রবেশ করেছিলেন, একটি আপেল গাছ লাগিয়েছিলেন এবং একটি নৌ-ক্যানন নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছিলেন যা ইন্দোনেশিয়ায় রফতানি হচ্ছে। সিসিলিয়ার বিরুদ্ধে সুচিন্তিতভাবে বিদ্বেষপরায়ণতা করার অভিযোগ এবং তাকে সহায়তার অভিযোগ আনা হয়েছিল মারিজার বিরুদ্ধে। "সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ" সুবিধা রক্ষা করে এমন একটি আইন লঙ্ঘনেরও অভিযোগ আনা হয়েছিল উভয়ের বিরুদ্ধে। উভয় মহিলাকে ১৯৯৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বিচারক কর্তৃক বার বার বাধা প্রাপ্ত হলেও তারা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে রেডনারের ভাষায়, "যখন আমার দেশ স্বৈরশাসককে অস্ত্রধারী করছে, তখন আমাকে নিষ্ক্রিয় ও অনুগত থাকতে দেওয়া হয় নি, কারণ এটি পূর্ব তিমুরের গণহত্যার অপরাধে আমাকে দোষী করে তুলবে। আমি জানি কি চলছে এবং আমি কেবল ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসন বা নিজের সরকারকে দোষ দিতে পারি না। আমাদের লাঙ্গল কর্মসূচী পূর্ব তিমুরের জনগণের সাথে দায়িত্ব নেওয়ার এবং সংহতিবদ্ধ হয়ে দায়িত্ব নেওয়ার একটি উপায় ছিল।” ফিশার যোগ করেছেন, ”আমরা একটি অপরাধ রোধ করার চেষ্টা করেছি এবং এটি আইন অনুসারে আমাদের কর্তব্য।” রেডনারকে জরিমানা এবং ২৩ বছর সংশোধনাগারে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ফিশারকে জরিমানা ও দুই বছরের মধ্যে পুনরায় অপরাধ না করলে শাস্তি রদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কোনো কারাদন্ড ধার্য করা হয়নি।

এপ্রিল ১৯। *১৭৭৫ সালের এই দিনে, লেক্সিংটন এবং কনকর্ডের যুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিন বিপ্লব সহিংস হয়ে ওঠে।* পরবর্তী যুগের সাথে সম্পর্কিত অহিংস কৌশলগুলির একে একে ব্যবহার করা হতে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে বড়ো রকমের প্রতিবাদ, বয়কট, স্থানীয় এবং ব্যক্তিক উৎপাদন, যোগাযাগ কমিটিগুলির উন্নয়ন এবং গ্রামীণ ম্যাসাচুসেটস্-এর বেশিরভাগ অঞ্চলে স্থানীয় ক্ষমতা গ্রহণ। ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য সহিংস যুদ্ধটি মূলত উপনিবেশগুলির সবচেয়ে ধনী সাদা পুরুষ ভূমির মালিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ফলাফল হিসেবে এল সেই সময়ের এক যুগান্তকারী সংবিধান এবং অধিকার বিল, যদিও বিপ্লবটি ছিল ফরাসি এবং ব্রিটিশদের মধ্যে বৃহত্তর যুদ্ধের অংশ, ফরাসি ছাড়া জিততে পারত না, এক অভিজাত থেকে অন্য ক্ষমতায় ক্ষমতা স্থানান্তরিত হতে পারত, সমতাকরণের কোনও জনবহুল কাজ, দরিদ্র কৃষক কর্তৃক কোন বিদ্রোহ হয়নি এবং পূর্বের মতো ঘন ঘন মানুষকে দাস বানিয়েছিল এবং লোকেরা ব্রিটিশ পক্ষকে সমর্থন করার

জন্য দাসত্ব থেকে বাঁচতে দেখেছিল। যুদ্ধের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল দাস প্রথা রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রিটিশ বিলোপ আন্দোলনের বর্ধনের পর এবং জেমস সোমারসেট নামে এক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ আদালতের রায়। প্যাট্রিক হেনরির "আমাকে স্বাধীনতা দিন বা মেরে দিন" হেনরি মারা যাওয়ার কয়েক দশক পরে রচিত হয়নি, তবে তিনি দাস হিসাবে মানুষের মালিক ছিলেন এবং একজন হওয়ার ঝুঁকিতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রেরণা ছিল পশ্চিম দিকে প্রসারিত হওয়া, স্থানীয় লোকদের জবাই করা ও ছিনতাই করার ইচ্ছা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক যুদ্ধের মতো, প্রথম বিষয়টি ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং অন্যান্য জায়গাগুলির যুদ্ধের দরকার নেই এই বিষয়টি উপেক্ষা করে যুদ্ধটি অনিবার্য বা আকাঙ্ক্ষিত ছিল এমন ভান ছিল।

এপ্রিল ২০। *১৯৯৯ সালের এই তারিখে, কলোরাডোর লিটলটনের কলম্বিন হাই স্কুলের দুই শিক্ষার্থী এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ১৩ জনকে নিহত ও ২০ জনেরও বেশি লোককে আহত করে নিজেদের দিকে গুলি করে তারা আত্মহত্যা করে।* সেই সময় এটি মার্কিন ইতিহাসে জঘন্যতম উচ্চ বিদ্যালয়ের গোলাগুলি ছিল এবং বন্দুক নিয়ন্ত্রণ, স্কুলের সুরক্ষা এবং দু'জন বন্দুকধারী ১৮ বছর বয়সী এরিক হ্যারিস এবং ১৭ বছর বয়সী ডিলান ক্লেবোল্ডের বাহিনী নিয়ে জাতীয় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বন্দুক নিয়ন্ত্রণের সমস্যাটি সম্বোধন করে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন একটি প্রচার চালিয়েছিল যা মনে হয়েছিল বন্দুকের দোকানে এবং গুটির দোকানগুলিতে বন্দুক প্রদর্শনিতে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক চেকের প্রসারকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয়েছিল, যেখানে হত্যাকারীদের অস্ত্র প্রতারণামূলকভাবে একজন বন্ধু কর্তৃক কেনা হয়েছিল। পর্দার আড়ালে অবশ্য এনআরএ একটি ১.৫ মিলিয়ন ডলারের তদবির চালিয়েছিল যা কংগ্রেসে বিচারাধীন এমন প্রয়োজনীয়তার সাথে একটি বিল নষ্ট করতে সফল হয়েছিল। সুরক্ষা ক্যামেরা, মেটাল ডিটেক্টর এবং অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রহরী ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুলের সুরক্ষা আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে তা যে সহিংসতা দূরীকরণে অকার্যকর তা প্রমাণিত হয়েছিল। খুনিদের মনোভাব বোঝার প্রচেষ্টার মধ্যে মাইকেল মুরের ডকুমেন্টারি ফিল্ম *বউলিং ফর কলোম্বিন* হত্যাকারীদের কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধের জন্য আমেরিকার আসক্তির মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সংযোগের জোরালো ইঙ্গিত করেছিল যুদ্ধের দৃশ্যে এবং একজন বড় অস্ত্র প্রস্তুতকারক লকহিড মার্টিনের নিকট উপস্থিতি উভয় দ্বারাই চিত্রিত হয়েছে। মুরের চলচ্চিত্রের একজন সমালোচক পরামর্শ দিয়েছেন যে এই চিত্রগুলি এবং অন্যটি পারিবারিক সংহতি ভেঙে দারিদ্র্যের প্রভাবগুলিকে চিত্রিত করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদের অন্তর্নিহিত উৎস এবং তা কার্যকরভাবে নির্মূল করার একমাত্র উপায় উভয়ের দিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

এপ্রিল ২১। *১৯৮৯ সালের এই তারিখে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতাচ্যুত সংস্কার-চেতনাধারী নেতা হু ইয়াওবাংয়ের মৃত্যু স্মরণে এবং চীনের স্বৈরশাসক সরকারের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি জাগানোর লক্ষ্যে প্রায় ১,০০,০০০ চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বেইজিংয়ের তিয়ানানমেন স্কয়ারে সমবেত হয়েছিল।* পরের দিন তিয়ানানমেনের গ্রেট হল অফ দ্যা পিপল-এ হু এর জন্য আয়োজিত একটি সরকারী স্মৃতিসৌধে সরকার

প্রিমিয়ার লি পেংয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য শিক্ষার্থীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটি চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র কর্তৃক বয়কট, গণতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপক আহ্বান এবং সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও তিয়ানানমেন স্কয়ারে একটি ছাত্র মিছিল পরিচালিত করেছিল। পরের সপ্তাহগুলিতে শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং বেসামরিক কর্মচারীরা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন এবং মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী বেইজিংয়ের রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ২০শে মে, সরকার শহরে সামরিক আইন ঘোষণা করে, জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সেনা ও ট্যাঙ্ক আহ্বান করেছিল। ৩রা জুন, তিয়ানানমেন স্কয়ার এবং বেইজিংয়ের রাস্তাগুলি জোরপূর্বক পরিষ্কার করার নির্দেশে সেনাবাহিনী কয়েক'শ বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করেছিল এবং কয়েক হাজারকে গ্রেপ্তার করেছিল। তবে, বর্বর নির্যাতনের মুখে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিবাদকারীদের শান্তিপূর্ণ দাবি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি এবং ক্ষোভ উভয়ই উৎসাহিত করেছিল। তাদের সাহস প্রকৃতপক্ষে ৫ই জুন মিডিয়ার প্রচারের মাধ্যমে কিংবদন্তি করা হয়েছিল যে একা সাদা পোষাকের এক মানুষ যাকে "ট্যাঙ্ক ম্যান" ডাকা হয় যিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভিড় ছত্রভঙ্গকারী সামরিক ট্যাঙ্কগুলির একটি কলামের সামনে। তিন সপ্তাহ পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশগুলি চীনের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। যদিও নিষেধাজ্ঞাগুলি দেশের অর্থনীতিকে পশ্চাৎগামী করে দেয়, তবুও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৯৯০ সালের শেষদিকে আবার শুরু হয়েছিল, চীনের আংশিকভাবে কয়েক'শ কারাবন্দী অসন্তুষ্টদের মুক্তি দেওয়ার কারণে।

এপ্রিল ২২। *এটি ধরিত্রী দিবস এবং ইমানুয়েল কান্টের জন্মদিনও।* নেব্রাসকার সাংবাদিক জে. স্টার্লিং মর্টন, যিনি ১৮৭২ সালে রাজ্যের তৃণভূমি জুড়ে গাছ লাগানোর পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ১০ এপ্রিলকে প্রথম "বৃক্ষ দিবস" হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। বৃক্ষ দিবস দশ বছর পর আইনী ছুটিতে পরিণত হয় এবং মর্টনের জন্মদিনের সম্মানে ২২শে এপ্রিলে সরিয়ে আনা হয়েছিল। দিনটি জাতীয়ভাবে "লগিং যুগ" হিসাবে উদযাপিত হয়েছিল ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে মার্কিন সম্প্রসারণ দ্বারা বর্ধিত বনভূমি। ১৯৭০ সাল নাগাদ পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান তৃণমূলের আন্দোলন উইসকনসিনের গভর্নর গাইলর্ড নেলসন এবং সান ফ্রান্সিসকো কর্মী জন ম্যাককনেল কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল। প্রথম "ধরিত্রী দিবস" যাত্রাটি সে বছর ২১শে মার্চ, ১৯৭০-এর স্প্রিং ইকুইনক্সে হয়েছিল। ২১শে মার্চ ও ২২শে এপ্রিল উভয় তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধরিত্রী দিবসের ইভেন্টগুলি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। জার্মান বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যান্টও জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭২৪ সালের ২২শে এপ্রিল। কান্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন, তবুও দর্শনে তাঁর অবদানের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর দর্শনটি কীভাবে আমরা স্বায়ত্তশাসিতভাবে আমাদের নিজস্ব বিশ্ব তৈরি করি তাকে কেন্দ্র করে। কান্টের মতে মানুষের কর্মকান্ড নৈতিক আইন অনুসৃত হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য আরও ভাল একটি বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সত্যিকারের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে কান্টের উপসংহারটি হ'ল সকলের পক্ষে সর্বাধিক ভালোর জন্য প্রচেষ্টা করা। এই চিন্তাগুলি যারা পৃথিবী সংরক্ষণকে সমর্থন করে তেমনি যারা শান্তির পক্ষে কাজ করেন, তাদের সাথে যুক্ত হয়। কান্টের ভাষায়,

"পৃথিবীতে শান্তির শাসনের জন্য মানুষকে অবশ্যই এমন নতুনভাবে বিকশিত হতে হবে যারা প্রথমে পরিপূর্ণ চিত্রটি দেখতে শিখেছে।”

এপ্রিল ২৩। *১৯৬৮ সালের এই দিনে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যুদ্ধ গবেষণা এবং হারলেমের একটি নতুন শরীরচর্চা কেন্দ্রের জন্য ভবন ধ্বংস করার প্রতিবাদে ভবনগুলি দখল করে।* যুদ্ধের ভয়াবহতা, অবসান না হওয়া খসড়া, প্রচণ্ড বর্ণবাদ এবং যৌনতাবাদের প্রচারের যে সংস্কৃতিতে শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তুলেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে চ্যালেঞ্জ করেছিল। একজন শিক্ষার্থী কর্তৃক ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য গবেষণা করা প্রতিরক্ষা বিভাগের ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স অ্যানালাইসিসের সাথে কলম্বিয়ার জড়িত থাকার কাগজপত্র আবিষ্কারের ফলে, আরওটিসির সাথে এর সম্পর্কগুলিসহ ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটির ছাত্ররা (এসডিএস) প্রতিবাদ করেছিল। তারা স্টুডেন্ট আফ্রো-আমেরিকান সোসাইটি (এসওএস) সহ অনেকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যারা মর্নিংসাইড পার্কে কলম্বিয়া দ্বারা নির্মিত একটি পৃথক জিম তৈরির বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন, যা হারলেমে নীচে বসবাসকারী কয়েকশ আফ্রিকান আমেরিকানকে বিতাড়িত করেছিলেন। সক্রিয় পুলিশ কার্যক্রমের ফলে একটি অনুষদ-ছাত্র ধর্মঘটের হয়, যা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সেমিস্টারের বাকি অংশের জন্য বন্ধ করে দেয়। কলাম্বিয়াতে বিক্ষোভের ফলে ১,১০০ শিক্ষার্থীকে মারধর ও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ টিরও বেশি ক্যাম্পাস বিক্ষোভ চলছিল। এই বছরই শিক্ষার্থীরা মার্টিন লুথার কিং এবং রবার্ট এফ কেনেডি উভয়ের হত্যাকান্ড দেখেছিল এবং শিকাগোর ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে কয়েক হাজার যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারীকে মারধর, গ্যাস নিক্ষেপ, এবং কারাবন্দী করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিবাদগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রেণিবদ্ধ যুদ্ধ গবেষণা আর কলাম্বিয়াতে পরিচালিত হয়নি, আরওটিসি ক্যাম্পাসের সাথে সামরিক এবং সিআইএ নিয়োগকারীদেরও ছেড়ে দিয়েছিল, জিম ধারণাটি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, একটি নারীবাদী আন্দোলন এবং জাতিগত অধ্যয়ন চালু হয়েছিল। এবং অবশেষে ভিয়েতনামের যুদ্ধের পাশাপাশি খসড়াও শেষ হয়েছিল।

এপ্রিল ২৪। *১৯১৫ সালের এই তারিখে তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল) থেকে কয়েকশ আর্মেনিয়ান বুদ্ধিজীবীকে জড়ো করে, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আঙ্কারা অঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়েছিল, যেখানে তাদের বেশিরভাগকে হত্যা করা হয়েছিল।* ১৯০৮ সালে ক্ষমতায় আসা "ইয়াং তুর্কস" নামে পরিচিত একদল সংস্কারকের নেতৃত্বে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মুসলিম সরকার খ্রিস্টান অ-তুর্ককে সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য হুমকি বলে মনে করেছিল। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে, তাই খ্রিস্টীয় আর্মেনিয়ান জনসংখ্যাকে নিয়মিতভাবে বহিষ্কার করে বা হত্যা করে খিলাফত "তুর্কিকরণ" বা জাতিগতভাবে শুদ্ধি পরিচালনার কথা বলেছিল। ১৯১৪ সালে তুর্কিরা জার্মানি এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করে এবং অজোটবদ্ধ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। আর্মেনিয়ানরা যখন ককেশাস অঞ্চলে তুর্কিদের বিরুদ্ধে রুশ সেনাবাহিনীকে লড়াই করতে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীর ব্যাটালিয়ন সংগঠিত

করেছিল, তখন তরুণ তুর্কিরা (ইয়াং তুর্কস) পূর্ব ফ্রন্ট বরাবর যুদ্ধ অঞ্চল থেকে আর্মেনিয়ান নাগরিকদের গণ-অপসারণের জন্য চাপ দেয়। সাধারণ আর্মেনীয়দের খাবার বা জল ছাড়াই মৃত্যু যাত্রায় প্রেরণ করা হয়েছিল এবং আরও হাজার হাজার লোককে কিলিং স্কোয়াড দ্বারা গণহত্যা করা হয়েছিল। ১৯২২ সাল নাগাদ অটোমান সাম্রাজ্যে দুই মিলিয়ন আসল আর্মেনিয়ান হতে ৪০০,০০০ এরও কম অবশিষ্ট থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণের পর থেকে তুর্কি সরকার দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছে যে তারা আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালায়নি, তবে এটি শত্রু শক্তি হিসাবে বিবেচিত লোকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ হিসেবে ব্যবস্থা নিয়েছে। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কংগ্রেসনাল প্যানেল অবশেষে অবাধ হত্যাকে গণহত্যা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক উভয় দ্বন্দ্বের মধ্যেই কীভাবে অন্যের উপর সহজেই অবিশ্বাস বা ভয় দেখা যায় সেদিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা এই পদক্ষেপটি সমস্ত নৈতিক সীমা অতিক্রম করতে এমন ঘৃণ্য প্রতিশোধের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

এপ্রিল ২৫। *১৯৭৪ সালের এই দিনে কার্নেশন বিপ্লব পর্তুগাল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, যা ১৯৩৩ সাল থেকে কার্যকর হওয়া স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র – পশ্চিম ইউরোপে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা।* সশস্ত্র বাহিনী আন্দোলন (সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দল যারা এই সরকারের বিরোধিতা করেছিল) কর্তৃক আয়োজিত সামরিক অভ্যুত্থান হিসাবে যা শুরু হয়েছিল, তা দ্রুত রক্তহীন জনপ্রিয় গণজাগরণে পরিণত হয়, কারণ লোকেরা তাদের ঘরে থাকার আহ্বানকে উপেক্ষা করে। লাল কার্নেশন থেকে কার্নেশন বিপ্লব নামটি পেয়েছে - তারা মৌসুমে ছিলেন- রাস্তায় তাদের সাথে যোগ দেওয়া লোকদের সৈন্যদের রাইফেলের মুখে রাখা হয়েছিল। উপনিবেশগুলি উপনিবেশে রাখার বিষয়ে জোর দেওয়াতে এই কূ উস্কে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তারা ১৯৬১ সাল থেকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল। এই যুদ্ধগুলি জনগণের মধ্যে বা সামরিক বাহিনীর মধ্যে অনেকের কাছেই জনপ্রিয় ছিল না। তরুণরা নিবন্ধন এড়ানোর জন্য দেশত্যাগ করছিল। পর্তুগালের বাজেটের ৪০% আফ্রিকার যুদ্ধে গ্রাস হয়ে গেছে। গিনি বিসাউ, কেপ ভার্দে, মোজাম্বিক, সাও টোমে এবং প্রিনসিপে, অ্যাঙ্গোলা, এবং পূর্ব তিমুরের পূর্ববর্তী পর্তুগিজ উপনিবেশগুলিতে অভ্যুত্থানের পর খুব দ্রুত স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্নেশন বিপ্লবে একটি দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা পালন করেছিল। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তীব্র সুপারিশ সত্ত্বেও হেনরি কিসিঞ্জার সমর্থন করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এটি একটি কমিউনিস্ট বিদ্রোহ। টেডি কেনেডি পর্তুগাল সফরের পরে যুক্তরাষ্ট্র যে বিপ্লবকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাকে সমর্থন করার জন্য তার দৃঢ় সুপারিশের পরেই এটি হয়েছিল। উপলক্ষটি উৎযাপন করতে পর্তুগালে ২৫ ই এপ্রিল এখন একটি জাতীয় ছুটি, যা স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পরিচিত। কার্নেশন বিপ্লব প্রমাণ করে যে শান্তি অর্জনের জন্য সহিংসতা ও আগ্রাসন ব্যবহার করতে হবে না।

এপ্রিল ২৬। *১৯৮৬ সালের এই তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেনের প্রিয়পিয়টের কাছে চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিশ্বের জঘন্যতম পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল।* বিদ্যুৎ চলে গেলে কেন্দ্রটি কীভাবে কাজ করবে তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। প্রক্রিয়া চলাকালীন কেন্দ্র

অপারেটররা বেশ কয়েকটি ভুল করেছিলেন, ৪ নং চুল্লিতে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করেছিল যার ফলে আগুন এবং তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে যা চুল্লির এক হাজার টন ইস্পাত চূড়াকে উড়িয়ে দেয়। চুল্লিটি গলে যাওয়ার সাথে সাথে দু'দিন ধরে আগুনের শিখাগুলি এক হাজার ফুট আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল, পশ্চিম সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপ জুড়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছিল। চেরনোবিল সাইটে আনুমানিক ৪,০০০ পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ এই অঞ্চলে প্রায় ৭০,০০০ বাসিন্দা মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিষে ভুগেছিল, যার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। অতিরিক্ত পরিণতিগুলির মধ্যে ছিল চেরনোবিলের আশেপাশে ১৮ মাইলের ব্যাসার্ধে ১৫০,০০০ বাসিন্দাদের স্থায়ীভাবে স্থানান্তরকরণ, এই অঞ্চলে জন্মগত ত্রুটির নাটকীয় বৃদ্ধি এবং পুরো ইউক্রেনে থাইরয়েড ক্যান্সারের দশগুণ বেশি ঘটনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। চেরনোবিল বিপর্যয়ের পর থেকে বিশেষজ্ঞরা শক্তির উৎস হিসাবে পারমাণবিক শক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে বিপরীত মতামত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, *নিউইয়র্ক টাইমস* জাপানের ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু কেন্দ্রের মার্চ ২০১১ এর পরমাণু বিপর্যয়ের পরপরই জানিয়েছিল যে "জাপানিরা ইতিমধ্যে এমন সাবধানতা অবলম্বন করেছে যেগুলি দুর্ঘটনাটিকে অন্য চেরোবিল হওয়ার হাত থেকে রোধ করতে পারে, এমনকি অতিরিক্ত বিকিরণ হলেও। " অন্যদিকে, সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য চিকিত্সকদের প্রতিষ্ঠাতা হেলেন ক্যালিডকোট একটি এপ্রিল ২০১১ *টাইমস* অপ-এডে যুক্তি দিয়েছিলেন যে "বিকিরণের নিরাপদ ডোজ বলে কিছুই নেই" এবং তাই, পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়।

এপ্রিল ২৭। *১৯৭৩ সালের এই তারিখে ব্রিটিশ সরকার মধ্য ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়া এবং চ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপের সমগ্র আদিবাসীদের জোরপূর্বক বহিষ্কারের কাজটি সম্পন্ন করে।* ১৯৬৭ সালে শুরু করে তিন থেকে চার হাজার দ্বীপ আদিবাসী, "ছাগোসিয়ানস" নামে পরিচিত, আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় ১,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের প্রাক্তন স্ব-শাসিত ব্রিটিশ উপনিবেশ মরিশাসের নিকট ভীড়পূর্ণ মালবাহী জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই বহিষ্কারাদেশ ১৯৬৬ সালের চুক্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল, যার অধীনে যুক্তরাজ্য ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরকারিভাবে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ওসিয়ান টেরিটরি হিসেবে পরিচিত দ্বীপগুলি ইজারা দিয়েছিল। বিনিময়ে ব্রিটিশরা তার ডুবোজাহাজে চালু পোলারিস আইসিবিএম সিস্টেমের জন্য মার্কিন সরবরাহগুলিতে ব্যয় মওকুফ পেল। চুক্তিটি উভয় দেশের পক্ষে সুবিধাজনক প্রমাণিত হলেও মরিশাসের নির্বাসিত চাগোস দ্বীপবাসীরা বেঁচে থাকার জন্য তীব্র সংগ্রাম করেছিল। ১৯৭৭ সালে আর্থিক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৬৫০,০০০ ব্রিটিশ পাউন্ড বিতরণ করার জন্য তাদের দেওয়া হয়েছিল, তবে ডিয়েগো গার্সিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য অধিকার পিটিশন এবং মামলা-মোকদ্দমার অধীনেই রয়ে গেছে। অবশেষে ২০১৬ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ সরকার একটি নিষ্পত্তিজনক আদেশ জারি করেছিল। "সম্ভাব্যতা, প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা স্বার্থ এবং ব্রিটিশ করদাতাদের ব্যয়”-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সরকার ঘোষণা করেছিল যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে স্থানীয়রা তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল। পরিবর্তে এটি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত মহাসাগর অঞ্চল ইজারার জন্য আরও ২০ বছর বাড়িয়ে দেয় এবং নির্বাসিত চাগোসিয়ানদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে আরও ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইউকে চাগোস সাপোর্ট

অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে, ব্রিটিশদের এই রায়কে আখ্যায়িত করা হয়েছিল – "বোধহীন ও হৃদয়হীন সিদ্ধান্ত যা জাতিকে লজ্জা দেয়"।

এপ্রিল ২৮। *১৯১৫ সালের এই দিনে, ইউরোপে বিরাজমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ এড়ানোর কৌশলগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার এক কর্মসূচী প্রতিষ্ঠার জন্য নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে ১২ টি দেশের প্রায় ১,২০০ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে যুদ্ধের কারণগুলি দূর করতে গবেষণা এবং প্রস্তাবনা গৃহীত হয়।* তাদের প্রথম লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মেলন প্রতিনিধিরা রেজলিউশন জারি করেছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশিরভাগ যুদ্ধরত দেশগুলিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল, এই বিশ্বাস করে যে, নারী হিসাবে তাদের শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপের ইতিবাচক নৈতিক প্রভাব থাকবে। তবে, যুদ্ধের কারণগুলি অধ্যয়ন ও তা নির্মূলীকরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল লিগ ফর পিস অ্যান্ড ফ্রিডম (ডাব্লুআইএলপিএফ) নামে একটি নতুন সংস্থা তৈরি করে। এই গ্রুপের প্রথম আন্তর্জাতিক সভাপতি জেন অ্যাডামস্ প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ওয়াশিংটনে, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থামানোর জন্য মধ্যস্থতা করতে ডাব্লুআইএলপিএফ দ্বারা প্রচারিত ধারণার উপর তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ পয়েন্টের মধ্যে নয়টি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করেছিলেন। লিগটি, যার সদর দফতর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়, আজ আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে এবং বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলির সঙ্গে কাজ করে সভা ও সম্মেলন আয়োজনের জন্য যা সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অধ্যয়ন ও নির্দেশ করে। এর সঙ্গে ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে রয়েছে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ অধিকার এবং জাতিগত এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। বৈশ্বিক স্তরে সংস্থাটি শান্তি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি, সংঘাতের দেশগুলিতে মিশন প্রেরণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সরকারের সঙ্গে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে। এইসব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টার জন্য, লীগের দু'জন নেতা নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছেন: জেন অ্যাডামস ১৯৩১ সালে এবং ডাব্লুআইএলপিএফের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পাদক এমিলি গ্রিন বাল্চ ১৯৪৬ সালে।

এপ্রিল ২৯। *১৯৭৫ সালের এই দিনে দক্ষিণ ভিয়েতনাম যখন কমিউনিস্ট বাহিনীর হস্তগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন এক হাজারেরও বেশি আমেরিকান এবং ৫,০০০ ভিয়েতনামীকে দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন জাহাজে করে রাজধানী শহর সাইগন থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।* আগের দিন সাইগনের টান সন নূত বিমানবন্দরে বোমাবাজী চালালে হেলিকপ্টার ব্যবহারের বিষয়টি উঠে এসেছিল। যদিও এই বিশাল অপারেশনটি প্রকৃতপক্ষে আরও ৬৫,০০০ দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের মাছ ধরার নৌকা, বজরা, ঘরোয়া ভেলা এবং সাম্পানগুলিতে, দিগন্তের দিকে ইশারা করে এমন ৪০টি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজে পৌঁছানোর প্রত্যাশা করেছিল। *উচ্ছেদের পরে দুই বছরেরও বেশি সময় পর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়* ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ভিয়েটকং এবং উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের মধ্যে। এটি পুরো ভিয়েতনাম জুড়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, মার্কিন সেনা প্রত্যাহার, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি এবং

শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের একীকরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। যদিও গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সেনা ১৯৭৩ সালের মার্চ নাগাদ ভিয়েতনাম ত্যাগ করেছিল, উত্তর ভিয়েতনামী এবং ভিয়েটকং কর্তৃক শীঘ্রই আবারও পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন প্রতিরোধে দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীকে প্রায় ৭,০০০ প্রতিরক্ষা বিভাগের বেসামরিক কর্মচারীদের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫-এ সায়গনের পতনের সাথে যুদ্ধ শেষ হলে উত্তর ভিয়েতনামী কর্নেল বুয় টিন অবশিষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের বলেছিলেন: "আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভিয়েতনামীদের মধ্যে কোন বিজয়ী নেই এবং তারা পরাজিতও হয়নি। কেবল আমেরিকানরা পরাজিত হয়েছে।" তবে, এখানের বিসর্জনে ছিল ৫৮,০০০ আমেরিকান নিহত হওয়া এবং প্রায় ৪ মিলিয়ন ভিয়েতনামী সামরিক ও বেসামরিকের জীবন শেষ হওয়া।

এপ্রিল ৩০। *১৯৭৭ সালের এই দিনে নিউ হ্যাম্পশায়ার-এর সিব্রুকে নির্মাণরত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক যুগান্তকারী প্রতিবাদে ১,৪১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল*। মার্কিন ইতিহাসের বৃহত্তম গণ গ্রেফতারের সূত্রপাত হিসাবে, সিব্রুকের এই স্টাডফ পারমাণবিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি জাতীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে সহায়তা করেছিল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শিল্প এবং ফেডারেল নীতি নির্ধারকদের দেশজুড়ে শত শত রিয়্যাকটর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৮১ সালের মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলারেরও কম ব্যয়ে দুটি রিয়্যাক্টর অনলাইনে আনার জন্য প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সিব্রুক ইনস্টলেশন চূড়ান্তভাবে একক চুল্লিতে হ্রাস পেয়েছিল যার দাম ৬.২ বিলিয়ন ডলার এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে অনলাইনে আসেনি। বছরের পর বছর ধরে সিব্রুক কেন্দ্র একটি অসামান্য সুরক্ষা রেকর্ড বজায় রেখেছে। এটি ম্যাসাচুসেটস স্টেটকে কার্বন নিঃসরণের অনুমোদিত সীমা মেনে চলতে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও, পারমাণবিক শক্তি বিরোধী অ্যাডভোকেটরা আরও বেশি নির্মাণের চেয়ে পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ করার প্রবণতা অব্যাহত রাখার বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ নির্মাণ ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত; বিকল্প পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ; দুর্ঘটনাজনকভাবে চুল্লী মেল্ট-ডাউনের বিপর্যয়মূলক পরিণতি; কার্যকরী এভ্যাকুয়েশন কৌশল নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা; এবং, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পারমাণবিক বর্জ্য নিরাপদে নিষ্পত্তি করার অব্যাহত সমস্যা। সিব্রুক প্রতিবাদের উত্তরাধিকার হিসেবে এই জাতীয় উদ্বেগগুলি জনসচেতনতায় আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানী উৎপাদনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভূমিকাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে আমেরিকাতে ১৯৯০-এর দশকে শীর্ষস্থানীয় ১১২ টি চুল্লি কেটে ৯৯ টি করা গিয়েছিল। পরের দশকে আরও সাতটি বন্ধ করার কথা ছিল।

মে ১। মে দিবসটি উত্তর গোলার্ধে পুনর্জন্ম উদ্‌যাপনের একটি ঐতিহ্যবাহী দিন, এবং — শিকাগোতে ১৮৮৬ সালের হায়মার্কেটের ঘটনার পর থেকে — মুখ্যতঃ বিশ্বের শ্রম অধিকার উদ্‌যাপন ও আয়োজনের একটি দিন।

এছাড়াও ১৯৫৪ সালের এই দিনেই স্বর্গের বাসিন্দারা একসময় জেগে উঠল দুই সূর্যে এবং নিজেদের ও নিজেদের বংশধরদের জন্য এল অবিরাম বিকিরণজনিত অসুস্থতা কারণ সেদিন মার্কিন সরকার হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করে ছিল।

এছাড়াও ১৯৭১ সালের এই দিনে ভিয়েতনামের উপর আমেরিকান যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও ২০০৩ সালের এই দিনে রাষ্ট্রপতি জর্জ ডাব্লু বুশ হাস্যকরভাবে ঘোষণা করেছিলেন "মিশন সফল!" সান দিয়েগো হারবারে বিমানের একটি ক্যারিয়ারের একটি ফ্লাইট স্যুটে দাঁড়িয়ে ইরাকের ধ্বংসযজ্ঞ চলার সাথে সাথে।

২০০৩ সালের একই দিনে মার্কিন নৌবাহিনী অবশেষে জনগণের প্রতিবাদ মেনে নেয় এবং ভিয়েকস দ্বীপে বোমা ফেলা বন্ধ করে দেয়।

এছাড়াও ২০০৫ সালের এই দিনে লন্ডনের *সানডে টাইমস-এ* প্রকাশিত ডাউনিং স্ট্রিট মিনিটস্ যা ২০০২ সালের ২৩ জুলাইয়ে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রকাশ করেছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার এবং এর কারণ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিল। যুদ্ধের মিথ্যা সম্পর্কে বিশ্বকে জানানোর জন্য এটি একটি ভাল দিন।

মে ২। *১৯৬৮ সালের এই তারিখে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের আমেরিকায় অহিংস সামাজিক সংস্কার অনুসরণের উদ্দেশ্যে শেষ নাগরিক অধিকার আন্দোলন, দরিদ্র নাগরিক-প্রচারণা (Poor People's Campaign), উদ্বোধন করার জন্য বিক্ষোভকারীরা ওয়াশিংটন ডিসি পৌঁছানোর কথা ছিল*। অভিযানটির রূপান্তর দেখতে কিং নিজেও বেঁচে ছিলেন না; এক মাসেরও আগে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তবুও, নতুন নেতা এবং যে কোন সময় কিং যা চেয়েছিলেন তার চেয়েও ব্যাপক এজেন্ডা নিয়ে, মাত্র দু'সপ্তাহের বিলম্বে তিনি যে আন্দোলনটি চেয়েছিলেন তা তার দক্ষিন খ্রিস্টান নেতৃত্বের সম্মেলন আরম্ভ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৫ ই মে থেকে ২৪ শে জুন অবধি আফ্রিকা-আমেরিকান, এশিয়ান-আমেরিকান এবং সারা দেশ থেকে হিস্পানিক ও আদিবাসী আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্ব করে প্রায় ২,৭০০ দরিদ্র মানুষ এবং দারিদ্র্যবিরোধী কর্মীরা পুনরুত্থান শহর (Resurrection City) নামে পরিচিত একটি তাঁবু শিবিরে ওয়াশিংটনের জাতীয় মল দখল করেছিলেন। তাদের ভূমিকা ছিল প্রচারণার পাঁচটি মূল দাবির প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রতিটি কর্মসংস্থানযোগ্য নাগরিকের জন্য জীবনধারণের মজুরিতে অর্থপূর্ণ চাকরীর ফেডারেল গ্যারান্টি এবং চাকরী খুঁজে পেতে বা কোনও কাজ করতে অক্ষম লোকদের জন্য একটি নিরাপদ আয়ের ব্যবস্থা করা। এই দাবির ভিত্তিতে কোন আইন কখনও কার্যকর করা হয়নি, তবে পুনরুত্থান শহরে ছয় সপ্তাহের বিক্ষোভ সাফল্যহীন হয়নি। দরিদ্র লোকেরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় সে সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিক্ষোভকারীদের সাথে দারিদ্র্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য বিক্ষোভকারীদের ছয় সপ্তাহের বেশি সময় ছিল। এই অদলবদলগুলি পূর্বের স্বতন্ত্র এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিনিবদ্ধ গোষ্ঠীগুলিকে একক বিস্তৃত কর্মী শক্তি হিসাবে একত্রিত করতে সহায়তা করেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই

সাংগঠনিক মডেলটি অকিউপাই ওয়াল স্ট্রিট, ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার, ২০১৭ উইমেনস মার্চ, এবং পুনর্জীবিত দরিদ্র নাগরিক প্রচারণা ২০১৮ অবলম্বন করেছে।

মে ৩। *১৯১৯ সালের এই দিনে, পিট সিগার নিউ ইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* পিটের বাবা বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত পড়াতেন এবং তার মা জুইলিয়ার্ড স্কুলে বেহালা শেখাতেন। পিটের ভাই মাইক নিউ লস্ট সিটি র‍্যাম্বলারের সদস্য হয়েছিলেন এবং তাঁর বোন পেগি, লোক সংগীতশিল্পী ইভান ম্যাককোলের সাথে পারফর্ম করছেন। পিট লোক সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত রাজনৈতিক সক্রিয়তা পছন্দ করেন। ১৯৪০ সালের মধ্যে, পিটের গান রচনা এবং পারফরম্যান্স দক্ষতা তাকে উডি গুথ্রির সাথে শ্রমপন্থী, যুদ্ধবিরোধী কর্মী গোষ্ঠী দ্য আলমানাক সিঙ্গার্স (The Almanac Singers) এর সাথে যোগদানে পরিচালিত করে। হিটলারকে থামানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বোধন করে পিট "ডিয়ার মি. প্রেসিডেন্ট" শিরোনামে একটি অসচরাচর গান লিখেছিলেন, যা আলমানাক সিঙ্গার অ্যালবামের শিরোনাম ট্র্যাক হয়ে ওঠে। এরপরে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবেশন করেছিলেন এবং ওয়েভার্সের সাথে যোগ দিয়ে আমেরিকান লোক সংগীত পুনরুদ্ধারে ফিরে আসেন, যিনি কিংস্টন ট্রায়ো, লাইমলাইটার্স, ক্ল্যান্সি ব্রাদার্স এবং ১৯৫০-৬০ এর দশকে লোকজ দৃশ্যের সামগ্রিক জনপ্রিয়তার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন। ওয়েভার্স অবশেষে কংগ্রেসের নিকট কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন এবং হাউস আন-আমেরিকান ক্রিয়াকলাপ কমিটি কর্তৃক পিটকে ডাকা হয়েছিল। পিট প্রথম সংশোধনী অধিকারের বরাত দিয়ে এই অভিযোগগুলির জবাব দিতে অস্বীকার করেছিলেন: "আমি আমার সমিতি, আমার দার্শনিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস বা আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস, বা কোন নির্বাচনে কীভাবে ভোট দিয়েছি বা এই ব্যক্তিগত কোনও বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেব না। আমি মনে করি যে কোনও আমেরিকানকে বিশেষত এটির মতো বাধ্যবাধকতার মধ্যে এগুলি জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত অনুচিত প্রশ্ন।" এরপরে পিটকে অবজ্ঞার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় যা এক বছর পরে বানচাল হয়ে যায়। পিট "হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন" এবং "ইফ আই হ্যাড আ হ্যামার" নামক গান লিখে কর্মতৎপরতা টিকিয়ে রেখেছিলেন।

মে ৪। *১৯৭০ সালের এই দিনে কেন্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভকারীদের একটি ভীড়ের দিকে ওহিও ন্যাশনাল গার্ড গুলি চালালে নয় জন আহত এবং চারজন নিহত হয়।* রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতির উপর ব্যাপকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩০ ই এপ্রিল তিনি ঘোষণা দেন যে তিনি কম্বোডিয়া পর্যন্ত যুদ্ধ সম্প্রসারিত করবেন। অসংখ্য কলেজে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কেন্ট স্টেটে একটি বিশাল যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয়েছিল, এরপরে শহরে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ওহাইয়ো ন্যাশনাল গার্ডকে কেন্টের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা পৌঁছানোর আগে শিক্ষার্থীরা আরওটিসি ভবনটি পুড়িয়ে দেয়। ৪ মে ২০০০ শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে সমাবেশ করেছে। টিয়ার গ্যাস এবং বেয়োনেট ব্যবহার করে সাতাত্তর জন গার্ড সদস্যরা তাদের সমাগম থেকে দূরে এবং একটি পাহাড়ের উপরে তাড়িয়ে দেয়। টেরি নরম্যান নামে এক শিক্ষার্থীরও গ্যাসের মাস্ক ছিল এবং তিনি একটি ৩৮ রিভলবার দ্বারা সজ্জিত ছিলেন। তিনি সম্ভবত আগত গার্ড সৈন্যদের ছবি তুলছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষার্থী লক্ষ্য করেছেন যে তিনি বেশিরভাগ প্রতিবাদকারীদের ছবি

তুলছিলেন। ধস্তাধস্তির পর তাকে ধাওয়া করা হয়। পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। টেরি যখন পোড়া আরওটিসির অন্য একদল গার্ড সদস্যদের কাছে ছুটে গেলেন, তখন তাকে ধাওয়া করে ডাকলেন, “তাকে থামান। তার কাছে বন্দুক আছে ”। টেরি তার বন্দুক ক্যাম্পাসের পুলিশ গোয়েন্দাকে দিয়েছিলেন যারা তাকে ভাড়া করেছিল। ডব্লিউ.কে.ওয়াই.সি. টিভির কর্মী সদস্যরা গোয়েন্দাদের বলতে শুনেছিল, "মাই গড। চারবার গুলি ছোঁড়া হয়েছে!” ইতিমধ্যে যে সৈন্যরা পাহাড়ের চূড়া দখলেনিয়েছিল তারা পিস্তলের আওয়াজ শুনেছিল। তাদের উপর গুলি ছোঁড়া হচ্ছে ভেবে তারা ভিড়ের মধ্যে একটি গোলাবৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। চারজন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ফলে ব্যাপক প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে যার ফেলে আমেরিকা জুড়ে ৪৫০ টি কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন্ট গোলাগুলি ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রধান অনুঘটক ছিল।

মে ৫। *১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার দ্বিতীয় সমুদ্র যাত্রা শেষে জ্যামাইকার ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন।* সে সময় এই দ্বীপটিতে আরাওয়াক নামে একটি সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, যার সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০ ছিল, যারা স্বল্প পরিসরে কৃষিকাজ ও মাছ ধরাতে জীবনযাপন করেছিলেন। কলম্বাস নিজেই দ্বীপটিকে প্রধানত সরবরাহ এবং শস্য এবং পশুপাল উৎপাদন করার জায়গা হিসাবে দেখেছিলেন যখন তিনি এবং তার লোকেরা আমেরিকায় স্পেনের জন্য নতুন জমি অনুসন্ধান করেছিলেন। তবুও, জায়গাটি স্প্যানিশ বসতি স্থাপনকারীদেরও আকর্ষণ করেছিল এবং ১৫০৯ সালে এটি একটি স্পেনীয় গভর্নরের অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছিল। তা আরাওয়াকদের জন্য বিপর্যয় হয়ে উঠে। একটি নতুন স্পেনীয় রাজধানী তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রমের জন্য জোর করে, এবং অপ্রতিরোধ্য ইউরোপীয় রোগের স্পর্শে এসে তাদের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। আরাওয়াকের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করার সাথে সাথে স্পেনীয়রা তাদের নিবিড় দাস শ্রম শক্তি বজায় রাখার জন্য পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের আমদানি করেছিল। তারপর, ১৭ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা জামাইকার মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের খবরে আকৃষ্ট হয়ে আক্রমণ করেছিল। স্প্যানিশরা দ্রুত আত্মসমর্পণ করে এবং প্রথমে "মেরুন" নামে পরিচিত তাদের দাসদের মুক্তি দেয়, এবং তারা কিউবাতে পালিয়ে যায়। ১৮৩৩ সালের ব্রিটিশ মুক্তি আইন দ্বারা পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার আগেই মেরুনরা ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের সাথে বছরের পর বছর বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৬৫ সালে, ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের মধ্যে উপেক্ষিত দরিদ্রদের একটি বিদ্রোহের পর জামাইকা একটি ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনী হয়ে ওঠে এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সামাজিক, সাংবিধানিক এবং অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই দ্বীপটি ১৯৬২ সালের ৬ ই আগস্ট ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং বর্তমানে এটি একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হিসাবে পরিচালিত হয়।

মে ৬। *১৯৪৪ সালের এই তারিখে, স্বাস্থ্যহীন অবস্থায় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে পড়া ৭৩বছর বয়সী মহাত্মা গান্ধীকে একটি অহিংস-আন্দোলনের নেতা হিসাবে নেতৃত্বে পদক্ষেপের জন্য তার সপ্তম এবং চূড়ান্ত কারাভোগ থেকে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।* তাঁর ভারতীয়

ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক "ভারত ছাড়ুন" প্রস্তাব অনুমোদনের পরে ১৯৪২ সালের ৯ ই আগস্ট তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যেটি *সত্যগ্রহ* নাগরিক-অবাধ্যতা আন্দোলন শুরু করেছিল তাত্ক্ষণিক স্বাধীনতা দাবির সমর্থনে। এর পরিবর্তে যখন গান্ধীর গ্রেপ্তার তাঁর অনুসারীদের মধ্যে হিংস্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তখন এটি ব্রিটিশ রাজাকে এরই মধ্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার এবং গান্ধীকে মনগড়া রাজনৈতিক গন্ধে কলুষিত করার চেষ্টায় ফেলে দিয়েছিল। প্রায় দুই বছর পর তাকে মুক্তি দেওয়ার পর গান্ধী নিজেই উপমহাদেশকে মুসলিম ও হিন্দু অঞ্চলগুলিতে বিভক্ত করার জন্য ক্রমবর্ধমান মুসলিম অনুভূতির মুখোমুখি হয়েছিল, এই ধারণার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ফলাফল এবং শর্তাদি উভয়ই ব্রিটিশরা নির্ধারণ করেছিল। অবশেষে ভারতীয় দাবির অযোগ্যতা স্বীকার করে, তারা ১৯৪৭ সালের ১৫ ই জুন সংসদে একটি আইন দ্বারা স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করে। সংঘবদ্ধ, ধর্মীয়ভাবে বহুজাতের ভারতের জন্য গান্ধীর প্রত্যাশার বিপরীতে, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন উপমহাদেশকে দুটি আধিপত্য, ভারত এবং পাকিস্তানে বিভক্ত করেছে এবং ১৫ ই আগস্টের মধ্যে প্রত্যেককেই আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বেশ কয়েক দশক পর গান্ধীর মহৎ দর্শনটি স্বীকৃত হয়েছিল, তবে, যখন তাকে টিআইএমএর "শতাব্দীর ব্যক্তি" ইস্যুতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর সম্মিলিত কাজ ও চেতনার বিষয়ে মন্তব্য করে ম্যাগাজিনে উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি "বিংশ শতাব্দিকে সমস্ত যুগের জন্য নৈতিক বাতিঘর হিসাবে কাজ করে এমন ধারণাগুলিতে জাগিয়ে তুলেছিল।"

মে ৭। *১৯১৫ সালের এই তারিখে জার্মানি লুসিটানিয়াকে ডুবিয়ে দেয় - যা গণহত্যার একটি ভয়াবহ কান্ড।* ব্রিটিশদের জন্য *লুসিতানিয়া* অস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী দ্বারা বোঝাই করা হয়েছিল - যা গণহত্যার আরও একটি ভয়াবহ কান্ড। তবে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ছিল এগুলি সম্পর্কে বলা মিথ্যা। জার্মানি নিউইয়র্কের পত্রিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলিতে সতর্কতা প্রকাশ করেছিল। এই সতর্কতাগুলি *লুসিতানিয়ায়* জলযাত্রার জন্য বিজ্ঞাপনের ঠিক পাশেই মুদ্রিত হয়েছিল এবং জার্মান দূতাবাস কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলি সতর্কতা সম্পর্কে নিবন্ধ লিখেছিল। চুনার্ড কোম্পানিকে এই সতর্কতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জার্মানি *প্রকাশ্যে* যুদ্ধক্ষেত্রের ঘোষণা দিয়েছিল বলে যাত্রার চাপের কারণে লুসিতানিয়া এর প্রাক্তন নাবিক ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়েছেন। এদিকে উইনস্টন চার্চিলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "বিশেষত জার্মানির সাথে আমেরিকা যুক্ত করার আশায় আমাদের উপকূলে নিরপেক্ষ শিপিংয়ের আকর্ষণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" এটি তার আদেশে ছিল যে সাধারণ ব্রিটিশ সামরিক সুরক্ষা *লুসিতানিয়াকে* সরবরাহ করা হয়নি, যদিও চুনার্ড জানিয়েছেন যে এটি সেই সুরক্ষার উপর নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকতে না পারায় পদত্যাগ করেছেন। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তার জন্য *লুসিতানিয়া* অস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছিল তা জার্মানি এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন, এবং তা সত্য ছিল। তবুও মার্কিন সরকার তখন বলেছিল এবং মার্কিন পাঠ্যপুস্তকগুলি এখনই বলেছে যে নির্দোষ *লুসিতানিয়াকে* কোনও সতর্কতা ছাড়াই আক্রমণ করা হয়েছিল, এমন একটি পদক্ষেপ যা যুদ্ধে প্রবেশের ন্যায্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। এর দু'বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনায় যোগ দিয়েছিল।

মা দিবস বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন তারিখে পালিত হয়। অনেক জায়গায় এটি মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার। মা দিবসের ঘোষণা (Mother's Day Proclamation) পড়ার এবং দিনটি শান্তিতে পুনর্নির্দিষ্ট করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।

মে ৮। *১৯৪৫ সালের এই তারিখে, যা ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল, ওসকার শিন্ডলার সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেওয়ার জন্য তিনি নাৎসিদের মৃত্যু শিবির থেকে বাঁচিয়ে রাখা ইহুদীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।* শিন্ডলার ব্যক্তিগতভাবে স্বাতন্ত্র্য বা নৈতিক নীতির মডেল ছিলেন না। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডে নাৎসিদের অনুসরণ করার পর, তিনি গেস্টাপো বড় ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য মহিলা, অর্থ এবং মদের ঘুষ দিয়ে ত্বরিত হয়েছিলেন। তাদের সহায়তায় তিনি ক্রাকোতে একটি এনামেলওয়্যার কারখানা অর্জন করেছিলেন যা তিনি সস্তা ইহুদি শ্রম দিয়ে চালাতে পারতেন। পরে শিন্ডলার ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নাৎসি বর্বরতার নিন্দা করতে শুরু করেছিলেন। ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে, ১৯৯৩ সালের সিনেমা *শিন্ডলার এর তালিকা (Schindler's List)* এ চিত্রিত, তিনি তাঁর ইহুদী কর্মীদের মধ্যে প্রায় ১,২০০ জনকে পোল্যান্ডের গ্যাস চেম্বারে প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, নাৎসি-অধিকৃত চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেনল্যান্ডের একটি কারখানার শাখায় ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তাদের স্থান পরিবর্তন করে। প্রথম ভি-ই দিবসে তাদের মুক্তির পর যখন তিনি তাদের সাথে কথা বললেন, তখন তিনি জোরালোভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন: "প্রতিশোধ এবং সন্ত্রাসের প্রতিটি কাজ এড়িয়ে চলুন।" শিন্ডলারের কাজ এবং কথা উন্নত বিশ্বের প্রত্যাশাকে উত্সাহিত করতে থাকে। যদিও তিনি ত্রুটিযুক্ত ছিলেন, তবু তিনি দুর্দান্ত অন্যায়গুলি সংশোধন করার জন্য সহানুভূতি এবং সাহস পেতে পারেন, এটি নির্দেশ করে যে ক্ষমতা আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছে। আজ, আমাদের আবার জাতীয় কিলিং মেশিন সমর্থিত শিকারী কর্পোরেট স্বার্থের একটি সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শিন্ডলারের সেই গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে যা কেবলমাত্র খুব অল্প কিছু লোকের স্বার্থকে পরিবেশন করে। পৃথিবী তখন একসাথে সাধারণ মানুষের বাস্তব চাহিদা মেটাতে কাজ করতে পারে, একটি প্রজাতি হিসাবে আমাদের বেঁচে থাকা এবং আমাদের সত্যিকারের মানবিক সম্ভাবনার উপলব্ধি সম্ভব করে তোলে।

মে ৯। *১৯৪৪ সালের এই তারিখে, এল সালভাদরের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি জেনারেল ম্যাক্সিমিলিয়ানো হার্নান্দেজ মার্তিনেজ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে অহিংস ছাত্র সংগঠিত জাতীয় ধর্মঘট শুরু করার পর তার পদত্যাগ করেছিলেন যা এল সালভাদরের বেশিরভাগ অর্থনীতি এবং নাগরিক সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছে।* ১৯৩০ এর দশকের গোড়ার দিকে ক্ষমতায় আসার পর মার্তিনেজ একটি গোপন পুলিশ বাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কৃষক সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিলেন, সংবাদকে সেন্সর করেছিলেন, গণ্যমান্য কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন, শ্রমকর্মীদের টার্গেট করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অনুষদ এই সরকারবিরোধী সংগঠন শুরু করে, শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী কর্ম ধর্মঘট শুরু করে যে মে মাসের

প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শ্রমিক ও পেশাজীবী সর্বস্তরের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে। ৫ মে স্ট্রাইকারদের আলোচনা কমিটি রাষ্ট্রপতির তাৎক্ষণিক পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিল। এর পরিবর্তে মার্টিনেজ রেডিওতে গিয়ে নাগরিকদের কাজে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এর ফলে জনগণের প্রসারিত বিক্ষোভ এবং আরও আক্রমণাত্মক পুলিশি পদক্ষেপ ঘটে যা একজন শিক্ষার্থী বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে। যুবকের শেষকৃত্যের পরে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীরা জাতীয় প্রাসাদের নিকটে একটি স্কোয়ারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল এবং কেবল প্রাসাদটিকে পরিত্যক্ত করতেই প্রাসাদে ছুটে যায়। তার অপশনগুলি সঙ্কীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি ৪ ই মে আলোচনা কমিটির সাথে বৈঠক করেন এবং অবশেষে পদত্যাগ করতে রাজি হন - পরের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পদক্ষেপ গৃহীত হয়। আরও মধ্যপন্থী কর্মকর্তা জেনারেল আন্দ্রেস ইগনাসিও মেনেনডেজকে দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদে মার্টিনেজরে স্থানে দেওয়া হয়েছিল, যিনি রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার আদেশ দিয়েছিলেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং সাধারণ নির্বাচনের পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন। তবে গণতন্ত্রের দিকে ধাক্কা অল্প সময়ের জন্য প্রমাণিত হয়েছিল। মাত্র পাঁচ মাস পরে মেনান্দেজ নিজেই এক অভ্যুত্থান দ্বারা পদচ্যুত হয়েছিলেন।

মে ১০। *১৯৮৪ সালের এই দিনে, নেদারল্যান্ডসের হেগের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত সর্বসম্মতিক্রমে নিকারাগুয়ার প্রাথমিক প্রতিরোধের আদেশের জন্য সম্মতি জানায়, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকারাগুয়ান বন্দরগুলির তলদেশে তার তলদেশে খনন বন্ধ করা উচিত ছিল যেখানে আগের তিন মাসে বিভিন্ন দেশের কমপক্ষে আটটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও আপত্তি ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এটি ইঙ্গিত করে যে এটি ইতিমধ্যে মার্চের শেষের দিকে অভিযান শেষ করেছে এবং তা পুনরায় শুরু করবে না। এই খননটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-অর্থায়িত গেরিলাদের সমন্বয়ে বামপন্থী স্যান্ডিনিস্তা সরকার এবং সিআইএ'র উচ্চ প্রশিক্ষিত লাতিন আমেরিকান কর্মীদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়েছিল। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, অভিযানগুলি হিট-এন্ড-রান অর্থনৈতিক নাশকতার জন্য দেশের অঞ্চল দখল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে "কনট্রাস" নামে পরিচিত গেরিলাদের কৌশলটিকে পুনর্নির্দেশ করার সিআইএর একটি প্রচেষ্টা ছিল। খনির জন্য ব্যবহৃত হস্তনির্মিত অ্যাকাস্টিক ডিভাইসগুলি কার্যকরভাবে বহির্গামী এবং আগত পণ্যগুলির চালনা নিরুত্সাহিত করে সেই লক্ষ্যটি পূরণে সহায়তা করেছিল। পাইকারগুলিতে সংগ্রহ করা নিকারাগুয়ান কফি এবং অন্যান্য রফতানি এবং আমদানিকৃত তেলের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে সানডিনিস্তা বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনায় সিআইএ সরাসরি ভূমিকা নিতে শুরু করে, এরপর সানডিনিস্তা সরকারকে আরও "গণতান্ত্রিক" করে গড়ে তুলতে এবং কিউবা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কম যোগাযোগের বিষয়টি প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরবর্তীতে স্বীকার করে। আন্তর্জাতিক আদালত তার অংশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিবৃতির ব্যাপারে রুলে যুুুক্ত করেছিল যে নিকারাগুয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতার "পুরোপুরি সম্মান করা উচিত এবং... কোনও সামরিক বা আধাসামরিক তৎপরতার দ্বারা বাধাগ্রস্থ হওয়া উচিত নয়।" এই বিধানটি অবশ্য সর্বসম্মত সমর্থন পায়নি। যদিও ১৪ থেকে ১ ব্যবধানে গৃহীত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক স্টিফেন সোয়েবেল "না" ভোট দিয়েছিলেন।

মে ১১। *১৯৯৯ সালের এই দিনে ইতিহাসের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে শুরু হয়েছিল।* সম্মেলনটি ১৮৯৯ সালের মে মাসে হেগ শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের শতবর্ষ পূর্তিকে চিহ্নিত করে, যা যুদ্ধ প্রতিরোধ ও এর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকে ঘিরে সমাজ এবং সরকারগুলির মধ্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। পাঁচ দিনেরও বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত ১৯৯৯ সালের হেগ আপিল ফর পিস কনফারেন্সে ৯ হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী, সরকারী প্রতিনিধি এবং ১০০ টিরও বেশি দেশের সম্প্রদায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ তা পরবর্তী জাতিসংঘের বৈঠকগুলির চেয়ে ভিন্ন যা পুরো সরকার কর্তৃক সংগঠিত ছিল না, বরং সমাজের সদস্য কর্তৃক সংগঠিত হয়েছিল, যারা তাদের সরকার না চাইলেও যুদ্ধবিহীন একটি বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত দেখিয়েছিল। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান, জর্দানের রানী নূর, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ৪০০ এর বেশি প্যানেল, ওয়ার্কশপ এবং গোলটেবিল বৈঠক, যুদ্ধ বিলোপের জন্য ও শান্তির সংস্কৃতি তৈরির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করেছিলেন। ফল হিসবে ৫০ টি বিস্তারিত কর্মসূচির একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা দ্বন্দ্ব রোধ, মানবাধিকার, শান্তিরক্ষা, নিরস্ত্রীকরণ, এবং যুদ্ধের মূল কারণগুলি মোকাবিলার জন্য কয়েক দশক দীর্ঘ আন্তর্জাতিক এজেন্ডা নির্ধারণ করেছিল। সম্মেলনটি সাফল্যের সাথে শান্তির সংজ্ঞা দিয়েছিল যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচারের অনুপস্থিতিকেও বুঝানো হয়েছিল। সেই ধারণা সম্প্রসারণের পর থেকে পরিবেশবাদী, মানবাধিকারের সমর্থক, বিকাশকারী এবং অন্যান্য যারা একত্রে শান্তির টেকসই সংস্কৃতির দিকে কাজ করার জন্য নিজেকে "শান্তিকর্মী" বলে ভাবেননি তাদের একত্রিত করা সম্ভব হয়েছিল।

মে ১২। *১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে ভার্জিনিয়ায় ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা পওহাতান ইন্ডিয়ানদের সাথে তথাকথিত শান্তি আলোচনা করেছিল, তবে তারা যে মদ সরবরাহ করেছিল তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিষ প্রয়োগ করেছিল, যার ফলে ২০০ জন পওহাতান গুলি করার পূর্বে হত্যার শিকার হয়েছিল এবং ৫০ জনকে মাথার খুলি বের করা হয়েছিল।* ১৬০৭ সাল থেকে যখন উত্তর আমেরিকার প্রথম স্থায়ী ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা জেমস্টাউন ভার্জিনিয়ার জেমস নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন উপনিবেশবাদীরা এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বাধীন পওহাতান কনফেডারেশন নামে আদিবাসীদের একটি আঞ্চলিক জোটের সাথে যুদ্ধ চালিয়েছিল। একটি বড় সমস্যা ছিল ভারতীয় জমিতে বসতি স্থাপনকারীদের সম্প্রসারণবাদী আক্রমণ। তা সত্ত্বেও যখন পওহাতনের মেয়ে পোকাহোন্টাস ১৬১৪ সালে বিশিষ্ট ইংরেজ উপনিবেশবাদী এবং তামাক চাষী জন রোল্ফকে বিয়ে করেছিলেন, পওহাতান অনিচ্ছায় উপনিবেশবাদীদের সাথে সীমাহীন যুদ্ধের জন্য রাজী হন। পোকাহোন্টাস জেমস্টাউন বন্দোবস্তে প্রাথমিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, তিনি বিখ্যাত ক্যাপ্টেন জন স্মিথকে ১৬০৭ সালে মৃত্যুদন্ড থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং ১৬১৩ সালে খ্রিস্টান ধর্মে জোর করে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে মিশনারি হিসাবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৬১৭ সালের মার্চ মাসে তার অকাল মৃত্যুতে অব্যাহত শান্তির সম্ভাবনা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ১৬১৮ সালে পওহাতান নিজে মারা যাওয়ার পর, তার কনিষ্ঠ ভাই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এরপর ১৬২২ সালের মার্চ

মাসে উপনিবেশবাদীদের বসতি ও বৃক্ষগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং তাদের এক তৃতীয়াংশ বাসিন্দাদের প্রায় ৩৫০ জনকে গুলি করে বা কুপিয়ে হত্যা করেছিলেন। এই "পোহাতান বিদ্রোহ " ১৬২৩ সালের মে মাসে উৎসাহী" শান্তি পার্লির "দিকে পরিচালিত করেছিল, যেখানে উপনিবেশবাদীরা অশুভ প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই চায় নায়। বিদ্রোহটি জেমস্টাউন বন্দোবস্তিকে পুরো বিশৃঙ্খলায় ফেলে রেখেছিল এবং ১৬২৪ সালে ভার্জিনিয়াকে একটি রাজকীয় কলোনী করা হয়েছিল। আমেরিকান বিপ্লব হওয়া পর্যন্ত এটিই অবশিষ্ট থাকবে।

মে ১৩। *১৮৪৬ সালের এই তারিখে মার্কিন কংগ্রেস ভোটের মাধ্যমে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রপতি জেমস কে পোকের অনুরোধটি অনুমোদন দিয়েছিল।* টেক্সাস সম্পৃক্ত সীমান্ত বিরোধের কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যা ১৮৩৬ সালে মেক্সিকো থেকে একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, কিন্তু ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে পোকের পূর্বসূরির জন টাইলার দ্বারা স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র/ টেক্সাস চুক্তিভুক্তির কংগ্রেসনাল পথ অনুসরণের পর মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের একটি রাজ্য হয়ে গড়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য হিসাবে, টেক্সাস রিও গ্র্যান্ডকে তার দক্ষিণ সীমানা হিসাবে দাবি করেছিল, অন্যদিকে মেক্সিকো উত্তর-পূর্বে ন্যুসেস নদীকে আইনী সীমানা হিসাবে দাবি করেছিল। ১৮৪৫ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপতি পক দুটি নদীর মধ্যে বিতর্কিত জমিতে সেনা বাহিনী স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মার্কিন সেনাবাহিনী রিও গ্র্যান্ডের সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে রিও গ্র্যান্ডে নিজেদের সেনা পাঠিয়ে মেক্সিকানরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ১১ ই মে, পোক কংগ্রেসকে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেছিল, এবং অভিযোগ করেছিল যে মেক্সিকান বাহিনী "আমাদের ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে এবং আমাদের মাটিতে নাগরিকদের রক্তপাত ঘটিয়েছে।" রাষ্ট্রপতির অনুরোধ দুই দিন পর কংগ্রেস কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে অনুমোদিত হয়েছিল, কিন্তু এটি আমেরিকান রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত উভয় তিরস্কারের প্রতিবাদ করেছিল। তা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বটি শেষ পর্যন্ত এমন শর্তে মীমাংসা হয়েছিল যা ন্যায়বিচারের পক্ষে না হয়ে উচ্চতর শক্তির পক্ষে ছিল। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে শান্তিচুক্তিটি যুদ্ধের অবসান করে রিও গ্র্যান্ডকে টেক্সাসের দক্ষিণের সীমানা বানিয়েছিল এবং ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ মেক্সিকোকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করেছিল। বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোকে ১৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে এবং মার্কিন নাগরিকদের সমস্ত দাবি মেক্সিকোর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করতে সম্মত করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।

মে ১৪। *১৯৪১ সালের এই তারিখে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবেকবান আপত্তিকারীদের প্রথম তরঙ্গ মেরিল্যান্ডের প্যাটপস্কো স্টেট ফরেস্টের একটি কর্ম শিবিরে তাদের দেশকে অর্থবহ বিকল্প পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার খবর দিয়েছিল।* অনেক আপত্তিকারীদের ক্ষেত্রে, সেই বিকল্প সুযোগ অনুসরণ করে কীভাবে ধর্ম বিশ্বাসকে রূপ দিতে পারে সে সম্পর্কে সমাজের উদার বোঝাবোঝির ফলস্বরূপ হয়েছিল। পূর্বে, প্রায় সমস্ত খসড়া-যোগ্য আমেরিকান পুরুষরা কোয়েকারস এবং মেনোনাইটের মতো ঐতিহাসিক "শান্তি গীর্জাগুলিতে" তাদের সদস্য পদের মাধ্যমে বিবেকবান-আপত্তিকারী

পদমর্যাদার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ১৯৪০ সালের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ও পরিষেবা আইন, যাইহোক, এই পদমর্যাদার জন্য এমন ব্যক্তিদের যোগ্যতা প্রসারিত করেছিলেন যারা কোনও ধর্মীয় পটভূমি থেকে বিশ্বাস অর্জন করেছিল যা তাদেরকে সকল ধরণের সামরিক পরিষেবার বিরোধিতা করতে বাধ্য করেছিল। ধারনা করা হয়েছিল যে যদি খসড়া তৈরি করা হয়, তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিদের "বেসামরিক নির্দেশে জাতীয় গুরুত্বের কাজ করার জন্য" অর্পণ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পুয়ের্তো রিকোতে প্যাটপস্কো শিবিরটি ছিল প্রথম ১৫২ টি শিবিরের প্রথম যেটি সিভিলিয়ান পাবলিক সার্ভিস নামে একটি প্রোগ্রামের অধীনে এ জাতীয় কাজের প্রসারকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছিল। মূলত বন, মাটি সংরক্ষণ, আগুন যুদ্ধ ও কৃষিক্ষেত্রের জন্য পরিসেবাটি ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ বিবেকবান আপত্তিকারীদের কাজের অ্যাসাইনমেন্ট সরবরাহ করেছিল। প্রোগ্রামটির অনন্য সংগঠন জনসাধারণের উদ্যোগের জন্য ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক সমর্থন আবেদন করে জনসাধারণের বিরোধী কুসংস্কারকে নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করেছিল। শিবিরগুলি মেনোনাইট, ব্রেদরেন এবং কোয়েকার গির্জার কমিটিগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল এবং পুরো কর্মসূচিতে সরকার এবং করদাতাদের কিছুই ব্যয় করতে হয়নি।
খসড়াগুলি মজুরি ছাড়াই পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাদের গির্জার ধর্মসভা এবং পরিবারগুলি তাদের প্রাসঙ্গিক চাহিদা পূরণের জন্য পুরোপুরি দায়বদ্ধ হয়েছিল।

মে ১৫। *১৯৯৮ সালের এই দিনে ফিলিস্তিনে তার প্রথম নকবা দিবস, বিপর্যয়ের দিনটি পালন করেছিল।* আরব ইসরায়েল যুদ্ধে (১৯৪৭-৪৯) ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুতি স্মরণ রাখার জন্য ফিলিস্তিনি ন্যাশনাল অথরিটির রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাত দিনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের পরের দিনটি নাকবা দিবস ধার্য্য করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরায়েল স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়, আজ যেখানে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখান থেকে তখন প্রায় ২৫০,০০০ ফিলিস্তিনি পালিয়ে গিয়েছিল বা তাদের স্থানচ্যুত করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন একটি নিয়মিত অনুশীলনে পরিণত হয়। সর্বমোট ৭৫০,০০০ ফিলিস্তিনি আরব যা প্রায় ফিলিস্তিনি আরব জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ; তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বা স্থানচ্যুত হয়েছিল। বিতাড়িত হওয়ার আগে এদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য ছিল তাদের অনেকেই পালিয়ে গিয়ে ফিলিস্তিনি অভিবাসীদের সঙ্গে মিলে ছিলেন। এদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য ছিল না তারা প্রতিবেশি দেশের শরণার্থী শিবিরে স্থায়ী হয়েছিলেন। এই দলবদ্ধ হয়ে দেশত্যাগের অসংখ্য কারণ ছিল; এর মধ্যে আরব গ্রামগুলোর ধ্বংসসহ (৪০০ থেকে ৬০০ এর মাঝামাঝি সংখ্যক গ্রাম ধ্বংসসাধন পূর্বক লুণ্ঠন এবং শহুরে ফিলিস্তিন ধ্বংস করা হয়); ইহুদি সেনাবাহিনী অগ্রসর হতে থাকায় এবং দার ইয়াসিন গণহত্যার পর আরেকটি গণহত্যার আতংক; ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরাসরি বিতাড়নের আদেশ; ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব ভেঙ্গে পড়া; এবং ইহুদি নিয়ন্ত্রণের অধীনে বসবাসের অনিচ্ছা। পরবর্তীতে, প্রথম ইসরায়েলি সরকারের ধারাবাহিক আইন পাস যা ফিলিস্তিনিদের তাদের বাড়িতে ফিরে আসা এবং তাদের সম্পত্তির দাবি করতে বাধা দেয়। আজ পর্যন্ত অসংখ্য ফিলিস্তিনি এবং তাদের উত্তরসূরীরা শরণার্থী হয়ে আছে। শরণার্থী হিসেবে তাদের পদমর্যাদা, সেইসাথে ইসরায়েল তাদের বাড়িতে ফিরতে দেওয়ার তাদের দাবিকৃত অধিকারগুলো প্রদান করবে কিনা বা তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে কিনা তাই চলতে থাকা ইসরায়েল-

ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয়। কিছু ঐতিহাসিকগণ ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নকে জাতিগত নির্মূলকরণ বলে বর্ণনা করেছেন।

মে ১৬। *১৯৬০ সালের এই দিনে প্যারিসে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডউইট আইজেনআওয়ার এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, উভয় পক্ষই এর মাধ্যমে দ্বি-পক্ষিক সম্পর্ক উন্নতির আশা করেছিল, তার বদলে সম্মেলনটি দুই পক্ষের ক্রোধের কারণে ভেঙ্গে যায়।* পনের দিন আগে প্রথমবারের মতো সোভিয়েত সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল যুক্তরাষ্ট্রের হাই-অ্যাটমোসফিয়ার ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানকে সোভিয়েত ভূ-খন্ডে ভূপাতিত করে, কারণ এটি ভূমিতে সামরিক স্থাপনার বিস্তারিত ছবি তুলেছিল। বাইশবার ইউ-২ উড্ডয়নের পর এবং যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বের কর্মসূচীগুলো অস্বীকার করার পর অবশেষে ক্রুশ্চেভ একটি কর্মসূচীর প্রমাণ পান। আইজেন আওয়ার যখন ক্রুশ্চেভের দাবি অনুযায়ী ভবিষ্যতের সকল গোয়েন্দা বিমানের উড্ডয়নে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করেন তখন ক্রুশ্চেভ রেগে সভা ত্যাগ করে কার্যকরভাবে সম্মেলন শেষ করেন। গোয়েন্দা বিমান উড্ডয়নের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ)'র উদ্ভাবন ছিল। ১৯৫৩ সাল থেকে, সংস্থাটির প্রধান ছিলেন অ্যালান ডালেস যিনি তীব্র সাম্যবাদ বিরোধী এবং বিদেশাতংক পরিবেশে, একটি নৈতিকভাবে দেউলিয়া গোপন সরকারের জন্ম দেন। এ রকম অসংখ্য সীমালঙ্ঘন আবিষ্কৃত হয়েছে ডেভিড ট্যালবটের ২০১৫ সালে প্রকাশিত বই *দ্যা ডেভিল'স চেজবোর্ড এ...*। ট্যালবোট উল্লেখ করেছেন এটা ছিল সিআইএ যা "শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন" আনা এবং গোপনে ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা ও বিদেশী নেতাদের হত্যা করার জন্য অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র নীতির হাতিয়ার ছিল। ট্যালবট জোরালোভাবে জানিয়েছেন যে সিআইএ কিউবায় ব্যর্থ পিগ উপসাগর আক্রমণ উপস্থাপিত করে যাতে তরুণ রাষ্ট্রপতি কেনেডিকে দ্বীপটিতে বোমা ফেলার জন্য জোর করা যায় এবং সেখানে নৌসেনা পাঠানো যায়। এরকম অসততা এবং প্রতারণা যদি সত্য হয় তাহলে তা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে কিভাবে শীতল যুদ্ধের গোঁড়ামি অ্যামেরিকার রাজনীতিকে বিকৃত করেছে, দেশটির গণতান্ত্রিক নীতিগুলো পতনসাধনের চেষ্টা করেছে, এবং একটি অন্ধকার দেশকে লালন করেছে, যারা তা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে তাদেরকে দেশটি শারীরিক ও নৈতিক আক্রমণ করতে ইচ্ছুক হয়েছে।

মে ১৭। *১৯৬৮ সালের এই দিনে, ক্যাটনসভাইল, মেরিল্যান্ডে নয়জন মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচন করার ফাইলগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।* ক্যাথলিক নাগরিক অধিকার কর্মী ডেভিড ডার্স্ট, জন হোগান, টম লুইস, মারজরি ব্র্যাডফোর্ড মেলভাইল, থমাস মেলভাইল, জর্জ মিশে, এবং মেরি ময়লান সহ ফাদার ড্যানিয়েল এবং ফাদার বেরিগান বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচন করা ও চলতে থাকা ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে ক্যাটনসভাইল, এমডিতে সিলেক্টিভ সার্ভিসের কার্যালয়ে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচিত করার শত শত রেকর্ড বাড়িতে বানানো নাপাম বোমা দিয়ে ধ্বংস করার জন্য গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে তাদের কারাবন্দী করা এবং সংবাদপত্রগুলো তাদের কথা শেয়ার করায় অনেকে ক্রুদ্ধ হন। ফাদার ড্যানিয়েলের কথায়, "প্রিয় বন্ধুরা, ভালো আদেশ ভঙ্গের জন্য,

বাচ্চাদের বদলে কাগজ পোড়ানোর জন্য, আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা,...আমরা পারছি না, সুতরাং অন্যথা কিছু করতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।" বাল্টিমোরে বিচার শুরু হলে "এই নয়জন" বাধ্যতামুলক সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে পুরো দেশের অনেক দলের সমর্থন পায়। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন এমন অনেক যাজক, 'গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য ছাত্রর' নামক সংগঠন, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং বাল্টিমোর কল্যানমূলক কর্মী সংঘের থেকেও সমর্থন পেয়েছিল। নয়জনের মুক্তি ও শুধু ভিয়েতনামে না বরং দক্ষিণ অ্যামেরিকা, আফ্রিকা, এবং পুরো বিশ্ব জুড়ে প্রতীয়মান বাড়তে থাকা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচনের দ্বারা আরোপিত "নির্বাচিত দাসত্ব" এর সমাপ্তির দাবিতে হাজার হাজার মানুষ বাল্টিমোরের রাস্তায় মিছিল করেন। বিচার চলাকালীন সময়ে নয়জন এ বিষয়টি পরিষ্কার করলেন যে যখন নৈতিক, ধর্মীয়, এবং দেশপ্রেমের নীতি অসঙ্গত হয়,তখন নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য করা ছাড়া আর কিছু করার থাকেনা। নয়জন কখনো তাদের কাজকে অস্বীকার করেননি বরং তাদের লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। অপরাধের রায়, দোষী সব্যস্তকরণ, এবং নয়জন অভিযোগকারীর উপর দণ্ডাজ্ঞা আরোপ করা সত্ত্বেও যারা অ্যামেরিকার যুবসমাজের কখনো শেষ হবে না এমন যুদ্ধে যোগদানের শাস্তির বিরোধিতা করেছে এই সংকল্প তাদের অব্যাহতভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে।

মে ১৮। *১৮৯৯ সালের এই দিনে হেগ শান্তি সম্মেলন শুরু হয়।* "নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তির জন্য" রাশিয়া এই সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ ছাব্বিশটি দেশের প্রতিনিধিরা যুদ্ধের বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য মিলিত হয়। প্রতিনিধিরা তিনটি কমিশনে বিভক্ত হয়ে তাদের ভাবনা উপস্থাপন করেন। প্রথম কমিশন সর্বসম্মত হয় যে "পৃথিবীকে এত নিপীড়ন করা সামরিক আক্রমণের সীমাবদ্ধতা ব্যাপকভাবে আকাঙ্খিত।" দ্বিতীয় কমিশন যুদ্ধের নীতি বিষয়ে ব্র্যাসেলস ঘোষণা এবং রেড ক্রসের কর্তৃক সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য জেনেভা কনভেনশন দুটোকেই পুনরায় পরিক্ষা করার প্রস্তাব দেয়। তৃতীয় কমিশনটি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতার আহ্বান জানায় আর তা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব আর্বিট্রেশন প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে। নীতি ও পদ্ধতিগুলো তত্ত্বাবধান করে আইন গঠন করার জন্য বাহাত্তর জন বিচারককে পক্ষপাতিত্বহীন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল। ১৯০১ সালের ১৮ মে'র মধ্যে কোর্টটি প্রতিষ্ঠিত হয় "তখন পর্যন্ত যৌথ শক্তির দ্বারা গৃহীত বিশ্বব্যাপী মানবিক চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মুখের পদক্ষেপ হিসেবে, কারণ এটি চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ দুর করবে, উপরন্তু, স্থায়ী কোর্ট অব আর্বিট্রেশনের জন্য একটি স্থায়ী কোর্ট ভবন ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হলে শান্তির কারণটি ব্যাপকভাবে লাভবান হবে বলে অভিমত দেয়া হয়..." সাত বছরের মধ্যে ১৩৫টি মধ্যস্থতাকারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার ১২টিতে যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশগুলো তাদের মতানৈক্যের বিষয়গুলো দ্য হেগ ট্রিবুনালে নিবেদন করতে সম্মত হলো যখন তারা "স্বাধীনতা, সম্মান, গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলো, বা চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোতে সার্বভৌমত্বের অনুশীলনের বিষয়ে আইন ভঙ্গ করে না এবং এই শর্তে যে সরাসরি কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা বা যে কোন সমঝোতার উপায় দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান লাভ করা অসম্ভব হয়।"

মে ১৯। *১৯৬৭ সালের এই তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তি অনুমোদন করে যা পৃথিবীর চারদিকের কক্ষপথে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনা নিষিদ্ধ করেছিল।* এই চুক্তিতে দেশগুলিকে চাঁদ, গ্রহ বা অন্য কোনও "মহাজাগতিক ক্ষেত্র" গুলিকে সামরিক ফাঁড়ি বা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল। সোভিয়েতরা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার আগে, "আউটার স্পেস ট্রিটি" চুক্তিটি ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে জোর করে কার্যকর হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং কয়েক ডজন অন্যান্য দেশে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং স্বীকৃতি পেয়েছিল। এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, যা জাতিসংঘের নেতৃত্বে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক অস্ত্রসমূহ পরবর্তী সীমান্তে ভালভাবে স্থান তৈরি করতে পারে সেই ব্যাপক ভয় নিয়ে উপস্থাপন করেছিল। সোভিয়েতরা প্রথমদিকে মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য একমত হওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছিল, তারা জোর দিয়েছিল যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী ঘাঁটিগুলি বাদ দিয়ে দেয় যেখানে তারা ইতিমধ্যে স্বল্প-পরিসরে এবং মাঝারি-পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছিল - এই দাবিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / সোভিয়েট লিমিটেড টেস্ট ব্যান ট্রিটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর সোভিয়েতরা প্রয়োজনীয়তাটি বাতিল করে দেয়, যা ভূগর্ভ ছাড়া অন্য সবখানে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করেছিল। এর পরের দশকগুলিতে মার্কিন সেনা যুদ্ধ চালানোর জন্য মহাকাশ ব্যবহার করেছিল এবং মহাকাশে অস্ত্রায়ন এবং পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশগুলির উদ্যোগকে প্রতিহত করেছিল। ক্ষেপণাস্ত্রগুলি টার্গেট করার জন্য উপগ্রহের ব্যবহার করা, এবং "পূর্ণ বর্ণালী আধিপত্য " এর লক্ষ্য হিসাবে মহাকাশে অস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন বিকাশের অংশটি মার্কিন সেনা উল্লেখ করেছিল- এমন একটি ধারণা যা এখনও প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এর উল্লেখ করা স্টার ওয়ার্স বা মিসাইল ডিফেন্স অন্তর্ভূক্ত করে।

মে ২০। *১৯৬৮ সালের এই তারিখে বোস্টনের অত্যন্ত প্রগতিশীল আর্লিংটন স্ট্রিট ইউনিটারিয়ান চার্চটি ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধীদের আশ্রয় দেওয়ার প্রথম উপাসনালয় ছিল।* দু'জন আশ্রয় গ্রহণকারীর মধ্যে উইলিয়াম চেজ নামক এক সৈন্য বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত ছিলেন, যিনি নয় দিন পরে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেণ এবং একজন বিবেকবান আপত্তিকারী হিসাবে তার পদমর্যাদার বিষয়ে আশ্বাস পেয়েছিলেন। কিন্তু রবার্ট টালম্যানসন, একজন ড্রাফ্টি যিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সফলভাবে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শালরা চার্চের উঁচু স্থান থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং বিক্ষোভকারী কর্তৃক বোস্টন পুলিশের সহায়তায় তাকে পাহারা দেয়া হয়েছিল। আশ্রয় অনুমোদন দেওয়ার সময় আর্লিংটন স্ট্রিট চার্চ ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপেলিন উইলিয়াম স্লোয়ান কফিনের কাছ থেকে নেতৃত্ব নিয়েছিল, যিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ভিয়েতনামে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিরোধকে কার্যকর প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। গত অক্টোবর মাসে চার্চে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন সময় কফিন এই আবেদনটি করেছিলেন। এতে ৬০ জন লোক তাদের খসড়া কার্ডগুলি চার্চের চেনসেলে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং আরও ২৮০ জন তাদের খসড়া কার্ডগুলি কফিন এবং অর্লিংটন স্ট্রিটের মন্ত্রী ডাঃ জ্যাক মেন্ডেলসোহন সহ চারজন পাদরিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যাদের প্রত্যেকে যুদ্ধ প্রতিরোধকারীদের সাথে সহযোগিতা করে সম্ভাব্য শাস্তির ঝুঁকি নিয়েছিলেন। পরের রবিবার ডাঃ মেন্ডেলসোহন

তাঁর ধর্মসভায় সরাসরি ভাষণ দিয়েছিলেন যা সেই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেছিল: "যখন... যারা আছেন " তিনি বলেছিলেন, " তাদের নামে মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরোধিতা করার প্রতিটি আইনই তাদের সরকার কার্যকর না করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে... এবং পরিবর্তে নাগরিক অবাধ্যতার গেথসেমিনকে বেছে নিয়েছে, চার্চ কীভাবে তাতে সাড়া দেবে? আপনি জানেন যে [চার্চ] গত সোমবার কীভাবে উত্তর দিয়েছিল। তবে অবিচ্ছিন্ন উত্তর, যা সত্যিই গণনা করা হয়েছিল তা আপনারই।"

মে ২১। *১৯৭১ সালের এই তারিখে আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট (এ. আই. এম.) এর সদস্যরা উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে একটি পরিত্যক্ত মার্কিন নৌ বিমান স্টেশন দখল করেছিলেন*। এ. আই. এম. সদস্যগণ এবং অন্যান্য ভারতীয় সংস্থা ও খুব শীঘ্রই নিকটতম বিমান কেন্দ্রের উপজাতিরা মিনিয়াপলিসের নিকটে এই একই দখল গ্রহণ করেছিল ৫ দিন আগে, যেখানে তারা একটি সর্বভারতীয় স্কুল এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছিল। এই পদক্ষেপটি ১৮৬৮ সালের সায়ক্স ট্রিটি ৬ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে ন্যায্য হয়েছিল যে, সম্পত্তিটি মূলত ভারতীয়দের ছিল এবং যদি সরকার তা ত্যাগ করে তাহলে সেটা তাদের (ভারতীয়দের) কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে, যেহেতু ২১ শে মে পরিত্যক্ত মিলওয়াকি স্টেশন হস্তান্তর সম্পর্কিত নৌ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, মিনিয়াপোলিস সুবিধার দখলকারীরা তাদের পরিকল্পনার অবসানসহ গ্রেপ্তার হয়েছিল। পাঁচটি প্রাথমিক স্থানীয় আমেরিকান লক্ষ্য অনুসরণে ১৯৬৮ সালে এ.আই. এম. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পুনর্জীবন, আইনী অধিকার সংরক্ষণ, উপজাতি অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন এবং অবৈধভাবে দখল হওয়া উপজাতিদের জমি পুনরুদ্ধার। এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সংস্থাটি বেশ কয়েকটি স্মরণীয় বিক্ষোভের সাথে জড়িত হয়। এগুলির মধ্যে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আলকাট্রাজ দ্বীপ দখল অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৯৭২ সালের মার্কিন চুক্তি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে নিয়মিত অগ্রগতি; এবং ১৯৭৩ সালে ক্ষতবিক্ষত হাঁটুতে ভারতীয় সরকারের নীতিগুলি প্রতিবাদ করার জন্য একটি স্থান দখল করেছিল। আজ, সংগঠনটি দেশব্যাপী তার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করে চলেছে। এ. আই. এম. এর ওয়েবসাইটে এ. আই. এম. দাবি করে যে স্থানীয় আমেরিকান সংস্কৃতি "গর্ব ও প্রতিরক্ষা" করার যোগ্য এবং সমস্ত স্থানীয় আমেরিকানকে "আধ্যাত্মিকভাবে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে, এবং সর্বদা মনে রাখতে বলা হয়েছে যে আন্দোলনটি নেতাদের সাফল্য বা ত্রুটিগুলির চেয়ে বৃহৎ।"

মে ২২। *১৯৯৮ সালের এই দিনে উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের ভোটাররা নর্থ আয়ারল্যান্ড পিস অ্যাকর্ডকে অনুমোদন দিয়েছিল, এটি গুড ফ্রাইডে এগ্রিমেনট হিসেবে পরিচিত, যা উত্তর আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী এবং ইউনিয়নবাদীদের মধ্যে প্রায় ৩০ বছরের সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছিল।* ১৯৯৮ সালের ১০ই এপ্রিল চুক্তিটি, গুড ফ্রাইডে বেলফাস্টে সম্মতি পায়, যার দুটি অংশ ছিল, একটি উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বহুদলীয় চুক্তি (ডি. ইউ. পি. , ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নবাদী দল ছিল যা একমাত্র দল ছিল যা সম্মতি দেয়নি) এবং অন্যটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের প্রজাতন্ত্রের সরকারের মধ্যে হয়েছিল। এই চুক্তিটি অনেকগুলি সংস্থা তৈরি করেছিল যা উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র এবং যুক্তরাজ্যকে যুক্ত

করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ড অ্যাসেমব্লী, আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সাথে আন্তঃসীমান্ত সংস্থা এবং যুক্তরাজ্য ও আইরিশ প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্টস এর সাথে যুক্তরাজ্য (স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড) জুড়ে সংঘবদ্ধ সংস্থাগুলি যুক্ত হয়েছিল। এছাড়াও এই চুক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সার্বভৌমত্ব, নাগরিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, অস্ত্রের ক্ষয়, নমনীয়করণ, ন্যায়বিচার এবং পুলিশিং সংক্রান্ত চুক্তি। উত্তরাঞ্চলীয় আইরিশ জাতীয়তাবাদী সংগঠন সিন ফেনের সভাপতি গেরি অ্যাডামস আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী ও ইউনিয়নবাদীদের মধ্যে আস্থার ঐতিহাসিক ব্যবধানটি “সাম্যের ভিত্তিতে সরে যাবে”। আমরা এখানে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। ” আলস্টার ইউনিয়নবাদী নেতা ডেভিড ট্রিম্বল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে তিনি দেখেছিলেন "একটি দুর্দান্ত সুযোগ... নিরাময় প্রক্রিয়া শুরু করতে। " রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের নেতা বার্তি আহরন যোগ করেছিলেন যে তিনি আশা করেন "রক্তাক্ত অতীতের" নীচে একটি লাইন আঁকতে। ১৯৯৯ সালের ২রা ডিসেম্বর অ্যাকর্ডটি কার্যকর হয়েছিল।

মে ২৩। *১৮৩৮ সালের এই দিনে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে স্থানীয় আমেরিকানদের চূড়ান্ত অপসারণ শুরু হয় মিসিসিপি নদীর পশ্চিম দিকে যেগুলি ভারতীয় অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।* ১৮২০ সালের দশকের মধ্যে, দক্ষিণ-পূর্বের ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা আরও জমি দাবি করেছিল। তারা ভারতীয় জমিতে অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল এবং ফেডারাল সরকারকে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে ভারতীয়দের সরানোর জন্য চাপ দেওয়া শুরু করেছিল। ১৮৩০ সালে, রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জ্যাকসন কংগ্রেস দ্বারা ভারতীয় অপসারণ আইনটি পাস করতে সক্ষম হয়েছিল। এই আইনটি ফেডারেল সরকারকে ভারতীয়দের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জমির মালিকানা ধ্বংস করার অনুমতি দিয়েছিল। জোর করে আইনটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যদিও তা মার্কিন কংগ্রেসম্যান ডেভি ক্রকেট টেনেসিসহ কিছু ব্যক্তি কর্তৃক তীব্রভাবে বিরোধিতা করা হয়েছিল, যা তাড়াতাড়ি অনুসরণ করা হয়েছিল। এই আইনটি স্থানীয় আমেরিকানদের প্রভাবিত করেছিল যা পাঁচ সভ্য উপজাতি হিসাবে পরিচিত: চেরোকি, চিকাসাও, চক্টো, ক্রিক এবং সেমিনোল। চক্টোকেই ১৮৩১ সালের শুরুর দিকে প্রথমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেমিনোলসদের প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ১৮৩২ সালের শুরুতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ১৮৩৪ সালে ক্রিকদের সরানো হয়েছিল। এবং ১৮৩৭ সালে ছিল চিকাসাওদের স্থানান্তরের পালা। ১৮৩৭ সালের মধ্যে এই চারটি উপজাতির স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে, ৪৬,০০০ ভারতীয়দেরকে জন্মভূমি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, এবং ২৫ মিলিয়ন একর জায়গা ইউরোপীয় বন্দোবস্তের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৩৮ সালে কেবল চেরোকি স্থানান্তরিত হওয়া বাকি ছিল। তাদের জোরপূর্বক স্থানান্তর রাষ্ট্র ও স্থানীয় মিলিশিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যারা চেরোকিকে ঘিরে রেখেছিল এবং তাদেরকে বিশাল এবং বিড়ম্বিত শিবিরে জরাজীর্ণ করেছিল। উপাদানগুলিতে অনাবৃত হওয়া, দ্রুত সংক্রামক রোগ ছড়া, স্থানীয় সীমান্তরক্ষীদের দ্বারা হয়রানি, এবং অপর্যাপ্ত খাবারের কারণে ১৬,০০০ জন চেরোকির মধ্যে ৮,০০০ জন নিহত হয়েছিল যারা প্রতিবাদ যাত্রা শুরু করেছিল। ১৮৩৮ সালে জোর করে চেরোকিদের স্থানান্তর করা হয়েছিল যা অশ্রুর ট্রেইল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

মে ২৪। *প্রতি বছর এই তারিখে, আন্তর্জাতিক নারী শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ দিবস (আই ডাব্লু ডি পি ডি) বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে থাকে।* ১৯৮০ এর দশকের শুরুর দিকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত আই. ডাব্লু. ডি. পি. ডি. আন্তর্জাতিক শান্তি-নির্মাণ ও নিরস্ত্রীকরণ প্রকল্পে মহিলাদের ঐতিহাসিক এবং বর্তমান প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছিল। আই. ডাব্লু. ডি. পি. ডি. এর ওয়েবের ঘোষণা অনুসারে, নারী কর্মীরা এটি সম্মানিত করেছেন, তারা হিংসাকে বিশ্বের চ্যালেঞ্জের সমাধান হিসাবে অস্বীকার করেছে এবং এটি সামরিক নয় – মানবতার প্রয়োজন পূরণ করে এমন একটি ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য কাজ করছে। শান্তির জন্য নারীদের সক্রিয়তার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, ১৯১৫ সালের আগে থেকে, যখন নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে যুদ্ধরত এবং নিরপেক্ষ উভয় দেশের প্রায় ১,২০০ জন নারী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। স্নায়ু যুদ্ধের সময় বিশ্বব্যাপী মহিলা কর্মী দলগুলি সংগঠিত সম্মেলনে, শিক্ষা প্রচারণা, সেমিনার এবং বিক্ষোভ আয়োজন করেছিল যা অস্ত্র মজুদ সমাপ্তির লক্ষে, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্য ব্যবহার রোধ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি শেষের দিকে আসলে মহিলাদের শান্তি আন্দোলন এজেন্ডাটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছিল। নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরণের ঘরোয়া সহিংসতা যুদ্ধে অভিজ্ঞ সহিংসতার সাথে যুক্ত হতে পারে এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত এবং এই গার্হস্থ্য শান্তি নারীর প্রতি সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধার সাথে জড়িত, আন্দোলনের মধ্যে কর্মীর দলগুলি নিরস্ত্রীকরণ এবং নারী অধিকার এই দ্বৈত লক্ষ্য অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল মহিলা, শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহন করেছিল, যাতে নিরস্ত্রীকরণ, নির্গমন এবং পুনর্বাসন সহ শান্তি সমর্থনের সব ক্ষেত্রে লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রয়েছিল। সেই দলিল এখনও শান্তির কারণ হিসাবে মহিলাদের সরাসরি অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসাবে কাজ করে।

মে ২৫। *১৯৩২ সালের এই দিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অতিরিক্ত আর্মি ওয়াশিংটন ডিসিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল এবং ডগলাস ম্যাক আর্থার কর্তৃক টিয়ার গ্যাস আক্রমণের শিকার হয়েছিল।* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যোদ্ধাদের কংগ্রেস এই শর্ত দিয়ে একটি বোনাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তাদের পাওনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ১৯৩২ সালের মধ্যে 'ডিপ্রেসন' এর ফলে বহু যোদ্ধা বেকার ও গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। "বোনাস এক্সপিডিশনারি ফোর্স" হিসাবে প্রায় ১৫,০০০ জন সংগঠিত হয়ে ওয়াশিংটনে এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তাদের অর্থ প্রদানের দাবি জানিয়েছিলেন। তারা তাদের পরিবারের জন্য একত্রে আশ্রয় স্থাপন করেছিলেন এবং কংগ্রেসের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় তারা রাজধানী থেকে নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয়ের ফলে প্রতিটি প্রবীণকে তাদের সম্মানজনক পদত্যাগের অনুলিপি সরবরাহ করার প্রয়োজন হয়েছিল। বেইফের প্রধান, ওয়াল্টার ওয়াটারস তখন বলেছিলেন: “আমরা এখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছি এবং আমরা অনাহারে ভুগবো না। আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সৎ একটি যোদ্ধা সংগঠন হিসেবে রাখতে যাচ্ছি। যদি বোনাস প্রদান করা হয় তবে তা হ্রাসযোগ্য অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে অনেকাংশে আমাদের মুক্তি দিবে।” ১৭ জুন এ, বোনাসটি ভোটগ্রহণ এর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছিল, এবং কংগ্রেস ১৭ জুলাই এ স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত প্রবীণরা রাজধানীতে একটি

নীরব "ডেথ মার্চ" শুরু করেছিলেন। ২৮ জুলাই, এট্টি। জেনারেল পুলিশ এর মাধ্যমে তাদের সরকারী সম্পত্তি থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা এসে তাদের দু'জন মিছিলকারীকে হত্যা করে। তারপরে রাষ্ট্রপতি হুভার সেনাবাহিনীকে বাকীদের সাফ করার নির্দেশ দেন। জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার মেজর ডুইট ডি আইজেনহওয়ারের সাথে মেজর জর্জ প্যাটনের নেতৃত্বে একটি গোলন্দাজবাহিনীকে ছয়টি ট্যাঙ্ক সহ প্রেরণ করলেন, তখন যোদ্ধারা ধরে নিলেন যে তাদের সমর্থন দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে তাদের উপর টিয়ার গ্যাস ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের শিবিরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এলাকার হাসপাতালগুলো যোদ্ধাদের দিয়ে ভর্তি থাকায় দু'জন শিশু মারা গিয়েছিল।

মে ২৬। *১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের এই তারিখে ইংরাজী উপনিবেশবাদীরা মাইস্টিক, কানেটিকটের একটি বড় পিকুইট গ্রামে একটি রাত্রিকালীন হামলা চালিয়েছিল এবং ৬০০ থেকে ৭০০ জন বাসিন্দাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল।* ম্যাসাচুসেটস বে-তে মূলত পিউরিটান বন্দোবস্তের অংশ ছিল, ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা কানেটিকাটে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পিকুইটদের সাথে ক্রমবর্ধমান সংঘাতে জড়িয়ে গিয়েছিল। ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য ম্যাসাচুসেটস বে-এর গভর্নর জন এন্ডিকোট ১৬৩৭ সালের বসন্তে একটি বিশাল সামরিক বাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন। পিকুট অবশ্য এই আন্দোলনকে প্রতিহত করেছিল, এর পরিবর্তে তাদের ২০০ জন যোদ্ধাকে উপনিবেশিক বসতিতে আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করে ছয় পুরুষ এবং তিনজন মহিলাকে হত্যা করেছিল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপনিবেশিকরা মিস্টিক এর পিকট গ্রামে আক্রমণ করেছিল যা এখন মিস্টিক গণহত্যা নামে পরিচিত। উপনিবেশিক ক্যাপ্টেন জন ম্যাসন, প্রায় ৩০০ মহেগান, নররাগানসেট এবং ন্যান্টিক যোদ্ধাদের সমর্থিত একটি মিলিশিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি গ্রামটিকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার এবং তার চারপাশের লোহার বেষ্টনী থেকে যে দুটি বের হবার রাস্তা ছিল তা আটকে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। লোহার বেষ্টনী এর উপরে ওঠার চেষ্টা করা আটকে থাকা পিকুয়েটরা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল এবং যারা সফল হয়েছিল তারা নারাগানসেট যোদ্ধাদের হাতে মারা গিয়েছিল। এটা কি গণহত্যা ছিল, বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ এর দাবি মতো? উপনিবেশিক অধিনায়ক জন আন্ডারহিল, যিনি হামলার সময় ২০-সদস্যের মিলিশিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার নারী, শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থদের হত্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। তিনি শাস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যা "মহিলা এবং শিশুদের অবশ্যই তাদের পিতামাতার সাথে প্রাণ হারাতে হবে বলে ঘোষণা কর..। আমাদের কাজের জন্য ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের পর্যাপ্ত আলো ছিল।" ১৬৩৭ সালের জুন ও জুলাই মাসে পিকুট গ্রামগুলিতে দুটি অতিরিক্ত হামলার পরে, পিকুট যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বেশিরভাগ বেঁচে থাকা আদিবাসী ইন্ডিয়ান্দের দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়।

মে ২৭। *১৯০৭ সালে এই তারিখে মেধাবী প্রকৃতি বিষয়ক লেখক এবং অগ্রণী আমেরিকান পরিবেশবিদ রাচেল কারসন মেরিল্যান্ডের সিলভার স্প্রিংয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* ১৯৬২ সালে কারসন 'সাইলেন্ট স্প্রিং' প্রকাশের সাথে সাথে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল, ডিডিটির মতো রাসায়নিক কীটনাশকের অপব্যবহারের

ফলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় যে ঝুঁকি রয়েছে সে সম্পর্কে তার বইটি যুগান্তকারী। কারসন মার্কিন সমাজের তার নৈতিক সমালোচনার জন্যও স্মরণীয় হতে পারে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকের বিজ্ঞানী এবং বামপন্থী চিন্তাবিদদের একটি বিশাল বিদ্রোহের অংশ ছিলেন যা মাটির উপরের পারমাণবিক পরীক্ষার দ্বারা বিকিরণের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ থেকেই প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার এক বছর আগে ১৯৬৩ সালে কারসন ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় ১,৫০০ চিকিৎসকের সামনে বক্তৃতায় নিজেকে প্রথম "বাস্তুবিদ" হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। লোভ, আধিপত্য, এবং নৈতিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের উপর একটি বেপরোয়া বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি বিরাজমান সামাজিক নীতিবিরোধকে অস্বীকার করে, তিনি আবেগপূর্ণভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমস্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক আন্তঃসংযোগ এবং আন্তঃনির্ভরতার সংহত নেটওয়ার্কের অংশ যা তারা কেবল তাদের বিপদেই হুমকী দেয়। আজ যেমন জলবায়ু বিশৃঙ্খলা, পারমাণবিক হুমকি, এবং আরও "ব্যবহারযোগ্য" পারমাণবিক অস্ত্রের আহ্বান জানিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্ববাসী এখনও বিপথগামী - যদিও আরও বিপজ্জনকভাবে - কার্সন পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন সামাজিক নীতি দ্বারা। এখন আগের চেয়ে এখন সময় এসেছে যে, পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলি অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধবিরোধী সংস্থাগুলির গঠনমূলকভাবে শান্তির জন্য কাজ করার প্রয়াসে দেয়ার। তাদের লক্ষ লক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্যদের মাধ্যমে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি কার্যকরভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যে পারমাণবিক অস্ত্র এবং যুদ্ধ আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

মে ২৮। *১৯৬১ সালের এই দিনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* দি অবজার্ভার এর একটি নিবন্ধ *'দি ফরগটেন প্রিজনার' এ* ব্রিটিশ আইনজীবী পিটার বেনেনসন প্রস্তাব করেছিলেন যে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র কার্যকর করার জন্য মানবাধিকার সংস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। বেনেনসন ১৮ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ লিখেছেন: “প্রত্যেকেরই মতামত, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে... এবং অনুচ্ছেদ ১৯: প্রত্যেকেরই মতামত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে: এই অধিকারটিতে হস্তক্ষেপ ছাড়াই মতামত রাখার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কোনও মিডিয়া এবং সীমান্ত নির্বিশেষে তথ্য এবং ধারণাগুলি সন্ধান, প্রাপ্তি এবং প্রদানের জন্য... ” 'দি ডাচ' ১৯৬২ সালে নাগরিক অধিকার রক্ষায় বেনসনের সাথে কাজ শুরু করে এবং ১৯৬৮সালে নেদারল্যান্ডসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জন্ম হয়। নির্যাতনের অবসান, মৃত্যদণ্ড বাতিল, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা এবং জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গ ভিত্তিক কারাবাসের অবসান ঘটাতে তাদের প্রচারণা বিশ্বব্যাপী অনেক দেশে একটি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিভাগ খোলার দিকে পরিচালিত করেছিল যা প্রায় সাত মিলিয়ন লোকের দ্বারা সমর্থিত হয়। তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা, তদন্ত এবং ডকুমেন্টেশনের ফলে আন্তর্জাতিক সামাজিক ইনস্টিটিউটে সংরক্ষণাগারভুক্ত যেখানে সাক্ষাত্কারের টেপ এবং নাগরিক অধিকার অস্বীকার করার মামলার ইতিহাসের প্রচারমূলক সামগ্রীসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক সচিবালয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত ফাইল রয়েছে যেমন বিবেকের আপত্তির বন্দী যাদেরকে বিভিন্ন দেশ নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বেআইনীভাবে কারাদন্ড দেয়। যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট অসংখ্য নৃশংসতার বিরোধিতা করার পাশাপাশি প্রচার হিসাবে

ব্যবহৃত অত্যাচারের সন্দেহজনক অভিযোগকে সমর্থন করে পশ্চিমা যুদ্ধ শুরু করতে সহায়তা করার জন্যও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুদ্ধের বিরোধিতা করতে অস্বীকার করার জন্য সমালোচিত হয়েছিল।

মে ২৯। *১৯৬৮ সালের এই দিনে দরিদ্র জনগণের প্রচারণা শুরু হয়েছিল।* ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণের খ্রিস্টান নেতৃত্বের সম্মেলনে মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি প্রচারণার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে চলমান যুদ্ধ, চাকরির অভাব, ন্যূনতম মজুরি, শিক্ষা এবং দরিদ্র প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য এ দরিদ্ররা ওয়াশিংটনে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সংগঠিত ও সাক্ষাত করতে পারে। এই প্রচারণাকে আমেরিকান ইন্ডিয়ান, মেক্সিকান আমেরিকান, পুয়ের্তো রিকানস এবং ক্রমবর্ধমান দরিদ্র সাদা সম্প্রদায়ের লোকসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী সমর্থন করেছিল। অভিযানটি জাতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু হওয়ার সাথে সাথে ৪ এপ্রিল ১৯৬৮ তারিখে কিং নিহত হয়েছিল। রেভারেন্ড রাল্ফ আবারনাথি এসসিএলসির নেতা হিসাবে কিংয়ের স্থান গ্রহণ করেছিলেন, প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং মাদার্স ডে, ১৯৬৮ সালের ১২ ই মে শত শত বিক্ষোভকারীদের নিয়ে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছিলেন। কোরেট্টা স্কট কিংও সহস্রাধিক নারীকে নিয়ে এসেছিলেন অধিকারের অর্থনৈতিক বিলের আহ্বান জানিয়ে, এবং বৈষম্য এবং অবিচারের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ফেডারাল এজেন্সিগুলিতে দৈনিক পদযাত্রা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সপ্তাহের শেষে মলকে কাদায় পরিণত করা তীব্র বৃষ্টিপাতের পরেও এই গোষ্ঠীটির ৫,০০০ জন শিবিরের জায়গাসহ তাঁবু স্থাপন করেছিল তারা যার নাম দিয়েছিলেন "রিজারেকশান সিটি"। রবার্ট কেনেডির স্ত্রী মা দিবসে আগমনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং সারা বিশ্বের পাশাপাশি অবিশ্বাসের দিকে নজর রেখেছিলেন যেহেতু ৫ জুন তার স্বামীকে খুন করা হয়েছিল। আর্লিংটন জাতীয় কবরস্থানের দিকে কেনেডির শেষকৃত্য যাত্রার গতিপথ 'রিজারেকশান সিটি' পেরিয়ে ছিল। এরপরে স্বরাষ্ট্র অধিদপ্তর আন্দোলনের জন্য পার্কের জমি ব্যবহারের অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দিয়ে 'রিজারেকশান সিটি' বন্ধ করতে বাধ্য করে।

মে ৩০। *১৮৬৮ সালের এই দিনে, স্মৃতি দিবসটি প্রথম পালিত হয় যখন কলম্বাসের দুই মহিলা, এমএস, কনফেডারেট এবং ইউনিয়ন উভয় কবরগুলিতে ফুল দিয়েছিলেন।* মহিলাদের হাতে ফুল দিয়ে কবরস্থানে গিয়ে গৃহযুদ্ধের কারণে মারা যাওয়া দুই পক্ষের মানুষদের স্বীকৃতি দেয়া সম্পর্কিত এই ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে দু'বছর আগে, ২৫ এপ্রিল ১৮৬৬-এ ঘটেছিল। *গৃহযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র অনুযায়ী*, কবরস্থানে সেদিন অসংখ্য স্ত্রী, মা এবং কন্যারা সময় কাটাচ্ছিলেন। ১৮৬২ সালের এপ্রিলে মিশিগান থেকে আসা একজন যাজক ফ্রেডারিক্সবার কবর সাজানোর জন্য আর্লিংটন, ভিএ থেকে কিছু মহিলার সাথে যোগদান করেছিলেন। ১৮৬৪ সালের ৪ জুলাই একজন মহিলা যিনি তাঁর বাবার সমাধিতে যাচ্ছিলেন তার সাথে অনেক মানুষ যোগ দিয়েছিলেন যারা পিতা, স্বামী এবং পুত্রদের হারিয়েছিলেন, তারা বোয়ালসবার্গে, পিএ এর প্রতিটি কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালের বসন্তে, একজন সার্জন, যিনি উইসকনসিনের ন্যাশনাল গার্ডের সার্জন জেনারেল হয়ে উঠবেন, তিনি ট্রেনে দিয়ে যাওয়ার সময় নক্সভিল, টিএন-র কাছের কবরগুলিতে

মহিলাদের ফুল দিতে দেখেছিলেন। কিংস্টন, জিএ, এবং চার্লস্টন, এসসি-র মহিলাদের পাশাপাশি জ্যাকসন, এমএসে ১৮৬৫ সালের এপ্রিল ২৬ এ "দক্ষিণের মেয়েরা" ও একই কাজ করছিলেন। ১৮৬৬ সালে এমএস কলম্বাসের মহিলারা মনে করেছিলেন যে একটি দিন রাখতে হবে মনে রাখার জন্য, যা ফ্রান্সিস মাইলস ফিঞ্চের "দ্য ব্লু অ্যান্ড গ্রে" কবিতাটির জন্ম দেয়। কলম্বাসের একজন নিহত কর্নেলের স্ত্রী এবং কন্যা, জিএ এবং মেমফিসের আরেকটি শোকগ্রাহী দল, টিএন তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরূপ আবেদন করেছিল, কার্বনডেল, আইএল এবং পিটার্সবার্গ এবং রিচমন্ড, ভিএ'র অন্যরা যেমন করেছিল। যোদ্ধাদের স্মরণ রাখার জন্য কে প্রথমে দিনটি পালন করেছিলেন তার নির্বিশেষে শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকার এটি স্বীকার করে নিয়েছিল।

মে ৩১। *১৯০২ সালের এই দিনে ভেরিনিগিংয়ের চুক্তি বোয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটায়।* নেপোলিয়োনিক যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকার ডগায় ডাচ কেপ কলোনির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। বোয়ার (ডাচ ভাষায় কৃষক) ১৬০০ এর দশক থেকে এই উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে যারা আফ্রিকার উপজাতীয় অঞ্চলে (দ্য গ্রেট ট্রেক) এ সড়ে গিয়েছিল যা একসময় ট্রান্সওয়াল এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট উভয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলগুলিতে তাদের হীরা এবং সোনার আবিষ্কারের ফলে শীঘ্রই আরও একটি ব্রিটিশ আগ্রাসন ঢেকে আনে। ১৯০০ সালে ব্রিটিশরা তাদের শহর দখল করার সময়, 'দি বোয়ার্স' তাদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। ব্রিটিশ বাহিনী গেরিলাদের পরাস্ত করতে, তাদের জমিগুলি ধ্বংস করতে এবং তাদের স্ত্রী ও শিশুদের শিবিরে বন্দী করার জন্য পর্যাপ্ত সেনা যোগাড় করে আক্রমণ চালিয়েছিল, যেখানে প্রায় ২০,০০০ এর বেশি লোক অনাহার ও রোগের কারণে ভয়াবহ মৃত্যুর শিকার হয়েছিল। ১৯০২ সাল নাগাদ বোয়ারসরা স্বাধীন শাসনের প্রতিশ্রুতি সহ বোয়র বাহিনী এবং তাদের পরিবারদের মুক্তির বিনিময়ে ব্রিটিশ শাসন গ্রহণের জন্য ভেরেনিগিংয়ের চুক্তিতে সম্মতি জানায়। ১৯১০ সালের মধ্যে ব্রিটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে কেপ অফ গুড হোপ, নেটাল, ট্রান্সওয়াল এবং অরেঞ্জ স্টেটকে যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ হিসাবে শাসন করে। ইউরোপ জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট একটি সম্মেলন এর আহ্বান জানিয়েছিলেন যা আইন প্রণয়নের বিভিন্ন চুক্তি করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্ব নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক আদালতগুলিকে আহ্বান করেছিল। এই পদক্ষেপের ফলে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট একটি নোবেল শান্তি পুরষ্কার অর্জন করেছিলেন, এবং আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে দূর্বল করে দেওয়ার দিকে পরিচালিত করেছিলেন। বোয়ারসরা তাদের প্রজাতন্ত্রের স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছিল কেননা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ এবং জবাবদিহিতার মুখে যুদ্ধের "বিধি" সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছিল।

জুন ১। *১৯৯০ সালের এই তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন শেষ করতে এবং উভয় জাতির মজুদ ধ্বংস শুরু করার জন্য একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।* এই চুক্তিতে দুই দেশের রাসায়নিক অস্ত্রের অস্ত্রাগারকে অবশেষে ৮০ শতাংশ হ্রাস করার আহ্বান জানানো হয়, যা প্রতিটি দেশ অন্য দেশ থেকে প্রেরণকারী পরিদর্শকদের দ্বারা পরিচালিত তদারকির অধীনে করবার একটি প্রক্রিয়া ১৯৯২ সালে শুরু হয়েছিল। ঊনিশশত নব্বইয়ের দশকে রাসায়নিক

অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বেশিরভাগ দেশগুলির হাতে ছিল এবং ইরাক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইতিমধ্যে সেগুলি ব্যবহার করেছিল। ফলস্বরূপ বুশ/ গর্বাচেভ চুক্তির আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল একটি নতুন আন্তর্জাতিক অবস্থা তৈরি করা যা ছোট দেশগুলিকে যুদ্ধের সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ করা থেকে নিরুৎসাহিত করবে। সেই লক্ষ্য সফল হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে ১৫০ টিরও বেশি জাতি রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছিল যা বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার একটি চুক্তি, যা ১৯৯৭ সালে মার্কিন সিনেট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। একই বছর নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ ভিত্তিক একটি আন্ত-সরকারী সংস্থা, অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের দায়িত্বগুলির মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন বা ধ্বংসকরণ সাইটগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে এমন মামলার তদন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্টোবর ২০১৫ অবধি বিশ্বের মজুত রাসায়নিক অস্ত্রের প্রায় ৯০ শতাংশ ধ্বংস করা হয়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ইঙ্গিত করে যে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং ধ্বংসের জন্য অনুরূপ কর্মসূচি এবং চূড়ান্তভাবে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ এবং যুদ্ধের অবসান, মানবিক আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক দৃঢ় সংকল্পের নাগালের বাইরে নয়।

জুন ২। *১৯৩৯ সালের এই দিনে মরিয়া ইহুদি শরণার্থী ভর্তি একটি জার্মান জাহাজ ফ্লোরিডার মিয়ামির বাতিগুলি দেখা যায় এ পর্যন্ত যাত্রা করেছিল, তবে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল কারণ রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ইহুদি শরণার্থীদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কংগ্রেস এর সমস্ত প্রচেষ্টা অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।* এটি একটি ভালো দিন যা মনে করায় যে যুদ্ধের ন্যায্যতাগুলি কখনও কখনও যুদ্ধগুলি শেষ হয়ে গেলেই উপস্থাপন করা হয়। ১৩ই মে, ১৯৩৯ তারিখে নয় শতাধিক ইহুদি শরণার্থী হামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের এসএস সেন্ট লুইসে চড়ে জার্মানিতে বন্দী শিবির থেকে বাঁচতে কিউবার দিকে যাত্রা করেছিল। দেশত্যাগের সময় তাদের কাছে খুব অল্প অর্থ ছিল, তবুও ভ্রমণের জন্য আরোপিত মাত্রারিক্ত ফি নতুন একটি দেশে জীবন শুরু করাটাকে আরো বেশি লোভনীয় করে তুলেছিল। কিউবা পৌঁছানোর পরে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানানো হবে। তবুও জাহাজে থাকাকালীন উত্তেজনা কিউবার বন্দরে প্রবেশের আগেই কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছিল যেখানে তাদের নামার অনুমতি ছিল না। যাত্রীদের আত্মহত্যার কারণ না বুঝতে পেরে জাহাজের ক্যাপ্টেন যাত্রীদের নজরে রাখবার জন্যে রাত্রীকালিন একটি টহল এর ব্যবস্থা করেছিলেন যখন তারা বন্দরে ছিলেন। তারপর, তাদের চলে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ক্যাপ্টেন স্বাগত জানাবার লক্ষণ দেখার আশায় ফ্লোরিডার উপকূলে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু মার্কিন বিমান এবং কোস্টগার্ডের জাহাজগুলি কেবল তাদের দূরে সরিয়ে নিতে এসেছিল। ৭ ই জুনের মধ্যে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন যে তাদের আবার ইউরোপে ফিরে যেতে হবে। তাদের গল্প ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে হল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম কিছু শরণার্থীকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। ১৩-১৬ জুনের মধ্যে সেন্ট লুইস সেসব দেশগুলির উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী জাহাজগুলির সাথে মিলিত হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে সেখানে পৌঁছায়।

জুন ৩। *১৯৪০ সালের এই তারিখে ডানকির্কের যুদ্ধ জার্মানির বিজয় দিয়ে এবং ডানকির্ক থেকে ইংল্যান্ডে*

মিত্রবাহিনীর পিছু হটার মাধ্যমে শেষ হয়। ২৬ শে মে থেকে ৪ জুন অবধি মিত্রবাহিনীকে সরাসরি সৈকত থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল, যেটি ছিল খুব একটি কঠিন প্রক্রিয়া। শত শত ব্রিটিশ এবং ফরাসী নৌকা ও বড় বড় জাহাজ স্বেচ্ছায় শাটল পরিবহন হিসাবে কাজ করেছিল; যেখানে সৈন্যরা কাঁধ পরিমাণ পানিতে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করছিল। ৩০০,০০০ এরও বেশি ব্রিটিশ, ফরাসী এবং বেলজিয়ামের সেনা রক্ষা পেয়েছিল। ঈশ্বর প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে "ডানকির্কের অলৌকিক চিহ্ন" হিসাবে দীর্ঘকাল পরিচিত, বাস্তবে এটি ছিল যুদ্ধের ভয়াবহতার এক ধ্বংসাত্মক চিত্রের অবসান। জার্মানি নিম্ন-ভূমির দেশসমূহ এবং ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে উত্তর ইউরোপ আক্রমণ করেছিল। একটি ঝটিকা আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল এবং ১২ই মে এর মধ্যে ডাচরা আত্মসমর্পণ করেছিল। ২২ শে মে নাগাদ জার্মান প্যাঞ্জাররা উত্তর এ উপকূলের দিকে ক্যালাইস এবং ডানকির্কের দিকে যাত্রা করেছিল, শেষ অব্যাহতি হিসেবে বন্দরগুলি রয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশরা ভয়াবহ পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল এবং ব্রিটেন নিজেই হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। প্রায় সমস্ত ভারী সরঞ্জাম, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি, মোটর চালিত পরিবহন এবং প্রায় ৫০,০০০ এরও বেশি সেনা এই মহাদেশে রেখে গিয়েছিল, যাদের বেশিরভাগ জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে। এর মধ্যে দশ শতাংশেরও বেশি মারা গেছে। উচ্ছেদ চলাকালীন এক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য হারিয়ে গিয়েছিল। উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করার সময়, প্রায় ১৬,০০০ ফরাসী সৈন্য মারা গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় ডানকির্কের নব্বই শতাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। সরিয়ে নেওয়া ৩০০,০০০ সেনা পুরো যুদ্ধজুড়ে ব্রিটিশ ও আমেরিকার এই দাবির আলোকে উদ্বেগ জাগিয়ে তোলে যে জার্মানি থেকে ইহুদিদের সরিয়ে নেওয়ার মতো সময় বা ক্ষমতা তাদের ছিল না।

জুন ৪। *প্রতি বছর এই তারিখে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রাসনের শিকার নিরীহ শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক দিবসটি বিশ্বজুড়ে পালিত হয়।* ১৯৮২ সালের ৪ জুন লেবানন যুদ্ধের প্রথম ইসরায়েলই বিমান হামলায় বৈরুত ও অন্যান্য লেবানিজ শহরগুলিতে বহু শিশুদের নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৮২ সালের আগস্টে জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশন এর মাধ্যমেশিশু নির্যাতনের এই দিনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনুশীলনে, শিশু নির্যাতন দিবস দুটি বিস্তৃত উদ্দেশ্যে পরিবেশন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: যুদ্ধ বা শান্তিতে বা বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে, শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার বিশ্বব্যাপী প্রচুর বাচ্চাদের স্বীকৃতি জানাতে; এবং বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি শিশুদের নির্যাতনের স্কেল এবং প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রচারগুলি থেকে শিখতে, বা অংশ নিতে, তাদের উৎসাহিত করতে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল জাভিয়ের পেরেজ ডি কুয়েলার ১৯৮৩ শিশু নির্যাতন দিবসের জন্য তার বার্তায় উল্লেখ করেছেন যে, "যে শিশুরা অবিচার ও দারিদ্র্যের শিকার হয় তাদের প্রাপ্তবয়স্ক বিশ্বের দ্বারা সুরক্ষিত ও ক্ষমতায়িত করা দরকার যা তাদের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে, কেবল তাদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই নয় পরোক্ষভাবে বিশ্বব্যাপী সমস্যা যেমন জলবায়ু পরিবর্তন এবং নগরায়ণের মাধ্যমে।" শিশু নির্যাতনের আন্তর্জাতিক দিবসটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে প্রতিবছর ১৫০ টিরও বেশি দেশে পালন করা হয়। দিনগুলি জাতিসংঘের বিস্তৃত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্পের অংশ হিসাবে রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট ঘটনা বা সমস্যাগুলি নির্দিষ্ট দিন, সপ্তাহ, বছর এবং দশকগুলির সাথে

সম্পৃক্ত। বারবার পর্যবেক্ষিত দিনগুলো বিভিন্ন ঘটনা বা ইস্যু সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপের প্রচার করে।

জুন ৫। *১৯৬২ সালের এই দিনে, পর্ট হুরন বিবৃতিটি সম্পন্ন হয়েছিল।* এটি স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটির দ্বারা নির্মিত একটি ম্যানিফেস্টো এবং মূলত মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী টম হেডেন দ্বারা রচিত। ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়া শিক্ষার্থীরা একটি দেশে স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র অধিকারের অভাব প্রত্যক্ষ করছিল যা "জনগণের পক্ষে, জনগণের দ্বারা এবং তাদের জন্য পরিচালিত" তাই এ সম্পর্কে কিছু করতে তারা বাধ্যগত অনুভব করছিল। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রথমত, জাতিগত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দক্ষিণের সংগ্রাম দ্বারা তুলে ধরা মানব অবক্ষয়ের চরম ও অবমাননাকর সত্য আমাদের বেশিরভাগকে নীরবতা ভেঙে সক্রিয় হতে বাধ্য করেছিল। দ্বিতীয়ত, পরিশেষে বোমার উপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত কোল্ড ওয়ার আমাদের মাঝে এই সচেতনতা এনেছিল যে আমরা, আমাদের বন্দু বান্ধব, এবং লক্ষ লক্ষ বিমূর্ত 'অন্যরা' যাদের আমরা আমাদের সকলের এক কমন শত্রুর জন্য সরাসরি চিনি, মারা যেতে পারে যে কোন সময়। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে পুরো শহর এর জ্বালানী সহজেই সরবরাহ করা যেতে পারে, তবুও প্রভাবশালী দেশ-রাজ্যগুলি মানব ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার চেয়েও বড় ধ্বংস সাধনে মত্ত হয়ে আছে বলে মনে হয়।" তারাও জাতির এই দ্বিধাগ্রস্থতা সম্পর্কেআশঙ্কা করেছিল: “উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব শুরু হওয়া, একদলীয় রাষ্ট্রের রোধ, যুদ্ধের ঝুঁকি, জনসংখ্যা, আন্তর্জাতিক ব্যাধি, অতি-প্রযুক্তি – এই প্রবণতাগুলি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির দৃঢ়তা পরীক্ষা করছিল... আমরা নিজেরাই জরুরি পরিস্থিতিতে মগ্ন, তবুও আমাদের সমাজের বার্তাটি হল বর্তমানের কার্যকর কোন বিকল্প নেই।" পরিশেষে ইশতেহারে একটি জরুরী আবেদন উল্লিখিত ছিল "মানবতার অবস্থাগুলো পরিবর্তন করা... যা একটি প্রাচীন কিন্তু অপরিপূর্ণ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানুষ নিজে তার জীবনযাপনের পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে পারে।"

জুন ৬। *১৯৬৮ সালের এই দিন সকাল ১ টা ৪৪ মিনিটে ঠিক আগেরদিন মধ্যরাতের কিছু পরে ঘাতকের একটি মারাত্মক গুলির আঘাতে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী রবার্ট কেনেডি মারা গেলেন*। লস অ্যাঞ্জেলেসের আম্ব্যাসেডর হোটেলের রান্নাঘরের প্যান্ট্রিটিতে এই গুলির ঘটনাটি হয়েছিল, যেখান থেকে কেনেডি তার সমর্থকদের নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাইমারিতে তার বিজয় উদযাপনের পরে বেরিয়ে আসছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছে, রবার্ট কেনেডি যদি রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকেন তবে দেশটি কীভাবে ভিন্ন হত? যে কোনও উত্তরের মধ্যে অবশ্যই এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যে কেনেডি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোন সম্ভবনাই ছিল না। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ক্ষমতাসীন দালালরা বা আমেরিকানদের তথাকথিত “সাইলেন্ট মেজরিটি” - যারা দাঙ্গাবাজ কালোরা, ভবঘুরেরা এবং কলেজের মুক্তচিন্তাবিদের নিকট ভীত ছিলে, তাকে সম্ভবত খুব বেশি সমর্থন দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তবুও, ১৯৬০ এর দশকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ করতে এবং জাতি ও দারিদ্র্যের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে চেয়েছিল এমন

একটি জোট তৈরি সম্ভব হয়েছিল। অনেক প্রার্থীর কাছে ববি কেনেডিকে এ জোট তৈরির জন্য সেরা মনে হয়েছিল। মার্টিন লুথার কিং হত্যার রাতে অভ্যন্তরীণ নগরীর কৃষ্ণাঙ্গদের এবং তাঁর কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের অবসানের বিষয়ে আলোচনার পিছনের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর অবিস্মরণীয় মন্তব্য এবং তিনি সহানুভূতি, আবেগ এবং যুক্তিযুক্ত বিচ্ছিন্নতার গুণগুলি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে রূপান্তরিত পরিবর্তন অনুপ্রেরণা দিতে পারে। কংগ্রেস সদস্য এবং বিশিষ্ট নাগরিক-অধিকারকর্মী জন লুইস তার সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি চেয়েছিলেন ... শুধু আইন পরিবর্তন করার জন্য নয়... । তিনি জনগণের একটি ধারণা তৈরি করতে চেয়েছিলেন।" কেনেডি প্রচারের সহায়ক ও জীবনীবিদ আর্থার শ্লেসিংগার কথায় কথায় মন্তব্য করেছিলেন: "তিনি ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে আমরা ১৯৬৯ সালে ভিয়েতনাম থেকে বের হয়ে যেতাম।"

জুন ৭। *১৮৯৩ সালের এই দিন, মোহনদাস গান্ধী তার নাগরিক অবাধ্যতার প্রথম কান্ডে দক্ষিণ আফ্রিকান ট্রেনে জাতিগত বিভাজন বিধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাকে জোর করে পিটারমারাইটজবার্গে বিতাড়িত করা হয়েছিল।* এটি অহিংস উপায়ে নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াই করে, আফ্রিকার অনেক ভারতীয়কে স্বাধীনতা এবং গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গে পরিচালিত করেছিল। গান্ধী, একজন বুদ্ধিমান এবং অনুপ্রেরণামূলক মানুষ, আধ্যাত্মিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন যা সমস্ত ধর্মকে ঘিরে রেখেছে। গান্ধী "অহিমসা" বা ভালবাসার ইতিবাচক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, "রাজনৈতিক বা সত্যকে দৃঢ়তার সাথে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখার" দৃঢ় দর্শনকে তার রাজনৈতিক দর্শনে সংহত করেছিলেন...। এই বিশ্বাস বা "সত্যগ্রহ" গান্ধীকে রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে সত্যই নৈতিক ও ধার্মিক বিষয়গুলিতে পরিণত করতে দেয়। তাঁর জীবনের তিনটি স্তর আক্রমণ, অসুস্থতা এবং দীর্ঘ কারাবাসে বেঁচে থাকার সময়, গান্ধী কখনও তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি। এর পরিবর্তে তিনি শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের প্রচার করেছিলেন, সকলকে একই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যখন ব্রিটেন দরিদ্রদের উপর অযৌক্তিক লবণের কর আরোপ করল, তিনি সমুদ্রের দিকে ভারত জুড়ে একটি পদযাত্রা চালিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে জীবন দান করেছিলেন। ব্রিটিশরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজি হওয়ার আগেই অনেকে মারা গিয়েছিলেন বা কারাবরণ করেছিলেন। ব্রিটেন যেহেতু এই দেশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল, ভারত আবার স্বাধীনতা অর্জন করে। তাঁর জাতির পিতা হিসাবে পরিচিত গান্ধীর নামটির পরে মহাত্মা নামকরণ করা হয়েছিল, যার অর্থ "আত্মাপ্রিয়জন"। তাঁর অহিংস দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও এটা লক্ষ করা গেছে যে গান্ধীর বিরোধিতা করা প্রতিটি সরকারেরই শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পন করতে হয়েছিল। বিশ্বের নিকট তাঁর উপহার হল যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার বিশ্বাস সরিয়ে দেয়। ২ অক্টোবর গান্ধির জন্মদিন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসাবে পালিত হয়।

জুন ৮। *১৯৬৬ সালের এই তারিখে, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭০জন শিক্ষার্থী সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স, রবার্ট ম্যাকনামারার সম্মানসূচক ডিগ্রির উপস্থাপনার প্রতিবাদে স্নাতক অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।* একই তারিখের এক বছর পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর দুই তৃতীয়াংশ স্নাতক স্পিকারের সেক্রেটারি

অফ স্টেট সেক্রেটারি হেনরি কিসিঞ্জার হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। উভয় প্রতিবাদই মার্কিন কলেজ ছাত্রদের ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের সরকারের পদক্ষেপ থেকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতা অনুভূত করেছিল। ১৯৬৬ সালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি -লিন্ডন জনসন- ভিয়েতনামে নাটকীয়ভাবে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি এবং বোমা হামলা অভিযানকে বাড়িয়ে তোলার পর এই যুদ্ধ ছাত্রদের জন্য রাজনৈতিক সক্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে, খসড়া কার্ড পুড়িয়েছে, সামরিক এবং ডাউ কেমিক্যাল জব মেলার প্রতিবাদ করেছে এবং "আরে, আরে, এলবিজে, আজ আপনি কত বাচ্চা মেরেছেন?" এই স্লোগান দিয়েছিলেন। বেশিরভাগ প্রতিবাদ ছিল স্থানীয়ভাবে- বা ক্যাম্পাস-ভিত্তিক, তবে তাদের প্রায় সবাই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল: মার্কিন যুদ্ধযন্ত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহজাতভাবে "উদার" আদর্শের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিছু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যটি সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্ধিত বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাল ফলাফল হতে পারে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতায় জয় লাভ করে এবং অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন এবং প্রশাসনিক অফিস দখল করার মতো প্রত্যক্ষ পদক্ষেপে দাবি নিয়ে আহত বা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল। নৈতিক প্রান্তের জন্য আইনী সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার সেই ইচ্ছাটি ১৯৬৮ সালে মিলওয়াকি জার্নাল দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছিল । সেখানে সমস্ত শিক্ষার্থীর প্রতিনিধি নমুনার পঁচাত্তর শতাংশ "ছাত্রদের অভিযোগ প্রকাশের বৈধ উপায়" হিসাবে সংগঠিত প্রতিবাদের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

জুন ৯। *১৯৮২ সালের এই তারিখে জেনারেল ইফ্রান রিওস মন্ট নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে জমা দিয়ে নিজেকে গুয়াতেমালার রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।* রিওস মন্ট ছিলেন কুখ্যাত স্কুল অফ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্নাতক (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিদ্যালয় যা অনেক লাতিন আমেরিকান খুনি এবং নির্যাতনকারীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল)। রিওস মন্ট রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিজেকে নিয়ে একটি সামরিক তিন ব্যক্তির জান্তা স্থাপন করেছিলেন। সামরিক আইনের অধীনে একটি স্থগিত সংবিধান এবং কোনও আইনসভা না থাকায় এই জান্তা গোপন ট্রাইব্যুনাল ধারণ করত এবং রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক ইউনিয়ন কমাত। রিওস মন্ট জান্তায় থাকা অন্য দু'জনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে কৃষক গোষ্ঠী এবং আদিবাসীরা কমিউনিস্ট ছিল এবং তাদের অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যা শুরু করে। রিওস মন্টকে প্রতিহত করার জন্য একটি গেরিলা সেনা গঠিত হয়েছিল এবং ৩৬ বছরের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রতিমাসে ৩,০০০ এরও বেশি হারে কয়েক হাজার-হাজার অ-যোদ্ধারা মারা গিয়েছিল এবং "নিখোঁজ" হয়েছিল। রেগান প্রশাসন এবং ইস্রায়েল অস্ত্র দিয়ে স্বৈরাচারকে সমর্থন করেছিল এবং গুপ্তচরবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। রিওস মন্ট নিজে ১৯৮৩ সালে একটি অভ্যুত্থানের দ্বারা বহিষ্কার হয়েছিলেন। ১৯৯৬ অবধি গুয়েতেমালায় দায়মুক্তির সংস্কৃতিতে হত্যার ঘটনা অব্যাহত ছিল। সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থনা করা নিষেধ, রিওস মন্ট ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে একজন কংগ্রেস ছিলেন, তিনি মামলা-মোকদ্দমা থেকে মুক্ত ছিলেন। তার প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হয়ে গেলে তিনি দ্রুত নিজেকে গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত দেখতে পান। ৮০ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত রিওস মন্টকে বার্ধক্যজনিত কারণে কারাগারে রাখা হয়নি। রিওস মন্ট ৯১

বছর বয়সে ১ এপ্রিল, ২০১৮ এ মারা যান। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আমেরিকার একনায়কতন্ত্রের সমর্থনের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। তবে সামরিকবাদ রফতানিতে ক্ষতির মূল পাঠ এখনও শিখতে পারেনি।

জুন ১০ / *১৯৬৩ সালের এই দিনে রাষ্ট্রপতি জন। এফ. কেনেডি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তির পক্ষে কথা বলেছিলেন।* হত্যার মাত্র পাঁচ মাস আগে কেনেডি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সৌন্দর্য এবং সেগুলির ভূমিকার বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন যার ফলে নিম্নলিখিতগুলি সহ কিছু অবিস্মরণীয় বুদ্ধিদ্বিপ্ত: "অতএব, আমি এই সময়টিকে এবং এই স্থানটিকে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য বেছে নিয়েছি যার বিষয়ে অজ্ঞতাও প্রায়শই প্রচুর পরিমাণে আসে এবং সত্যটি খুব কমই উপলব্ধি হয় – তবুও এটি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: বিশ্ব শান্তি... আমি যুদ্ধের নতুন মুখের কারণে শান্তির কথা বলি। বৃহত্তর এবং অপেক্ষাকৃত অদম্য পারমাণবিক বাহিনী বজায় রাখতে পারে এবং সেই বাহিনীর কোনও আশ্রয় না করে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করতে পারে এমন যুগে মোট যুদ্ধের কোনও অর্থ হয় না। কোনও একক পারমাণবিক অস্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র বিমানবাহিনীর সমস্ত বাহিনী দ্বারা সরবরাহকৃত বিস্ফোরক শক্তিকে প্রায় দশগুণ ধারণ করে এমন যুগে তা বোধগম্য হয় না। এমন কোনও যুগে তা বোঝা যায় না যখন পারমাণবিক এক্সচেঞ্জের দ্বারা উত্পাদিত মারাত্মক বিষগুলি বায়ু, জল, মাটি এবং বীজ দ্বারা পৃথিবীর সুদূর কোণে এবং অনাগত প্রজন্ম পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে.... প্রথম: আসুন আমরা শান্তির প্রতি আমাদের মনোভাব পরীক্ষা করি। আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন এটি অসম্ভব। অনেকেই এটি অবাস্তব বলে মনে করে। তবে এটি একটি বিপজ্জনক, পরাজয়বাদী বিশ্বাস। এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে যুদ্ধ অনিবার্য- মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত- যে শক্তি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তা দ্বারা আমরা আঁকড়ে পড়েছি। আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার দরকার নেই। আমাদের সমস্যাগুলি মানবসৃষ্ট - সুতরাং, এগুলি মানুষের দ্বারা সমাধান করা যায়।

জুন ১১। *১৮৮০ সালের এই দিনে জ্যানেট র‍্যাঙ্কিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম মহিলাটি মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক যিনি সামাজিক কর্মজীবনে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। একজন প্রশান্তবাদী এবং ভোটবাদী উভয় হিসাবেই র্যাঙ্কিন নারীদের তাদের স্বামীর চেয়ে স্বাধীন নাগরিকত্ব দেওয়ার বিল প্রবর্তন করে ভোট দেওয়ার অধিকার জিততে সহায়তা করেছিলেন। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে র্যাঙ্কিন তার আসনটি নেওয়ার সাথে সাথে প্রথম বিশ্বে যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণ নিয়ে তর্ক হয়। চূড়ান্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি কোনও ভোট দেননি, যার ফলে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে হেরে যান। র‍্যাঙ্কিন তারপর “প্রতিরক্ষা সীমাবদ্ধতার জন্য প্রস্তুত হও” স্লোগান দিয়ে আবারও কংগ্রেসের হয়ে দৌড়ানোর আগে যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সম্মেলনে কাজ করতে গিয়েছিলেন; আমাদের পুরুষদের ইউরোপ থেকে দূরে রাখুন!" তিনি ১৯৪০ সালে তার দ্বিতীয় বিজয়কে তাদের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন যারা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের বিপক্ষে তার ভোটের প্রশংসা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট কংগ্রেসে ফিরে এসেছিলেন যখন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট কংগ্রেসকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাপত্রের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিযুক্ত করার জন্য

ভোট দিতে বলেছেন। একমাত্র বিরোধী ভোট ছিল র্যাঙ্কিনের। অনেক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে ১৯৬৮সালের প্রতিবাদের জন্য জ্যানেট র্যাঙ্কিন ব্রিগেডের আয়োজন সহ তার কাজ চালিয়ে যান। র্যাঙ্কিন কংগ্রেসকে জনগণের চাহিদা পূরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন যে মহিলাদের দেওয়া এই এখতিয়ারের যে "তাদের ছেলেদের যুদ্ধে নামতে দেন, কারণ তারা ভয় পান যে তাদের স্বামীরা শিল্পে চাকরি হারাবে যদি তারা সেটির প্রতিবাদ করে।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে মার্কিন নাগরিকদের কেবল দেওয়া হয়েছিল “কুফলের ইখতিয়ার, ধারণা নয়”। র‍্যাঙ্কিনের কথাগুলি শুনতে পেল না যে যুদ্ধকালীন সহজ বিকল্প সত্ত্বেও তিনি আজীবন কাজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "যদি আমরা নিরস্ত্রীকরণ করি, তবে আমরা বিশ্বের নিরাপদ দেশ হয়ে উঠব।"

জুন ১২। *১৯৮২ সালের এই দিনে নিউইয়র্কে এক মিলিয়ন মানুষ পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছিল। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।* জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত একটি বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন সেন্ট্রাল পার্কে জনতা পারমাণবিক অস্ত্রের লড়াইয়ের বিরোধী আমেরিকানদের সংখ্যার প্রতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ড. র‍্যান্ডাল ক্যারোলিন ফোর্সবার্গ ”নিউক্লিয়ার ফ্রিজ” আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন এবং নিউইয়র্কে তার সাথে যে সংখ্যক বিক্ষোভকারীদের যোগ দিয়েছিল তাতে সেটি ”আমেরিকার ইতিহাসের বৃহত্তম রাজনৈতিক বিক্ষোভ” বলে বিবেচিত হয়েছিল। ফোরসবার্গ একটি আরো উন্নত, শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য, পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি দ্রুত বৃদ্ধি করার অন্তর্নিহিত সংকটগুলোর দিকে মনোযোগ আহ্বান করার স্বীকৃতি স্বরূপ ম্যাক আর্থার ফেলোশিপ থেকে ”জিনিয়াস এওয়ার্ড” গ্রহন করেছেন। সেই সময়, রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান এসব কাজ পছন্দ করতেন না, তিনি এই নিউক্লিয়ার ফ্রিজ আন্দোলনে অংশগ্রহনকারীদের যতদুর সম্ভব “দেশদ্রোহী,” ”সমাজতান্ত্রিক সমর্থক, অথবা এমনকি তাদেরকে ”বিদেশী প্রতিনিধি” হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় মেয়াদে, পারমাণবিক অস্ত্রাগারের আকার হ্রাস করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য তার প্রশাসন যথেষ্ট চাপ অনুভব করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় ইউরোপ থেকে অস্ত্র নির্মূলের জন্য রাষ্ট্রপতি রিগান এবং সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের মধ্যে ”পারমাণবিক যুদ্ধ কখনো জেতা সম্ভব নয়, এবং কখনো পারমানবিক যুদ্ধ করা উচিত না”- এই যৌথ স্বীকৃতির দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে আইসল্যান্ডের রেইক্যাভিকের এক সভায় ২০০০ সালের মধ্যে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্ত করার গর্ভাচেভের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র গ্রহন করেনি। তবে ১৯৮৭ সালের মধ্যে, উভয় দেশকে তাদের অস্ত্রাগার হ্রাস করতে শুরু করার প্রয়োজনের জন্য ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল।

জুন ১৩। *১৯৭১ সালের এই দিনে, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় পেন্টাগন সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছিল, এতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ত থাকার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছিল।* ১৯৭১ সালের ১৩ ই জুন, যুদ্ধ করার জন্য সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামুলকভাবে চাকরি

করার জন্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে বহু বছরের বিক্ষোভ, ভিয়েতনামে দীর্ঘ দিন ধরে চলা হত্যাকাণ্ড, এবং ভিয়েতনামে কেন যুদ্ধ হচ্ছে সেসব প্রশ্নে মার্কিন সরকারের উত্তরহীন থাকা বিষয়ে একজন প্রাক্তন সামরিক বিশ্লেষকের কাছ থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমস কিছু "গোপন" তথ্য পেয়েছিল। যুদ্ধ থামানোর জন্য তার নিজের চলমান প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে ড্যানিয়েল এলসবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক রাষ্ট্র হওয়ার প্রকৃত কারণগুলোর এক ঝলক পত্রিকাটি সংশ্লিষ্ট লোকদের দেখিয়েছিলেনঃ "আমেরিকা কিভাবে ইন্দোচীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সে বিষয়ে তিন বছর আগে পেন্টাগন পরিচালিত একটি বিশাল গবেষণা প্রদর্শন করে যে চারটি প্রশাসন ক্রমবর্ধমানভাবে একটি অসমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা বিকশিত করেছিল, দক্ষিণকে সুরক্ষিত করার জন্য উত্তরের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি এবং এই প্রচেষ্টায় চুড়ান্ত হতাশা - যা সেই সময়ে তাদের প্রকাশ্য বিবৃতিগুলিতে স্বীকার করা হতাশার চেয়ে আরো অনেক বেশি ছিল।" মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল দু'দিন পরে সরকারী গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করার জন্য টাইমসকে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করে পত্রিকাটিকে এ ব্যাপারে নিরব করে দেয়। ওয়াশিংটন পোস্ট এই সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করে এবং ফেডারেল কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়। অবশেষে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মানদণ্ডের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসী অবিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকাশনার পক্ষে রায় দিয়েছিল সেইসাথে বিচারপতিদের মধ্যে একজন হুগো এল ব্ল্যাক নিচের বিবৃতিটি দিয়েছিলেনঃ "ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালনাকারী সরকারের কাজকর্ম প্রকাশ করে সংবাদপত্রগুলো মহৎভাবে সেইসব কাজ করেছে যা যুক্তরাষ্ট্রের পতিষ্ঠাতারা সংবাদপত্রগুলোর কাছে আশা করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তারা তা করবে।"

জুন ১৪। *১৯৪৩ সালের এই দিনে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট স্কুলের শিশুদের জন্য বাধ্যতামুলকভাবে সামরিক কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন করা বাতিল করে দেয়।* আমেরিকা আবিষ্কার উদযাপনের জন্য ১৮০০ সালে লিখিত "পতাকাটির প্রতি অঙ্গীকার" এর আসল লেখাটি পড়ুনঃ "আমি আমার পতাকা এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি প্রজাতন্ত্রের মানে হচেছ একটি দেশ, অবিচ্ছেদ্য, সবার জন্য স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার।" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশটির রাজনীতি এই প্রতিশ্রুতিকে আইনে রূপান্তরিত করার সুবিধা পেয়েছিল। "যুক্তরাষ্ট্রের" এবং "আমেরিকার" শব্দগুলি তখন যুক্ত করা হয়েছিল; এবং ১৯৪৫সালের মধ্যে নামটি পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং পতাকাটিকে যথাযথ অভিবাদন করা সম্পর্কিত বিধি যুক্ত করা হয়েছিল। প্রথম থেকেই অভিবাদনের বিধিগুলোকে নাৎসি জার্মানির সাথে তুলনা করা হলে অভিবাদনের নিয়মগুলোঃ " দাঁড়িয়ে ডান হাতের তালু খুলে কপাল পর্যন্ত তোলা;" থেকেঃ "দাঁড়িয়ে ডান হাত হৃদপিন্ডের উপর রাখা।" তে পরিবর্তন করা হয়েছিল। "ঈশ্বরের অধীনে" শব্দগুলো "একটি দেশের" পরে যুক্ত হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতি আইজেনহওয়ার সেটিকে আইনে পরিণত করার জন্য স্বাক্ষর করেন। প্রাথমিকভাবে, ৩৫টি রাজ্যে আদেশ দেয়া হয়েছিল যে কেজি থেকে ১২ শ্রেণীর সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন "আনুগত্যের অঙ্গীকার" পাঠ করার সময় তাদের হৃদপিন্ডের উপর হাত রেখে পতাকাটি অভিবাদন করবে। অঙ্গীকার করা রাজ্যের সংখ্যা ৪৫ এ উন্নীত হওয়ার সময় "সকলের জন্য স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের" প্রতিনিধিত্ব করা একটি পতাকার প্রতি শিশুদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করার প্রয়োজন পড়ে এমন একটি আইনের কপটতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। অন্যরা প্রথম সংশোধন অধিকারের লঙ্ঘনের কারণ হিসাবে অঙ্গীকার এবং

তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যদিও ১৯৪৩ সালে আদালত দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল যে শিক্ষার্থীদের পতাকাটির প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করার প্রয়োজন নেই, তারপরেও যারা প্রতিদিন দাঁড়ায় না, অভিবাদন করে না এবং অঙ্গীকার করে না তাদের সমালোচনা, বহিস্কার, সাময়িক বরখাস্ত করা এবং "দেশপ্রেমহীন" হিসেবে অ্যাখ্যা দেওয়া চলতে থাকে।

জুন ১৫। *১৯১৭সালের এই দিনে এবং ১৯১৮সালের ১৬মে গুপ্তচরবৃত্তি ও রাষ্ট্রদ্রোহ আইন পাস করা হয়।* আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে জার্মানি ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেনাবাহিনীকে পতনসাধন করতে পারে এমন কোন কাজ করতে নাগরিকদের নিষেধাজ্ঞা করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি আইন আরোপ করা হয়েছিল। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সংশোধিত হওয়া আইনটি ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটিতে আরো বেশি মানুষ ও বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার বিরুদ্ধে কিছু করা, বলা বা লেখ অবৈধ ছিল। এতে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নাগরিককে বাধ্যতামুলকভাবে সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচিত হওয়া বা যুদ্ধে জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের জন্য গ্রেফতারের ভয়ে ভীত করে তোলে সেইসাথে মত প্রকাশের এই অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। সংবিধান, বাধ্যতামুলকভাবে সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার জন্য নির্বাচিত হওয়া, পতাকা, সরকার, সেনাবাহিনী এমনকি সামরিক পোশাকের কোন সমালোচনা অবৈধ করা হয়েছিল। মার্কিন বন্ড বিক্রিতে বাধা সৃষ্টি করা, বাড়িতে জার্মান পতাকা প্রদর্শন করা বা তখন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে বিবেচিত দেশগুলোর যে কোন কারণ সমর্থনের পক্ষে যে কারোর কথা বলা অবৈধ ছিল। এই নতুন আইনগুলো যেকোন ভাবে লঙ্ঘনের ফলে গ্রেপ্তার হওয়া সেইসাথে দশ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা এবং এর ফলে বিশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। কমপক্ষে পঁচাত্তরটি পত্রিকা যদি তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করে তাহলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু ছাপানোর অনুমতি তাদের ছিল না এবং ২ হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিল। এই সময়ে ১০০০ মানুষ, যাদের মধ্যে অনেকে অভিবাসী ছিলেন, দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং কারাবন্দি ছিলেন। যদিও ১৯২১ সালে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন বাতিল করা হয়েছিল, গুপ্তচরবৃত্তি আইনের অধীনে অনেক আইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর ছিল কারণ এক যুদ্ধ আরেক যুদ্ধ পরিচালিত করেছিল।

জুন ১৬। *১৯৭৬ সালের এই দিনে সোয়েটো গণহত্যার ঘটনা ঘটে।* আফ্রিকানস ভাষা শিখতে অস্বীকার করায় ৭০০ বাচ্চাকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতা গ্রহণের আগেই দক্ষিণ আফ্রিকা পৃথকীকরণের বিষয়ে লড়াই করেছিল। সাদাদের জন্য যখন বিনামুল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তখন কৃষ্ণাজ্ঞ বাচ্চারা বান্টু স্কুল ব্যবস্থা দ্বারা অবহেলিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার নব্বই শতাংশ কৃষ্ণাজ্ঞ বিদ্যালয় ক্যাথলিক মিশনারিদের দ্বারা ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে, বান্টু শিক্ষা আইন রাষ্ট্রীয় ব্যয় থেকে আফ্রিকানদের জন্য শিক্ষার সমস্ত অর্থ ব্যয়কে বাদ করে, পরবর্তীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আইন কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের শ্বেতাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া নিষিদ্ধ করে। এই আন্দোলন যা বান্টু অধ্যাদেশ জারি যা সোয়েটো অভ্যুত্থানের দিকে চালিত করে যাতে আফ্রিকানস ভাষায় শিক্ষকদের সাবলীলতা না থাকার পরেও নির্দেশনা এবং পরিক্ষার জন্য ভাষাটি ব্যবহারের কথা বলা হয়। পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসার সাথে

সাথে দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা *দক্ষিণ আফ্রিকার ছাত্র আন্দোলন এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং ক্রমবর্ধমান এই কঠিন দাবির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের পরিকল্পনা করতে* সংগঠিত করেছিল *সোয়েটো ছাত্র প্রতিনিধি পরিষদের কর্ম পরিষদ*(এসএসআরসি)। পদযাত্রাটি সোয়েটো থেকে শুরু করে অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়গুলির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেখানে সেইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগদান করেছিল, এবং হাজার হাজার লোক একত্রে অরল্যান্ডোর "আঙ্কেল টম'স" পৌর হলঘর পর্যন্ত পদযাত্রার সময় আরো অনেকে মিলিত হতে থাকে। তারা পৌঁছানো পর্যন্ত, পুলিশ দ্বারা বাধা পেয়েছিল এবং পুলিশ টিয়ার গ্যাস এবং গুলি ছুঁড়ে তাদের আক্রমণ করেছিল। গণহত্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে, জাতি বৈষম্য ও বান্টু শিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ৩০০ এরও বেশি শ্বেতাঙ্গ ছাত্র এবং অগণিত কৃষ্ণাঙ্গ কর্মী যোগ দিয়েছিলেন। বেঁচে থাকা শিক্ষার্থী এবং সমর্থকদের শান্ত অধ্যবসায়ের
উপরে
পুলিশি বর্বরতা ছিল। শিক্ষার্থী ও সমর্থকরা এই স্মরণীয় আফ্রিকার "যুব দিবস" দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্যের জন্য দঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কয়েক মাস ধরে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল।

জুন ১৭। *১৯৭৪ সালে এই দিনে, দ্য প্রভিশনাল আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি হাউজ অব পার্লামেন্ট ইন লন্ডনে বোমা মেরে এগারো জনকে আহত করে।* এই নাটকীয় কর্মটি "সমস্যাপূর্ণ" ত্রিশ বছরে বহু বিস্ফোরণের মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ছিল। ১৯২০ সালে, সহিংসতা নিরসনের প্রয়াসে, ব্রিটিশ সংসদ একটি আইন পাস করেছিল যা আয়ারল্যান্ডকে বিভক্ত করেছিল, কিন্তু দেশটির উভয় অংশ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্যের অংশ হিসেবে রয়েছে। অভিপ্রেত শান্তির পরিবর্তে, যুক্তরাজ্যের প্রতি অনুগত উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট এবং একটি স্বাধীন এবং

সংযুক্ত আয়ারল্যান্ড প্রত্যাশী দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিকদের মধ্যে গেরিলা কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ সেনাদের দ্বারা দখলকৃত হলে আয়ারল্যান্ডে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। আইআরএ ১৯৭২সাল থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে বোমা ফেলেছিল। মূল ভূখণ্ডের দাবির প্রচারে ১৭৫জনের প্রাণ চলে যায়। পরবর্তীতে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল তবে তা কার্যকর ছিল না। প্রভিশনাল আইআরএ ১৯৭৯ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে অবকাশে থাকা ব্রিটিশ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে তার নৌকায় একটি বোমা ফেলে হত্যা করলে সমস্যার সময়ে একজন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা ঘটে। ১৯৯৯ সালের গুড ফ্রাইডে চুক্তির দ্বারা সরকারের মধ্যে ক্ষমতা-ভাগাভাগির ব্যবস্থার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। কয়েক দশক ধরে জাতীয়তাবাদী (ন্যাশনালিস্ট) এবং আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতাদানের বিরোধী (ইউনিয়নিস্ট) আধাসামরিক বাহিনী দ্বারা চালিত সন্ত্রাসী হামলায় প্রায় ৩৬০০ জন প্রাণ হারিয়েছিল। কিন্তু এখনো গভীরতর পরিপ্রেক্ষিতে বিপদ রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসার েভোটাভুটিতে যুক্তরাজ্য সামান্য ব্যবধানে বের হয়ে আসার পক্ষে ভোট পায় যা ব্রেক্সিট নামে পরিচিত। ব্রেক্সিটের ফলে আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে নাকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসবে এই বিষয়টির কারণে যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যতের শুল্ক ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। দেশটির উত্তর আয়ারল্যান্ডের লন্ডনডেরিতে একটি গাড়ি বোমা

বিস্ফোরণের দোষারোপ রিয়্যাল আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির উপর পড়েছিল যারা আয়ারল্যান্ড ভাগের একশ বছর পরে সংযুক্ত আয়ারল্যান্ড গঠনের জন্য লড়াই করছে। এই কাজটি বছর বছর ধরে অন্য কয়েক শ' সহিংসতার অকেজোতা এবং মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করার প্রত্যাশিত ফলাফলের বিপরীত ক্ষতিকর ফলাফল প্রদর্শন করেছিল।

জুন ১৮। *১৯৭৯ সালের এই দিনটিতে, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমারু বিমান সীমাবদ্ধ করার এসএএলটি টু চুক্তিতে রাষ্ট্রপতি কার্টার এবং ব্রেজনেভ স্বাক্ষর করেছিলেন।* যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঐক্যতন্ত্রের মধ্যে এই চুক্তিটি হয়ে উঠেছে কারণ উভয় দেশঃ *" সচেতন হয়ে উঠেছে* যে পারমাণবিক যুদ্ধ সমস্ত মানবজাতির জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঘটাবে...," এবং *" পুনর্নিশ্চিত করে* এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের লক্ষ্যকে মনে রেখে, আরো সীমাবদ্ধতা এবং পারমানবিক অস্ত্র আরো কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের আকাঙ্ক্ষা..." রাষ্ট্রপতি কার্টার চুক্তিটি কংগ্রেসে প্রেরণ করেছিলেন যেখানে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণহীন না হওয়া পর্যন্ত বিতর্ক চলে। ১৯৮০ সালে, রাষ্ট্রপতি কার্টার ঘোষণা করেছিলেন, রাশিয়া যদি প্রতিদান গ্রহণ করে তবে যুক্তরাষ্ট্র নির্বিশেষে এই চুক্তির প্রধান শর্তাদি মেনে চলবে, এবং ব্রেজনেভ রাজি হয়েছিলেন। সল্ট চুক্তির ভিত্তিটি তখন শুরু হয়েছিল যখন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড ব্রেজনেভের সাথে একাধিক স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যযোগ্য রি-এন্ট্রি যান ব্যবস্থার সীমা নির্ধারণের জন্য ভিত্তি স্থাপনের জন্য বৈঠক করেন, নতুন স্থল-ভিত্তিক আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার নির্মাণ নিষিদ্ধ, নতুন কৌশলগত আক্রমণাত্মক অস্ত্রের সীমাবদ্ধ স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন। কৌশলগত পারমাণবিক সরবরাহের যানবাহন এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে চুক্তিকে বৈধ রেখেছিল। রাষ্ট্রপতি নিক্সনও রাজি হয়েছিলেন, যেমন রাষ্ট্রপতি রেগান, যিনি তারপরে ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালে রাশিয়ানদের দ্বারা লঙ্ঘন ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৮৬ সালে, রেগান ঘোষণা করেছিল যে "... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার কৌশলগত শক্তি কাঠামো সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি সোভিয়েত কৌশলগত বাহিনীর দ্বারা উত্থাপিত হুমকির প্রকৃতি এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করবে, স্যাল্ট কাঠামোর মধ্যে থাকা মানগুলির উপর নয়..." তিনি আরও যোগ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "... উভয় পক্ষের কৌশলগত অস্ত্রাগারগুলিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় বায়ুমণ্ডলকে সহায়তা করতে কৌশলগত অচলাবস্থা রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক সংযম অব্যাহত রাখবে।"

জুন ১৯। *প্রতি বছর এই তারিখে, অনেক আমেরিকান ১৯শে জুন "জুনটিনথ" উদযাপিত করে, ১৮৬৫ সালে জুনে যখন আফ্রিকান-আমেরিকানরা তখনও গ্যালভাস্টনে দাসত্ব করেছিল, টেক্সাস জানতে পেরেছিল যে তারা ২-১/২ বছর আগে আইনত মুক্তি পেয়েছিল।* ১৮৬৩ সালের নববর্ষের দিনে জারি করা রাষ্ট্রপতি লিংকনের মুক্তির ঘোষণা, গৃহযুদ্ধে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী রাজ্য এবং অঞ্চলগুলিতে সমস্ত দাসকে মুক্তি দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, তবে টেক্সাসের ক্রীতদাসরা তাদের জোর না করা পর্যন্ত স্পষ্টতই আদেশটি মান্য না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই দিনটি এসেছিল যখন ১৮৬৫ সালের ১৯শে জুন, যখন দুই হাজার ইউনিয়ন সৈন্য গ্যালভাস্টনে এসেছিল। মেজর জেনারেল গর্ডান গ্র্যাঞ্জার একটি নথি জোরে জোরে পড়েছিলেন যা টেক্সাসের লোকদের জানিয়েছিল যে "... আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃক ঘোষিত অনুসারে, সমস্ত দাস

মুক্ত হয় ... এবং [মালিক এবং দাসদের] মধ্যে বিদ্যমান সংযোগটি নিয়োগকর্তার মধ্যে হয়ে যায় এবং বিনামূল্যের মজুর।" মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মধ্যে এই সংবাদটির প্রতিক্রিয়া ধাক্কা থেকে শুরু করে আনন্দ উল্লাস পর্যন্ত হয়েছিল। কেউ কেউ নতুন নিয়োগকর্তা / কর্মচারী সম্পর্ক সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী ছিলেন, তবে তাদের স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে প্ররোচিত অনেকেই নতুন জায়গায় নতুন জীবন গড়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে, সময়ের সাথে সাথে প্রবাসী প্রাক্তন দাসগণ তাদের মুক্তির "জুনটিনথ" বার্ষিক উপলক্ষে গ্যালভাস্টনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সহায়তার আশ্বাস এবং প্রার্থনার বিনিময়ের জন্য বার্ষিক উপলক্ষে পরিণত হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে, উদযাপনটি অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৮০ সালের জুনটিনথ এ টেক্সাসে সরকারী রাষ্ট্রীয় ছুটিতে পরিণত হয়। আজ, নতুন নতুন স্থানীয় এবং জাতীয় জুনে সংগঠনগুলি আফ্রিকান-আমেরিকান ইতিহাস এবং সংস্কৃতির জ্ঞান এবং প্রশংসা প্রচার করার জন্য স্মরণিকাটি ব্যবহার করে, পাশাপাশি স্ব-বিকাশ এবং সমস্ত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা উত্সাহিত করে।

জুন ২০। *এটি বিশ্ব শরণার্থী দিবস*। জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল, নিরপরাধীদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অন্তহীন দুর্ভোগ থামাতে আজীবন কাজ করার পরে আন্তোনিও গুতেরেসকে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে লিসবনে জন্মগ্রহণ করে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাসি এবং স্প্যানিশ ভাষায় সাবলীল হন। ১৯৭৬ সালে পর্তুগিজ পার্লামেন্টে তাঁর নির্বাচনের ফলে তিনি কাউন্সিল অব ইউরোপের সংসদীয় সংসদে পরিচিত হন যেখানে তিনি ডেমোগ্রাফি, মাইগ্রেশন এবং শরণার্থী সম্পর্কিত কমিটির সভাপতিত্ব করেন। শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাই কমিশনার হিসাবে কুড়ি বছর কাজ করা গুতিরেসকে অন্যদের চেয়ে বেশি দুর্ভোগ, অনাহার, নির্যাতন, রোগ এবং শরণার্থী শিবির এবং যুদ্ধের অঞ্চলে বেসামরিক পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের মৃত্যুর সাক্ষী হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। ১৯৯৫-২০০২ সাল পর্যন্ত পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় জড়িত ছিলেন। তাঁর সমর্থনের ফলে চাকরি ও বিকাশের জন্য লিসবন এজেন্ডা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্ব শরণার্থী দিবসে জাতিসংঘের পদবি গ্রহণ করা হয়েছিল। পঞ্চাশ বছর আগে অনুষ্ঠিত ১৯৫১ সালের শরণার্থী স্ট্যাটাস কনভেনশনের স্মরণে এবং বিশ্বব্যাপী শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে ৬০ কোটিতে। গুতিরেসের কথা বিশ্ব শরণার্থী দিবসের ওয়েবসাইটটি প্রবর্তন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল: “এটি বোঝা ভাগ করে নেওয়া নয়। এটি একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে, যা কেবলমাত্র আমাদের সাধারণ মানবতার বিস্তৃত ধারণার উপর ভিত্তি করে নয়, আন্তর্জাতিক আইনের অত্যন্ত নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতেও। মূল সমস্যাগুলি যুদ্ধ এবং ঘৃণা, পালানো লোক নয়; সন্ত্রাসবাদের প্রথম শিকারদের মধ্যে শরণার্থীও রয়েছে।"

জুন ২১। *একাত্তরের এই তারিখে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নামিবিয়া থেকে সরে আসতে হবে।* ১৯১৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত নামিবিয়া দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা হিসাবে

পরিচিত ছিল, প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রদেশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এটি চরমভাবে প্রথমে জার্মানি এবং তারপরে ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের সমর্থনে জার্মান অঞ্চলটিতে সফলভাবে আক্রমণ করেছিল। লীগ অফ নেশনস এসডব্লিউ আফ্রিকাকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসনের সাথে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, জাতিসংঘ নীতিটি অব্যাহত রাখে। ১৯৬০ সাল নাগাদ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা পিপলস অর্গানাইজেশন (সোয়াপ্পো) একটি রাজনৈতিক শক্তি ছিল, তার নামিবিয়ার পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএএন) দিয়ে গেরিলা অভিযান শুরু করেছিল। ১৯৬৬ সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যান্ডেট বাতিল করে দিয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা তার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বর্ণবাদ, শ্বেতাঙ্গ সরকার, এবং বানটুস্টান বা কালো ঘেটো চাপিয়ে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক আদালত নামিবিয়ার উপর জাতিসংঘের কর্তৃত্বকে সমর্থন করে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার উপস্থিতি অবৈধ। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অ্যাঙ্গোলা পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে একটি শিথিল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেখানে কিউবার সেনাবাহিনী সাহায্য করেছিল। কিউবার উপস্থিতি দেখে ক্লান্ত ও ভীত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৮৮ সালে যুদ্ধবিরতি সই করেছিল। যুদ্ধটি দক্ষিণ আফ্রিকার ২,৫০০ সৈন্যের জীবন নিয়েছিল এবং বছরে এক বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল। ১৯৯০ সালে নামিবিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। নামিবিয়ায় হীরা, অন্যান্য রত্নপাথর এবং ইউরেনিয়ামের খনন অঞ্চলটি উপনিবেশে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। উপনিবেশকরণ, ফলস্বরূপ যুদ্ধ এবং তাদের সংঘাতের প্রকৃত কারণগুলি বিবেচনা করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।

জুন ২২। *১৯৮৭ সালের এই তারিখে, ১৮,০০০ এরও বেশি জাপানি শান্তিকর্মীরা ওকিনাওয়াতে চলমান মার্কিন সামরিক দখলের প্রতিবাদে ১০.৪ মাইলের একটি মানববন্ধন গঠন করেছিল।* ১৯৪৫ সালের ওকিনাওয়ার যুদ্ধটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ একটি ৮২ দিনের "ইস্পাত টাইফুন" যার ফলে ২০০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। ১০ লক্ষও বেশি জাপানী সৈন্য নিহত, বন্দী বা আত্মহত্যা করেছে; মিত্ররা৬৫,০০০এরও বেশি হতাহত হয়েছে; এবং ওকিনাওয়ার নাগরিক জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মারা গিয়েছিল। ১৯৫২ সালের একটি চুক্তির অধীনে আমেরিকা ওকিনাওয়ার পুরো নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং ২৭ বছর ধরে এই দ্বীপটির উপরে রাজত্ব করেছিল, বেসরকারী বিমান ও বিমানঘাঁটি তৈরির জন্য ব্যক্তিগত জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল—ক্রেডা বিমান ঘাঁটির বিস্তৃতি সহ আমেরিকান বোমা হামলাকারীরা পরে কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে আক্রমণ চালিয়েছিল। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে পেন্টাগন দ্বীপের সমুদ্র, স্থল এবং বাতাসকে আর্সেনিক, অবসন্ন ইউরেনিয়াম, স্নায়ু গ্যাস এবং রাসায়নিক কার্সিনোজেন দ্বারা দূষিত করেছিল এবং ওকিনাওয়াকে ডাকনাম দিয়েছিল, "প্রশান্ত মহাসাগরের জাঙ্ক হিপ।" ১৯৭২ সালে একটি নতুন চুক্তি জাপানকে ওকিনাওয়ার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দেয় কিন্তু ২৫,০০০ মার্কিন সেনা (এবং ২২,০০০ পরিবারের সদস্য) সেখানে অবস্থান করে। এবং অহিংস প্রতিবাদগুলি একটি স্থির উপস্থিতি থেকে যায়। ২০০০ সালে, ২৫,০০০ কর্মী কাদেনা বিমান ঘাঁটির আশেপাশে একটি মানববন্ধন করেছিলেন। ২০১৯

এর মধ্যে, ৩২মার্কিন বেস এবং ৪৮ টি প্রশিক্ষণ সাইট দ্বীপের ২০% কভার করেছে। তৃণমূলের বহু বছরের প্রতিরোধ সত্ত্বেও, পেন্টাগন উত্তর ওকিনাওয়ার হেনোকোতে একটি নতুন মেরিন এয়ার বেসের সাথে তার উপস্থিতি প্রসারিত করতে শুরু করে। হেনোকোর সুন্দর প্রবাল প্রাচীরটি প্রচুর পরিমাণে বালির নীচে সমাহিত করা হয়েছিল, এটি কেবল কোরাল নয়, সমুদ্রের কচ্ছপ, বিপন্ন ডুগং এবং আরও অনেক বিরল প্রাণীর হুমকী ছিল।

জুন ২৩। *প্রতি বছর এই তারিখে, জাতিসংঘের পাবলিক সার্ভিস দিবসটি বিশ্বজুড়ে পাবলিক সার্ভিস সংস্থা এবং বিভাগগুলি দ্বারা পালন করা হয়।* ২০০২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পাবলিক সার্ভিস দিবসটি সফল প্রশাসন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি উপযুক্ত সিভিল সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এই স্বীকৃতিটির মূল ভিত্তি। দিবসটির উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বজুড়ে স্থানীয় এবং জাতীয় সম্প্রদায়ের লোকদের কাজ উদযাপন করা যারা সাধারণ ভালোর জন্য তাদের শক্তি এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবদানকারীদের বেতনভুক্ত নাগরিক কর্মচারী যেমন মেইল ক্যারিয়ার, গ্রন্থাগারবিদ এবং শিক্ষক, বা স্বেচ্ছাসেবক দমকল বিভাগ এবং অ্যাম্বুলেন্স কর্পসের মতো সংস্থাগুলিতে বিনা বেতনের পরিষেবা সরবরাহকারী লোকেরা, তারা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করে এবং সমাজের কল্যাণে অপরিহার্য। এই কারণে, পাবলিক সার্ভিস ডেটিও তরুণদের সরকারী খাতে ক্যারিয়ার অনুসরণ করতে উত্সাহিত করার উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট। দিবসে অংশ নেওয়া সংস্থাগুলি এবং বিভাগগুলি সাধারণত এর উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করে। এর মধ্যে রয়েছে স্টল এবং বুথ স্থাপন করা যা থেকে জনসেবা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা যায়; অতিথির বক্তাদের সাথে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন; অভ্যন্তরীণ পুরষ্কার অনুষ্ঠান পরিচালনা; এবং সরকারী কর্মচারীদের সম্মান জানাতে বিশেষ ঘোষণা। যুদ্ধে অংশগ্রহনের অংশীদারি বিবেচনার পরিবর্তে যারা শান্তিপূর্ণ ও আইনী সেবা প্রদান করে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনসাধারণকে জনসেবা দিবসের চেতনায় অংশ নিতে উত্সাহিত করা হয়। আমরা সকলেই নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে পারি: এমন সরকারী কর্মচারী ছাড়া আমরা কোথায় থাকব যারা আমাদের দুর্গন্ধের পরে আমাদের শক্তি পুনরুদ্ধার করে, আমাদের রাস্তাগুলিকে নর্দমা থেকে মুক্ত রাখে এবং আমাদের আবর্জনা সংগ্রহ করে?

জুন ২৪। *১৯৪৮ সালের এই দিনে, রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুমান সেলেকটিভ সার্ভিস একট আইনটি স্বাক্ষর করেছিলেন, যা তরুণদের সামরিক চাকরিতে নিয়োগের খসড়া তৈরিতে আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।* এই আইনে বলা হয়েছে যে ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী সমস্ত পুরুষকেই এই নির্বাচনশীল চাকরিতে নিবন্ধন করতে হবে এবং ১৯ থেকে ২৬ বছর বয়সীরা খসড়া পাওয়ার উপযোগী হবে চাকরিতে ২১ মাসের পরিষেবা প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হলে। কিছু অল্প বয়স্ক আমেরিকান ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই খসড়াটির বিরোধিতা করেছিল, যখন কলেজের অনেক ছাত্রের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের বিস্তারের সাথে এই খসড়ার সম্পর্ক রয়েছে। কেউ কেউ পারিবারিক অবস্থা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে স্থানীয় খসড়া বোর্ডগুলির দ্বারা প্রায়শই অনুমোদিত বিষয়

ভিত্তিক খসড়া স্থগিতাদেশের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে, কংগ্রেস যে আইনটি পাস করেছিল তা এই স্থগিতকরণের প্রথাটিকে যৌক্তিক করে তুলেছিল, কিন্তু খসড়াটির প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধকে বন্ধ করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে, সেলেকটিভ সার্ভিস একট আইনে সংশোধন করা হয়েছিল যা এর নিবন্ধ করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল এবং আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী পুরোপুরিভাবে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক খসড়া-যুগের আমেরিকান নিঃসন্দেহে তাঁদের এই স্বাধীনতাকে মূল্য দেন কারণ এটি তাঁদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার অধিকার দিয়েছিল। এই বিষয়টিকে অবহেলা করা উচিত নয় কারন অনেক যুবক যারা জাতিকে যুদ্ধে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেবা দেওয়ার কাজ করেছিল, এটি তাদেরকে একমাত্র কাজের আশ্বাস, সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে সম্মানিত ভূমিকা এবং আত্ম-সম্মান প্রদান করেছিল। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই পুরোপুরিভাবে বিবেচনা করে যে এই সুবিধাগুলি কেবলমাত্র তাদের নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং অন্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতি এবং অবিচার বয়ে আনতে পারে। ভবিষ্যত সামরিক খসড়াগুলির জন্য সেলেকটিভ সার্ভিস এখনও অবধি রয়ে গেছে, এটি এমন একটি অনুশীলন যা অনেক দেশেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জুন ২৫। *১৯১৮ সালের এই দিনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা এবং দেশটির ধনিকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর আক্রমণের জন্য বিখ্যাত একজন দক্ষ বক্তা ইউজিন ডেবসকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।* তবে, ডেবস এবং তাঁর সমাজতন্ত্রীরা তাদের বিরোধিতা করার পক্ষে খুব কমই একা ছিলেন। ১৯১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে প্রবেশ কংগ্রেস এবং নাগরিক স্বাধীনতাবাদী ও ধর্মীয় শান্তিবাদীরা খুব দ্রুতই অনুঘটক মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল। এর জবাবে, কংগ্রেস এসপিওনেজ আইনটি পাস করেছিল, যার ফলে কারও পক্ষে যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধীতা চালানো আইনত অবৈধ হয়ে পড়েছিল। ডেবস অবশ্য অপ্রতিহত ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১৮ ই জুন ওহিওর ক্যান্টনের ভাষণে তিনি একদম সাধারণভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে এমন সব সত্য কথা বলেছিলেন যা এক শতাব্দীর বেশি সময় পরেও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, “সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ সর্বদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।” নিচু শ্রেণি সবসময় যুদ্ধে লড়াই করেছে...। আপনার জানা দরকার যে আপনি দাসত্ব এবং কামানের গোলার আঘাত খাওয়ার চেয়ে আরও ভাল কিছু করতে পারেন...।” ক্যান্টন বক্তৃতা অবশ্য গ্রেপ্তারের আগ পর্যন্ত ডেবসের শেষ বক্তৃতা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ১২ ই সেপ্টেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ডের জেলা আদালতে একটি নির্ণায়ক সভার মাধ্যমে তাকে এসপিওনেজ আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সাত মাস পরে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আপিল খারিজ করে এই রায় বহাল রাখা হয়েছিল এবং ডেবসকে ফেডারেল কারাগারে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আটলান্টায় কারাবাসে থাকাকালীন সময়ও ১৯২০ সালে তাকে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হওয়া রুখতে পারেনি। যারা আজ শান্তির জন্য কাজ করছে তারা এই বিষয় থেকে উৎসাহ নিতে পারেন যে, ডেবস কারাগারে থাকা সত্ত্বেও এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে নির্বাচনে প্রায় দশ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন।

জুন ২৬। *প্রতি বছর এই তারিখে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের সমর্থনে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি, নাগরিক সমাজের দলগুলি এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পালিত হয়* । ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি সংকল্পগ্রহণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সমর্থনে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবসটি পালিত হবে এবং ১৯৮৭ সালের জুনে কার্যকর হওয়া নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা অবক্ষয়মূলক আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের এই পদক্ষেপটি এখন বেশিরভাগ দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাৎসরিক এই দিবস পালনের লক্ষ্য ছিল নির্যাতনবিরোধী পদক্ষেপগুলিকে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা, যা নির্যাতনকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় যুদ্ধাপরাধ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সরঞ্জাম হিসাবে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। তবুও, আজকের যুদ্ধগুলিতে, নির্যাতনের ব্যবহার এবং নিষ্ঠুরতার অন্যান্য রূপ, অবমাননাকর এবং অমানবিক আচরণের ব্যবহারগুলি খুবই সাধারণ ঘটনা হিসেবেই রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতন নথিভুক্ত করা হলেও তা অরক্ষিত এবং অপ্রতিহত। নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীদের সমর্থনে জাতিসংঘের সৌজন্যে এই দিনটি পালনের ব্যবস্থা সমস্যাটির দিকে সকলের দৃষ্টি ঘোরানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নির্যাতিত ভুক্তভোগীদের জন্য আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন কাউন্সিল এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থার বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন মানুষের প্রতি নির্যাতন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই জাতীয় সংস্থাগুলি নির্যাতনের শিকার মানুষদের প্রাপ্ত মানসিক আঘাতকে পেছনে ফেলে তাদের ভালো হয়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক এবং বিশেষায়িত কর্মসূচির জন্য সমর্থন প্রচার করে থাকে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবক তহবিলের মতো দাতা সংস্থাগুলির অর্থায়ন, বিশ্বব্যাপী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন সংস্থাগুলিতে প্রমাণ করেছে যে ক্ষতিগ্রস্থরা ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হলেও তা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যেতে পারে।

জুন ২৭। *১৮৬৯ সালের এই দিনে এমা গোল্ডম্যান জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* লিথুয়ানিয়ায় বেড়ে ওঠা, গোল্ডম্যান রাশিয়ান বিপ্লবে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ধর্মবিরোধীতাবাদ অনেককে অভিবাসনের দিকে চালিত করেছিল। পনেরো বছর বয়সে, তার বাবার পূর্ব-নির্ধারিত বিবাহ আয়োজনের কারণে গোল্ডম্যান এবং তার এক বোন আমেরিকাতে পালিয়ে যান। নিউইয়র্কে, একটি কোটের কারখানায় দিনে সাড়ে দশ ঘণ্টা কাজ করার অভিজ্ঞতা তাকে কাজের সময় কম করার দাবিতে একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদানের জন্য চারিত করেছিল। তিনি যখন মহিলাদের এবং শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, গোল্ডম্যান এমন একজন নারীবাদী নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন যে মানুষের উগ্র আচরণকে উস্কে দেয়। তিনি নিয়মিতভাবে গ্রেপ্তার হওয়া সহ্য করতেন। রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ম্যাককিনলেকে যখন হত্যা করা হয়েছিল, তখন গোল্ডম্যান জাতীয়ভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন কারণ ঘাতক তার একটি বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল। ১৯০৬ সালের দিকে তিনি নারীবাদ ও নৈরাজ্যবাদের ধারণা সম্পর্কে পাঠকদের অবগত করার জন্য "মাদার আর্থ" নামে একটি ম্যাগাজিন শুরু করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে

প্রবেশের সাথে সাথে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের মতো আইন বাক স্বাধীনতার অবসান ঘটিয়েছিল, কারণ এই আইন শান্তিবাদীদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। গোল্ডম্যান তার ম্যাগাজিনের মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী প্রচেষ্টাকে তার পত্রিকায় উৎসাহিত করেছিলেন, এবং"বাধ্যতামূলক ভাবে সৈন্যদলে নিয়োগ বিরোধী পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করে সহকর্মী লিওনার্ড অ্যাবট, আলেকজান্ডার বার্কম্যান এবং এলিয়েনার ফিটজগারাল্ডকে সাথে নিয়ে একটি"পুঁজিবাদী সরকারগুলির সমস্ত যুদ্ধের" বিরোধিতা করেছিলেন। তাকে এবং বার্কম্যানকে সৈন্যদলে নিয়োগের খসড়া নিবন্বনগুলি কমে তৈরির ষড়যন্ত্রের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ১০,০০০ ডলার জরিমানা এবং দুই বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। মুক্তির পর গোল্ডম্যানকে রাশিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সেখানে থাকাকালীন সময় তিনি 'মাই ডিসিলিউশনমেন্ট (আমার ভ্রান্তিমোচন)ইন রাশিয়া'নামক বই লিখেছিলেন, তারপর তিনি নিজের আত্মজীবনী, লিভিং মাই লাইফ (আমার জীবনাচরণ) লিখেছিলেন। তার জীবনের শেষ বছরগুলি তিনি পুরো ইউরোপ জুড়ে নিজের ভক্তদের কাছে ভ্রমণ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে ব্যয় করেছিলেন। ১৯৪০ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে তাকে আমেরিকাতে নব্বই দিনের সফরের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং মৃত্যুর পর শিকাগোতে তাঁকে কবর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

জুন ২৮। *২০০৯ সালের এই দিনে, চূড়ান্তভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রাপ্ত একটি সামরিক অভ্যুত্থান, হন্ডুরাসের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দিয়েছিল।* দেশটির বামপন্থী রাষ্ট্রপতি ম্যানুয়েল জেলায়াকে, এক ডজন সৈনিক ভোরে তার বাসভবনে ঢুকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং পরে তাকে কোস্টারিকায় নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপটি একই দিনে নির্ধারিত একটি জাতীয় গণভোটকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়েছিল, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জনগণের সমর্থিত সংবিধানের সম্ভাব্য সংস্কার বিবেচনায় আনার প্রত্যাশা করেছিলেন। রাজনৈতিক বিরোধীরা অবশ্য যুক্তি দিয়েছিল যে জেলায়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল চার বছরের একক মেয়াদে রাষ্ট্রপতি থাকার সংবিধানের যে সীমাবদ্ধতা তা দূর করা। এই অভ্যুত্থানের পরপরই, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা বলেছিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে এই অভ্যুত্থান বেআইনী ছিল এবং রাষ্ট্রপতি জেলায়া এখনো হন্ডুরাসের রাষ্ট্রপতি...।" এই দৃষ্টিভঙ্গিটি, শীঘ্রই, সেক্রেটারি অফ স্টেট, হিলারি ক্লিন্টনের কর্মকাণ্ডের ফলে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তার ২০১৪ সালের আত্মজীবনীতে, *যার নাম ছিল হার্ড চয়েসেস-এ* ক্লিনটন লিখেছিলেন: “আমি পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা আমার সহকর্মীদের সাথে কথা বলেছি...। আমরা হন্ডুরাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম এবং নিশ্চিত করেছিলাম যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যেন দ্রুত ও বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, যা জেলায়া বিতর্কের প্রশ্নটি সকলের সামনে তুলে ধরবে।” প্রত্যাশিতভাবেই, ২০১০ সালে ক্ষমতায় আসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার শীর্ষ মন্ত্রীদের সাথে অভ্যুত্থানের অনুগতদের পুরস্কৃত করেছিল, যা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত সরকারী ও নাগরিক দুর্নীতি, সহিংসতা ও নৈরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। হন্ডুরাসের প্রগতিশীল নেতাকর্মীরা ভবিষ্যতের জন্য সংগঠিত ও কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে বৈধভাবে নির্বাচিত সরকার প্রান্তিক ও দরিদ্রসহ সকলের মঙ্গল সাধনের জন্য সততার সাথে কাজ করতে পারে।

জুন ২৯। *১৯৭২ সালের এই দিনে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ফুরম্যান বনাম জর্জিয়া মামলায় যে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিল তার উপর আদেশ জারি করে, আর তা হল যে মৃত্যুদণ্ড তৎকালীন রাজ্যগুলি কার্যকর করেছিল তা সংবিধানবিরোধী ছিল।* আদালতের সিদ্ধান্তটি আরও দুটি মামলায় প্রযোজ্য হয়েছিল, *জ্যাকসন বনাম জর্জিয়া* এবং *ব্রাঞ্চ বনাম টেক্সাস*, যার মধ্যে উভয়ই ধর্ষণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডের সাংবিধানিকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। ফুরম্যান বনাম জর্জিয়া মামলার পূর্ববর্তী যে ঘটনা ঘটেছিল তা ছিল: ফুরম্যান একটি ব্যক্তিগত বাড়িতে চুরি করার সময় পরিবারের একজন সদস্য তাকে ধরে ফেলেছিল। পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ফুরম্যান ছিটকে পড়ে যায় এবং তার হাতে থাকা বন্দুকটি থেকে গুলি বেরিয়ে যায় এবং বাড়ির এক বাসিন্দা মারা যায়। বিচার চলাকালীন সময়, ফুরম্যানকে খুনের দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে অন্য দু'টি মামলার মতোই প্রশ্নটি ছিল যে, মৃত্যুদণ্ড তো একটি নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি যা সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর লঙ্ঘন করে বা চতুর্দশ সংশোধনী লঙ্ঘন করে যা সকল ব্যক্তির জন্য আইনের সুরক্ষা সমান হবার আশ্বাস দেয়। আদালতের এক পৃষ্ঠার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত, ৫- ৪ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল যে, তিনটি মামলায়ই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা নির্মম ও অস্বাভাবিক শাস্তি ছিল এবং তা সংবিধান লঙ্ঘন করেছিল। কেবলমাত্র বিচারপতি ব্রেনান এবং মার্শাল মৃত্যুদণ্ডকে সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধানবিরোধী বলে বিশ্বাস করেছিলেন। অন্য যে তিন বিচারপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের সাথে একমত হয়েছিলেন তারা মূলত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন, যা প্রায়শই কালোদের বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। আদালতের সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্য এবং জাতীয় আইনসভা গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয় যাতে মৃত্যুদণ্ড নিষ্ঠুর এবং বৈষম্যমূলকভাবে কার্যকর না করা হয়।

জুন ৩০। *১৯৬৬ সালের এই দিনে প্রথম জি আই রা, ফোর্ট হুড থ্রি, ভিয়েতনামে যেতে অস্বীকার করেছিল।* প্রাইভেট ডেভিড সামাস, প্রাইভেট ডেনিস মোরা এবং প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস জেমস এ. জনসন জর্জিয়ার ফোর্ট গর্ডনে সাক্ষাত করেছিলেন, এর পর তাদের প্রত্যেককে টেক্সাসের ফোর্ট হুডের সশস্ত্র বিভাগের২য় ভাগের ১৪২তম ব্যাটালিয়নে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভিয়েতনামে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদেরকে অপেক্ষিত স্থাপনার আদেশ জারি করা হয়েছিল। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভগুলি তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিল নিয়োগের তারিখের আগে মঞ্জুর করা ৩০ দিনের ছুটি কাজে লাগিয়ে আইনজীবী সন্ধান করতে এবং যুদ্ধ বিরোধী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে। তারা সুপরিচিত শান্তিবাদী ডেভ ডেলিঞ্জার, ফ্রেড হালস্টিড এবং এ.জে. মাস্টের সাথে দেখা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যারা প্রভাবশালী প্যারেড কমিটির সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং তারাই নিউইয়র্ক সিটিতে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে দিয়েছিলেন। তিনজনই সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীর কয়েকশ সমর্থকের সমর্থন পেয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে তারা অন্যান্য জি আই-দেরও তাদের মোতায়েনের সিদ্ধান্তের অস্বীকৃতিতে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাদের প্রত্যাখ্যানটির কারণ ছিল: "ভিয়েতনামের যুদ্ধ অবশ্যই বন্ধ করা উচিত...আমরা কোনো বিধ্বংসমূলক যুদ্ধের অংশ হতে চাই না। আমরা আমেরিকান জীবন ও সম্পদের অপরাধমূলক অপচয়ের

বিরোধিতা করি। আমরা ভিয়েতনামে যেতে অস্বীকার করি! ” এরপর পুলিশ তাদের তিনজনকে এন জে এর ফোর্ট ডিক্সে পাঠিয়ে দিয়েছিল, যেখানে কমান্ডিং জেনারেল হাইটওয়ার তাদেরকে অবিলম্বে সাইগনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার, তারা ভিয়েতনাম যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের তিনজনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, সেপ্টেম্বরে তারা সামরিক বিচারালয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং সুপ্রিম কোর্ট তাদের সমস্ত আপিল প্রত্যাখ্যান করে আরও তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল তাদেরকে। ওই তিন বছরে কয়েকশো সক্রিয় ডিউটি সার্ভিস সদস্য এবং প্রবীণরা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

জুলাই ১। *১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে, প্রথম কোয়েকাররা আমেরিকা পৌঁছেছিল, তারা যেখানে এসেছিল তা পরে বোস্টন নাম ধারণ করে।* বোস্টনের পিউরিটান উপনিবেশটি ১৬৫০ শতকের দিকে তার ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি কঠোর নিয়মগুলির মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে কোয়েকাররা এলে তাদের জাদুবিদ্যা অনুশীলনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, কারারুদ্ধ করা হয়, এবং পরবর্তী জাহাজে বোস্টনকে ছেড়ে যাওয়ার দাবি জানানো হয়। কোয়েকারদের বোস্টনে নিয়ে আসা জাহাজের ক্যাপ্টেনদের উপর ভারী জরিমানা জারির একটি আদেশ পিউরিটানরা শীঘ্রই পাস করিয়েছিল। প্রতিবাদে অটল কোয়েকাররা আক্রমণের শিকার হতে থাকে, তাদের মারধর করা হয়, এবং নিউ ওয়াল্ডে দ্বিতীয় প্রিন্স চার্লস কর্তৃক ফাঁসি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন পাশ করার আগে কমপক্ষে চারজনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছিল। বোস্টন হারবারে আরও বিবিধ জাতি বসতি স্থাপন শুরু করলে, কোয়েকাররা পেনসিলভেনিয়ায় তাদের নিজস্ব একটি উপনিবেশ স্থাপনের যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পায়। পিউরিটানদের ভয় বা বিদেশাতঙ্কের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল আমেরিকা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সবার জন্য স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার। আমেরিকার জন্মলাভের সাথে সাথে এর বৈচিত্র্যও বেড়ে গেল। অন্যদের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার অনুশীলনে কোয়েকারদের অবদান অনেক, যা অন্যদের জন্য নেটিভ আমেরিকানদের সম্মান করার, দাসত্বের বিরোধিতা করার, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার এবং শান্তির অনুসরণের অভ্যাসগুলি তৈরি করেছিল। পেনসিলভেনিয়ার কোয়েকাররা অন্য উপনিবেশগুলিকে যুদ্ধের চেয়ে শান্তির অনুশীলনে নৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল। কোয়েকাররা অন্যান্য আমেরিকানদের দাসত্ব এবং সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল। মার্কিন ইতিহাসের সেরা অধ্যায়গুলোর মধ্যে অনেকগুলোর সূচনা হয়েছিল কোয়েকারদের তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের মাধ্যমে, যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মতবাদ থেকে ভিন্ন এবং একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মতবাদ ছিল।

জুলাই ২। *১৯৬৪ সালের এই দিনে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকারের প্রস্তাবকে আইনে রূপান্তরিত করেন।* দাসপ্রথার অধীনস্থ লোকেরা ১৮৬৫ সালে ভোটাধিকার পেয়ে মার্কিন নাগরিক হয়েছিলেন। তবুও, পুরো দক্ষিণাংশ জুড়ে তাদের অধিকার দমন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। পৃথক প্রদেশগুলির পৃথকীকরণকে সমর্থন করার জন্য তৈরি আইনগুলি এবং কু ক্লাক্স ক্ল্যানের মতো সাদা চামড়ার আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীগুলির নির্মম আচরণ প্রাক্তন দাসদের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল।

১৯৫৭ সালে, মার্কিন বিচার বিভাগ এই অপরাধগুলি তদন্তের জন্য একটি নাগরিক অধিকার কমিশন গঠন করেছিল, যা ফেডারেল আইন দ্বারা অবিস্মৃত হয় যতক্ষণ না রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৬৩ সালের জুনে একটি বিল প্রস্তাব করেন যার বক্তব্য ছিল: "বহু দেশ এবং পটভূমির মানুষদের দ্বারা এই জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভিত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মূল্যবোধের উপর যে, সমস্ত মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যখন একজন মানুষের অধিকার হুমকির পড়ে তখন প্রতিটি মানুষের অধিকার খর্ব হয়।" পাঁচ মাস পরে কেনেডি হত্যাকাণ্ডের ফলে রাষ্ট্রপতি জনসনকে তা অনুসরণ করতে হয়। তার স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণে জনসন মিনতি করেছিলেন: "কংগ্রেসের এই অধিবেশনটি সেই অধিবেশন হিসাবে পরিচিতি লাভ করুক যা নাগরিক অধিকারের জন্য গত একশত অধিবেশনের মিলিত কাজ থেকেও বেশি কাজ করেছিল।" বিলটি সেনেটে পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণের উত্তপ্ত তর্কাতর্কিগুলি একটি ৭৫ দিনের লম্বা বক্তৃতাবাজির সম্মুখীন হয়। ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকার আইন শেষ পর্যন্ত দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে পাস হয়েছিল। এই আইনটি সমস্ত জনসাধারণের থাকার জায়গাগুলিতে বিচ্ছিন্নতা নিষিদ্ধ করে এবং নিয়োগকারী এবং শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। এটি একটি সমান সুযোগ কর্মসংস্থান কমিশনও প্রতিষ্ঠা করে যা জীবিকা নির্বাহে চেষ্টারত নাগরিকদের আইনী সহায়তা প্রদান করে।

জুলাই ৩। *১৯৩২ সালের এই দিনে,* দি গ্রিন টেবিল*(সবুজ ছক), একটি যুদ্ধ বিরোধী ব্যালে, যা যুদ্ধের অমানবিকতা ও দুর্নীতির প্রতিফলন ঘটায়, প্যারিসে প্রথমবারের মতো একটি কোরিওগ্রাফি প্রতিযোগিতায় পরিবেশিত হয়েছিল।* জার্মান নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক এবং কোরিওগ্রাফার কুর্ট জুস (১৯০১-১৯৭৯) এই ব্যালেটি লিখেছেন এবং কোরিওগ্রাফ করেছেন, এটি মধ্যযুগীয় জার্মান কাষ্ঠশিল্পগুলিতে চিত্রিত "মৃত্যুর নৃত্য" -র উপরে ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়েছে। আটটি দৃশ্যের প্রত্যেকটা আলাদাভাবে পরিবেশন করে সেই পন্থাগুলোকে যার মাধ্যমে সমাজ যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেয়। মৃত্যুর অবয়বটি ক্রমশ রাজনীতিবিদ, সৈনিক, একটি পতাকাবাহক, একটি কন্যা, স্ত্রী, একজন মা, শরণার্থী এবং একটি শিল্প মুনাফেককে প্রলুব্ধ করে, তাদের সকলকে একই শর্তে মৃত্যুর নৃত্যে আনা হয় যার মাধ্যমে তারা পরবর্তীতে জীবনযাপন করে। কেবল স্ত্রীর চিত্রটি প্রতিরোধের ইঙ্গিত দেয়। তিনি পক্ষপাতদুষ্ট বিদ্রোহীতে পরিণত হন এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা এক সৈন্যকে হত্যা করেন। এই অপরাধের জন্য, মৃত্যু একটি ফায়ারিং স্কোয়ার্ড এর মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে তাকে টেনে নিয়ে যায়। তবে প্রথম গুলি খাওয়ার আগে, স্ত্রী মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে তাকে নমস্কার করেন। মৃত্যু মাথা নেড়ে তাকে সম্মতি জানায়, তারপরে দর্শকদের দিকে তাকায়। ২০১৭ তে *"দি গ্রিন টেবিল"* নিয়ে হওয়া একটি পর্যালোচনাতে, ফ্রিল্যান্স সম্পাদক জেনিফার জহর্ট লিখেছেন যে তিনি উপস্থিত ছিলেন এমন পারফরম্যান্সে আরও একজন পর্যালোচক মন্তব্য করেছিলেন, "মৃত্যু আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে ছিল, আমরা বুঝতে পারি কিনা তা জানার জন্য।" জহর্ট প্রতিক্রিয়া জানালেন, "হ্যাঁ", তিনি একমত যে যুদ্ধের জন্য মৃত্যু সর্বদা কোন না কোনোভাবে নিশ্চিত হয়ে থাকে। তবে এটি লক্ষ করা উচিত যে আধুনিক ইতিহাস অনেকগুলি উদাহরণ দেয় যেখানে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন, সকলের জন্য মৃত্যুর আহ্বানকে নিরব করে দিয়েছিল।

জুলাই ৪। *প্রতি বছর এই দিন, ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইংল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা উদযাপন করার সময়, ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের সদর দফতরে একটি নিঃস্বার্থ অহিংস কর্মী গোষ্ঠী, তাদের নিজস্ব "আমেরিকা থেকে স্বাধীনতা দিবস" পালন করে।* মেনউইথ হিল একাউন্টিবিলিটি ক্যাম্পেইন (এমএইচএসি) নামে পরিচিত, এই গোষ্ঠীর ১৯৯২ সাল থেকে মূল উদ্দেশ্যটি ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিষয়টি অন্বেষণ করা এবং তাতে আলোকপাত করা, কারণ এটি যুক্তরাজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটির সাথে সম্পর্কিত। এমএইচএসি-এর মূল কেন্দ্রবিন্দু ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত উত্তর ইয়র্কশায়ারে আমেরিকার মেনউইথ হিলের ঘাঁটি। মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা সংস্থা (এনএসএ) দ্বারা পরিচালিত, মেনউইথ হিল তথ্য সংগ্রহ এবং নজরদারি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটি। মূলত সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং আদালতের চ্যালেঞ্জগুলিতে ব্রিটিশ আইন পরীক্ষার মাধ্যমে এমএইচএসি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে, এনএসএ মেনউইথ হিল সম্পর্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ১৯৫৭ সালের আনুষ্ঠানিক চুক্তি সংসদীয় তদন্ত ছাড়াই পাস হয়েছে। এমএইচএসি আরও প্রকাশ করেছে যে মার্কিন বৈশ্বিক সামরিকবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এবং এনএসএ-এর তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বেসামরিক স্বাধীনতা এবং বৈদ্যুতিন নজরদারি অনুশীলনের ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে যার সামান্য প্রকাশ পায় বা সংসদীয় আলোচনার অংশ হয়। এমএইচএসি-র ঘোষিত চূড়ান্ত লক্ষ্য হল যুক্তরাজ্যের সমস্ত মার্কিন সামরিক এবং নজরদারি ঘাঁটিগুলিকে পুরোপুরি অপসারণ করা। সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে অন্যান্য কর্মী গোষ্ঠীগুলির সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের সমর্থন করে যা তাদের নিজস্ব দেশে একই লক্ষ্যগুলি নিয়ে কাজ করে। যদি এই ধরনের প্রচেষ্টা চূড়ান্তভাবে সফল হয়, তবে তারা বিশ্বব্যাপী সামরিকীকরণ উৎখাতের দিকে একটি বড় পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ৮০ টিরও বেশি দেশে প্রায় ৮০০ টি বড় সামরিক ঘাঁটি পরিচালনা করে।

জুলাই ৫। *১৮১১ সালের এই দিনে, ভেনিজুয়েলা স্বাধীনতার দাবি ঘোষণাকারী প্রথম স্প্যানীশ আমেরিকান উপনিবেশে পরিণত হয়।* ১৮১০ সালের এপ্রিল থেকে একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ করা হচ্ছিল। ভেনিজুয়েলার প্রথম প্রজাতন্ত্রের একটি স্বাধীন সরকার এবং একটি সংবিধান ছিল, তবে এটি কেবল এক বছর স্থায়ী হয়েছিল। ভেনিজুয়েলার জনগণ কারাকাসের সাদা অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রতিরোধ করেছিল এবং মুকুটের প্রতি তারা অনুগত ছিল। বিখ্যাত নায়ক সিমেন বলিভার প্যালাসিয়াস ভেনিজুয়েলায় একটি বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং স্প্যানিশদের প্রতি সশস্ত্র প্রতিরোধ তাঁর নেতৃত্বেই ছিল। ভেনিজুয়েলার দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলে এবং বলিভারকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি এল লিবার্তাদোর হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। তিনি আবারও শ্বেতাঙ্গ নয় এমন ভেনিজুয়েলা বাসীদের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করেছিলেন। এটি ১৮১৩-১৮১৪ পর্যন্ত কেবল এক বছর স্থায়ী হয়েছিল। কারাকাস স্পেনীয় নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়, তবে ১৮১৯ সালে, বলিভারকে ভেনিজুয়েলার তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৮২১ সালে কারাকাস স্বাধীন হয়েছিল এবং গ্রান কলম্বিয়া তৈরি করা হয়েছিল, এখন তা ভেনিজুয়েলা এবং কলাম্বিয়া। বলিভার চলে গিয়েছিল, কিন্তু মহাদেশে তার লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল এবং তার দেখা সংযুক্ত

স্পেনীয় আমেরিকার স্বপ্নটি আন্দিজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় কিছুটা সফল হয়েছিল, যা এখন ইকুয়েডর, বলিভিয়া এবং পেরু নামে পরিচিত। আবার, নতুন সরকার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন প্রমাণিত হয়েছিল এবং স্থায়ী হয় নি। ভেনেজুয়েলার লোকেরা দুর্গম কলাম্বিয়ার রাজধানী বোগোটাকে ঘৃণা করত এবং গ্রান কলম্বিয়ার বিরোধিতা করেছিল। বলিভার ইউরোপে নির্বাসনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তবে ইউরোপ যাওয়ার আগে ১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ৪৭ বছর বয়সে মারা যান। তিনি যখন মারা যাচ্ছিলেন, আমেরিকার উত্তর দক্ষিণাংশের এই মুক্তিদাতা হতাশ হয়ে বলেছিলেন যে "বিপ্লবের পক্ষে যারা কাজ করেছেন তারা সবাই সাগরে লাঙ্গল চালিয়েছিলেন।" যুদ্ধের নিরর্থকতা এটি।

জুলাই ৬। *১৯৪২ সালের এই দিনে, তের-বছর বয়সী অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক, তার বাবা-মা ও বোন হল্যান্ডের আমস্টারডামের একটি অফিস ভবনের পিছনের খালি অংশে চলে এসেছিলেন, যেখানে অ্যানির বাবা অটো পারিবারিক ব্যাংকিংয়ের ব্যবসা পরিচালনা করতেন।* ১৯৩৩ সালে হিটলারের উত্থানের পর হল্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া ইহুদি পরিবার-নেটিভ জার্মানরা এই দেশটি দখলকারী নাৎসিদের কাছ থেকে আত্মগোপন করেছিল। তাদের আত্মগোপনের সময় অ্যানা পরিবারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি ডায়েরি লিখত যা তাকে পরবর্তীতে বিশ্ব-বিখ্যাত করে তুলেছিল। যখন পরিবারটি দু'বছর পরে ধরা পড়ে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তখন অ্যানি এবং তার মা ও বোনকে জার্মান বন্দি শিবিরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিন মাসে তারা তিনজনই টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই সমস্ত হল সাধারণ জ্ঞান। খুব কম আমেরিকান অবশ্য বাকি গল্পটি জানেন। ২০০৭ সালে প্রকাশিত দলিলগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ১৯৪১ সালে অটো ফ্র্যাঙ্কের তার পরিবারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করানোর জন্য অবিচ্ছিন্ন নয় মাসের ভিসা পাওয়ার চেষ্টা ক্রমবর্ধমান কুসংস্কারমূলক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষার মানদণ্ডগুলির মাধ্যমে বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি শরণার্থীরা "বাধ্য হয়েই গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারে", একটি প্রশাসনিক ম্যান্ডেট জারি করা হয়েছিল যা ইউরোপে নিকটাত্মীয় রয়েছে এমন ইহুদি শরণার্থীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল, যার ভিত্তি ছিল নাৎসিরা ইহুদিদের আত্মীয়দের ধরে রেখে হিটলারের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতে বাধ্য করতে পারে এমন সুদূরপ্রসারী ধারণা। এমন প্রতিক্রিয়া বোকামি ও ট্র্যাজেডিকে স্পষ্ট করে তোলে, যা হতে পারে যখন যুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ভয় মানবতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। এটি কেবল প্রস্তাবই করেনি যে স্বর্গীয় অ্যানা ফ্রাঙ্ক নাৎসি গুপ্তচর হিসাবে কাজ করতে পারে। এটি অগণিত ইউরোপীয় ইহুদিদের মৃত্যুতেও অবদান রাখে যা এড়ানো সম্ভব ছিল।

জুলাই ৭। *২০০৫ সালের এই দিনে লন্ডনে বেশ কয়েকটি সমন্বিত আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে।* তিন ব্যক্তি একইসাথে কিন্তু পৃথকভাবে তাদের ব্যাকপ্যাকগুলিতে রাখা বাড়িতে তৈরি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ডে এবং চতুর্থ একজন বাসে একই ঘটনা ঘটিয়েছিল। চারজন সন্ত্রাসী সহ বিভিন্ন দেশের বাহান্ন জন মারা গিয়েছিল এবং সাত শতাধিক লোক আহত হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে ৯৫% আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলা কোনো সামরিক দখলদারকে হত্যা করে দখলদারিত্ব বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষায়

করা হয়েছে। এই আক্রমণগুলি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। অনুপ্রেরণা ছিল ইরাক দখল বন্ধ করা। এর এক বছর আগে, ২০০৪ সালের ১১ ই মার্চ, আল কায়দার বোমা হামলায় স্পেনের মাদ্রিদে ১৯১ জন মানুষ মারা যায়, নির্বাচনের ঠিক আগে যেখানে একটি পক্ষ ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধে স্পেনের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিল। স্পেনের জনগণ সমাজতান্ত্রিকদের ক্ষমতায় রাখতে ভোট দিয়েছিল এবং তারা মে মাসের মধ্যে স্পেনের সমস্ত সেনাকে ইরাক থেকে সরিয়ে দেয়। স্পেনে আর কোনও বোমা হামলা হয়নি। ২০০৫ সালে লন্ডনে হামলার পরে ব্রিটিশ সরকার ইরাক ও আফগানিস্তানের নৃশংস দখল প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এরপর ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে লন্ডনে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, বিশ্ব ইতিহাসে খাবার, ওষুধ, স্কুল বা পরিচ্ছন্ন শক্তির উপহারের জন্য সৃষ্ট বিদ্বেষ থেকে খোলাখুলি আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলা চালিত হয়েছে বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সমষ্টিগত দুর্ভোগ, বঞ্চনা এবং অন্যায় হ্রাস করার মাধ্যমে এবং অহিংস আবেদনে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে আত্মঘাতী হামলা হ্রাস করা যেতে পারে, যা সাধারণত সহিংস কর্মকাণ্ডকে ছাপিয়ে যায়; তবে প্রায়শই এই কাজগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। যুদ্ধাপরাধের চেয়ে বরং এই অপরাধগুলিকে 'অপরাধ' হিসাবে গণ্য করা একটি জঘন্য পুনরাবৃত্তিমূলক চক্রকে ভেঙে দিতে পারে।

জুলাই ৮। *২০১৪ সালের এই দিনে, সাত-সপ্তাহের সংঘর্ষ যা ২০১৪-র গাজা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল, সেই সংঘর্ষে ইস্রায়েল হামাস-শাসিত গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে সাত সপ্তাহের বিমান ও স্থল আক্রমণ শুরু করেছিল।* অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল গাজা থেকে ইস্রায়েলে রকেট আক্রমণ বন্ধ করা, যা জুন মাসে পশ্চিম তীরে হামাস জঙ্গিদের দ্বারা তিনজন ইসরাইলী কিশোরকে অপহরণ এবং হত্যার পরে বড় আকার ধারণ করে এবং একটি ইস্রায়েলি ক্র্যাকডাউন এর সূত্রপাত ঘটায়। তার অংশ হিসাবে, হামাস ইস্রায়েলের উপর গাজা উপত্যকার অবরোধ তুলতে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে, বেসামরিক লোকজনের মৃত্যু, আহত হবার ঘটনা এবং গৃহহীনতা একপেশে ভাবে শুধু পরাজিত গাজাতেই দেখা যায়— মাত্র পাঁচজন ইস্রায়েলীর বিপরীতে ২০০০ এরও বেশি বেসামরিক গাজান নাগরিক মারা গিয়েছিল – আন্তর্জাতিক রাসেল ট্রাইব্যুনালের একটি বিশেষ অধিবেশন ফিলিস্তিনের উপর ইস্রায়েলের গণহত্যার তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। ইস্রায়েলি আক্রমণের ধরণ এবং এর নির্বিচারে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিতকরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে নির্ণায়ক-সভার সামান্যই সমস্যা হয়েছিল, যেহেতু তারা পুরো বেসামরিক জনগণের উপর সমষ্টিগতভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল। এটি ইস্রায়েলের দাবিও প্রত্যাখ্যান করেছে যেই দাবিতে বলা হয় গাজা থেকে রকেট হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসাবে তারা এই কাজগুলো করেছে, যেহেতু কঠোর ইস্রায়েলি নিয়ন্ত্রণে থাকা নিপীড়িত লোকেরা এই আক্রমণের প্রতিবাদ করেছিল। তবুও, নির্ণায়ক-সভা ইস্রায়েলীয় কর্মকাণ্ড গুলিকে "গণহত্যা" বলতে অস্বীকার করেছিল, যেহেতু এই আগ্রাসনের আইনগতভাবে "ধ্বংসের অভিপ্রায়" এর জোরালো প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। অবশ্যই, সহস্র মৃত, আহত এবং গৃহহীন গাজানদের কাছে, এই সিদ্ধান্তগুলি খুব একটা সুফল বয়ে আনেনি। তাদের জন্য এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশের মানুষের জন্য, যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট দুর্দশার একমাত্র বাস্তব সমাধান হল যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা।

জুলাই ৯। *১৯৫৫ সালের এই দিনে, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং আরও সাতজন বিজ্ঞানী সতর্ক করেছিলেন যে যুদ্ধ এবং মানুষের টিকে থাকার মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়া উচিত।* জার্মানির ম্যাক্স বোর্ন, এবং ফরাসি কমিউনিস্ট ফ্রেডেরিক জোলিয়ট-কুরি সহ বিশ্বজুড়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা যুদ্ধ বিলোপের চেষ্টায় আলবার্ট আইনস্টাইন এবং বার্ট্র্যান্ড রাসেলের পক্ষে যোগদান করেছিলেন। আইনস্টাইন তার মৃত্যুর আগে শেষ যে কাগজে স্বাক্ষর করেছিলেন তা ছিল একটি ঘোষণাপত্র, তাতে বলা ছিল: "ভবিষ্যতের যে কোনও বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র অবশ্যই ব্যবহার হবে এবং এই ধরনের অস্ত্র মানবজাতির চলমান অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে, আমরা বিশ্বের সকল সরকারকে অনুরোধ করছি উপলব্ধি করতে এবং জনসমক্ষে স্বীকার করতে, যে তাদের উদ্দেশ্য বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা সফলতা অর্জন করবে না এবং ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শান্তিপূর্ণ পথ খুঁজে নিতে আমরা তাদের অনুরোধ করছি।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স (প্রতিরক্ষা সচিব), রবার্ট ম্যাকনামারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে পারমাণবিক অস্ত্রাগার যদি গুঁড়িয়ে দেওয়া না হয় তবে পারমাণবিক বিপর্যয় অনিবার্য, তিনি উল্লেখ করেছিলেন: “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো গড়ে হিরোশিমায় ফেলা বোমার চেয়ে ২০ গুণ ধ্বংসাত্মক শক্তি ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮,০০০ সক্রিয় বা কোনো প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ২,০০০টি তাৎক্ষণিকভাবে নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও "প্রথমে ব্যবহার করব না" এই নীতিকে অনুমোদন দেয়নি, আমি ৭ বছর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করার সময় বা তখন থেকে তো নয়ই। আমরা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার শুরু করতে প্রস্তুত থাকতাম এবং এখনো প্রস্তুত রয়েছি - একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে, তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি...২০ মিনিটের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে রাষ্ট্রপতি প্রস্তুত আছেন যা বিশ্বের অন্যতম ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের নিক্ষেপ সম্পন্ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণার জন্য মন্ত্রীসভার একটি আইন প্রয়োজন, তবে পারমাণবিক হত্যাযজ্ঞ শুরু করতে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের ২০ মিনিটের আলোচনা প্রয়োজন।”

জুলাই ১০। *১৯৮৫ সালের এই দিনে ফরাসি সরকার নিউজিল্যান্ডের উত্তর দিকের দ্বীপের একটি বড় শহর অকল্যান্ডের এক জেটিতে নোঙ্গর করা গ্রিনপিসের পতাকাবাহী জাহাজ দ্য রেইনবো ওয়ারিয়রকে বোমা মেরে ডুবিয়ে দেয়।* পরিবেশ রক্ষার তাগিদে গ্রিনপিস প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রেঞ্চ পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে তাদের জাহাজটিকে আরেকটি শান্তিপূর্ণ প্রচারণা চালানোর কাজে ব্যবহার করে আসছিল। নিউজিল্যান্ড এই প্রতিবাদগুলির দৃঢ় সমর্থন করেছিল এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অন্যদিকে ফ্রান্স নিজ দেশের সুরক্ষার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা অপরিহার্য হিসাবে দেখছিল এবং আশঙ্কা করছিল যে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ার ফলে সম্ভবত এটিকে বন্ধ করতে তাদের বাধ্য করা হবে। ফরাসিরা বিশেষত গ্রিনপিসের অকল্যান্ড জেটি থেকে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফরাসি পলিনেশিয়ার মুরোরোয়া অ্যাটলে আরও একটি প্রতিবাদ শুরু করার পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক ছিল। পতাকাবাহী জাহাজ হিসাবে, রেইনবো ওয়ারিয়র ফরাসি নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধাজনক হতে পারে এমন ক্ষুদ্র জাহাজ সমূহের বহর পরিচালনা করে অহিংস প্রতিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। জাহাজটি একইসাথে পর্যাপ্ত রসদ বহন এবং যোগাযোগের সরঞ্জাম বহন করে দীর্ঘায়িত প্রতিবাদ

পরিচালনা এবং বহিঃবিশ্বের সাথে রেডিও যোগাযোগ বজায় রেখে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলিকে প্রতিবেদন এবং ছবি উভয়ই সরবরাহ করতে পারার মত যথেষ্ট বড় ছিল। এই সমস্ত কিছু এড়াতে, ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের জাহাজটি ডুবিয়ে দিতে এবং এটির এগিয়ে যাওয়া রোধ করতে পাঠানো হয়েছিল। এই পদক্ষেপের ফলে নিউজিল্যান্ড এবং ফ্রান্সের সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং নিউজিল্যান্ডের জাতীয়তাবাদের উত্থানকে উৎসাহিত করতে এই ঘটনার বড় ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু ব্রিটেন ও আমেরিকা সন্ত্রাসবাদ অভিহিত করে এই কাজটির নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই নিউজিল্যান্ডে আরও স্বতন্ত্র একটি পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে সমর্থন জোরালো হয়ে ওঠে।

জুলাই ১১। *প্রতি বছর এই দিনে, জাতিসংঘ-অর্থায়িত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, যা ১৯৮৯ সালে ঘোষিত হয়েছিল, তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো যেমন পরিবার পরিকল্পনা, লিঙ্গসমতা, মানব ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সাম্য এবং মানবাধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।* এই উদ্বেগগুলি ছাড়াও, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন যে দরিদ্র দেশগুলিতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের ব্যবহারোপযোগী সম্পদগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে যা দেশকে দ্রুত সামাজিক অস্থিতিশীলতা, নাগরিক সংঘাত এবং যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে সত্য কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ত্রিশ বছরের কম বয়সী একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের দলের সৃষ্টি করে। যখন এই জাতীয় জনগোষ্ঠী দুর্বল বা স্বৈরাচারী সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান উভয়েরই অভাব বোধ করতে থাকে, তখন দেশ গৃহযুদ্ধের সম্ভাব্য স্থান হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাংক অ্যাঙ্গোলা, সুদান, হাইতি, সোমালিয়া এবং মায়ানমারকে "নিম্ন-আয়ের চাপের মধ্যে থাকা দেশ"-এর চরম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছে। এসব দেশে, স্থিতিশীলতা চাপা পড়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব দ্বারা যা ব্যবহারযোগ্য স্থান এবং সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। একবার নাগরিক সংঘাতের গ্রাসে পড়ে গেলে, এই জাতীয় দেশগুলির পক্ষে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুনরায় বহাল করা কঠিন হয়ে যায়। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দেন যে উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনগণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহের অভাবে থাকা দেশগুলিতে স্থানীয়ভাবে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্যই তথাকথিত উন্নত দেশগুলি মানবিক ও পরিবেশবাদী সহায়তার পরিবর্তে অস্ত্র, যুদ্ধ, ডেথ স্কোয়াড, অভ্যুত্থান এবং হস্তক্ষেপ রপ্তানি করে, বিশ্বের দরিদ্র ও জনবহুল অঞ্চলে সহিংসতা বাড়িয়ে তোলে, তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি আর অতিরিক্ত জনবহুল নয় ঠিকই, কেবল জাপান বা জার্মানির তুলনায় আরো বেশি দরিদ্র।

জুলাই ১২। *১৮১৭ সালের এই দিনে হেনরি ডেভিড থোরিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* যদিও তিনি সম্ভবত তাঁর দার্শনিক স্বতন্ত্রতার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, যার ফলে তিনি তাঁর *ওয়ালডেন* বইতে লিখেছেন, তিনি প্রকৃতির বিকাশকে আধ্যাত্মিক নিয়মের প্রতিচ্ছবি হিসাবে দেখেন — থোরিও একজন প্রথাবিরোধী ছিলেন যিনি বিশ্বাস করতেন যে নৈতিক আচরণ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য থেকে নয় বরং ব্যক্তিগত বিবেক থেকে প্রাপ্ত। এই দর্শনটি তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, *আইন অমান্য* করার বিষয়টি, যা পরবর্তীকালে মার্টিন

লুথার কিং এবং মহাত্মা গান্ধীর মতো নাগরিক অধিকারের প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেছিল। থোরিও যে বিষয়গুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন তা হল দাসত্ব এবং মেক্সিকান যুদ্ধ। মেক্সিকোর যুদ্ধকে অসমর্থন করার জন্য কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তার কারাদণ্ড হয় এবং "ম্যাসাচুসেটসে দাসত্ব" এবং "ক্যাপ্টেন জন ব্রাউনের জন্য একটি প্রার্থনা" রচনার মতো দাসত্বের বিরোধিতামূলক লেখার জন্যেও তার এই কারাদণ্ড হয়। থোরিও হার্পারের ফেরি অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র চুরি করে দাসদের অস্ত্র দেওয়ার চেষ্টার পরে ব্রাউনের বিস্তৃত নিন্দার বিরোধিতা করে জন ব্রাউনকে সমর্থন করেছিলেন এবং তা চলমান নিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অভিযানের ফলে ১৩ জন বিদ্রোহীর সাথে একজন মার্কিন নৌসদস্য মারা গিয়েছিলেন। ব্রাউনকে হত্যা, রাষ্ট্রদ্রোহ এবং দাসপ্রথার অধীনস্থ লোকদের দ্বারা বিদ্রোহ করানোর জন্য প্ররোচিত করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। থোরিওর ব্রাউনকে রক্ষার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রাউনের উদ্দেশ্য মানবিক ছিল এবং বিবেক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক অধিকার উভয়েরই অনুপ্রেরণায় ব্রাউনের এই লক্ষ্য গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধের ফলে প্রায় ৭,০০,০০০ লোক মারা গিয়েছিল। ১৮৬১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে থোরিও মারা যান। তবুও, সৈন্য ও বেসামরিক ব্যক্তি উভয়ই যারা ইউনিয়নকে সমর্থন করত, তারা থোরিওর এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে মানবতা, নৈতিকতা, অধিকার এবং বিবেককে স্বীকৃতি দেয় এমনটি দাবি করা একটি জাতির জন্য দাসত্ব বিলোপ করা জরুরি।

জুলাই ১৩। *১৮৬৩ সালের এই দিনে গৃহযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নাগরিকদের প্রথম যুদ্ধকালীন খসড়াটি নিউইয়র্ক সিটিতে চার দিনের দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল যা মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক দাঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত।* এই অভ্যুত্থান মূলত যুদ্ধের নৈতিক বিরোধকে প্রতিফলিত করে না। মূল কারণ হল দক্ষিণ থেকে তুলা আমদানি বন্ধ করা যা শহরের বন্দর থেকে জাহাজের মাধ্যমে আসা সমস্ত পণ্যের ৪০ শতাংশে ব্যবহৃত হত। ফলস্বরূপ চাকরির হারানোতে সৃষ্ট উদ্বেগগুলি ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে তীব্র হয়। লিংকনের এই আদেশ কর্মজীবী শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে এই আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল যে দক্ষিণাংশ থেকে মুক্তি পাওয়া হাজার হাজার কালো মানুষেরা শীঘ্রই তাদের ইতিমধ্যে মন্দায় থাকা কর্মবাজারে প্রতিস্থাপন করবে। এই আশঙ্কায় প্ররোচিত হয়ে, অনেক শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান-আমেরিকানদের যুদ্ধ এবং তাদের নিজের অনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য দায়ী করতে শুরু করে। ১৮৬৩ সালের গোড়ার দিকে একটি সামরিক নিয়োগ আইন পাস করার ফলে ধনী ব্যক্তিদের বিকল্প তৈরি করার বা টাকা দিয়ে পথ পরিষ্কার করার সুযোগ হয়েছিল, যা অনেক সাদা কর্মজীবী পুরুষকে দাঙ্গার দিকে ধাবিত করে। যে ইউনিয়নের জন্য তাদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলতে তারা বাধ্য হয়েছিল সেই ইউনিয়ন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বুঝতে পেরে, ১৩ ই জুলাই তারা হাজারে হাজারে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক, তাদের বাড়িঘর এবং ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সহিংস কার্যকলাপ সংঘটিত করার জন্য জড়ো হয়েছিল। নিহত মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ১,২০০ তে পৌঁছে। যদিও ১৬ই জুলাই ফেডারেল সেনা পৌঁছানোর পর দাঙ্গা শেষ হয়েছিল, যুদ্ধ আবারও অনিচ্ছাকৃত মর্মান্তিক পরিণতি ঘটাতে সক্ষম হয়। তবুও, ভাল ফেরেশতারাও

ভূমিকা পালন করবে। নিউ ইয়র্কের নিজস্ব আফ্রিকান-আমেরিকান বিলোপকারী আন্দোলন আস্তে আস্তে আবার সুপ্ততা থেকে জেগে উঠেছিল এই শহরে কালোদের সমতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং এর সমাজকে আরও উন্নত করতে।

জুলাই ১৪। *১৭৮৯ সালের এই দিনে প্যারিসের লোকজন ফুঁসে ওঠে এবং ফরাসী বোর্বান সাম্রাজ্যের সম্রাটদের অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে বিদ্যমান রাজকীয় দুর্গ এবং কারাগার, বাস্তিলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।* ক্ষুধা এবং ভারী কর আরোপ যা থেকে পাদ্রীবর্গ ও অভিজাতদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও কৃষক এবং শহুরে শ্রমিকরা বাস্তিলের দিকে যাত্রা করে কেবল রাজা প্যারিসের আশেপাশে সেনাবাহিনীর অবস্থান নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল সেই সেনাদের গান পাউডার জব্দ করার জন্য। অপ্রত্যাশিতভাবে যুদ্ধ শুরু হলে, মার্চাররা বন্দীদের মুক্তি দেয় এবং কারাগারের পরিচালককে গ্রেপ্তার করে। এই পদক্ষেপগুলি ফরাসি বিপ্লবের প্রতীকী সূচনা হিসাবে চিহ্নিত হয়, এক দশক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে যা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এবং বিপ্লব বিরোধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরি করেছিল, যেখানে রাজা ও রানী সহ কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল এই পরিণতির আলোকে, ১৭৮৯ সালের ৪ ই আগস্ট এটি যুক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে যে বিপ্লবের প্রথম দিকের বিস্তারে আরও একটি অর্থবহ ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন দেশের নতুন জাতীয় গণপরিষদ বৈঠক করেছিল এবং ব্যাপক সংস্কারের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিল যা ফ্রান্সের ঐতিহাসিক সামন্তবাদকে কার্যকরভাবে সমাপ্ত করেছিল, এর সাথে সমস্ত পুরানো বিধি, করের বিধান এবং অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও যাজকদের দেওয়া সুবিধাদিও বন্ধ হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ফ্রান্সের কৃষকরা তাদের দেখা সবচেয়ে জরুরি অভিযোগগুলির সমাধানের উপায় হিসাবে এই সংস্কারগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবুও, বিপ্লব দশ বছরের জন্য চলমান ছিল, আর তা স্থায়ী ছিল নেপোলিয়নের ১৭৯৯ সালের নভেম্বরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত। এর বিপরীতে, ৪ ই আগস্টের সংস্কারগুলি এককভাবে বিশ্ব-ইতিহাসের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য উপযুক্ত কেননা এটি সমাজের সুবিধাভোগী অভিজাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জাতির শান্তি ও কল্যাণকে বেশি প্রাধান্য দেয়ার অনন্য ইচ্ছার প্রতিফলন।

জুলাই ১৫। *১৮৩৪ সালের এই দিনে স্প্যানিশ তদন্ত, যা অনুসন্ধানের পবিত্র দপ্তরের বিচারসভা হিসাবে সরকারীভাবে পরিচিত ছিল, তা দ্বিতীয় রাণী ইসাবেলের সংখ্যালঘু শাসনামলে নিশ্চিতভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছিল।* ১৪৭৮ সালে স্পেনের যৌথ ক্যাথলিক সম্রাট্, আরাগনের দ্বিতীয় রাজা ফার্দিনান্দ এবং কাসটিলের প্রথম রানী ইসাবেলা এই অফিসটি প্যাপা কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর আসল উদ্দেশ্য হল সংযুক্ত স্পেনীয় রাজ্যকে একত্রিত করে নিড়ানি দিয়ে ইহুদী বা মুসলমানদের ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে সহায়তা করা। উভয় উদ্দেশ্য সাধনে নৃশংস ও অপমানজনক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ধর্মীয় সামঞ্জস্যহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই তদন্তে ৩৫০ বছর ধরে প্রায় ১,৫০,০০০ ইহুদি, মুসলিম, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং অবাধ্য
ক্যাথলিক যাজকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ মানুষের মৃত্যুদন্ড কার্যকর

করা হয়েছিল, তাদের মূলত খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এছাড়াও, খ্রিস্টীয় দীক্ষা গ্রহণকে অস্বীকার করা প্রায় ১,৬০,০০০ ইহুদিদের স্পেন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। স্পেনীয় তদন্ত (ইনকুইজিশন) সর্বদা ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় হিসাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে, তবুও অত্যাচারী শক্তির উত্থানের সম্ভাবনা প্রতি যুগেই গভীরভাবে প্রোথিত। এর লক্ষণ সর্বদা এক রকম ছিল: অভিজাত শাসকদের সম্পদ ও সুবিধার জন্য জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ; জনগণের জন্য সর্বদা হ্রাসকারী সম্পদ ও স্বাধীনতা; এবং জিনিসগুলিকে সেভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বতন্ত্র, অনৈতিক অথবা পাশবিক কৌশলের ব্যবহার হয়েছিল। আধুনিক বিশ্বে যখন এই ধরনের লক্ষণগুলি দেখা যায়, তখন তা বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মুখোমুখি হয় যা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আরও বিস্তৃত নাগরিক সমাজের হাতে তুলে দেয়। জনহিতকর উদ্দেশ্যকে সফল করতে জনগণই সর্বোচ্চ ভরসাস্থল হতে পারে যারা সরকারকে ধনীদের শক্তি বৃদ্ধি নয় বরং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে বাধ্য করতে পারে।

জুলাই ১৬। *১৯৪৫ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিউ মেক্সিকোর আলমোগর্ডো বোমা বর্ষণের পরিসীমার ভেতরে* সফলভাবে *বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করেছিল* । বোমাটি তথাকথিত ম্যানহাটন প্রকল্পের ফসল ছিল, এটি একটি গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা ছিল যা ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল, যখন জার্মানরা তাদের নিজস্ব পারমাণবিক বোমা তৈরি করছিল বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকল্পটি নিউ মেক্সিকো এর লস আলামোসের একটি জায়গায় সমাপ্ত হয়েছিল, যেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং বিতরণযোগ্য বোমার নকশা তৈরির জন্য যথেষ্ট সমালোচনামূলক সমস্যাগুলি স্তূপ অর্জন কার্যকর করা হয়েছিল। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যখন টেস্ট বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল, তখন এটি যে ভবনে রাখা ছিল তা বাষ্পযুক্ত হয়ে যায়, একটি তীব্র আলো বাতাসে ৪০,০০০ ফুট পর্যন্ত ভেদ করে চলে যায়, এবং এটির ধ্বংস ক্ষমতা ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টন টি এন টি এর সমান ছিল। এক মাসেরও কম সময় পরে, ১৯৪৫ সালের ৯ ই আগস্ট, জাপানের নাগাসাকিতে ফ্যাট বয় নামক একই নকশার একটি বোমা ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে আনুমানিক ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত বা অন্তত অস্থায়ীভাবে একাধিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন বৈশ্বিক শক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশলগত সামরিক সুবিধা চেয়ে কিছু চুক্তি বাতিল করেছিল। খুব অল্প লোকই যুক্তি দেখাবেন যে, আরও শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্রের পরিকল্পিত বা দুর্ঘটনাক্রমে ব্যবহার মানবজাতির ও অন্যান্য প্রজাতিদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে, এবং বিশ্বের দুটি বড় পারমাণবিক শক্তির মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি জোরদার করাই কল্যাণকর। সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার নতুন চুক্তির আয়োজকদের ২০১৭ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।

জুলাই ১৭ । *১৯৯৮ সালের এই দিনে রোমের একটি কূটনৈতিক সম্মেলনে গৃহীত একটি চুক্তি, যা রোম সংবিধি হিসাবে পরিচিত, তা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* এই আদালতের উদ্দেশ্য ছিল

গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, বা মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে যে কোনও স্বাক্ষরকারী দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বিচার করার সর্বশেষ পন্থা হিসাবে কাজ করা। ২০০২ সালের ১ লা জুলাই, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠা করে রোম সংবিধি কার্যকর করা হয়েছিল, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা চীন স্বাক্ষর না করলেও এই সংবিধিতে ১৫০ টি দেশ অনুমোদন দিয়েছিল বা স্বাক্ষর করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নিজেদের সুবিধার জন্য ধারাবাহিকভাবে এমন একটি আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধিতা করেছিল যা তার দেশের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বমানের বিচারের সম্মুখীন করতে পারে। ক্লিনটন প্রশাসন এই আদালত প্রতিষ্ঠার চুক্তিটির বিষয়ে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল, তবে প্রাথমিকভাবে সুরক্ষা কাউন্সিলের পর্যবেক্ষণ চেয়েছিল এমন মামলাগুলির জন্য যেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে এবং এমন কোনও মামলায় যুক্তরাষ্ট্র যেন যে কোনো সময় ভেটো দিতে সক্ষম হয়। ২০০১ সালে আদালত বাস্তবায়নের সময় নিকটে আসার সাথে সাথে বুশ প্রশাসন কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মামলা-মোকদ্দমা থেকে রেহাই পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির বিষয়ে তারা আলোচনা করেছিল। আদালত চালু করার অনেক বছর পরে, ট্রাম্প প্রশাসন সম্ভবত সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিল যে মার্কিন সরকার কেন এর বিরোধিতা করেছিল। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে, প্রশাসনটি ওয়াশিংটনে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের অফিসটি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইস্রায়েল বা তার কোনও মিত্র দেশের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের তদন্ত করা হলে আদালতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করার হুমকি দিয়েছিল।
এই ঘটনাটি কি বোঝাতে পারে না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের বিরোধীতা জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতি রক্ষার চেয়ে অযথা নিজেদের প্রভাব খাটানোর অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োগের অধিকারের চেয়ে কম কিছু করতে পারে?

জুলাই ১৮। *এই তারিখটি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে*। ম্যান্ডেলার জন্মদিনের সাথে, এবং শান্তি ও স্বাধীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অশেষ অবদানকে সম্মানিত করতে, এই দিবসটি ২০০৯ সালের নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল এবং ১৮ ই জুলাই, ২০১০ সালে তা প্রথম পালন করা হয়েছিল। মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে, একজন বিবেকতাড়িত মানুষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসাবে নেলসন ম্যান্ডেলা গণতন্ত্রের উন্নয়ন এবং শান্তির সংস্কৃতির জন্য তাঁর জীবনকে বিভিন্ন কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসার, পুনর্মিলন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংঘাত নিরসন। শান্তির বিষয়ে, ম্যান্ডেলা ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে ভারতের নয়াদিল্লিতে একটি ভাষণে মন্তব্য করেছিলেন: “ধর্ম, জাতিগত, ভাষা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন এমন সব উপাদান যা মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে, যা আমাদের বৈচিত্র্যের সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলে। এগুলোকে কেন বিভাজন ও হিংস্রতার কারণ হতে দিতে হবে?” শান্তিতে ম্যান্ডেলার অবদান বিশ্বব্যাপী সামরিকতাকে শেষ করার কৌশলগত প্রচেষ্টার সাথে খুব একটা সম্পর্ক ছিল না; নিঃসন্দেহে তাঁর কেন্দ্রবিন্দু, এই পরিণতিটিকে সমর্থন করেছিল, যা ছিল পৃথক সম্প্রদায়গুলোকে এক নতুন অর্থে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে একত্রিত করা। জাতিসংঘ ম্যান্ডেলার স্মরণ দিবসে যারা তাঁকে সম্মান জানাতে চায় তাদেরকে ৬৭ মিনিট ব্যয় করতে বলে -

যেন তারা ম্যান্ডেলার ৬৭ বছরের জনসেবামূলক কাজের প্রতিটি বছরের জন্য এক মিনিট করে ব্যয় করে- মানবতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের পরামর্শগুলোর মধ্যে অন্যতম সহজ উপায় হল: কাউকে চাকরী পেতে সহায়তা করুন। একটি নিঃসঙ্গ কুকুরকে স্থানীয় পশুর আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দিন। ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কারও সাথে বন্ধুত্ব করুন।

জুলাই ১৯। *১৮৮১ সালের এই দিনে, আমেরিকান গ্রেট সমভূমির সিউক্স ইন্ডিয়ান উপজাতির প্রধান সিটিং বুল কানাডায় চার বছরের নির্বাসনের পর ডাকোটা অঞ্চলে ফিরে এসে তার অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।* ১৮৭৭ সালের মে মাসে লিটল বিগ হর্নের যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের পর সিটিং বুল তার লোকদের নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কানাডায় গিয়েছিলেন। এটি ছিল ১৮৭০-এর দশকের গ্রেট সিউক্স যুদ্ধের সর্বশেষ অংশ, যেখানে সমভূমির ইন্ডিয়ানরা তাদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য মারাত্মকভাবে স্বাধীন মহিষ শিকারির মত শ্বেতাঙ্গদের সাথে লড়াই করেছিল। লিটল বিগ হর্ন যুদ্ধে সিউক্স বিজয়ী হয়েছিল, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম অশ্বারোহী বাহিনীর কীর্তিমান কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জর্জ কাস্টারকে হত্যা করেছিল। তাদের বিজয়, মার্কিন সেনাবাহিনীকে সমভূমির ইন্ডিয়ানদের সংরক্ষণের প্রয়াসকে দ্বিগুণ করতে প্ররোচিত করেছিল। এই কারণেই সিটিং বুলের নেতৃতে তাঁর অনুগামীরা কানাডার সুরক্ষায় এসেছিল। চার বছর পর অবশ্য সমভূমির মহিষদের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছিল, কিছু অংশে অত্যধিক উৎসাহে বাণিজ্যিক শিকার পরিচালনা নির্বাসিতদের অনাহারের প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষের যৌথ তোষামোদে, তাদের অনেকে দক্ষিণে সংরক্ষণের অভিমুখে যাত্রা করেছিল। অবশেষে, সিটিং বুল বহু বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ মাত্র ১৮৭ জন অনুসারীদের নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন। দুই বছর ধরে আটক থাকার পর, এককালের গর্বিত প্রধানকে বর্তমানের দক্ষিণ ডাকোটা স্ট্যান্ডিং রক রিজার্ভেশনে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৯০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্ডিয়ান এজেন্টদের গ্রেপ্তার নিয়ে বিবাদে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, যারা আশঙ্কা করেছিল যে তিনি সিউক্সের জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান ঘোস্ট ডান্স আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন।

জুলাই ২০। *১৮৭৪ সালের এই দিনে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জর্জ কাস্টারের নেতৃত্ব একটি অভিযানমূলক বাহিনী যা ১,০০০ সদস্য, ঘোড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণী সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশ্বারোহী বাহিনী আগে অচিহ্নিত বর্তমানের সাউথ ডাকোটার ব্ল্যাক হিলসে গিয়েছিল।* ১৮৬৮ সালের ফোর্ট লারামি চুক্তিটি উত্তরে গ্রেট সমভূমির সিউক্স ইন্ডিয়ান উপজাতির যেসব সদস্য সেখানে বসবাস করতে রাজি হয়েছিল তাদের জন্য ডাকোটার ব্ল্যাক হিল অঞ্চলে সংরক্ষণের জমি আলাদা করে দিয়েছিল ও সেখানে শ্বেতাঙ্গদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। কাস্টার অভিযানের সরকারি উদ্দেশ্য ছিল ব্ল্যাক হিলস বা তার আশেপাশে সামরিক দুর্গ তৈরির জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলোর প্রাথমিক নিরীক্ষণ করা যা লারামি চুক্তিতে স্বাক্ষর না করা সিউক্স উপজাতির সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাস্তবে, অবশ্য এই অভিযানটি খনিজ পদার্থ, কাঠ এবং সোনার কথিত মজুদগুলিও সন্ধান করতে চেয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এই চুক্তিটি অবজ্ঞা করে উত্তোলন করতে

আগ্রহী ছিলেন। আর যেমনটি ঘটেছিল তা হল, এই অভিযানটিতে বাস্তবে সোনা আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা হাজার হাজার খনি শ্রমিককে অবৈধভাবে ব্ল্যাক হিলসে নিয়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যকরভাবে ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লারামি চুক্তি পরিত্যাগ করেছিল এবং আসন্ন ২৫শে জুন দক্ষিণ-মধ্য মন্টানায় লিটল বিগহর্ন যুদ্ধে সিউক্সদের অপ্রত্যাশিত জয় সম্ভব হয়েছিল। তবে সেপ্টেম্বরে মার্কিন সেনাবাহিনী এমন কৌশল ব্যবহার করে যা সিউক্সদের ব্ল্যাক হিলসে ফিরে আসতে বাধা দেয়, এবং তা স্লিম বাটসের যুদ্ধে তাদের পরাজয়ের কারণ হয়েছিল। সিউক্সরা এই যুদ্ধটিকে "একটি লড়াই যার ফলে আমরা ব্ল্যাক হিলস হারিয়েছি" নামে অভিহিত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য নিজেই একটি উল্লেখযোগ্য নৈতিক পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। সিউক্সদের তাদের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিরাপদ আবাসভূমি থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে, এটি একটি বৈদেশিক নীতি অনুমোদন করেছিল যার অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলির কোনও পরিসীমা ছিল না।

জুলাই ২১। *১৯৭২ সালের এই দিনে, পুরস্কারপ্রাপ্ত স্ট্যান্ডআপ কৌতুক অভিনেতা জর্জ কার্লিন মিলওয়াকির বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন সংগীত উৎসবে তার বিখ্যাত "সাত শব্দ যা আপনি কখনও টেলিভিশনে ব্যবহার করতে পারবেন না" অনুষ্ঠানের পরে অসদাচরণ এবং অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।* কার্লিন তার চৌকস শব্দের ব্যবহার এবং নিজের নিউইয়র্কের আইরিশ শ্রম-শ্রেণিতে বেড়ে ওঠার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পরিচিত একজন স্পষ্টভাষী কৌতুক অভিনেতা হিসাবে ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে তার স্ট্যান্ডআপ ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তবে ১৯৭০ সাল নাগাদ তিনি দাড়ি, লম্বা চুল এবং জিন্স ও একটি কৌতুকের রুটিন নিয়ে নিজেকে পুনর্নবীকরণ করেছিলেন যা এক সমালোচকের মতে, "মাদক ও অশ্লীল ভাষা" ভিতরে ধুকে পড়েছে। এই রূপান্তরটি নাইটক্লাবের মালিক এবং পৃষ্ঠপোষকদের তাত্ক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া এনেছিল, তাই কার্লিন কফি হাউস, ফোক ক্লাব এবং কলেজগুলিতে উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন, যেখানে কম বয়সী, প্রগতিপন্থী শ্রোতারা তার নতুন চিত্র এবং অযৌক্তিক উপাদান গ্রহণ করেছিল। তারপর ১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালীন উৎসব আসলে, কার্লিন জানতে পারলেন যে তাঁর নিষিদ্ধ "সাতটি শব্দ" টেলিভিশনের চেয়ে মিলওয়াকি লেকফ্রন্টের মঞ্চে আর স্বাগত নয়। পরবর্তী দশকগুলিতে, তবে একই শব্দগুলি — আদ্যক্ষর এস-পি-এফ-সি-সি-এম-টি- স্ট্যান্ডআপ ব্যঙ্গাত্মক বক্তৃতার প্রাকৃতিক অংশ হিসাবে বিস্তৃতভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। পরিবর্তনটি কি আমেরিকান সংস্কৃতির এক অমসৃণ দিককে প্রতিবিম্বিত করেছিল? নাকি এটি বিজয় ছিল অপরিচ্ছন্ন মুক্ত বক্তব্যের যা অবিশ্বাস্য কপটতা এবং অবনতির মধ্য দিয়ে তরুণদের দেখতে সাহায্য করেছিল আমেরিকান ব্যক্তিগত এবং জনসাধারণের জীবনযাপন? কৌতুক অভিনেতা লুইস ব্ল্যাক একবার তার মতামত দিয়েছিলেন যে কেন তার নিজের অশ্লীলতাযুক্ত কৌতুকের রাগ কখনই অনুগ্রহের বাইরে যায় না। এতে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হননি, উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন সরকার এবং এর নেতারা তাকে কাজ করার জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে তাজা উপাদানের প্রবাহ দিয়েছিল।

জুলাই ২২। *১৭৫৬ সালের এই তারিখে, উপনিবেশিক পেনসিলভেনিয়ায় প্রশান্তবাদী রিলিজিইয়াস সোসাইটি*

অফ ফ্রেন্ডস, যা সাধারণত কোয়েকারস নামে পরিচিত, "প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্যবস্থা দ্বারা আদিবাসীদের সাথে শান্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই পদক্ষেপের মঞ্চটি ১৬৮১ সালে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যখন ইংরেজ মহামানব উইলিয়াম পেন, পেনসিলভানিয়া প্রদেশের প্রারম্ভিক কোয়েরার এবং প্রতিষ্ঠাতা, ডেলাওয়্যার জাতির আদিবাসী নেতা তামানির সাথে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। বন্ধুত্বপূর্ণ সমিতি যে সাধারণ প্রচারে পৌঁছেছিল তা কোয়েরারদের ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা সহজ হয়েছিল যে পাদ্রিদের মধ্যস্থতা ছাড়াই ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে এবং মহিলারা আধ্যাত্মিকভাবে পুরুষদের সমান। এই তত্ত্বগুলি স্থানীয় আমেরিকান সংস্কৃতির শমনীয় ও সমতাবাদী পটভূমির সাথে একত্রিত হয়েছিল, যা আদিবাসীদের পক্ষে কোয়েকারদের মিশনারি হিসাবে গ্রহণ করা আরও সহজ করে তুলেছিল। কোয়েকারদের জন্য, সমিতিটি আন্তঃসংস্কৃতিক সম্পর্ক কীভাবে পরিচালিত করা উচিত তা উভয় আদিবাসীদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের কাছে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে কাজ করেছিল। বাস্তবে, অন্য ইউরোপীয় দাতাগুলির মতো নয়, সমিতি প্রকৃত পক্ষে তার তহবিল আদিবাসীদের কল্যাণে ব্যয় করেছিল, আদিবাসীদের ধর্মগুলির নিন্দা করেনি এবং উপাসনার জন্য কোয়েকারদের সভাকক্ষে আদিবাসীদের স্বাগত জানিয়েছিল। ১৭৯৫ সালে, কোয়েকাররা একটি কমিটি নিয়োগ করেছিল আদিবাসীদেরকে সভ্যতার প্রয়োজনীয় শিল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে, যেমন পশুপালন। তারা নৈতিক পরামর্শও দিয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ সেনেকাকে অনুরোধ করেছিল নিখুঁত, পরিষ্কার, সময়োপযোগী এবং পরিশ্রমী হওয়ার জন্য। তারা কোনও আদিবাসীদেরকে তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেনি। আজ অবধি, স্বল্প-পরিচিত ফ্রিন্দলী অ্যাসোসিয়েশান বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে যে উন্নত বিশ্ব গড়ার সুনিশ্চিত উপায় হচ্ছে জাতিসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, শ্রদ্ধাশীল ও প্রতিবেশীপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

জুলাই ২৩। *২০০২ সালের এই তারিখে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করতে লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে যুক্তরাজ্যের ঊর্ধ্বতন সরকার, প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দা পরিসংখ্যানের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।* ২০০৫ সালের মে মাসে সেই সভার কয়েক মিনিট একটি দলিলে ধারন করা হয়েছিল যা ডাউনিং স্ট্রিট "মেমো" নামে পরিচিত *এটি দ্য [লন্ডন] সানডে টাইমস-এ* অফিসিয়াল অনুমোদন ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধকে মিথ্যা বলে আর একবার প্রমাণ করতে গিয়ে মেমো স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন জাতিসংঘের অনুমোদনের ব্যর্থতা অর্জনের আগেই ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মন স্থির করেছিল, এবং ব্রিটিশরা এরই মধ্যে সম্মতও হয়েছিল সামরিক অংশীদার হিসাবে যুদ্ধে অংশ নিতে। এই চুক্তিটি ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি সত্ত্বেও এসেছিল যে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মামলাটি "সূক্ষ্ম।" বুশ প্রশাসন সাদ্দাম সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও গণ-ধ্বংসের অস্ত্রের সম্মিলিত সমর্থনের অভিযোগে মামলা করেছিল। তবে এটি করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছিলেন, প্রশাসন তার বুদ্ধি এবং তথ্যের সাথে মানানসই নীতি নয়, তবে এর নীতির জন্য মানানসই বুদ্ধি এবং তথ্য স্থির করেছিল। ডাউনিং স্ট্রিট মেমো ইরাক যুদ্ধের সূচনা করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যে আসে নি, তবে মার্কিন কর্পোরেট মিডিয়া জনগণের নজরে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যেন এটি ভবিষ্যতের মার্কিন যুদ্ধগুলিকে কম সম্ভাবনাময় করতে পারে। অবশেষে তিন বছর পর

প্রকাশিত হলে মেমোর দলিল জালিয়াতির নথিভুক্ত প্রমাণগুলি দমন করার জন্য মিডিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

জুলাই ২৪। *১৮৯৩ সালের এই তারিখটি বহুলাংশে ভুলে যাওয়া আমেরিকান শান্তিকর্মী অ্যামন হেনেসির জন্য চিহ্নিত যিনি নেগেলি, ওহিও-তে জন্মগ্রহন করেছিলেন।* কোয়েরের পিতা-মাতার কাছে জন্ম নেওয়া, হেনেসি অত্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচিতিমুলক শান্তির সক্রিয়তাবাদ অনুশীলন করেছিলেন। যুদ্ধের পক্ষে সমর্থনকারী মার্কিন সামরিকতন্ত্রের জটিল ব্যবস্থায় সরাসরি আক্রমণ করার জন্য তিনি অন্যদের সাথে যোগ দেননি। এর পরিবর্তে, তিনি যে "এক-মানব বিপ্লব" বলে অভিহিত করেছিলেন তাতে তিনি যুদ্ধ, রাষ্ট্রীয় মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যান্য ধরণের সহিংসতার প্রতিবাদ করে প্রায়শই গ্রেপ্তারের ঝুঁকিতে বা দীর্ঘকালীন উপবাসের দ্বারা সাধারণ মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। নিজেকে খ্রিস্টান নৈরাজ্যবাদী আখ্যায়িত করে হেনেসি উভয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিক চাকরির জন্য নিবন্ধন করতে অস্বীকার করেছিলেন, প্রথম প্রতিরোধের জন্য দুই বছর কারাগারে ছিলেন - যা ছিল কিছুটা নির্জন কারাগার। তিনি আয়কর দিতেও অস্বীকার করেছিলেন, যা সামরিক বাহিনীর সহায়তার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে *দ্য বুক অফ আম্মন,* হেনাসি তাঁর সহকর্মী আমেরিকানদের এই খসড়ার জন্য নিবন্ধকরণ, যুদ্ধ বন্ধন কিনতে, যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে, বা যুদ্ধের জন্য ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য প্রার্থনা করেছিল। তিনি আশা করেননি যে রাজনৈতিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আসবে। তবে তিনি স্পষ্টতই বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি নিজেই কয়েকজন শান্তিকামী, জ্ঞানী এবং সাহসী নাগরিকদের সাথে, তাদের কথা ও কাজের নৈতিক উদাহরণ দিয়ে তাদের সহকর্মী জনগণদেরকে প্রতি স্তরের দ্বন্দ্বগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা উচিত জানিয়ে জোর দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করতে পেরেছিলেন। ১৯৭০ সালে ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ না হতেই হেনেসি মৃত্যুবরন করেছিলেন। তবে তিনি সম্ভবত সেই দিনটির অপেক্ষায় ছিলেন, যখন সেই যুগের প্রতিমা দৃশ্যপূর্ণ শান্তির স্লোগানটি আর কল্পিত না হলেও বাস্তব ছিল: "মনে করুন তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কেউই আসেনি।"

জুলাই ২৫। *১৯৪৭ সালের এই তারিখে, মার্কিন কংগ্রেস জাতীয় সুরক্ষা আইন পাস করেছিল, যা স্নায়ুযুদ্ধের সময় এবং তার বাইরেও দেশের পররাষ্ট্র নীতি তৈরি এবং বাস্তবায়নের জন্য আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিল।* এই আইনের তিনটি উপাদান ছিল: এটি একটি নতুন প্রতিরক্ষা বিভাগের অধীনে নৌবাহিনী এবং যুদ্ধের বিভাগকে একত্রিত করেছিল; এটি জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা রাষ্ট্রপতির জন্য কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা তথ্যের বর্ধমান প্রবাহ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য অভিযুক্ত ছিল; এবং এটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এটি কেবলমাত্র বিভিন্ন সামরিক শাখা এবং পররাষ্ট্র দফতর থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নয়, বিদেশী দেশগুলিতে গোপনীয় অভিযান পরিচালনার জন্যও অভিযুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংস্থাগুলি কর্তৃপক্ষ, আকার, বাজেট এবং ক্ষমতার দিক থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে উঠেছিল। যাইহোক, উভয় ক্ষেত্রেই সম্পদগুলির প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং

যেগুলি দ্বারা এই সম্পদগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, সেগুলি নিয়ে গভীর নৈতিক ও নীতিশাস্ত্র-সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপণ করা হয়েছিল। সি আই এ গোপনীয়তার সাথে আইনের শাসনের উপর ব্যয় এবং গণতান্ত্রিক স্বশাসনের সম্ভাবনা পরিচালনা করে থাকে। হোয়াইট হাউস কংগ্রেসনাল বা জাতিসংঘ অথবা জনগনের অনুমোদন ছাড়াই গোপন মজুরি ও গণযুদ্ধ চালিয়েছিল। প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি বাজেট নিয়ন্ত্রণ করেছিল যা ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি সাতটি সর্বোচ্চ সামরিক ব্যয়কারী দেশ সম্মিলিত হয়েছিল, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সংস্থা কখনও নিরীক্ষণ করা হয়নি। সামরিকবাদে নষ্ট বিপুল সংস্থানগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পুরা বিশ্বের সাধারণ মানুষের আশাহীন শারীরিক এবং অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে সহায়তা করতে ব্যবহৃত হতে পারে।

জুলাই ২৬। *১৯৪৭ সালের এই তারিখে, রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুমান মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীতে জাতিসংক্রান্ত পৃথকীকরণ বন্ধের লক্ষ্যে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন।* ট্রুমানের নির্দেশনাটি বর্ণগত বিভেদ সমাপ্ত করার জন্য ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় সমর্থনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, এর লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসীয় আইন গঠনের মধ্য দিয়ে সামান্য অগ্রগতির যা তিনি আশা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা যখন দক্ষিণী ফিলিপসটারের হুমকিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, তখন রাষ্ট্রপতি তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে যা করতে পারতেন তা সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল সামরিক বাহিনীতে অবনতি আনা কোনও সামান্য অংশে নয় কারণ এটি রাজনৈতিক প্রতিরোধের পক্ষে সবচেয়ে কম সংবেদনশীল ছিল। আফ্রিকান আমেরিকানরা সামরিক চাকরির জন্য দায়বদ্ধ সকল নিবন্ধকের প্রায় ১১ শতাংশ এবং মেরিন কর্পস ব্যতীত সামরিক বাহিনীর সমস্ত শাখায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের একটি উচ্চ অনুপাত গঠন করা হয়েছিল। তবুও, সামরিক বাহিনীর সমস্ত শাখার কর্মীরা কখনও কখনও প্রকাশ্যেও সংহতকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রকাশ করেছিল। কোরিয়ান যুদ্ধের আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংহতকরণ ঘটেনি, যখন চরম হতাহতের কারণে বেঁচে থাকার জন্য বিচ্ছিন্ন ইউনিটগুলিকে একত্রিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবুও, সশস্ত্র বাহিনীকে বাতিল করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতিগত বিচারের দিকে প্রথম পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে্ন, যা ১৯৬০ এর দশকের প্রধান নাগরিক অধিকার আইন হয়েও অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। এর বাইরে, এখনও বিশ্বের মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি রয়েছে যার সেতুবন্ধ হ্যারি ট্রুমানের জন্য অনেক দূরে ছিল - এবং যা হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। তবুও, এক হাজার মাইল যাত্রায়ও প্রথম পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। কেবল আমাদের নিজের হিসেবে অন্যের চাহিদা দেখার ক্রমাগত অগ্রগতির মাধ্যমেই আমরা একদিন শান্তিপূর্ণ বিশ্বে মানব ভ্রাতৃত্ব ও বোনতার দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারি।

জুলাই ২৭। *১৮২৫ সালের এই তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভারতীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছিল।* এটি বর্তমানের ওকলাহোমাতে "ট্রেইল অফ টিয়ারস"-এ তথাকথিত পাঁচটি সভ্য উপজাতির বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৩০ সালে রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জ্যাকসন ভারতীয় অপসারণ আইন স্বাক্ষর করেছিলেন। আক্রান্ত পাঁচটি উপজাতি ছিল চেরোকি, চিকাসাও, চকতাও,

ক্রিক এবং সেমিনোল, অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জোর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের আওতায় আনার জন্য এবং তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল। তারা বিভিন্ন মাত্রায় একটি পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সমন্বিত হয়েছিল বলে তাদেরকে সভ্য উপজাতি বলা হয়েছিল এবং চেরোকির ক্ষেত্রে একটি লিখিত ভাষা বিকাশ লাভ করেছিল। শিক্ষিতরা প্রচণ্ড ক্ষোভের মাধ্যমে শেতাঙ্গ বসতি স্থাপনকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। সেমিনোলরা লড়াই করেছিল এবং অবশেষে তাদেরকে স্থানান্তর করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। ক্রিকদেরকে জোর পূর্বক সামরিক বাহিনী দ্বারা অপসারণ করা হয়েছিল। চেরোকির সাথে কোনও চুক্তি হয়নি, তারা তাদের মামলাটি বিভিন্ন আদালতের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে নিয়েছিল যেখানে মামলাটিতে তারা হেরে গিয়েছিল। উভয় পক্ষেই অনেক রাজনৈতিক চক্রান্ত হয়েছিল এবং ছয় বছর পর নিউ ইকোটা চুক্তিটি রাষ্ট্রপতির দ্বারা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। পশ্চিম পার হয়ে মিসিসিপির উপরে ভারতীয় অঞ্চলটিতে বসবাস করার জন্য চুক্তিটি ভারতীয়দের দুই বছর সময় দিয়েছিল। যখন তারা নড়েনি, তাদের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এবং লুট করা হয়েছিল। সতেরো হাজার চেরোকিকে গ্রেপ্তার করে একত্রীকরণ শিবিরে জড়ো করা হয়েছিল, তাদেরকে রেলগাড়িতে করে পরিবহন করা হয়েছিল, তারপর পায়ে হাঁটটে বাধ্য করা হয়েছিল। "ট্রেইল অফ টিয়ারস" এ চার হাজার মারা গিয়েছিল। ১৮৩৭ সালের মধ্যে, জ্যাকসন প্রশাসন যুদ্ধ ও অপরাধমূলক উপায়ে, ৪৬,০০০ আদিবাসী আমেরিকান মানুষকে সরিয়ে দিয়েছিল, বর্ণবাদী শেতাঙ্গ উপনিবেশদের এবং দাসত্বের জন্য ২৫ মিলিয়ন একর জমি মুক্ত করা হয়েছিল।

জুলাই ২৮। *১৯১৪ সালে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল।* অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ তাঁর দেশের সাথে চলমান দন্দের জের ধরে এক সার্বিয় জাতীয়তাবাদীর হাতে স্ত্রীসহ খুন হওয়ার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ইউরোপ জুড়ে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদ, সামরিকবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধ জোট, হত্যার মতো একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় ছিল। জাতিসমুহ যখন স্বৈরশাসন হতে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছিল তখন শিল্প বিপ্লব অস্ত্র প্রতিযোগিতার ইন্ধন যুগিয়েছিল। সামরিকীকরণ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্যকে তেরোটি দেশ নিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি দিয়েছিল, এবং ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে বিস্তৃত করতে প্ররোচিত করেছিল। উপনিবেশায়ন অব্যাহত থাকায়, সাম্রাজ্যগুলি সংঘর্ষ শুরু করে এবং তারপর মিত্র সন্ধান শুরু করে। অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া, অথবা কেন্দ্রীয় শক্তিগুলো অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্যের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল, আর রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জোটবদ্ধ শক্তিগুলি সার্বিয়াকে সমর্থন দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালে জোটবাহিনীতে যোগ দেয়, এবং প্রতিটি দেশের নাগরিক দুর্দশা ভোগ করছিল ও একটি পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। জার্মান, রাশিয়ান, অটোমান এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পতনের আগে নব্বই লক্ষেরও বেশি সৈন্য এবং অগণিত নাগরিক নিহত হয়েছিল। যুদ্ধটি একটি প্রতিরোধমূলক নিষ্পত্তির মাধ্যমে শেষ হয় যা প্রত্যাশিতভাবে পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করতে সাহায্য করেছিল। বিশ্বজুড়ে মানুষের উপর ভয়াবহতা চালানো সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদ, সামরিকবাদ, এবং

সাম্রাজ্যবাদ অব্যাহত রয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যুদ্ধের মর্মান্তিক মুল্য অনুধাবনের মাধ্যমে যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল তা বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ হয়, পক্ষান্তরে, যুদ্ধের প্রচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রবল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

জুলাই ২৯। *২০০২ সালের এই দিনে, রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ তাঁর 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন' ভাষণে একটি 'এক্সেস অফ এভিল' এর বর্ণনা দেন যা সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল।* ইরাক, ইরান এবং উত্তর কোরিয়া অক্ষটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি কেবল একটি অলৌকিক বাক্যাংশ ছিল না। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এমন দেশ গুলোকে চিহ্নিত করে। এই দেশগুলোর উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য শর্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: অস্ত্র সম্পর্কিত রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক সহায়তার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং যে কোনও মার্কিন নাগরিককে সন্ত্রাসবাদী তালিকাভুক্ত সরকারের সাথে আর্থিক লেনদেন করতে নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞার বাইরেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালের শুরুর দিকে একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় বহু বছর ধরে এই একই ধরনের হামলার বারবার হুমকি দিয়েছিল। এক্সেস অফ এভিল এর কিছু শিকড় দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরী প্রজেক্ট নামে পরিচিত থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রকাশনাগুলিতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটিতে বলা হয়েছিল:"উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাক...এর আমেরিকান নেতৃত্ব দুর্বল করার অনুমতি দিতে পারি না, আমেরিকান মিত্রদের ভয় দেখানো, কিংবা স্বয়ং আমেরিকান ভূখণ্ডকে হুমকি দেয়া আমরা মেনে নিতে পারি না।" থিঙ্ক ট্যাঙ্কটির ওয়েবসাইট পরবর্তীতে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সংস্থাটির প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক ২০০৬ সালে বলেছিলেন যে এটি "ইতিমধ্যে তার কর্তব্য সম্পন্ন করেছে", এই ইঙ্গিত দিয়ে যে "আমাদের অভিমত গৃহীত হয়েছে।" ২০০১ সালের পরের বছরগুলি বিপর্যয়কর ও প্রতিরোধমূলক যুদ্ধগুলির অনেক শেকড় রয়েছে যা করুণভাবে অন্তহীন যুদ্ধ এবং আগ্রাসনের জন্য যথেষ্ট প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছিল - অল্প কিছু ছোট, দরিদ্র, স্বাধীন দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এটি হাস্যকর ধারণার উপর ভিত্তি করেই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি।

জুলাই ৩০। *এই দিন, ২০১১ সালে ঘোষিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসেবে পালিত হয়।* প্রস্তাবটি তরুণদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ও বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও সম্মান প্রচার করে এমন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপে তাদের জড়িত করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছিল। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস জাতিসংঘের আগের দুটি প্রস্তাবের ধারাবাহিকতা। ১৯৯৭ সালে ঘোষিত শান্তির সংস্কৃতি (কালচার অব পিস) রেজুলেশন বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ্ব এবং সহিংসতার কারণে শিশুদের যে বিরাট ক্ষতি ও ভোগান্তি হয়েছে তা স্বীকার করেছিল। সমস্যাগুলি সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যখন তাদের মূল কারণগুলি সমাধান করা যায় তখনই এই ঘাটতিগুলি সবচেয়ে ভালভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবসের আরেকটি নজির ১৯৯৮

সালে জাতিসংঘের একটি প্রস্তাব ছিল বিশ্বব্যাপী শিশুদের জন্য শান্তির সংস্কৃতি ও অহিংসতা, যা আন্তর্জাতিক দশক ঘোষণা করেছিল। ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা এই রেজোলিউশনটি প্রস্তাব করে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার মূল চাবিকাঠি সর্বত্র শিশুদের অন্যের সাথে শান্তিতে বাঁচার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করেছিল। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস এসব নজির টেনে আনে এই বার্তাটি দেয়ার জন্য যে, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধুত্ব, আন্তর্জাতিক সেই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় আস্থার ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করতে পারে যা আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শান্তিকে ক্ষুন্ন করছে এমন বহু বিভাজনকারী শক্তিকে অতিক্রম করেছিল। জাতিসংঘ বন্ধুত্ব দিবস পালনের জন্য, সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের দলগুলিকে এমন সব কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড আয়োজনে উৎসাহিত করে যা বিশ্ব সংহতি, পারস্পরিক সমঝোতা ও পুনর্মিলন অর্জনের জন্য একটি সংলাপ প্রচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় অবদান রাখে।

জুলাই ৩১। *১৯১৪ সালের এই দিনে জিন জাউরেস নিহত হয়েছিলেন।* ফরাসি সমাজতান্ত্রিক দলের একজন প্রখর মানবতাবাদী ও শান্তিবাদী নেতা, জাউরেস যুদ্ধের তীব্র বিরোধীতা এবং সাম্রাজ্যবাদকে প্রচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ১৮৫৯ সালে জন্ম নেয়া জাউরেসের মৃত্যু ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের আরেকটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন। সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে তাঁর যুক্তির কারণে তাঁর বক্তৃতা ও লেখার প্রতি এবং ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ইউরোপীয় প্রতিরোধের উপকার বিবেচনা করতে হাজার-হাজার লোক আকৃষ্ট হয়েছিল। জাউরেস যখন শ্রমিকদের একটি ইউনিয়নবদ্ধ প্রতিবাদ সংগঠন করার প্রক্রিয়ায় ছিলেন ঠিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, তিনি একটি ফরাসি ক্যাফের জানালার ধারে বসে থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তাঁর ঘাতক, ফরাসী জাতীয়তাবাদী রাউল ভিলেন, ফ্রান্স ছেড়ে পালানোর আগে ১৯১৯ সালে গ্রেফতার হয়েছিল ও পরে খালাস পেয়েছিল। প্রাক্তন বিরোধী, রাষ্ট্রপতি ফ্রঁাসোয়া ওল্যান্ড ক্যাফেটিতে একটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছিলেন, এবং " শান্তি, একতা, ও প্রজাতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের" লক্ষ্যে জাউরেসের জীবনব্যাপী কর্মের স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। এরপর ফ্রান্স প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে (ডব্লিউ ডব্লিউ ১) হারানো মর্যাদা ফিরে পাওয়ার এবং সেইসাথে ফ্রানকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক অধিগ্রহণ করা অঞ্চল পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে প্রবেশ করেছিল। জাউরেসের কথায় হয়তো আরো অনেক যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল "ভবিষ্যৎ কেমন হবে, যুদ্ধ প্রস্তুতির পিছনে অপচয় করা বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ দরকারি জিনিসের উপর ব্যয় করা হবে মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য, শ্রমিকদের জন্য যথোপুযুক্ত গৃহ নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন, জমি পুনরায় দাবী করার জন্য? সাম্রাজ্যবাদের জ্বর অসুস্থতায় পরিণত হয়েছিল। এটি মন্দভাবে চলা সমাজের সেই রোগ যা জানেনা কিভাবে তার ঘরে কর্মশক্তি ব্যবহার করতে হয়।"

অগাস্ট ১। *১৯১৪ সালের এই দিনে, একজন ব্রিটিশ কোয়েকার হ্যারি হজকিন, এবং জার্মান লুথেরান জাজক ফ্রেডরিগ সিগমুন্ড-শ্যুল্টি, জার্মানির কনস্টানযে একটি শান্তি সম্মেলন ত্যাগ করেছিলেন।* ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধ এড়াতে সাহায্য করতে পারে এমন কর্মপরিকল্পনা করতে তারা আরো ১৫০ জন ইউরোপীয় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর

সাথে সেখানে সমবেত হয়েছিল / দুঃখজনকভাবে, প্রাথমিক সংঘর্ষ যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, তার কারণে সেই আশা চার দিন আগেই কার্যত বিফল হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও, সম্মেলনটি ছাড়ার পরে, হজকিন এবং সিগমুন্ড-শ্যুল্টি একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা "ভবিষ্যতের যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, শান্তি ও ভালবাসার বীজ বপন করবেন।" এ দুজনের কাছে, সেই অঙ্গিকারের অর্থ ছিল যুদ্ধে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ থেকে শুধু বিরত থাকা থেকেও বেশি কিছু। এর অর্থ ছিল, তাদের সরকারের নীতিমালা যাই হউক, তাদের দুই দেশের মধ্যে শান্তি পুন:স্থাপন করা। বছর শেষ হওয়ার আগেই, তারা ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজে 'ফেলোশিপ অফ রেকনসিলিয়েশন' নামের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯১৯ সালের মধ্যে ক্যামব্রিজ দলটি ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ অফ রিকনসিলিয়েশন (আই এফ ও আর নামে পরিচিত) এর একটি অংশে পরিণত হয়, যা পরবর্তী একশ বছরে ৫০ টিরও বেশি দেশে অগণিত শাখা ও অধিভুক্ত দলের জন্ম দেয়। আই এফ ও আর কর্তৃক গৃহীত শান্তি প্রকল্পগুলি এমন দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তি করে রয়েছে যে অন্যের প্রতি ভালবাসা ন্যায্য নয় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রেখেছিল; প্রকল্পগুলি তাই শান্তিপূর্ণ সংঘাত নিরসন, শান্তির প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ন্যায়বিচার অনুসরণ এবং ঘৃণা জাগ্রতকারী সিস্টেমগুলিকে ভেঙে ফেলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইএফওআর-এর আন্তর্জাতিক প্রচারগুলি নেদারল্যান্ডসের একটি আন্তর্জাতিক সচিবালয় দ্বারা সমন্বিত হয়েছিল। সংস্থাটি সমমানের বেসরকারী সংস্থাগুলির সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিদের বজায় রাখে।

অগাস্ট ২। *১৯৩১ সালের এই তারিখে, ফ্রান্সের লায়নে ওয়ার রেজিস্টারস ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা আয়োজিত একটি সম্মেলনে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের লেখা একটি চিঠি পড়া হয়েছিল, যা জঙ্গিবাদ বিরোধী এবং শান্তিবাদী দলগুলির একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং যুদ্ধবিহীন বিশ্বের জন্য একসাথে কাজ করছে।* তাঁর সময়ের শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিদ হিসাবে আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক কাজগুলি নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে গিয়েছিলেন। এখনো, তিনি একজন তীব্র শান্তিবাদ, যিনি সারা জীবন আন্তর্জাতিক শান্তির কারণ অনুসরণ করেছিলেন। লিয়ন সম্মেলনে আইনস্টাইনের চিঠিতে তিনি "বিশ্বের বিজ্ঞানীদেরকে যুদ্ধের জন্য নতুন যন্ত্র তৈরি করার গবেষণায় সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার জন্য আবেদন করেছিলেন।" সমবেত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি সরাসরি লিখেছিলেন: “আপনি যে ৫৬ টি দেশের মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের সম্ভাব্য শক্তি রয়েছে যা তলোয়ার থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী.... কেবলমাত্র তারা নিজেরাই এই পৃথিবীতে নিরস্ত্রীকরণ আনতে পারে।" পরের ফেব্রুয়ারি মাসে যারা জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তাদেরকে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, “যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সহায়তা দিতে অস্বীকার করুন।” আইনস্টাইনের পক্ষে এই শব্দগুলি শীঘ্রই ভবিষ্যদ্বাণী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনটি কিছুতেই সঠিকভাবে আসেনি, কারণ আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে, সম্মেলনকারীরা যুদ্ধের প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সম্বোধন না করায় তার উপদেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। জেনেভা সম্মেলনে স্বল্প পরিদর্শনকালে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি ঘোষনা করেছিলেন যে, "যুদ্ধের নিয়ম তৈরি করে কেউ যুদ্ধের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় না।" “আমি মনে করি সম্মেলনটি একটি খারাপ সমঝোতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে অস্ত্রের

ধরণ নিয়ে যে কোনও চুক্তি করা হোক না কেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা ভেঙে দেওয়া হবে। যুদ্ধকে মানবিকতায় রুপ দেওয়া যায় না। এটি কেবল বিলুপ্ত হতে পারে।”

অগাস্ট ৩। *১৮৮২ সালের এই তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দেশের প্রথম সাধারণ অভিবাসন আইন পাস করেছিল।* ১৮৮২ সালের ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতির বিস্তৃত ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করে বিভিন্ন বিভাগে বিদেশী বিবেচিতদের "প্রবেশের জন্য অবাঞ্ছিত" বলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই আইনটি প্রথমে রাজ্যগুলির সহযোগিতায় সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল, উল্লেখ করা হয়েছিল যে"কোনও অপরাধী, পাগল, নির্বোধ, অথবা কোনও মানুষ যে নিজেকে বা নিজের যত্ন নিতে অক্ষম এমন কোনও ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।" যাঁরা নিজের সহায়তায় আর্থিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেনি তারা নিজ দেশে ফিরে এসেছিলেন। তবে আইনটি রাজনৈতিক অপরাধের কারণে দোষী সাব্যস্ত বিদেশীদের জন্য ব্যতিক্রম বিশেষ করে যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিপীড়িতদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল যা আমেরিকার ঐতিহাসিক বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেছিল। তবুও পরবর্তী সময়ে ইমিগ্রেশন আইনের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় আসতে আসতে সীমাবদ্ধতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৯১ সালে, কংগ্রেস অভিবাসনের উপর স্বতন্ত্র ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯০৩ সালে, রাজনৈতিক অপরাধের জন্য নিজ দেশে প্রতিশোধের মুখোমুখি হওয়া দরিদ্র অভিবাসীদের গ্রহণের নীতি শেষ করার জন্য কাজ করেছিল; পরিবর্তে, এটি "সংঘবদ্ধ সরকারের বিরোধী" ব্যক্তিদের অভিবাসন নিষেধ করেছিল। সেই সময় থেকে অভিবাসন আইন জাতীয় উত্সের ভিত্তিতে অসংখ্য ব্যতিক্রম আইন যুক্ত করেছিল, এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করেছিল যেগুলি পাবলিক চার্জ হওয়ার সম্ভাবনা বলে মনে করেছিল। আইনটি এখনও নিউইয়র্ক হারবারের "মশাল হাতে শক্তিশালী মহিলার" স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে পেরেছিল, যিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আমাকে আপনার ক্লান্ত, গরিব / আপনার বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়ে দম ফেলতে দিন।" তবুও, মূর্তিটি উন্মোচন হওয়ার এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে ট্রাম্প প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত "প্রাচীর তৈরি করুন" উগ্রতার বিরুদ্ধে, তার বার্তাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়ে গেছে যা মানবিক সংহতি এবং বিশ্ব শান্তির পথ দেখায়।

অগাস্ট ৪। *১৯১২ সালের এই তারিখে, ২,৭০০ মার্কিন নৌ সংক্রান্ত দখলকারী বাহিনী নিকারাগুয়ায় আক্রমণ করে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ক্যারিবিয়ানের উভয় দিকের বন্দরে অবতরণ করেছিল।* এমন একটি দেশ অশান্তির মুখোমুখি হচ্ছে যেখানে তারা কৌশলগত ও বাণিজ্যিক উভয় স্বার্থকেই অনুসরণ করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য নিকারাগুয়ায় একটি সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা যার সমর্থনে তারা নির্ভর করতে পারবে। এর এক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনজারভেটিভ রাষ্ট্রপতি জোসে এস্ট্রাদার নেতৃত্বে নিকারাগুয়ায় একটি জোট সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। সেই প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিকারাগুয়ার সাথে "বুলেটের জন্য ডলার" নামে একটি নীতি অনুসরণ করার অনুমতি দিয়েছিল। এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল অঞ্চলটিতে ইউরোপীয় আর্থিক শক্তি হ্রাস করা, যা আমেরিকান ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত হতে পারে। আরেকটি হল আমেরিকার ব্যাংকগুলি নিকারাগুয়ান সরকারকে অর্থ ধার দেওয়ার জন্য

দরজা খুলে দিয়েছিল, যেন তারা দেশের আর্থিক ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। তবে এস্ট্রদা জোটের রাজনৈতিক পার্থক্য শীঘ্রই প্রকাশ পেয়েছিল। জেনারেল লুইস মেনা, যিনি যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী অনুভূতি গড়ে তুলেছিলেন, এস্ট্রাদাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তার সহ-রাষ্ট্রপতি, রক্ষণশীল অ্যাডলফো ডিয়াজকে রাষ্ট্রপতি পদে উন্নীত করেছিলেন। পরে মেনা যখন ডিয়াজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি "নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কারদের কাছে দেশকে বিক্রি করে দিয়েছেন," পরে ৪ই আগস্ট ডিয়াজ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেছিল এবং মেনাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে একটি নির্বাচনে ডিয়াজ পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিল যেখানে লিবেরাল পার্টি অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত নিকারাগুয়ায় নৌ সংক্রান্ত বাহিনী রেখেছিল। স্বাধীনতার প্রত্যাশায় নিকারাগুয়ানদের কাছে নৌ সংক্রান্ত বাহিনী একটি ধ্রুবক অভিজ্ঞান হিসাবে কাজ করেছিল যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে বল প্রয়োগ করতে পারে।

অগাস্ট ৫। *১৯৬৩ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউএসএসআর এবং গ্রেট ব্রিটেন বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষায় নিষেধাজ্ঞার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল*। রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পরিহার করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্য অফিসে দৌড়ে এসেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে উত্তর আমেরিকাতে বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত ফসল এবং দুধে জমে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি নিয়ে নিন্দা করা হয়েছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পারমাণবিক অস্ত্রের পরে জাতির উপর পরিবেশের অনিয়ন্ত্রিত বিষ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিল। জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ কমিশন ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েতদের মধ্যে অবিলম্বে সমস্ত পারমাণবিক পরীক্ষা অস্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯৬১ সালে কেনেডি সোভিয়েত প্রিমিয়ার ক্রুশ্চেভের সাথে বৈঠক করে চলমান ভূ-গর্ভস্থ পারমানবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। পরিদর্শন হুমকি নিষেধাজ্ঞাকে যাচাই করার তদন্তে গোয়েন্দাগিরির ভয় দেখিয়েছিল এবং সোভিয়েতরা পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ক্রাইসিস বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিল। এরপরে উভয় পক্ষই আরও সরাসরি যোগাযোগে সম্মত হয়েছিল এবং মস্কো-ওয়াশিংটন হটলাইনটি প্রতিষ্ঠিত হয়ছিল। আলোচনার ফলে উত্তেজনা শান্ত করা হয়েছিল এবং ক্রুশ্চেভের কাছে কেনেডির অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জটি ছিল "অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নয়, একটি শান্তির প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত।" তাদের পরবর্তী আলোচনার ফলে উভয়ই অন্যান্য দেশ থেকে অস্ত্র অপসারণ করেছিল এবং সীমিত পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি ভূ-গর্ভস্থ পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছিল "যতক্ষণ না তেজস্ক্রিয় ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষাটি পরিচালিত জাতির সীমানার বাইরে না পড়ে।" জাতিসংঘ অবশেষে ১৯৯৬ সালে একটি বিস্তৃত পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি পাস করেছিল, এবং ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। একাত্তরটি দেশের, বেশিরভাগই এই অস্ত্র ছাড়া ছিল, এবং একমত দিয়েছিল যে পারমাণবিক যুদ্ধ কারওরই উপকারে আসবে না। রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন এই বিস্তৃত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট অবশ্য ৪৮-৫১ ভোটে পারমাণবিক অস্ত্রের লড়াই চালিয়ে যাওয়া বেছে নিয়েছিল।

অগাস্ট ৬। *১৯৪৫ সালের এই দিনে আমেরিকান বোমারু বিমান এনোলা গে জাপানের একটি শহর হিরোশিমাতে পাঁচ টনের একটি পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল যা ১৫,০০০ টন টিএনটি এর সমান।* বোমাটি শহরের চার বর্গ মাইল ধ্বংস করেছিল এবং ৮০,০০০ মানুষকে মেরে ফেলেছিল। পরের সপ্তাহগুলিতে আরও হাজার হাজার মানুষ ক্ষত এবং রেডিয়েশনের বিষক্রিয়াজনিত কারণে মারা গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুমান, যিনি চার মাসেরও কম সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তাঁর পরামর্শদাতাদের পরামর্শেই তিনি বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারন বোমা ফেললেই যুদ্ধটি দ্রুত শেষ হবে এবং জাপানে আক্রমণ চালানোর প্রয়োজনীয়তা এড়াতে পারবেন, যা মিলিয়ন আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যুর ফলস্বরূপ। ইতিহাসের এই সংস্করণটির কেউ গভীর তদন্ত করেনি। বেশ কয়েক মাস আগে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মিত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার ৪০-পৃষ্ঠার একটি মেমো রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে প্রেরণ করেছিলেন যা উচ্চ পদস্থ জাপানি কর্মকর্তাদের আত্মসমর্পণের পাঁচটি প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তসার ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য জানত যে রাশিয়ানরা পূর্ব দিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্র সেখানে আক্রমণ চালানোর আগেই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তারা জাপানে থাকার সমস্ত সম্ভাবনা ছিল। যদি এটি হয়ে যায়, তাহলে জাপান আমেরিকার কাছে নয়, বরং রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইতিমধ্যে যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্যের কৌশল তৈরি করেছিল। সুতরাং, সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র বিরোধিতা এবং জাপানের আত্মসমর্পণ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও বোমাটি ফেলা হয়েছিল। অনেকে এটিকে স্নায়ু যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলেন। ডোয়াইট ডি আইজেনহাওয়ার বহু বছর পরে বলেছিলেন, "জাপান ইতিমধ্যে পরাজিত হয়েছিল... বোমাটি ফেলা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ছিল। "

আগস্ট ৭। *এই তারিখটি ১৯০৪ সালে আফ্রিকান আমেরিকান রাজনৈতিক বিজ্ঞানী, অধ্যাপক এবং কূটনীতিক রাল্ফ বাঞ্চের জন্মের কথা স্মরণ করায়, যিনি জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পদসম্পন্ন মার্কিন কর্মকর্তা হয়েছিলেন।* বাঞ্চের স্বতন্ত্র কর্মজীবন শুরু হয়েছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কাজের বৃত্তি দিয়ে, যেখানে তিনি ১৯৩৪ সালে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পিএইচডি অর্জন করেন। আফ্রিকার উপনিবেশবাদ বিষয়ে তাঁর ডক্টরাল প্রবন্ধটি দুই বছর পরে এই বিষয়ক তাঁর ক্লাসিক বই*এ ওয়ার্ল্ড ভিউ অফ রেইস এ চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ হয়েছিল*। ১৯৪৬ সালে বাঞ্চকে জাতিসংঘের কার্যনির্বাহী শাখা - বা সচিবালয়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে তিনি জাতিসংঘের আস্থাভাজন হয়ে থাকা পূর্ববর্তী উপনিবেশগুলির প্রশাসনের তদারকি এবং নিজস্ব সরকার ও স্বাধীনতার দিকে তাদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাঞ্চের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল, জাতিসংঘের প্রধান আলোচক হিসাবে তাঁর নিয়োগ যে আলোচনার লক্ষ্য ছিল প্রথম আরব-ইস্রায়েলি যুদ্ধের সমাপ্তি। পাঁচ মাস নিরবচ্ছিন্ন ও কঠিন মধ্যস্থতার পরে, তিনি ১৯৪৯ সালের জুনে ইস্রায়েল ও চারটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে একটি যুদ্ধবিরতি অর্জন করতে সক্ষম হন। আন্তর্জাতিক কূটনীতির সেই ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য, বাঞ্চকে ১৯৫০ সালের নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল, তিনিই প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান হিসেবে এত সম্মানিত হয়েছিলেন। পরের

বছরগুলিতে, বাঞ্চ উদীয়মান দেশ ও রাষ্ট্রগুলির বিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শান্তিরক্ষা এবং মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তাঁর জীবনের শেষ অবধি, তিনি জাতিসংঘে এমন একটি ঐতিহ্যবাহী ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সম্ভবত তাঁর সহকর্মীদের সম্মানজনক খেতাব দ্বারা সবচেয়ে ভাল ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেহেতু বাঞ্চ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত অনেক কৌশল এবং ধারণার উদ্ভব এবং পাশাপাশি প্রয়োগ করেছিলেন, তিনি ব্যাপকভাবে "শান্তিরক্ষার জনক" হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

আগস্ট ৮। *১৮৮৩ সালের এই তারিখে, প্রেসিডেন্ট চেস্টার এ আর্থার ওয়াইমিংয়ের উইন্ড নদী সংরক্ষণে পূর্বদিকের শোশান গোত্রের প্রধান ওয়াশাকির সাথে এবং উত্তরদিকের আরপাহো উপজাতির প্রধান ব্ল্যাক কোল এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ছিলেন যিনি সরকারিভাবে স্থানীয় আমেরিকানদের সংরক্ষণে সফর করেছিলেন।* আর্থারের উইন্ড রিভারে থামা ঘটনাচক্রে পশ্চিম দিকে তাঁর দীর্ঘ রেল যাত্রার মূল উদ্দেশ্য, যা ছিল ইয়েলোস্টোন জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করা এবং তার অবরুদ্ধ ট্রাউট প্রবাহগুলিতে মাছ ধরার প্রতি আগ্রহ পূরন করা। রিজার্ভেশন ড্রপ-ইন তাকে অবশ্য যা তিনি আমেরিকার "ভারতীয় জটিলতা" বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং সমাধানের জন্য কংগ্রেসের কাছে ১৮৮১ সালের বার্ষিক বার্তা উদ্বোধনি অনুশষ্ঠানে প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বাস্তবতা পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়েছিল। পরে এই পরিকল্পনাটি ১৮৮৭ সালের ডাউস বহুবিধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যেমনটি ইচ্ছুক ভারতীয়দেরকে "বহুগুণে বরাদ্দ দেওয়ার" দাবি করা হয়েছিল, “যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ জমি [যা ছিল কৃষিকাজের জন্য] যা প্যাটেন্ট দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, এবং...বিশ বা পঁচিশ বছরের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছিল।” এটি অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে উভয় উপজাতির নেতারা এই পরিকল্পনাটিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ এটি তাদের সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত সাম্প্রদায়িক ভূমির মালিকানা এবং জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করতো, যা তাদের আত্মপরিচয়ের মূলকেন্দ্র। তবুও, উইন্ড রিভারে রাষ্ট্রপতির ব্যর্থতা, শিল্প-উত্তর যুগের জন্য একটি মূল্যবান পাঠ বলে মনে করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য, শক্তিশালী দেশগুলিকে তাদের নিজস্ব অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা তৈরির জন্য উদীয়মান ও বিকাশশীল দেশগুলির অধিকারকে সম্মান করতে হবে এবং তাদের মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সহায়তা করার জন্য তাদের সাথে কাজ করতে রাজি থাকতে হবে। ইতিহাস ইতিমধ্যে দেখিয়েছে যে বাধ্যতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বিরক্তিভাব, প্রতিক্রিয়া এবং প্রায়শই যুদ্ধের জন্ম দেয়।

আগস্ট ৯। *১৯৪৫ সালের এই তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বি-২৯ বোম্বার জাপানের নাগাসাকিতে একটি পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল এবং বোমা ফেলার দিনটিতে প্রায় ৩৯,০০০ পুরুষ, মহিলা এবং শিশু মারা গিয়েছিল এবং বছরের শেষদিকে আনুমানিক ৮০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল।* যুদ্ধে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঠিক তিন দিন পর নাগাসাকী বোমা হামলা হয়েছিল, হিরোশিমা বোমা হামলা যা বছরের শেষ অবধি আনুমানিক দেড় লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল। এর কয়েক সপ্তাহ আগে, জাপান আত্মসমর্পণ এবং যুদ্ধের অবসান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জাপানের সাংকেতিক বার্তাগুলি ভেঙে টেলিগ্রামটি পড়েছিল। রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান তার ডায়েরিতে উল্লেখ করেছিলেন " শান্তি চেয়ে জাপানের সম্রাটের টেলিগ্রাম।" জাপান কেবল শর্তহীন আত্মসমর্পণ এবং তাদের সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে দাবী জানায়, কিন্তু বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শর্তগুলিতে জোর দিয়েছিল। এছাড়াও ৯ ই আগস্ট মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সোভিয়েতরা প্রবেশ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বোমা হামলার জরিপ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, "... নিশ্চিতভাবে ১৯৪৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের আগে, এবং সমস্ত সম্ভাবনা অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ১ লা নভেম্বর, রাশিয়া যদি যুদ্ধে নাও যেত, এমনকি আক্রমণের কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা-ভাবনা যদি নাও করতো এবং যদি পারমাণবিক বোমা নাও ফেলা হতো, তাহলেও জাপান আত্মসমর্পণ করতো।" এক মতবিরোধী জেনারেল ডুইট আইজেনহওয়ার বোমা হামলার আগে যুদ্ধসচিবের কাছে এই একই মত প্রকাশ করেছিলেন। জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ডি লেহ্যা একমত হয়ে বলেছিলেন, "হিরোশিমা ও নাগাসাকির এই বর্বর অস্ত্রটির ব্যবহার জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে কোন বৈষয়িক সহায়তা করতে পারেনি।"

আগস্ট ১০। *১৯৬৪ সালের এই তারিখে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন দ্য গালফ অফ টনকিন রেজোলিউশন আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন, যা ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণরূপে জড়িত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছিল।* ৪ ই আগস্ট, মধ্যরাতের কিছুক্ষণ আগে, রাষ্ট্রপতি নিয়মিত টিভি প্রোগ্রাম এর মাঝে ঘোষণা করেছিলেন যে উত্তর ভিয়েতনামের উপকূলে গালফ অফ টনকিনের আন্তর্জাতিক জলে দুটি মার্কিন জাহাজ আগুনে পড়েছে। এর জবাবে তিনি বিমান হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন "উত্তর ভিয়েতনামে যে সুবিধাগুলি এই প্রতিকূল অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছিল" সেগুলোর বিরুদ্ধে - একটি তেলের ভাণ্ডার, একটি কয়লার খনি এবং উত্তর ভিয়েতনামী নৌবাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিন দিন পর, কংগ্রেস একটি যৌথ প্রস্তাব পাস করে যা অনুমোদিত রাষ্ট্রপতি"প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যে কোনও সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং আরও আগ্রাসন রোধ করতে।" ১৯৬৪ সালের ১০ ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত সেই প্রস্তাবটি, ১৯৭৫ সালে যুদ্ধের অবসান ঘটবার আগ পর্যন্ত ৩.৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামী, হাজারে একশ লাওতিয়ান ও কম্বোডিয়ান এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর ৫৮,০০০ সদস্যের সহিংস মৃত্যুর দিকে পরিচালনা করেছিল। এটি আবারও প্রমাণিত যে "যুদ্ধ মিথ্যা" - এই ক্ষেত্রে ভিত্তি করে গালফ অফ টনকিনের ঘটনা সম্পর্কিত প্রায় ২০০ দলিল এবং প্রতিলিপি যা ৪০ বছরেরও বেশি সময় পরে মুক্তি পেয়েছিল। জাতীয় সুরক্ষা সংস্থার ইতিহাসবিদ রবার্ট হানিয়োকের একটি বিস্তৃত গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে মার্কিন বিমান হামলা এবং কংগ্রেসনীয় অনুমোদনের অনুরোধটি আসলে ত্রুটিযুক্ত গোয়েন্দা সংকেত এর ভিত্তিতে ছিল যা তথাকথিত প্রতিরক্ষা বিষয়ক রাষ্ট্রপতি এবং সেক্রেটারি রবার্ট ম্যাকনামারা "গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ" হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন যে আক্রমণ কখনও ঘটেইনি।

আগস্ট ১১। *১৯৬৫ সালের এই তারিখে, একটি ধস্তাধস্তি অনুসরণ করে লস অ্যাঞ্জেলসের ওয়াটস জেলাতে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, যখন একজন সাদা ক্যালিফোর্নিয়ার হাইওয়ে টহল পুলিশ একটি গাড়ি আটক করেছিল এবং এর কালো তরুণ ও ভীত চালককে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেছিল যখন সে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষাতে ব্যর্থ হয়েছিল।* কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সাথে একদল জনতা এবং সাহায্যকারী পুলিশ যোগদান করেছিল, যা বড় দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত করেছিল। শীঘ্রই সমস্ত ওয়াটস জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল যা ছয় দিন স্থায়ী ছিল, এতে ৩৪,০০০ মানুষ জড়িত ছিল এবং এর ফলে ৪০০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছিল ও ৩৪ জন মারা গিয়েছিল। দাঙ্গাকারীদের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের প্রধান, উইলিয়াম পার্কারের আদেশ অনুসারে "আধাসামরিক" কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, পার্কার ভিয়েতনামের ভিয়েত কংগ বিদ্রোহের সাথে এই দাঙ্গার তুলনা করেছিলেন। পার্কার প্রায় ২,৩০০ জন ন্যাশনাল গার্ডসমেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং গণ গ্রেপ্তার ও অবরোধ নীতি জারি করেছিলেন। প্রতিশোধ নিতে দাঙ্গাবাজরা গার্ডম্যান ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়ে ছিল এবং অন্য মানুষদের তাদের গাড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ করতে ব্যবহার করেছিল। যদিও ১৫ আগস্ট সকালে গণজাগরণটি বৃহদাংশে প্রশমিত করা হয়েছিল, তবুও এটি বিশ্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে সফল হয়েছিল। যখন একটি বড় সমৃদ্ধ সমাজে যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নোংরা জীবনযাপন, নিচুমানের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে বাধ্য করা হয়, কার্যত স্ব-উন্নতির কোন সুযোগ দেওয়া হয়না এবং পুলিশের সাথে নিয়মিত বিরোধপূর্ণ যোগাযোগ করা হয় তখন তা ঠিকঠাক উস্কানি দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের সম্ভাবনা তৈরি করে। ওয়াটসে সেই প্রতিক্রিয়ার কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারতো তা নাগরিক অধিকারের নেতা বায়ার্ড রুস্টিন ব্যাখ্যা করেছিলেনঃ "...নিগ্রো বেকার-হতাশ -যুবসমাজ নিজেদের অ্যামেরিকার সমাজের অংশ মনে করে না...। [আমাদের] তাদের জন্য... কাজ, ভদ্র আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ খুঁজে পেতেই হবে যাতে তারা নিজেদের এই কাঠামোটির অংশ মনে করতে পারে। যারা নিজেদের কাঠামোটির অংশ বলে মনে করে তারা এটিকে আক্রমণ করে না।"

অগাস্ট ১২। *১৯৯৫ সালের এই তারিখে, ফিলাডেলফিয়ায় ৩,৫০০ থেকে ৬,০০০ বিক্ষোভকারী মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের বৃহত্তম সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন।* ১৯৮১ সালে ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ কর্মকর্তা হত্যার ঘটনায় ১৯৮২ সালে দোষী সাবাস্ত এবং পেনসিলভেনিয়ার গ্রিন স্টেট কারেকশন ইনস্টিটিউটে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত আফ্রিকান-আমেরিকান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ও বিক্ষেভকারী সাংবাদিক মুমিয়া আবু-জামালের জন্য বিক্ষোভকারীরা নতুন বিচারের দাবি জানিয়েছিল। আবু-জামাল স্পষ্টভাবে প্রাণনাশক গুলি চালনার সময় উপস্থিত ছিল, তাকে এবং তার ভাইকে নিত্যকার কার্যকর্মের সূচী হিসেবে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় ঘটনার জেরে বিবাদ চলাকালীন সময়ে পুলিশ কর্মকর্তাটি তার ভাইকে একটি ফ্লাশলাইট দিয়ে আঘাত করেছিল। তারপরেও, আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে আবু-জামাল সত্যি কি এই হত্যাকাণ্ড করেছিলেন নাকি তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে ন্যায় বিচার করা হবে। তার বিচারে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার স্বাক্ষ্য দেয়া

হয়েছিল এবং ব্যাপক ভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল যে তাকে দোষী সাবাস্ত করা ও দণ্ডাদেশ উভয়ই বর্ণবাদী পক্ষপাত দ্বারা বিকৃত করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের মধ্যে আবু-জামাল ফিলাডেলফিয়ায় ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির প্রাক্তন মুখপাত্র এবং প্রকাশ্য বর্ণবাদী ফিলাডেলফিয়া পুলিশ বাহিনীর সমালোচক কণ্ঠ হিসেবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। কারাগারে তিনি ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওর ভাষ্যকার হয়েছিলেন। তিনি মার্কিন কারাগারের অমানবিক পরিস্থিতি এবং কালো আমেরিকানদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ কারাবাস এবং মৃত্যুদণ্ডের সমালোচনা করেছিলেন। একটি আন্তর্জাতিক "মুমিয়াকে মুক্ত করো" আন্দোলন আবু-জামাল ক্রমবর্ধমান তারকা হওয়ায় ইন্ধন যুগিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত ফল পেয়েছিল। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড বাদ করে দেয়া হয়েছিল এবং তাকে পেনসিলভেনিয়ার ফ্রেকভিল স্টেট কারেকশনাল ইনস্টিটিউটে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এবং যখন একজন বিচারপতি ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে তার আপিল করার অধিকার পুনরায় বহাল করেছিলেন, তখন তাকে যা দেয়া হয়েছিল সে বিষয়ে একজন আইনজীবী বলেছিলেন "মুমিয়ার স্বাধীনতার জন্য যা পেয়েছি তা কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের জন্য সেরা সুযোগ ছিল।"

অগাস্ট ১৩। *১৯৬৪ সালের এই তারিখে, গ্রেট ব্রিটেনে শেষবারের মতো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, যখন কুম্বরিয়ায় নিজ বাড়িতে ৫৩ বছর বয়সী এক লন্ড্রি ভ্যান চালককে হত্যা করার জন্য দু জন বেকার, গুইন ইভান্স (২৪) এবং পিটার অ্যালেন (২১) কে পৃথক কারাগারে ফাসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়েছিল*। আক্রমণকারীরা তাদের বলিকে ছিনতাই করার পরিকল্পনা করেছিল, যাদের মধ্যে একজন তাকে চিনতো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেছিল। অপরাধীদের পক্ষে তাদের কাজের সময় নির্ধারণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মাত্র দু'মাস পরেই, ব্রিটেনের হাউস অফ কমোন্সে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল এবং ১৯৬৫ সালের হত্যা বিষয়ক আইন পাশ করার বিক্ষোভের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিল। নতুন আইন গ্রেট ব্রিটেনে পাঁচ বছরের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রধান শাস্তি বাতিল করেছিল এবং এর পরিবর্তে বাধ্যতামূলক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আইনটি যখন ভোটাভুটির জন্য আসে, তখন এটি কমোন্স এবং হাউস অফ লর্ডস উভয় সভাতে প্রবলভাবে সমর্থন পেয়েছিল। ১৯৬৯ সালে আইনটি স্থায়ী করার জন্য যখন ভোট নেওয়া হয়েছিল তখন একই ধরণের সমর্থন পেয়েছিল। ১৯৭৩ সালে, উত্তর আয়ারল্যান্ডও হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে দিয়েছিল এবং এর ফলে পুরো যুক্তরাজ্য জুড়ে এই অনুশীলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৫ সালে হত্য সংক্রান্ত আইনটির পঞ্চাশ তমবার্ষিকীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বৈশ্বিক বিষয় সংক্রান্ত পরিচালক অড্রে গোগরান মন্তব্য করেছিলেন যে দীর্ঘকাল আগে মৃত্যুদণ্ডবিলোপ হওয়া দেশে বাস করার জন্য যুক্তরাজ্যের লোকেরা দেশটির জন্য গর্বিত হতে পারে। তিনি বলেছিলেন,সৎভাবে মুখ্য শাস্তির (মৃত্যুদণ্ড) সত্যিকারের প্রভাব পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পুনর্বহাল করার দাবি জানানোর পরিবর্তে এর অপরিবর্তনীয়তা যা "দ্রুত ধার্য করা হয়, বিশেষ করে নির্বাচনের সময়গুলোতে," বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদন্ডের সংখ্যার ধারাবাহিক নিম্নগামী প্রবনতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাজ্য সহায়তা করেছে।

আগস্ট ১৪। *১৯৪৭ সালের এই তারিখে, রাত ১১ টা নাগাদ হাজার হাজার ভারতীয় দিল্লির সরকারী ভবনগুলোর কাছে তাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতে যাওয়া জওহরলাল নেহেরুর বক্তব্য শুনতে জড়ো হয়েছিল।* নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, "বহু বছর আগে আমরা নিয়তির সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করেছি"। "মধ্যরাতের ঘন্টার শব্দে বিশ্ব যখন ঘুমিয়ে আছে, ভারত তখন জীবন ও স্বাধীনতায় জেগে উঠবে।" যখন মধ্য রাতের শুরু হলো, ব্রিটিশ শাসন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের মুক্তির সংকেত পাওয়া গেলে হাজারো সমবেত মানুষ দেশটির প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে আনন্দে ভেঙ্গে পড়লো, এখন প্রতিবছর ১৫ ই আগস্ট সেই দিবসটি পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত থাকলেও, যাকে আরেক বক্তা, ব্রিটেনের লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রশংসা করেছিলেন এই বলে যে তিনি, "অহিংসার মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতার স্থপতি।" অবশ্যই তিঁনি ছিলেন মোহনদাস গান্ধী, যিনি ১৯১৯ সাল থেকে একটি অহিংস ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা পর্যায়ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের গ্রাস থেকে দেশটিকে মুক্ত করেছিল। মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং দেশটির স্বাধীনতার জন্য দালালীর করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি আলোচনায় ব্যর্থ হওয়ার পরে, তবুও তিনি একমাত্র সমাধান হিসিবে ভারত উপমহাদেশকে হিন্দু ভারত ও মুসলিম পাকিস্তানে ভাগ করার বিষয়ে মনস্থির করেন-পরবর্তীতে পাকিস্তান এক দিন আগে রাষ্ট্রীয়তা অর্জন করে। এই বিভাজনের কারণে গান্ধী দিল্লির অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর মতে, উপমহাদেশ বিভক্তিকরণে যখন ভারতের স্বাধীনতার মূল্য হতে পারে, তখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং শান্তির হেতুতে আঘাতের জন্য তা আত্মসমর্পণও ছিল। যখন অন্যান্য ভারতীয়রা দীর্ঘ-প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের আনন্দ উদযাপন করছিল, গান্ধী তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সহিংসতা অবসানের জন্য জনগণের সমর্থন আকর্ষণ করার আশায় উপবাস করেছিলেন।

অগাস্ট ১৫। *১৯৭৩ সালের এই তারিখে কংগ্রেস থেকে পাশ করা আইন অনুসারে মার্কন যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ায় বোমা ফেলা বন্ধ করে দিয়েছিল, ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক অন্তর্ভূক্তির অবসান ঘটিয়েছিল যা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা এবং বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল এবং তাদের বেশিরভাগ ছিল নিরস্ত্র কৃষক।* ১৯৭৩ সালের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এই যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছিল। জানুয়ারি মাসে স্বাক্ষরিত প্যারিস শান্তি চুক্তিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি এবং ৬০ দিনের মধ্যে সমস্ত মার্কিন সেনা এবং উপদেষ্টা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানানো হয়েছিল। তবে কংগ্রেস চিন্তিত ছিল কারণ উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে পুনরায় শত্রুতার ঘটনা শুরু হওয়ায় এই চুক্তি রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে মার্কিন সৈন্য বাহিনীকে সেখানে পুনরায় পাঠাতে বাধা দিবে না। সিনেটর ক্লিফোর্ড কেস এবং ফ্র্যাঙ্ক চার্চ সেজন্য ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে একটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেছিলেন যা ভবিষ্যতে ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্বোডিয়ায় মার্কিন সৈন্য বাহিনীর যেকোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে। বিলটি সিনেট দ্বারা ১৪ ই জুন অনুমোদিত হয়েছিল,
কিন্তু কম্বোডিয়ার খেমার রুজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিরত বোমা হামলার সমাপ্তি করতে পারতো এমন একটি

পৃথক আইনে রাষ্ট্রপতি নিক্সন ভেটো দেয়ায় পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। এরপর ১লা জুলাই রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি সংশোধিত কেস-চার্চ বিল আইন পাস করা হয়। এটি ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত কম্বোডিয়ায় বোমা হামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেসের অগ্রিম অনুমোদন ছাড়া ঐ তারিখের পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন শশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। পরে প্রকাশিত হয়েছিল যে নিক্সন সত্যই দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নুগেইন ভ্যান থিয়েউকে গোপনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শান্তি মীমাংসা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনে উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারো বোমা হামলা শুরু করবে। কংগ্রেসীয় পদক্ষেপের ফলে ভিয়েতনামের লোকদের উপর আরও বেশি দুর্ভোগ ও মৃত্যুর প্রবণতা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অযৌক্তিক যুদ্ধ ইতিমধ্যেই তাদের উপর নিয়ে এসেছিল।

অগাস্ট ১৬। *১৯৮০ সালের এই তারিখে পোল্যান্ডের গাদানস্ক শিপইয়ার্ডে ধর্মঘটের ইউনিয়ন শ্রমিকরা অন্যান্য পোলিশ শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে একটি দাবীর জন্য আন্দোলন করছিল,যা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্যের পরিণতিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।* যৌথ উদ্যোগটি শিপইয়ার্ড ব্যবস্থাপনার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল যেখানে এক নারী কর্মচারীকে তার নির্ধারিত অবসর গ্রহণের মাত্র পাঁচ মাস আগে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল। পোলিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্য এই সিদ্ধান্তটি মিশনের একটি নতুন ধারণার অনুপ্রেরণা তৈরি করেছিল, যা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সালিশের মতো সামান্য বিষয় থেকে শুরু করে বৃহৎ পরিসরে স্বাধীন মানবাধিকার সম্মিলিত ভাবে অনুসরণ করার মতো বিষয়গুলি উন্নমন করেছিল। পরদিন ড্যান্সকে সমন্বিত ধর্মঘট কমিটিগুলি স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন আইনী গঠন এবং ধর্মঘটের অধিকার সহ ২১ টি দাবি পেশ করেছিল, যা কমিউনিস্ট সরকারের বৃহত্তর অংশ মেনে নিয়েছিল। ৩১ শে আগস্ট, ড্যান্সক আন্দোলনটি নিজেই অনুমোদিত হয়েছিল, তার পরে বিশটি ট্রেড ইউনিয়ন লেচ ওয়ালসার নেতৃত্বে সলিডারিটি (সংহতি) নামে একটি একক জাতীয় সংগঠনে একীভূত হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকে, সলিডারিটি সংগঠনটি শ্রমিকদের অধিকার এবং সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রযাত্রায় নাগরিক প্রতিরোধের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছিল। এর জবাবে সরকার প্রথমে সামরিক আইন আরোপ করেছিল এবং তারপর রাজনৈতিক দমন-পীড়নের মাধ্যমে ইউনিয়নটি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালে সরকার ও তাদের বিরোধী ইউনিয়ন দলের মধ্যে নতুন আলোচনা অর্ধমুক্ত নির্বাচনের দিকে পরিচালিত করেছিল। সলিডারিটির নেতৃত্বাধীন একটি জোট সরকার গঠন করা হয়েছিল এবং ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে লেচ ওয়ালসা একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এটি সমগ্র মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ জুড়ে শান্তিপূর্ণ-কমিউনিস্ট বিরোধী বিপ্লব শুরু করেছিল এবং ১৯৯১ সালের বড়দিনের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেই চলে গিয়েছিল এবং এর সমস্ত অঞ্চলগুলি আবার সার্বভৌম রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

অগাস্ট ১৭। *১৮৬২ সালের এই তারিখে, মরিয়া ডাকোটা ভারতীয়রা মিনেসোটা নদীর তীরে একটি সাদা বসতিতে আক্রমণ করেছিল, যা ছিল মর্মান্তিক ডাকোটা যুদ্ধের শুরু।* মিনেসোটা ডাকোটা ইন্ডিয়ানদের মধ্যে

চারটি উপজাতি দল অন্তর্ভুক্ত ছিল যা মিনেসোটা টেরিটরির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সংরক্ষিত অঞ্চলে বাস করত, যেখানে তারা ১৮৫১ সালে চুক্তির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে শ্বেত বসতি স্থাপনকারীদের এক বিশাল আগমনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ডাকোটার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মিনেসোটাতে তাদের স্থানীয় উর্বর ভূমির ২৪-মিলিয়ন একর জমি নগদ তিন মিলিয়ন ডলারে এবং বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিল। ১৮৫০ দশকের শেষদিকে বার্ষিক বৃত্তির প্রদানগুলি ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল, ফলে ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় ক্রয়ের জন্য ডাকোটাকে ধার দেওয়া প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৮৬২ সালের গ্রীষ্মে, যখন কাঠপোকা ডাকোটাসের ভুট্টা ফসলের বেশিরভাগ অংশ ধ্বংস করে দিয়েছিল, তখন অনেক পরিবার অনাহারের মুখোমুখি হয়েছিল। "যে জাতি ডাকাতির বীজ বপন করবে তারা রক্তের ফসল কাটবে," এটি মিনেসোটার একজন যাজকের সতর্কতা ছিল যার ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই প্রমাণিত হয়েছিল। ১৭ ই আগস্ট, চার তরুণ ডাকোটা যোদ্ধা একটি সাদা কৃষক পরিবার থেকে কিছু ডিম চুরি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল যা হিংস্রতার রুপ নিয়েছিল এবং পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। ঘটনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অনিবার্য ভাবে যুদ্ধ তৈরি করেছিল, ডাকোটা নেতারা উদ্যোগটি গ্রহণ করেছিল এবং স্থানীয় সরকারী সংস্থা এবং নিউ উলমের শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ আক্রমণ করেছিল। এই হামলায় ৫০০ শ্বেতাঙ্গ নিহত হয়েছিল এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ অনুরোধ করেছিল। পরের চার মাসে প্রায় ২,০০০ ডাকোটাকে আটক করা হয়েছিল এবং ৩০০-রও বেশি যোদ্ধাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। ১৮৬২ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর যুদ্ধটি দ্রুত শেষ হয়েছিল, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-মৃত্যুদণ্ডে ৩৮ জন ডাকোটান পুরুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

অগাস্ট ১৮। *১৯৪১ সালের এই তারিখে, পার্ল হারবারের উপর জাপানি হামলার প্রায় ৪ মাস আগে উইনস্টন চার্চিল তার মন্ত্রিসভার সাথে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে সাক্ষাত করেছিলেন।* প্রধানমন্ত্রীর প্রতিলিপিযুক্ত বক্তব্য পরিষ্কারভাবে দেখায় যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করবে বলে বেশিরভাগ আমেরিকান এটি এড়াতে চেয়েছিল। চার্চিলের ভাষায়, রাষ্ট্রপতি তাকে বলেছিলেন "একটি ঘটনা জোরপূবক ঘটানোর জন্য সবকিছু করা হয়েছিল।" চার্চিল আসলে অনেক আগে থেকেই ধারনা করেছিলেন যে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করবে। ইউরোপে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যস্ততা নাৎজিদেরকে পরাজিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তবে কংগ্রেসের অনুমোদনের সম্ভাবনা ছিল না কারণ নাৎজিরা আমেরিকাকে কোনো সামরিক হুমকি প্রদর্শন করেনি। বিপরীতে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে জাপানের আক্রমণ রুজভেল্টকে জাপানের এবং তাদের মিত্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুজভেল্ট জুনে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন যেখানে জাপানের সমস্ত সম্পদ ফ্রিজ করা হয়েছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয়ই জাপানের কাছে তেল ও স্ক্র্যাপ ধাতু দেয়া বন্ধ করেছিল। এগুলি স্পষ্ট উস্কানি ছিল, মার্কিন কর্মকর্তারা জানতেন যে জাপানের সামরিক বাহিনী এর বিরোধীতা করতে বাধ্য হবে। যুদ্ধ সচিব হেনরি ষ্টীমসনের জন্য প্রশ্ন ছিল "কীভাবে রণকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে প্রথমে গুলি চালানোর সুযোগ দিবো যা আমাদের জন্য খুব বেশী বিপদ ডেকে আনবে না।" উত্তরটি চঞ্চল্যকর হলেও সহজ

ছিল। ডিসেম্বরের শুরুর দিকে উদ্ঘাটিত কোডগুলিতে পার্ল হারবারে জাপানি বিমানের সম্ভাব্য আক্রমণটি প্রকাশ পেয়েছিল, যার কারণ নৌবাহিনী তার বহর প্রস্তুত রেখেছিল এবং সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে নাবিকদের অন্ধকারে রেখেছিল। এটি ৭ই ডিসেম্বর ঘটেছিল এবং পরের দিন কংগ্রেস যথাযথভাবে যুদ্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

অগাস্ট ১৯। *১৯৫৩ সালের এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি. আই. এ.) একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করে যা ইরানের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে টেনে নামিয়েছিল।* যে অভ্যুত্থানের বীজ ১৯৫১ সালে বপন করা হয়েছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসসাদেঘ ইরানের তেল শিল্পকে জাতীয়করণ করেন, যা তখন অ্যাংলো-ইরানীয় তেল সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। মোসসাদেঘ বিশ্বাস করতেন যে ইরানী জনগণ তাদের নিজেদের দেশের বিশাল তেলের ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে। অবশ্য ব্রিটেন তার লাভজনক বিদেশী বিনিয়োগ পুনরায় দাবি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ১৯৫৩ সালের শুরুতে সি.আই.এ. ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সাথে মোসসাদেঘের সরকারকে ঘুষ, পরনিন্দা ও দাঙ্গা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কাজ করেছিল। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী তার সমর্থকদেরকে প্রতিবাদ করার জন্য পথে নামার আহ্বান করে শাহকে দেশ ত্যাগের আহবান জানিয়েছিল। যখন ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এই হতাশার কারনে দূরে সরে যায়, তখন সি আই এ, শাহ-সমর্থক বাহিনী এবং ইরানী সামরিক বাহিনীর সাথে মোসসাদেঘের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান করার জন্য কাজ করেছিল। তেহরানের রাস্তায় দফায় দফায় প্রায় ৩০০ জন লোক মারা গিয়েছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করে তিন বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছিল। শাহ এরপর দ্রুত ক্ষমতা গ্রহণ করে ফিরে আসেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলির কাছে ইরানের তেলের ঘাঁটির চল্লিশ শতাংশের বেশি দিবে বলে স্বাক্ষর করেছিলেন।

মার্কিন ডলার এবং অস্ত্র দ্বারা প্রস্তাবিত হয়ে, তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে স্বৈরাচারী শাসন বজায় রেখেছিলেন। ১৯৭৯ সালে শাহকে ক্ষমতা থেকে সরতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং একটি ধর্মীয় ইসলামী প্রজাতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। সেই একই বছরে পরের দিকে, বিক্ষুব্ধ জঙ্গিরা তেহরানে মার্কিন দূতাবাস দখল করে এবং ১৯৮১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত আমেরিকান কর্মীদের জিম্মি করে রেখেছিল।ইরানের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের উপর অনেক পরবর্তি-প্রতিক্রিয়া এসেছিল যা পরে মধ্যপ্রাচ্যকে প্রকম্পিত করেছিল এবং ফলস্বরূপ তা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

অগাস্ট ২০। *১৯৬৮ সালের এই তারিখের রাতে, কমিউনিস্ট দেশে উদারকরণের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কে ভেঙে দেওয়ার জন্য ২০০,০০০ ওয়ার্সা চুক্তির সেনা এবং ৫,০০০টি ট্যাঙ্ক চেকোস্লোভাকিয়ায় আক্রমণ করেছিল যা "প্রাগ বসন্ত" নামে পরিচিত।*

সংস্কারক আলেকজান্ডার ডাবচেকের নেতৃত্বে, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সচিব হিসেবে তারপরের আট মাসে উদারকরণ আন্দোলন গণতান্ত্রিক নির্বাচন, সেন্সরশিপ বাতিল, বাক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, এবং ভ্রমণে বিধিনিষেধের অবসান ঘটানোর দিকে মোড় নেয়। ডাবচেকের "মানুষের মুখের মতো

সমাজতন্ত্র" এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে এটিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এর উপগ্রহগুলি এটিকে পূর্ব ইউরোপে তাদের আধিপত্যের জন্য হুমকি হিসাবে দেখেছিল। এই হুমকির মোকাবেলা করার জন্য ওয়ার্সো চুক্তি বাহিনীকে চেকোস্লোভাকিয়া দখল করতে এবং তাদেরকে পরাজিত করতে ডাকা হয়েছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে, অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে সর্বত্র মোকাবেলা করা হয়েছিল, যা তাদের নিয়ন্ত্রণ পেতে বাধা দিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে সোভিয়েতদের কঠোর রাজনৈতিক চাপ ডাবচেককে ক্ষমতা থেকে জোর করে সরিয়ে ফেলতে সফল হয়েছিল। তার সংস্কারগুলি দ্রুত পাল্টে যায় এবং চেকোস্লোভাকিয়া আবার ওয়ার্সা চুক্তির একটি সহযোগী সদস্য হিসাবে পরিণত হয়েছিল। তবুও প্রাগ বসন্ত শেষ পর্যন্ত চেকোস্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে অন্তত একটি অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৮৮ সালের ২১ শে আগস্ট সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের আনুষ্ঠানিক ২০তমবার্ষিকীতে শুরু হওয়া স্বতঃস্ফূর্ত রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিলকারীরা ডাবচেকের নাম উচ্চারণ করেছিল এবং স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিল। পরের বছর, চেক নাট্যকার ও প্রবন্ধকার ভ্যাক্লাভ হাভেল একটি সংগঠিত অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা "ভেলভেল্ট রেভোল্যুশন" নামে অভিহিত হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত দেশটির সোভিয়েত আধিপত্যের অবসান ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। ২৮ শে নভেম্বর, ১৯৮৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছিল যে তারা ক্ষমতা ত্যাগ করবে এবং একদলীয় রাষ্ট্রকে ভেঙে দেবে।

অগাস্ট ২১। *১৯৮৩ সালের এই তারিখে ফিলিপিনো অহিংস মুক্তিযোদ্ধা বেনিনগো (নিনয়) অ্যাকিনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন বছরের নির্বাসন থেকে ম্যানিলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশে নিয়ে আসা বিমান থেকে নামার পরে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল*। ১৯৭২ সালের মধ্যে, লিবারেল পার্টির সিনেটর এবং রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোসের দমনমূলক শাসনের স্পষ্টবাদী সমালোচক আকিনো ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মার্কোসকে পরাস্ত করতে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মার্কস অবশ্য ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সামরিক আইন ঘোষণা করেছিলেন, যা কেবল সাংবিধানিক স্বাধীনতাকে চাপা দেয়নি, বরং অ্যাকিনোকে রাজনৈতিক বন্দী করে তুলেছিল। ১৯৮০ সালে যখন অ্যাকিনো্র কারাগারে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, তখন তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক চত্বরগুলিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করার পরে তিনি ১৯৮৩ সালের মধ্যে ফিলিপাইনে ফিরে আসার এবং রাষ্ট্রপতি মার্কোসকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে প্ররোচিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বিমানবন্দরের বুলেট সেই মিশনটি শেষ করেছিল, তবে, অ্যাকিনোর অনুপস্থিতির সময় ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক ধ্বস ব্যাপক নাগরিক অশান্তির কারন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে, মার্কোসের উপর প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল যেখানে তিনি অ্যাকিনোর স্ত্রী কোরাজনের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে ছিলেন। জাতি প্রচণ্ডভাবে "কোরি" কে সমর্থন করেছিল, কিন্তু ব্যাপক প্রতারণা এবং জালিয়াতির কারনে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। অন্য কোনও উপায় না থাকায়, প্রায় দুই মিলিয়ন ফিলিপিনো, "কোরি, কোরি, কোরি" ধ্বনিতে শহরতলির মেণিলাতে তাদের নিজস্ব রক্তহীন বিপ্লব মঞ্চস্থ করেছিল। ১৯৮৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, কোরাজন অ্যাকিনো রাষ্ট্রপতি হিসেবে উদ্বোধনী পেয়েছিল এবং তিনি ফিলিপাইনে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। তবুও ফিলিপিনোরা বার্ষিকভাবে সেই ব্যক্তিকে

উদযাপন করে যে তাদের বিপ্লবের জন্য প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। অনেকের কাছে, নিনয় অ্যাকিনো "সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি ছিলেন যা আমরা আগে কখনো পাইনি।"

আগস্ট ২২। *১৯৩৪ সালের এই তারিখে, অবসরপ্রাপ্ত মেরিন কর্পস মেজর জেনারেল স্মেডলি বাটলারকে ওয়াল স্ট্রিটের একটি বড় অর্থনৈতিক বন্ড বিক্রয়কারী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল।* ওয়াল স্ট্রিটের ফিনান্সিয়ারদের দ্বারা এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল যারা বিশেষত অপমানিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতির হতাশার সাথে সম্পর্কিত স্বর্ণের স্ট্যান্ডার্ডকে ত্যাগ করতে, যা তারা বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক সম্পদ উভয়ই হ্রাস হবে এবং জাতীয় দেউলিয়ার দিকে পরিচালিত হবে। এই বিপর্যয় এড়াতে ওয়াল স্ট্রিট দূত বাটলারকে বলেছিল যে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ৫০০,০০০ প্রবীণকে একত্রিত করেছিল যারা এই দেশের দুর্বল শান্তিময়ী সামরিক বাহিনীকে বশীভূত করতে পারবে এবং একটি ফ্যাসিস্ট সরকার গঠনের পথ খুলে দেবে যা ব্যবসার জন্য আরও সুবিধাজনক হবে। তারা বিশ্বাস করতেন যে বাটলার এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথাযথ প্রার্থী ছিলেন, প্রবীণ ব্যক্তিরা তাকে শ্রদ্ধা করেছিলেন কারণ সরকার জনগণকে যে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছিল তা তাড়াতাড়ি আদায় করার জন্য তিনি বোনাস আর্মি ক্যাম্পইন নিয়োগ দিয়েছিলেন তার জনগণেক সহায়তা করার জন্য। ষড়যন্ত্রকারীরা অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অসচেতন ছিল। যুদ্ধে বাটলারের নিখুঁত নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও, কর্পোরেট অস্ত্র হিসাবে দেশটির সেনাবাহিনীর ঘন ঘন অপব্যবহারের প্রতি তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩৩ সালের মধ্যে তিনি প্রকাশ্যে ব্যাংকার এবং পুঁজিবাদ উভয়কেই নিন্দা করেছিলেন। তবুও, তিনি একজন অটল দেশপ্রেমিক ছিলেন। ২০ শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সালে বাটলার এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা হাউস আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস কমিটির কাছে জানিয়েছিলেন, যা তার রিপোর্টে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার প্রমাণ, তবে এর জন্য কোনও অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। নিজের অংশের জন্য, এস্মেডলি বাটলার *যুদ্ধকে রেকেট বলেছিলেন,* যা মার্কিন সামরিক বাহিনীকে কেবল প্রতিরক্ষা-বাহিনীতে স্থানান্তরের পক্ষে ছিল।

আগস্ট ২৩। *১৯৮৯ সালের এই তারিখে, বাল্টিক রাজ্যগুলি এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া জুড়ে ৪০০ মাইলের শৃঙ্খল জুড়ে আনুমানিক দুই মিলিয়ন লোক হাত মিলিয়েছিল। "দ্য বাল্টিক ওয়ে" নামে একটি সংঘবদ্ধ অহিংস প্রদর্শনের মধ্যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা তাদের (বাল্টিক রাজ্যগুলি) দেশগুলির ক্রমাগত আধিপত্যের প্রতিবাদ করেছিল।* ১৯৩৯ সালের ২৩ শে আগস্ট হিটলার-স্টালিন অহিংস সন্ধি চুক্তির পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে গণবিক্ষোভ মঞ্চস্থ করেছিল যা ১৯৪১ সালে জার্মানি ভঙ্গ করেছিল। তবে একই চুক্তিতে গোপন প্রোটোকলও ছিল যা সংজ্ঞায়িত করেছিল যে কীভাবে দুই দেশ পরবর্তীতে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে তাদের নিজস্ব স্বার্থ মেটাতে বিভক্ত করবে। এই প্রোটোকলের অধীনেই ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক রাজ্যগুলিতে প্রথম দখল করেছিল, তাদের পশ্চিমা-ঝোঁক জনগোষ্ঠীকে কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্রের অধীনে থাকতে বাধ্য করেছিল। তবুও, ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েতরা দাবি করেছিল যে

হিটলার-স্টালিন চুক্তিতে কোনও গোপন প্রোটোকল নেই এবং বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল। বাল্টিক ওয়ে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে প্রোটোকলগুলি স্বীকৃতি দেয় এবং অবশেষে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিকে তাদের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা নতুন করার অনুমতি দেয়। লক্ষণীয়ভাবে, বিশাল বিক্ষোভ, যা তিন বছরের বিক্ষোভের চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রোটোকলগুলিতে স্বীকৃতি জানাতে এবং তাদেরকে অবৈধ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল। একসাথে, তিন বছরের অহিংস বিক্ষোভ দেখিয়েছে যে প্রতিরোধের প্রচার কতটা শক্তিশালী হতে পারে, যদি এটি ভ্রাতৃত্ব এবং বোনতার মাঝে একটি সাধারণ লক্ষ্য অনুসরণ করে। এই প্রচারটি অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি যথার্থ উদাহরণ হিসাবে কাজ করেছিল এবং জার্মানিকে পুনর্মিলন প্রক্রিয়াতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল।

আগস্ট ২৪। *১৯৬৭ সালের এই দিনে অ্যাবি হফম্যান এবং জেরী রুবিন ৩০০টি এক ডলারের নোট বারান্দা থেকে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এর মেঝের উপর ফেলে দিয়েছিলে যা যথারীতি ব্যবসা বিঘ্নিত করেছিল।* নাট্যপ্রেমী মনোবিজ্ঞানী অ্যাবি হফম্যান ১৯৬০ এর দশকে নিউইয়র্কে চলে আসেন কর্মী হিসেবে এবং যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারীরা সেন্ট্রাল পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছিল। হফম্যান সান ফ্রান্সিসকোতে দ্য ডিগারস থিয়েটারের সাথে সংযুক্ত একটি কর্মীদের দলে যোগদান করেছিলেন। সেখানে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি কারণগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সের মূল্য শিখেছিলেন, কারণ বিক্ষোভ এবং মিছিলগুলি এতটাই প্রচলিত হয়ে উঠছিল যে সেগুলি কখনও কখনও মিডিয়া দ্বারা অস্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। হফম্যান সক্রিয় কর্মী জেরি রুবিনের সাথে দেখা করেছিলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ এবং বৈষম্যের মূল কারণ হিসাবে পুঁজিবাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। সমকামী অধিকার কর্মী জিম ফুরাটকে নিয়ে হফম্যান এবং রুবিন নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে একটি বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন যেখানে মারটি জেযার, ওয়ার রেজিস্টরস লিগের প্রকাশনা ডাক্স আই এন পত্রিকার সম্পাদক কোরিয়ান যুদ্ধের প্রবীণ কিথ ল্যাম্প এবং শান্তিকর্মী ইস্টুয়ার্ট অ্যালবার্ট, আরও কয়েক ডজন অন্যান্যরা এবং সাংবাদিকরাও আমন্ত্রিত ছিল। গ্রুপটি এন ওয়াই এস ই বিল্ডিং ঘুরে দেখার জন্য বলেছিল যেখানে হফম্যান দ্বিতীয় তলায় যাওয়ার আগে প্রত্যেকের সাথে মুষ্টিভড়ে এক ডলারের নোট ভাগ করে নিয়েছিলেন যেখানে দাড়িয়ে তারা নীচে ওয়াল স্ট্রিট দালালদের দিকে তাকাতে পারবেন। নোটগুলি রেলিং এর উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হত, এবং নীচে সেগুলি বৃষ্টির মত মেঝেতে পড়তো। দালালরা তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে যতটা সম্ভব বিল সংগ্রহ করেছিল, যা সম্ভাব্য বাণিজ্য ক্ষতির দাবিতে মুখ্য ভুমিকা রেখেছিল। পরে হফম্যান সাধারন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন: "ওয়াল স্ট্রিটের দালালদের উপর অর্থের বৃষ্টি ছিল টিভি যুগের সংস্করণ মন্দির থেকে অর্থ পরিবর্তনকারীদের পরিচালনা।"

আগস্ট ২৫। *১৯৯০ সালের এই তারিখে, জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল ইরাকের বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য বিশ্বের নৌবাহিনীকে শক্তি প্রয়োগের অধিকার দিয়েছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই

পদক্ষেপকে একটি বড় বিজয় বলে মনে করেছিল। এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নাড়া দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল যেন কুয়েতের আক্রমণে ২রা আগস্ট ইরাকের উপর যে ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপ করা হয়েছিল তার লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেয়। তবে, অনুমোদনগুলো ইরাকি সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো থেকে দূরে রাখায় বাধ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন উপসাগরীয় যুদ্ধে ১৯৯১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষদিকে তাদের সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তবুও, কুয়েতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পরেও, নিষেধাজ্ঞাগুলি ইরাকি নিরস্ত্রীকরণ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যকে উৎসাহিত করার অভিযোগ হিসেবে রাখা হয়েছিল। তবে, বাস্তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উভয়ই সর্বদা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল যে যতদিন সাদ্দাম হুসেইন ইরাকের রাষ্ট্রপতি থাকবেন ততদিন তারা নিষেধাজ্ঞাগুলির যে কোনও উত্তোলন বা গুরুতর সংস্কারকে বাধা দেবে। দৃঢ় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞাগুলি সাদ্দামকে চাপ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু নিরীহ ইরাকি নাগরিকদের খারাপভাবে আঘাত হেনেছিল। এই পরিস্থিতি প্রচলিত ছিল ২০০৩ সালের মার্চ অবধি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে সাদ্দাম সরকারকে সরিয়ে দিয়েছিল। এর ঠিক পর পরই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের তেল বিক্রয় এবং শিল্পের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল এবং তা অর্জন করেছিল। তের বছরের নিষেধাজ্ঞাগুলি অবশ্য মানুষের বিশাল দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছিল। সেই ফলস্বরূপ নীতিগত লক্ষ্য অর্জনে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা এবং মানবিক চিকিত্সা এবং মানবাধিকার পরিচালিত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের আইনীকরণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জুড়ে সন্দেহ উত্থাপন করেছিল।

আগস্ট ২৬। *১৯২০ সালের এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেনব্রিজ কলবি ১৯ তমসংশোধনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার।* ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়কালে মার্কিন নাগরিক অধিকারের এই ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা ছিল নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্তপরিণতি। প্যারেড, নীরব নজরদারি এবং অনশন ধর্মঘটের মতো কৌশল ব্যবহার করে মহিলারা ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সারা দেশের রাজ্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিল - প্রতিপক্ষদের তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি যারা প্রায়ই বিভিন্ন প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছিল, জেল খেটেছিল এবং কখনও কখনও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ১৯১৯ সাল নাগাদ গ্রাহকরা মূলত পশ্চিমে আটচল্লিশটি রাজ্যের মধ্যে পনেরোটিতে সম্পূর্ণ ভোটাধিকার অর্জন করেছিল এবং অন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমিত ভোটাধিকার অর্জন করেছিল। তবে সেই মুহূর্তে, বেশিরভাগ প্রধান ভোটাধিকার সংগঠনগুলি এই বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল যে সমস্ত রাজ্যে পূর্ণ ভোটের অধিকার কেবল একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন সংশোধনীর পক্ষে তাঁর সমর্থন দেওয়ার পর এটি টেকসই লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি সিনেটকে বলেছিলেন: "আমি নারীদের ভোটাধিকারের প্রসারকে মানবতার সেই মহান যুদ্ধের সফল বিচারের পক্ষে অত্যাবশ্যক হিসাবে বিবেচনা করি, যেখানে আমরা নিযুক্ত আছি।" প্রস্তাবিত সংশোধনী পাসের তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা সিনেটে মাত্র দুটি ভোটে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে ১৯২০ সালের ২১ শে মে, এটি হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে পাস হয়েছিল এবং দু'সপ্তাহ পরে সিনেট কর্তৃক

প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। এই সংশোধনীটি ১৯২০ সালের ১৮ ই অগস্ট অনুমোদিত হয়েছিল, যখন টেনেসি ৪৮ টি রাজ্যের অনুমোদনের মধ্যে ৩৬তম হয়েছিল, এভাবে রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশের প্রয়োজনীয় চুক্তিটি হয়েছিল।

আগস্ট ২৭। *১৯২৮ সালের এই তারিখটিতে, কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তি নিষিদ্ধ যুদ্ধকে বিশ্বের প্রধান দেশগুলি দ্বারা প্যারিসে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।* লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট ফ্র্যাঙ্ক কেলোগ এবং ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যারিস্টাইড ব্রায়ান্ড এর নাম অনুসারে, চুক্তিটি ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে কার্যকর করা হয়েছিল। এটি যুদ্ধকে জাতীয় নীতির একটি সরঞ্জাম হিসাবে ত্যাগ করেছিল এবং প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন সমস্ত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব কেবল প্রশান্তিমূলকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে বলে নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালের পরের প্রতিটি যুদ্ধে এই চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছিল, যা কিছু যুদ্ধ প্রতিরোধ করেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধাপরাধের জন্য প্রথম বিচারের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল, দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে মজুরি যুদ্ধের পরিবর্তে সহজতর যুদ্ধ বেছে নিয়েছিল যেহেতু সেই সময় থেকে ধনী সুসজ্জিত দেশগুলি একে অপরের সাথে যুদ্ধে নামেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, অঞ্চলের বিজয় মূলত শেষ হয়েছিল। কোন বিজয় বৈধ এবং কোনটি বৈধ নয় তা নির্ধারণের জন্য ১৯২৮ সাল বিভাজক রেখায় পরিণত হয়েছিল। উপনিবেশগুলি তাদের স্বাধীনতা চেয়েছিল এবং ছোট ছোট দেশগুলি কয়েক ডজন নিয়ে গঠন কার্য শুরু করেছিল। জাতিসংঘের সনদটি মোচড় দিয়েছিল যুদ্ধের শান্তি চুক্তির নিষেধাজ্ঞাকে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞায় পরিণত করতে যেগুলি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক বা অনুমোদিত নয়। যে সব যুদ্ধ জাতিসংঘের সনদের অধীনেও অবৈধ ছিল, তবে অনেকে দাবি অথবা কল্পনা করেছিলেন যে আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, সোমালিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন এবং সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ ছিল। কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তি তৈরির প্রায় ৯০ বছর পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যুদ্ধাপরাধের বিচারের নীতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ঘন ঘন যুদ্ধ ঘটানোর যুদ্ধ-নির্মাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনের শাসনের বাইরে কাজ করার অধিকার দাবি করেছিল।

আগস্ট ২৮। *১৯৬৩ সালের এই তারিখে আমেরিকান নাগরিক অধিকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ওয়াশিংটনের একটি পদযাত্রায় প্রায় ২৫০,০০০ লোকের ভিড়ে জাতীয় টেলিভিশনে "আমার একটি স্বপ্ন আছে" বলে বক্তব্য দিয়েছিলেন।* ভাষণটি কিংয়ের কাব্যিক বক্তৃতার উপহারের কৌশলগত ব্যবহার ছিল, যা মানব বিভক্তিকে সমন্বয়সাধন চেতনার সাথে সেতুবন্ধন করে আবেদন করেছিল যা আফ্রিকান আমেরিকানদের সমান অধিকার দাবি করতে সক্ষম হয়েছিল। বক্তব্যের সূচনার পর, কিং ব্যাখ্যা করার জন্য উপমা ব্যবহার করে বলেছিলেন যে মার্চাররা রাজধানীতে এসেছিল একটি “প্রতিশ্রুতি নোট” নগদ করতে যা প্রতিটি আমেরিকানদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের সন্ধানের গ্যারান্টিযুক্ত, তবে পূর্বে রঙিন মানুষদের কাছে তা ফেরত এসেছিল যাতে চিহ্নিত করাছিল “অপর্যাপ্ত তহবিল।” অর্ধেক বক্তৃতার মাঝেই কিং তার প্রস্তুত পাঠ্য থেকে অন্তর্নিহিত স্মৃতিতে প্রস্থান করেছিলেন তার আগের পরীক্ষিত জিগিরে "আমার একটি স্বপ্ন আছে"। এর মধ্যে একটি স্বপ্ন এখন জাতীয় চেতনাতে স্বতন্ত্রভাবে খচিত: “আমার ছোট চার ছেলেমেয়ে একদিন এমন

একটি দেশে বসবাস করবে যেখানে তাদেরকে ত্বকের রঙ দ্বারা নয় বরং তাদের চরিত্রের বিষয়বস্তু দ্বারা বিচার করা হবে।" "স্বাধীনতার শানাই বেজে উঠুক" এই মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে একটি চূড়ান্ত উজ্জ্বল বিস্ফোরণের মাধ্যমে ছন্দবদ্ধ বক্তৃতাটি শেষ হয়েছিল: "যখন আমরা প্রতিটি গ্রাম এবং প্রতিটি পল্লী থেকে এটি বাজতে দিয়েছি...," কিং ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমরা সেই দিনটি আরও দ্রুত পেতে সক্ষম হব যখন ঈশ্বরের সন্তানরা...হাতে হাত মিলিয়ে পুরনো নিগ্রোর আধ্যাত্মিক কথায় গান করতে সক্ষম হবে এই বলে যে: 'অবশেষে মুক্ত! অবশেষে মুক্ত! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা অবশেষে মুক্ত!'" ২০১৬ সালে, *টাইম* ম্যাগাজিনে বক্তৃতাটিকে ইতিহাসের দশটি সেরা বক্তৃতার মধ্যে একটি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

আগস্ট ২৯। *প্রতি বছর এই তারিখে, পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।* বিশ্বজুড়ে শান্তি সংগঠন এই দিবসটিকে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করেছিল, যা মানুষ, পরিবেশ এবং গ্রহের জন্য সম্ভাব্য বিপর্যয়কর বিপদ ডেকে এনেছিল। ২০১০ সালে প্রথম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে, নিউক্লিয়ার টেস্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবসটি অনুপ্রাণিত হয়েছিল ২৯ শে আগস্ট, ১৯৯১ সালে কাজাখস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার স্থানটি বন্ধ করার মাধ্যমে, যা সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অংশ ছিল। শত শত পারমাণবিক ডিভাইস চল্লিশ বছর ধরে সেখানে স্থলভাগের উপরে এবং নীচে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল এবং আশপাশের জনসংখ্যাকে সময়ের সাথে সাথে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের দিকে, সেই স্থানের ১০০ মাইল পূর্বে সেমে শহরের (পূর্বে সেমিপালিটিনস্ক) নিকটবর্তী মাটি এবং জলে বিকিরণের মাত্রা তখনও স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুণ বেশি ছিল। শিশুরা বিকলাঙ্গতা নিয়ে জন্মাতে থাকে, এবং অর্ধেক জনসংখ্যার জন্য, আয়ুস্কাল ৬০ বছরেরও কম হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও এর সতর্কতার সাথে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার বিপদ সম্পর্কে, পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই জাতীয় পরীক্ষা শেষ করার জন্য জাতিসংঘে ইতিমধ্যে গৃহীত একটি চুক্তি এখনও কার্যকর হয়নি। ১৯৯৬সালের কম্প্রিহেন্সিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি (সি টি বি টি) যে কোনও বিন্যাসে সমস্ত পারমাণবিক পরীক্ষা বা বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ করতে পারবে। তবে এটি তখনই করতে পারবে যখন চুক্তিটি তৈরির জন্য আলোচনায় অংশ নেওয়া ৪৪ টি রাষ্ট্র এবং পারমাণবিক শক্তি বা গবেষণা প্রতিক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তিরা একত্রে অনুমোদন দিবে। বিশ বছর পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আটটি রাজ্য এখনও তা করেনি।

আগস্ট ৩০। *১৯৬৩ সালের এই তারিখে, জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে কূটনৈতিক বিনিময়ের গতি নাটকীয়ভাবে বাড়ানোর জন্যে হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিনের মধ্যে একটি "হট লাইন" যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল।* ১৯৬২ সালের অক্টোবরে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট দ্বারা এই উদ্ভাবনটি অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যেখানে টেলিগ্রামযুক্ত প্রেরণাগুলি অন্যদিকে পৌঁছাতে কয়েক ঘন্টা সময় নেয়, যা বিরোধী পারমাণবিক-সশস্ত্র বিশ্ব শক্তিগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনাকে ইতিমধ্যে আরও বাড়িয়ে তোলেছিল। নতুন হট লাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে, টেলিটাইপ মেশিনে টাইপ করা ফোনের

বার্তাগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতো। সৌভাগ্যক্রমে, ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত হট লাইনটির প্রয়োজন উত্থাপিত হয়নি, রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন যখন তত্কালীন সোভিয়েত প্রিমিয়ার আলেক্সি কোসিগিনকে আরব-ইসরায়েলিদের ছয় দিন ব্যাপী যুদ্ধে মধ্যবর্ত্তিতার জন্য বিবেচনা করছিলেন তখন এই কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৬৩ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং সোভিয়েত প্রিমিয়ার নিকিতা ক্রুশ্চেভ ইতিমধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি উৎপাদনশীল সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এটি মূলত সরকারী এবং ব্যক্তিগত উভয় চিঠিরই দুই বছরের অবিচল আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল। চিঠিপত্রগুলোর একটি বড় ফলাফল ছিল যুক্তিযুক্ত সমঝোতা যা কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের অবসান ঘটিয়েছিল। এটি ১৯৬৩ সালের ৫ ই আগস্ট সীমিত পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি এবং দুই মাস আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত সম্পর্কের বিষয়ে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণ উভয়কে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সেখানে কেনেডি“আমাদের সময়ে কেবল শান্তি নয়, শান্তি সর্বকালের জন্য ” বলে ডাক দিয়েছিলেন। কেনেডির মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা প্রদান করে একটি চিঠিতে ক্রুশ্চেভ তাঁকে "একজন বিস্তৃত মতামতের ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, যিনি বিশ্বের পরিস্থিতি বাস্তবতার সাথে মূল্যায়ন করতে এবং আলোচনার মাধ্যমে অবিস্মরণীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন" বলে উল্লেখ করেছিলেন।

আগস্ট ৩১। *১৯৪৫ সালের এই দিনে, লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার সেন্ট্রাল হলে দু হাজারের মতো মানুষ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে র‍্যালিতে "বিশ্ব ঐক্য অথবা বিশ্ব ধ্বংস" বিষয়টি নিয়ে ডাক দিয়েছিল।* হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বোমা হামলার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সারা বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ পারমাণবিক ধ্বংস থেকে মানবতাকে বাঁচাতে ওয়েস্টমিনস্টারে একটি জনপ্রিয় ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। প্রথমে, বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক হোলোকাস্টের আশঙ্কা বিশ্বের সরকারদের ধারণার সাথে হাতে নাতে মিলে গিয়েছিল। এটি বার্ট্রান্ড রাসেল সহ অন্যান্যদের সমর্থন পেয়েছিল এবং হাজার হাজার জনসাধারনকে জনসভায় আকৃষ্ট করেছিল যেখানে এটি আলোচিত হয়েছিল। “এক বিশ্ব অথবা কেউ নয়” এই বাক্যাংশটি শুধু মাত্র রাসেলই নয়, গান্ধী ও আইনস্টাইনও একটানা সুরে আবৃত্তি করেছিলেন। এমনকি লন্ডন *টাইমসও* মতপ্রকাশ করেছিল যে "যুদ্ধ শুরুর পক্ষে এটি অবশ্যই অসম্ভব হয়ে উঠবে, নাহলে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।" পরের কয়েক মাস এবং বছরগুলিতে, ব্রিটিশ যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে বক্তারা, জাপান বোমা হামলার নিন্দা জানাতে গিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের পক্ষেও সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৫০ এর দশকে, "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" বোমা-বিরোধী আন্দোলনের জন্য আর অবিচ্ছেদ্য বিষয় বলে বিবেচিত ছিল না, তবে প্রাথমিকভাবে প্রশান্তবাদ এবং সমর্থকদের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বিশ্ব সরকারের জন্য বিষয়টি বিবেচিত ছিল। তা সত্ত্বেও, পারমাণবিক অস্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের উপর জোর দিয়ে, ব্রিটেন এবং পুরো পশ্চিম জুড়ে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ গ্রুপগুলি জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতার উপর বিশিষ্ট গ্রহণযোগ্যতার দিকে জনপ্রিয় চিন্তাধারায় একটি পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছিল। পারমাণবিক যুদ্ধের অভিনব বিপদের সম্মুখীন হওয়া মানুষরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা গ্রহণ করতে অসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ

করেছিল। ঐতিহাসিক লরেন্স এস উইটনারকে আমাদের ধন্যবাদ, কারন এই অনুচ্ছেদটির জন্য তার সম্পূর্ণ লেখাগুলি পারমাণবিক বিরোধী আন্দোলনের তথ্য প্রদান করেছে।

সেপ্টেম্বর ১। *১৯২৪ সালের এই দিনে ডাউস প্ল্যান কার্যকর করা হয়েছিল, জার্মানির একটি আর্থিক পরিত্রাণ যা নাজিবাদের উত্থান রোধ করতে পারতো যদি তা তাড়াতাড়ি শুরু হতো এবং আরও বৃহত্তর বা উদার করে তোলা হতো।* ভার্সাইলেসের চুক্তি যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল তা পুরো জার্মান জাতিকে শাস্তি দিতে চেয়েছি, শুধু যুদ্ধ সৃষ্টিকারীরা নয় নেতৃস্থানীয় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকরাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস পেয়েছিল। পরের যুদ্ধটি আর্থিক শাস্তির বিপরীতে জার্মানিকে সহায়তায়প্রদানের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছিল, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দাবিগুলো এমন ছিল যে জার্মানিকে নাক কেটে হলেও তা পরিশোধ করতে হয়েছিল। ১৯২৩ সালে, ফরাসি এবং বেলজিয়ান সৈন্যদের রুহর নদীর উপত্যকা দখল করতে জার্মানি নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং যুদ্ধে তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়েছিল। অহিংসতা প্রতিরোধে জড়িত বাসিন্দারা দখলের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল। লীগ অফ নেশনস আমেরিকান চার্লস ডাউসকে এই সংকট সমাধানের জন্য একটি কমিটিতে বসতে বলেছিল। ফলস্বরূপ পরিকল্পনাটি দ্বারা সৈন্যবাহিনী রুহর থেকে বের করে আনা হয়েছিল, ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলি থেকে জার্মানিকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ সালে ডাউসকে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯২৫-১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইয়ং প্লান কার্যক্রম ১৯২৯ সালে জার্মানির অর্থ প্রদান কমিয়ে দিয়েছিল, তবে প্রতিশোধ নেওয়ার তিক্ত বিরক্তি এবং তৃষ্ণার বৃদ্ধিকে পূর্বাবস্থায় আনতে খুব বেশিই দেরী হয়েছিল। ইয়ং প্লান বিরোধিতাকারীদের মধ্যে অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন। ডাউস পরিকল্পনাটি, ইউরোপীয় অর্থনীতিগুলিকে ভালো বা খারাপ যেজন্যই হোক না কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আবদ্ধ করেছিল। জার্মানি অবশেষে ২০১০ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঋণ পরিশোধ করেছিল। হাজার হাজার মার্কিন সেনা স্থায়ীভাবে জার্মানিতে থেকে গিয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ২। *১৯৪৫ সালের এই দিনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ টোকিও উপসাগরে জাপানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।* ১৩ ই জুলাই জাপান আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। ১৮ই জুলাই, সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিনের সাথে সাক্ষাতের পরে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুমান তার স্ট্যালিনের ডায়েরিতে টেলিগ্রামটির কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, “বিশ্বাস করি রাশিয়ার আগমনের আগেই জাপান পরাজয় মেনে নিবে। আমি নিশ্চিত ম্যানহাটন প্রকল্পটি যখন তাদের জন্মভূমির উপর উপস্থিত হবে তখন তারা তা করবে।" এটি ছিল ম্যানহাটন প্রকল্পের একটি রেফারেন্স যা পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছিল। ট্রুম্যানকে জাপান কয়েক মাস ধরে আত্মসমর্পণের আগ্রহের কথা জানিয়েছিল যদি তারা তাদের সম্রাটকে ধরে রাখতে পারে। ট্রুম্যানের উপদেষ্টা জেমস বাইর্নস তাকে বলেছিলেন যে জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা ফেলা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "যুদ্ধ অবসানের শর্তাদি নির্ধারণ করার অনুমতি দিবে।" নৌবাহিনীর সেক্রেটারি জেমস ফরেস্টাল তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন যে বায়ার্নেস ছিলেন,

“সবচেয়ে উদ্বিগ্ন যেন রাশিয়ানরা প্রবেশের আগেই জাপানি বিষয়টিকে সরিয়ে দেওয়া হয়।” ট্রুম্যান ৬ এবং ৯ ই আগস্ট বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রাশিয়ানরা ৯ ই আগস্ট মানচুরিয়ায় আক্রমণ করেছিল। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অ-পারমাণবিক বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সোভিয়েতরা জাপানিদের উপর অতিশক্তি প্রয়োগ করেছিল। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক বোমা হামলার জরিপের উপসংহারে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, “যদি রাশিয়া যুদ্ধে নাও ঢুকতো, পারমাণবিক বোমা যদি নাও ফেলা হত, এমনকি কোনও আক্রমণ পরিকল্পনা অথবা মনস্থ নাও করা হতো জাপান আত্মসমর্পণ করতো। ” বোমা বিস্ফোরণের আগে জেনারেল ডুইট আইজেনহওয়ার একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিলেন। জাপান তার সম্রাটকে পদত্যাগ করতে দেয়নী।

সেপ্টেম্বর ৩। *১৭৮৩ সালের এইদিনে ব্রিটেন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে 'প্যারিস শান্তি' স্থাপিত হয়েছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হওয়া উপনিবেশগুলির শাসক ব্রিটেনের প্রতি অনুগত অভিজাত ধনী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ হতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত অভিজাত ধনী শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সাথে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বিপ্লবের পরেও কৃষক, শ্রমিক এবং দাসত্বের জনপ্রিয় বিদ্রোহ কমেনি। জনগনের অধিকারের ক্রমান্বয় বিকাশ এগিয়েছে সাধারণত তাল মিলিয়ে, কখনো কখনো কিছুটা দ্রুততার সাথে, এবং একই বিকাশ পিছিয়ে ছিল কানাডার মতো দেশে যারা কখনও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। 'প্যারিস শান্তি' ছিল আদিবাসী আমেরিকানদের জন্য দুঃসংবাদ, কারণ পশ্চিমা সম্প্রসারণ যা ব্রিটেন সীমিত রেখেছিল তা তখন দ্রুত উন্মুক্ত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন জাতির দাসত্ব করা প্রত্যেকের জন্য এটিও দুঃসংবাদ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোন যুদ্ধ ছাড়াই বেশিরভাগ জায়গায় দাসত্ব অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধ এবং প্রসারের স্বাদ প্রকৃতপক্ষে, নবগঠিত জাতির মধ্যে এতটা প্রাণবন্ত ছিল যে, ১৮১২ সালে কানাডিয়ানরা কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরণকে স্বাগত জানাতে পারে সে সম্পর্কে কংগ্রেসনের আলোচনাটি ১৮১২ সালের যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেছিল যার কারণে নতুন রাজধানী ওয়াশিংটন পুড়ে গিয়েছিল। এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, কানাডিয়ানরা কিউবান, ফিলিপিনো, হাওয়াইয়ান, গুয়াতেমালান, ভিয়েতনামী, ইরাকি, আফগান বা অনেক দেশের লোকদের বহু বছর ধরে দখলে থাকার বিষয়ে আর আগ্রহী ছিল না, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাহিনী ব্রিটিশ রেডকোটের ভূমিকা নিয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ৪। *১৯৫৩ সালের এইদিনে গ্যারি ডেভিস বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।* তিনি ছিলেন একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, ব্রডওয়ে তারকা, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন বোমারু। "ব্র্যান্ডেনবার্গ এ আমার প্রথম মিশন থেকেই" তিনি পরে লিখেছিলেন,"আমি বিবেকের বেদনা অনুভব করেছি। কতজন নারী, পুরুষ ও শিশু আমি হত্যা করেছি?” ১৯৪৮ সালে গ্যারি ডেভিস বিশ্বের নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট ত্যাগ করেছিলেন। পাঁচ বছর পরে তিনি একটি বিশ্ব সরকার তৈরি করেছিলেন যা প্রায় দশ মিলিয়ন নাগরিককে সাইন আপ করে এবং পাসপোর্ট দেয় যা প্রায়শই জাতি দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। "বিশ্ব পাসপোর্ট ছিল একটি তামাশা," ডেভিড বলেছিলেন,"তবে অন্যান্য পাসপোর্টগুলিও ঠিক তাই। তাদেরটা আমাদের উপর

রসিকতা আর আমাদেরটা সিস্টেমের উপর।'' প্যারিসে জাতিসংঘের সামনে ডেভিস ক্যাম্পিং করেন, সভায় বিঘ্ন ঘটান, সমাবেশে নেতৃত্ব দেন, এবং গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা পান। জার্মানিতে প্রবেশ ও ফ্রান্সে পুনঃপ্রবেশের অনুমতি না পেয়ে তিনি সীমান্তে ক্যাম্পিং করেছিলেন। ডেভিস আপত্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধকে কাজে লাগানোর জন্য দেশগুলিতে নকশাকৃত একটি জোট জাতিসংঘের বিরু।দ্ধে প্রকাশ করেছিলেন -যা একটি নিরাশ অসঙ্গতি ছিল। বহু বছর ধরে কেবল তার মামলা জোরদার হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমাদের কি জাতিদের পরাভূত করা প্রয়োজন? অনেক জাতি যুদ্ধ করে না। কয়েকজন তা প্রায়ই করে থাকে। এর মধ্যেই কি আমরা একটি বিশ্ব সরকার তৈরি করতে পারি যার মধ্যে বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি থাকবেনা? আমরা যখন "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করি তখন সম্ভবত আমরা একে অপরকে ডেভিসের মতো ভাবতে উত্সাহিত করা শুরু করতে পারি। এমনকি শান্তি কর্মীরা যুদ্ধ প্রস্তুতকারীদের বোঝাতে "আমরা" ব্যবহার করে থাকেন যখন তারা বলেন যে "আমরা গোপনে সোমালিয়ায় বোমা হামলা করেছিলাম।" কি হত যদি "আমরা" শব্দটি দিয়ে আমরা "মানবতা" বা মানবতার চেয়ে বেশি কিছু বুঝাতে ব্যবহার করতাম?

সেপ্টেম্বর ৫। *১৯৮১ সালের এই দিনে গ্রিনহাম পিস ক্যাম্পটি ওয়েলশ সংস্থা দ্বারা "উইমেন ফর লাইফ অন আর্থ" ইংল্যান্ডের গ্রিনহ্যাম কমন, বার্কশারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* ৯৬ টি পারমাণবিক ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের বিরোধিতা করতে যে ছত্রিশ জন মহিলা কার্ডিফ থেকে হেঁটে এসেছিলেন তারা আর এ এফ গ্রিনহাম কমন বিমান ঘাঁটির কমান্ডারের কাছে একটি চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং পরে ঘাঁটির বেষ্টনীতে নিজেদেরকে শিকলবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তারা ঘাঁটির বাইরে একটি মহিলা শান্তি শিবির স্থাপন করেছিলেন, এবং প্রায়শই প্রতিবাদের সময় তারা ঘাঁটিতে প্রবেশ করতেন। ক্যাম্পটি ১৯ বছর ধরে ২০০০ সাল অবধি স্থায়ী ছিল, যদিও ১৯৯১-৯২ সালেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সরানো হয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উড়িয়ে ফেরত নিয়ে আশা হয়। ক্যাম্পটি শুধুই ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণ করেনি, পারমাণবিক যুদ্ধ এবং অস্ত্রের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী ধারনায়ও প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে, ৩০,০০০ নারী ঘাঁটির চারপাশে হাতেহাত ধরে সমবেত হয়েছিল। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল, প্রায় ৭০,০০০ জন বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্প থেকে শুরু করে একটি অস্ত্র কারখানা পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন করেছিল, এবং ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ৫০,০০০ নারী ঘাঁটিটি ঘেরাও করে ফেলেছিল, বেষ্টনী কেটে ফেলেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারও হয়েছিল। 'গ্রিনহাম পিস ক্যাম্প' এর আদলে আরও এক ডজনেরও বেশি ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল, এবং বছরের পর বছর আরও অনেকে এই উদাহরণটিকে স্মরণ করেছিল। সারা বিশ্বের সাংবাদিকগণ বহু বছর এই ক্যাম্পটি এবং যে বার্তা এটি প্রচার করেছে তার উপর সংবাদ তৈরি করেছিল। ক্যাম্পাররা বিদ্যুৎ, টেলিফোন বা প্রবাহিত জল ছাড়াও বেঁচে ছিল কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিহত করতে না পারার গ্লানিও তাদের ছিলনা। পারমাণবিক রক্ষণাবেক্ষণ অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং পারমাণবিক যুদ্ধের অনুশীলন ব্যাহত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউ এস এস আর এর মধ্যে যে চুক্তি মিসাইলগুলি অপসারণ করেছিল তা "সচেতন যে পারমাণবিক অস্ত্র সমস্ত মানবজাতির জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।" এই কথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে ক্যাম্পারদের কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিল।

সেপ্টেম্বর ৬। *১৮৬০ সালের এইদিনে জেন এডামস জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* তিনি আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছায় প্রাপ্ত যোগ্যতাকে যথাযথভাবে পূরণ করে বছরের পর বছর ধরে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের সেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে ১৯৩১ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল। যুদ্ধ ব্যতীত বসবাসে সক্ষম এমন একটি সমাজ তৈরির লক্ষ্যে এডামস বহু ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে অ্যাডামস ফিলিপাইনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের বিরোধিতা করতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগে যোগ দিয়েছিলেন। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন সে সমাধানের এবং এটি অবসানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯১৫ সালে হেগে আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল তখন তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার ভয়াবহ অভিযোগের মুখে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেছিলেন। ১৯১৯ সালে 'শান্তি ও মুক্তির জন্য মহিলাদের আন্তর্জাতিক লীগ' এবং ১৯১৫ সালে এর পূর্ববর্তী সংগঠনের তিনি প্রথম নেত্রী ছিলেন। জেন এডামস ১৯২০ এর দশকের আন্দোলন যা কেলোগ-ব্রান্ড চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধকে অবৈধ করে তিনি তার অংশ ছিলেন। তিনি এ সি এল ইউ এবং এন এ এ সি পি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন, নারীদের ভোটাধিকার অর্জনে সাহায্য করেছিলেন, শিশুশ্রম কমাতে সহায়তা করেছিলেন, এবং সমাজকর্মীর পেশা তৈরি করেছিলেন, যা তিনি অভিবাসীদের কাছ থেকে শেখার এবং গণতন্ত্র গঠনের মাধ্যম হিসাবে দেখেছিলেন, দানশীল প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে নয়। তিনি শিকাগোতে হাল হাউস তৈরি, কিন্ডারগার্টেন চালু, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান, শ্রমিক সংগঠনে সহায়তা এবং শিকাগোতে প্রথম খেলার মাঠ চালু করেছিলেন। জেন এডামস ডজনখানেক বই এবং কয়েকশ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি ভার্সাই চুক্তি যার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়ছিল তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং অনুমান করেছিলেন যে তা একটি জার্মান প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

সেপ্টেম্বর ৭। *১৯১০ সালের এই দিনে স্থায়ী সালিসি আদালত নিউফাউন্ডল্যান্ড ফিশারিস বিরোধের নিষ্পত্তি করেছিল।* হেগে অবস্থিত আদালতটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বিদ্যমান একটি দীর্ঘ ও তিক্ত বিবাদের সমাধান করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ৪ বছর পর ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার আইনের কাছে দুইটি অতি-সামরিকীকৃত ও যুদ্ধ প্রবণ রাষ্ট্রের সমর্পণ এবং তাদের বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিকে বিশ্বের জন্য একটি উৎসাহজনক দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়েছিল। নিষ্পত্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে বিদ্যমান একটি বিরোধ সহ কিছু সংখ্যক দেশ সালিসের জন্য স্থায়ী আদালতে মামলা পেশ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিউফাউন্ডল্যান্ড ফিশারিস বিরোধের নিষ্পত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে তাদের চাহিদা অনুযাইয়ে কিছুটা দিয়েছিল। এটা ব্রিটেনকে নিউফাউন্ডল্যান্ড জলাশয়ে মৎস্য শিকারের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিধিমালা প্রণয়ন করতে দিয়েছিল, তবে কী যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল একটি নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে। এই মধ্যস্থতার অনুপস্থিতিতে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে গিয়েছিল? সম্ভবত না, অন্তত তখনই না, এবং মৎস্য শিকারের প্রশ্নে না। কিন্তু দুই দেশের কোন একটি বা উভয় দেশই যদি অন্য কোন কারণে যুদ্ধ চাইত, তবে মৎস্য শিকারের অধিকার হয়ত একটি অজুহাত হত। এক শতাব্দীরও কম সময় আগে, ১৮১২ সালে, অনেকটা একইরকম

বিরোধের অজুহাতে ১৮১২ সালের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডায় হামলা করেছিল। ঠিক এক শতাব্দীর কিছু পরে, ২০১৫ সালে, পূর্ব ইউরোপে বাণিজ্য চুক্তি বিরোধ নিয়ে রাশিয়ান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারগুলি যুদ্ধের কথা পর্যন্ত এগিয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ৮। *১৯২০ সালের এই দিনে, মোহনদাস গান্ধী তাঁর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন।* তিনি স্বায়ত্তশাসনের জন্য ১৮৮০ সালের আইরিশ আন্দোলন অনুসরণ করেন ভাড়া করা ধর্মঘট যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ১৯০৫ সালে রাশিয়ান গণ ধর্মঘট অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বহু উৎস থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন করেছিলেন এবং ১৯০৬ সালে ভারতীয়দের উপর একটি নতুন বৈষম্যমূলক আইন প্রতিরোধ করার জন্য ভারতে একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংস্থা তৈরি করেছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর জন্মস্থান, ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতে, গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের সাথে অহিংস অসহযোগ প্রচারের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেছিলেন। এর অর্থ ছিল বিদ্যালয় ও আদালত বর্জন করা। এর অর্থ ছিল পোশাক তৈরি করা এবং বিদেশি কাপড় বর্জন করা। এর অর্থ ছিল অফিস থেকে পদত্যাগ করা, দখলদারিত্বকে সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং নাগরিক অবাধ্যতা। এই প্রচেষ্টা অনেক বছর ধরে চলেছিল এবং ধাপে ধাপে এগিয়েছিল, কখনো গান্ধী লোকদের সহিংসতা পরিহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং কখনো বা কারাগারে বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রা নতুন উপায়ে এগিয়েছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণতা সৃষ্টির গঠনমূলক কার্যক্রমে এটি নিযুক্ত ছিল। ব্রিটিশ কর্মকাণ্ডগুলি প্রতিরোধে অসহযোগী কার্যক্রমে এটি নিযুক্ত ছিল। মুসলিম এবং হিন্দুদের একতাবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় এটি নিযুক্ত ছিল। লবণের করের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পদযাত্রা সমুদ্রের দিকে এগিয়েছিল এবং লবণের অবৈধ উত্পাদন, এবং সেই সাথে বিদ্যমান কারখানা গুলিতে প্রবেশের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, যার কারনে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া সাহসী আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে পেটানো হয়েছিল। ১৯৩০ সালের মধ্যে নাগরিক প্রতিরোধ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কারাগার লজ্জার চেয়ে বরং সম্মানের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ভারতের জনগন রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে মুসলিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু ভারতকে বিভক্ত করার মূল্যে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

সেপ্টেম্বর ৯। *১৮২৮ সালের এই দিনে লিও টলস্টয়ের জন্ম হয়েছিল।* তাঁর বইগুলির মধ্যে রয়েছে *ওয়ার এন্ড পিস*ও *আনা কারেনিনা*। টলস্টয় হত্যার বিরোধিতা এবং যুদ্ধ গ্রহণের মধ্যে অসঙ্গতি দেখেছিলেন। তিনি তাঁর উদ্বেগকে খ্রিস্টধর্মের সাপেক্ষে গঠন করেছিলেন। তাঁর বই *দ্যি কিংডম অফ গড ইজ উইদিন ইউ*এ তিনি লিখেছেন: “প্রথা বা দৈববাণী বা বিবেকের মাধ্যমে আমাদের খ্রিস্টান সমাজের প্রত্যেকেই জানেন যে, মানুষ করতে পারে এমন সব অপরাধের মধ্যে হত্যাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, যেমনটা খ্রীষ্টের উপদেশাবলী আমাদের বলে, এবং হত্যার পাপ নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, অর্থাৎ, হত্যা কারো জন্য পাপ আবার কারো জন্য পাপ নয় এমন হতে পারেনা। সবাই জানে খুন করা পাপ হলে সেটা সবসময়ই পাপ, খুনের শিকার যেই হোকনা কেন, তা ব্যাভিচার, চুরি বা অন্যসব পাপের মতই পাপ। একইসাথে ছোটবেলা থেকেই পুরুষরা

দেখে আসছে যে খুন কেবল অনুমোদিতই নয়, বরং এমনকি তারা যাদের তাদের ঐশ্বরিকভাবে নিযুক্ত আত্মার নির্দেশক বিবেচনা করতে অভ্যস্ত তাদের আশীর্বাদ দ্বারা সমর্থিত, এবং এটা দেখে যে তাদের নিরপেক্ষ নেতারাই শান্ত ও নিশ্চিতভাবে খুন করে থাকে, খুনের অস্ত্র পড়তে গর্ববোধ করে, এবং দেশের আইন এমনকি ইশ্বরের নামে অন্যদের খুনে অংশ নেওয়া উচত বলে দাবি করে। মানুষ এখানে কিছুটা অসঙ্গতি দেখতে পায়, তবে তারা তা বিশ্লেষণ করতে পারে না, অনিচ্ছাকৃতভাবে ধরে নেয় যে এই আপাত অসংগতিটা কেবল তাদের অবহেলারই ফল। অসঙ্গতিটির এই অত্যন্ত অপ্রীতিকরতা এবং স্পষ্টতা তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে নিশ্চিত করে।

সেপ্টেম্বর ১০। *১৭৮৫ সালের এই দিনে প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম স্বাধীনতা-পরবর্তী মৈত্রি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।* সৌহার্দ্য ও বাণিজ্যের চুক্তিটি শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু একটি বা দুটি দেশ যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, এমনকি তারা যদি একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তারা কিভাবে বন্ধন টিকিয়ে রাখবে সেই বিষয়গুলো তারা শনাক্ত করেছিল, এমনকি কারাবন্দী বা নাগরিকদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করার কথাও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল-এমন মানসম্পন্ন আচরণের কথা বলা হয়েছিল তাতে আজকের দিনে যুদ্ধে যা ঘটে সেসব বিধি পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল। এতে লেখা আছে, ”যুদ্ধের ঘটনা দ্বারা, যার ক্ষমতা ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে সেই দেশের সমস্ত মহিলা এবং শিশু, প্রত্যেক অনুষদের পন্ডিতগণ, কৃষক, কারিগর, দ্রব্য উৎপাদনকারী এবং জেলে এবং নিরস্ত্র ও অরক্ষিত শহর, গ্রাম বা স্থানগুলিতে বসবাসকারী মানুষ এবং সমস্ত সাধারণ পেশার মানুষ যাদের পেশা মানবজাতির জন্য উপকার বয়ে আনবে, তাদের নিজ নিজ কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, এবং তাদের উৎপীড়ন করা হবে না, তাদের বাড়িঘর বা মালামাল পুড়িয়ে দেওয়া হবে না, বা অন্যভাবে ধ্বংস করা হবে না বা শত্রুর সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা তাদের কৃষিক্ষেত্রগুলো নষ্ট করা হবে না; তবে এই ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহারের জন্য যদি তাদের কাছ থেকে কোন জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হবে। ” এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের করা প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, যদিও আধুনিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মতো হওয়ার জন্য ১০০০ পৃষ্ঠার চুক্তি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। এটি কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা বা প্রতিষ্ঠান জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লেখা হয়নি। ক্ষুদ্র কোম্পানির বিরুদ্ধে বড় কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখার জন্য এতে কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জাতীয় আইনগুলোকে বিপর্যস্ত করার জন্য এটি কোন যৌথ কোম্পানির বিচারসভা প্রতিষ্ঠা করেনি। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উপর দেশীয় সীমাবদ্ধতার বিষয়ে এটি কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি।

সেপ্টেম্বর ১১। *১৯০০ সালের এই দিনে গান্ধী জোহান্সবার্গে সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন। এছাড়াও ১৯৭৩ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত এক সামরিক অভ্যুত্থানে চিলির সরকারকে উচ্ছেদ করা হয়। ২০০১ সালের এই দিনে অপহৃত বিমান দিয়ে সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালিয়েছিল।* সহিংসতা, জাতীয়তাবাদ এবং প্রতিশোধের বিরোধিতার জন্য এটি একটি ভালো দিন। ২০১৫ সালের এই দিনে চিলিতে হাজার হাজার মানুষ সামরিক অভ্যুত্থানের ৪২তম বার্ষিকীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সামরিক অভ্যুত্থান নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক

অগাস্টো পিনোশে'কে ক্ষমতায় বসায় আর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সালভাদোর অ্যালিয়েন্দে'কে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। জনতা একটি সমাধিক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং পিনোশে'র শিকার হওয়া ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রিলেটিভস' রাইটস গ্রুপের নেতা লরেনা পিজাররো বলেন, "চল্লিশ বছর চলছে, আমরা এখনো সত্য এবং ন্যায়ের দাবি করছি। আমাদের প্রিয়জন যারা গ্রেফতার হয়েছিল বা নিখোঁজ হয়ে আর ফিরে আসেনি তাদের কি হয়েছে তা জানার আগ পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।" পিনোশে স্পেনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু কোন বিচার ছাড়াই ২০০৬ সালে তিনি মারা যান। অ্যালিয়েন্দেকে উৎখাতের সঙ্গে জড়িত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন,পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং অন্যান্যরা কখনো বিচারের মুখোমুখি হননি, যদিও পিনোশের মতো কিসিঞ্জার স্পেনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৩সালের সহিংস সামরিক অভ্যুত্থানে নির্দেশনা, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এবং সেই অভ্যুত্থানের সময় অ্যালেন্দে আত্মহত্যা করেছিলেন। চিলির গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায় এবংপিনোশে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যা ঘটেছিল তার কিছু অনুভুতি ১৯৮২ সালের চলচ্চিত্র *মিসিং* এ দেখানো হয়েছিল। সেই সিনেমায় জ্যাক লেম্মন এবং সিসি স্পেসক অভিনয় করেছিলেন। এতে মার্কিন সাংবাদিক চার্লস হরম্যানের গল্প বলা হয়েছে যিনি সেই দিনে নিখোঁজ হয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর ১২। *১৯৯৮ সালের এই দিনে কিউবার পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়।* কিউবার জেরার্ডা হার্নানডেজ, অ্যান্টেনিউ গুয়েররেও, র‍্যামন ল্যাবানিনো, ফ্যার্নান্ডো গঞ্জালেজ এবং রেনে গঞ্জালেজকে ফ্লোরিডার মিয়ামি থেকে গ্রেফতার করা হয়, গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করে একটি মার্কিন আদালতে বিচার এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তারা কিউবার সরকারের পক্ষে গুপ্তচর হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছিল, আসলেই তারা গুপ্তচর ছিল। তবে তারা যে অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যে মিয়ামিতে ছিল সেই সত্যতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করে নি, এমনকি মার্কিন সরকারও এই সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি, তবে তারা ছিলেন কিউবার আমেরিকার দল যাদের উদ্দেশ্য ছিল কিউবাতে গুপ্তচরবৃত্তি ও হত্যা করা। সিআইএর প্রাক্তন কর্মী লুইস পোসাদা ক্যারিলিসের পরিকল্পনা অনুযায়ী হাভানায় বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী বোমা হামলার পরে পাঁচজনকে এই লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, পোসাদা তখন সেখানে বাস করতেন এবং কোন অপরাধের মামলায় অভিশংসিত না হয়েই বহু বছর ধরে মিয়ামিতে আসতেন। কিউবার সরকার ১৯৯৭ সালে হাভানায় বোমা হামলার ঘটনায় ক্যারিলিসের ভূমিকা নিয়ে এফবিআইকে ১৭৫ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দেয়, তবে এফবিআই ক্যারিলিসের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং কিউবার পাঁচজনকে খুঁজে বের করতে এফবিআই এই তথ্য ব্যবহার করেছিল। গ্রেপ্তারের পরে তারা ১৭ মাস নির্জনে কাটানোর পর তাদের আইনজীবীরা মামলার স্বাক্ষ্য পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলো কিউবার পাঁচজনের বিচারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল এবং ইলেভেন্থ সার্কিট কোর্ট অব আপিলস তাদের সাজা উল্টে দিলেও পরে তা পুনর্বহাল করে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাটি বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, কেননা ঐ পাঁচজন বৈশ্বিক কারণ এবং কিউবার জাতীয় বীর হয়ে ওঠে। কিউবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হলে নতুন কূটনৈতিক সম্পর্কের অংশ হিসাবে ২০১১ সালে পাঁচজনের মধ্যে একজনকে, ২০১৩ সালে একজনকে এবং অন্য তিনজনকে ২০১৪ সালে মুক্তি দেয়।

সেপ্টেম্বর ১৩। *২০০১ সালের এই দিনে, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে বিমান আঘাত করার দু দিন পর রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে একটি চিঠি দিয়ে বলেন, " আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো" এবং ২০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করা।।* ফিলিস এবং অরল্যান্ডো রদ্রিগেজেসের পুত্র গ্রেগ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত, হত্যা ইত্যাদির অন্যতম একজন শিকার ছিলেন। তারা এই বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন যেঃ "বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র আক্রমণে নিখোঁজ হওয়া অনেকের মধ্যে আমাদের ছেলে গ্রেগও রয়েছে। যখন আমরা প্রথম খবরটি শুনি তার স্ত্রী, দুটি পরিবার, আমাদের বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী, ক্যান্টর ফিটজেরাল্ড/ইস্পিড-এ তার কাছের সহকর্মী এবং পিয়েরে হোটেলে প্রতিদিন দেখা করা সকল শোকার্ত পরিবারের সাথে দুঃখ, সান্ত্বনা, আশা, হতাশা এবং প্রিয় স্মৃতিগুলো ভাগাভাগি করেছি। যাদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করি সবার মধ্যে আমাদের আঘাত ও ক্রোধ প্রতিফলিত হতে দেখি। আমরা এই বিপর্যয় সম্পর্কিত প্রতিদিনের খবরের প্রবাহে মনোযোগ দিতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বোঝার মতো যথেষ্ট সংবাদ পড়েছি যে আমাদের সরকার সহিংস প্রতিশোধের দিকে এগুচ্ছে, যার দরুণ পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা, দূর ভূমির বন্ধুরা মারা যাবে, কষ্টভোগ করবে বা সেবা দিতে থাকবে যা আমাদের বিরুদ্ধে আবারো অভিযোগের জন্ম দিবে। এটা সঠিক পথ নয়। এটি আমাদের ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না। আমাদের ছেলের নামেও না। অমানবিক আদর্শের শিকার হয়ে আমাদের ছেলেটা মারা গিয়েছে। একই উদ্দেশ্যে আমাদের কাজ করা উচিত না। আসুন আমরা শোক প্রকাশ করি। আসুন আমরা প্রতিফলন ঘটাই এবং প্রার্থনা করি। আসুন আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যাপারে চিন্তা করি যা আমাদের বিশ্বে সত্যিকারের শান্তি এবং ন্যায়বিচার বয়ে আনতে পারে। কিন্তু একটি জাতি হিসেবে আমাদের সময়ের অমানবিক ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে নিয়ে আসব না।

সেপ্টেম্বর ১৪। *২০১৩ সালের এই দিনে আমেরিকা সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র চালানোর পরিবর্তে রাশিয়ার সহযোগিতায় সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র নির্মূল করতে সম্মত হয়েছিল।* ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধে জনসাধারণের চাপ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও এই হামলাকে একটি সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে তুলে ধরা হয়, তবে একই সময়ে প্রকাশ্যে স্বীকৃত অন্য সম্ভাবনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যুদ্ধ কখনো থামানো যায় না এমন নির্বোধ দাবি খন্ডনের আজকে একটি ভালো দিন। ২০১৫ সালে, ফিনল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী মার্তি আহতিসারি প্রকাশ করেছেন যে ২০১২ সালে রাশিয়া সিরীয় সরকার এবং তার বিরোধীদের মধ্যে একটি শান্তি প্রক্রিয়া প্রস্তাব করেছিল যার মধ্যে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পদ ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। তবে, অহতিসারির মতে, আসাদ শীঘ্রই চরমভাবে ক্ষমতাচ্যুত হবে এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এত আত্মবিশ্বাসী ছিল যে দেশটি প্রস্তাবটিই প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২০১৩ সালে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের জন্য কৃত্রিম জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টির আগের মুহূর্ত ছিল এটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি যখন প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে সিরিয়া তার রাসায়নিক অস্ত্র হস্তান্তর করে যুদ্ধ এড়াতে পারে এবং রাশিয়া এটাকে প্রতারণা বলে অ্যাখ্যা দিলে, তার কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেন যে তিনি তা

বোঝাতে চান নি। তার পরদিন, কংগ্রেস যুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথে কেরি দাবি করেন যে তিনি পুরোপুরি গুরুত্বের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে প্রক্রিয়াটি সফল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, অবশ্যই সেটি তা করতো। দুঃখের বিষয়, রাসায়নিক অস্ত্র অপসারণের বাইরে শান্তির জন্য কোন নতুন প্রচেষ্টা করা হয়নি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং ড্রোন নিয়ে যুদ্ধ করার পথে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। ওগুলোর মধ্যে কোনটিই শান্তি যে সম্ভব ছিল তা অস্পষ্ট করে তুলতে পারেনি।

সেপ্টেম্বর ১৫। *২০০১ সালের এই দিনে, কংগ্রেসওম্যান বারবারা লি মার্কিন রাষ্ট্রপতির যুদ্ধে অংশগ্রহন করার প্রস্তাব পাস করার বিপক্ষে একা ভোট দিয়েছিলেন যা আসন্ন বছরগুলোতে যুদ্ধে অংশগ্রহনের বিপর্যয় প্রমাণ করবে।* তিনি বলেন, আংশিকভাবে, ”আজ আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুম থেকে উঠেছি, চলতি সপ্তাহে যাদের হত্যা করা হয়েছে ও যারা আহত হয়েছেন তাদের পরিবার ও ভালোবাসার মানুষদের জন্য আমার হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। কেবলমাত্র সবচেয়ে বোকা এবং সবচেয়ে অনুভূতিহীন ব্যক্তিরা এই দুঃখের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে না, যা সত্যিকার অর্থেই আমাদের মানুষদের এবং বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষকে কবলিত করে ফেলেছে...। আমাদের গভীর ভয় এখন আমাদের জন্য বারবার দুর্ভোগ ও দুঃশ্চিন্তা বয়ে আনে। তবুও, আমি নিশ্চিত যে সামরিক পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুনরায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রোধ করবে না। এটা খুব জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যাপার। এখন এই প্রস্তাবটি পাস করবে যদিও আমরা সবাই জানি যে রাষ্ট্রপতি এটি ছাড়াও যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারেন। এই ভোটটি যতই কঠিন হোক না কেন আমাদের মধ্যে কিছু মানুষকে সংযমে অনুপ্রাণিত হতে হবে। আমাদের দেশ এখন শোকের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে অবশ্যই কাউকে বলতে হবে, চলুন কিছু সময়ের জন্য পিছু ফিরি। আসুন একটু থামি, অন্তত এক মিনিটের জন্য বিরতি দিই এবং আমাদের আজকের কর্মকান্ডগুলোর তাৎপর্য নিয়ে আরেকটু চিন্তা করি, যাতে তা পেঁচাল হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়। এখনএই ভোট নিয়ে আমি যন্ত্রণা প্রকাশ করেছি। তবে আমি আজ এটি দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়েছি এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু খুব সুন্দর স্মৃতির সময়কার প্রস্তাবটির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েও সফল হয়েছি। যাজকদের একজন সদস্য বেশ স্পষ্টভাবে বলেছেন,"আমরা যখন কাজ করি, তখন আমরা যেন অনুশোচনা করার মতো অশুভ শক্তির শিকার না হয়”।

সেপ্টেম্বর ১৬। *১৯৮২ সালের এই দিনে লেবাননের একটি খ্রিস্টান বাহিনী, যারা ফালাঙ্গিস্ট নামে পরিচিত, ইসরায়েলী সামরিক বাহিনী দ্বারা সমন্বয় এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সাবরা এলাকা এবং লেবাননের বৈরুত সংলগ্ন শাতিলা শরণার্থী শিবিরে প্রায় ২,০০০ থেকে ৩,০০০ নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি শরণার্থীকে হত্যা করে।* ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে, যারা ফালাঙ্গিস্ট বাহিনীতে প্রেরিত, ওয়াকি-টকি দ্বারা তাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং গণহত্যা তদারিক করে। পরে একটি ইসরায়েলি তদন্ত কমিশন তথাকথিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী বলে মনে করে। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিন্তু কোন অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তার কর্মজীবন পুনরুদ্ধার করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হন। শ্যারনের প্রথম একই ধরনের অপরাধ আসে যখন তিনি ১৯৫৩ সালে একজন তরুণ মেজর ছিলেন এবং জর্ডানের কিবাইয়া গ্রামের অনেকগুলো বাড়ি ধ্বংস করেন, যেখানে তিনি ৬৯ জন বেসামরিক

নাগরিকের গণহত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনী *যোদ্ধা নামকরণ করেন। ২০১৪ সালে যখন তিনি মারা যান, তখন তিনি ব্যাপকভাবে এবং অদ্ভুতভাবে শান্তির মানুষ হিসেবে মিডিয়াতে সম্মানিত হন।* এলেন সিগেল, একজন ইহুদী আমেরিকান নার্স এই গণহত্যার কথা বর্ণনা করেন, যেখানে তিনি একটি ইসরায়েলের বুলডোজারকে গণকবর খুঁড়তে দেখেছেন: "তারা আমাদেরকে বুলেট ভর্তি দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, এবং তাদের রাইফেল প্রস্তুত ছিল। আর আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম এটা- আমি বলতে চাচ্ছি, এটা একটা ফায়ারিং স্কোয়াড ছিল। হঠাৎ একজন ইসরায়েলী সৈন্য রাস্তা দিয়ে ছুটে এসে তা থামিয়ে দেয়। আমার মনে হয় বিদেশী স্বাস্থ্যকর্মীদের গুলি করে হত্যা করার ধারণাটি ইসরায়েলিদের কাছে খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে তারা এটা দেখতে এবং থামাতে পারে- এটা প্রমাণ করে যে সেখানে কিছু যোগাযোগ ছিল।”

সেপ্টেম্বর ১৭। *এটি সংবিধান দিবস। ১৭৮৭ সালের এই দিনে মার্কিন সংবিধান গৃহীত হয় এবং এখনো লঙ্ঘিত হয়নি।* এটা আসবে। কংগ্রেসকে প্রদত্ত হয় অনেক ক্ষমতা, যার মধ্যে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও রয়েছে, এখন নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রপতিরা তা ব্যবহার করে থাকেন। সংবিধানের প্রধান লেখক জেমস ম্যাডিসন মন্তব্য করেছেন যে "যুদ্ধ বা শান্তির সংবিধানের কোন অংশেই বেশি জ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় না, যা যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্নকে আইনসভার উপর নিহিত করে, নির্বাহী বিভাগের কাছে নয়। বিষমকামী শক্তির এই মিশ্রণের আপত্তির পাশাপাশি, বিশ্বাস এবং প্রলোভন যে কোন একজনের জন্য অনেক বড় হবে; যেমন প্রকৃতি বহু শতাব্দীর প্রতিভা হিসাবে প্রস্তাব করতে পারে না, কিন্তু যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ উত্তরাধিকারে আশা করা যেতে পারে। যুদ্ধ আসলে শাসকের বাড়াবাড়ির সত্যিকারের পরিসেবক। যুদ্ধে, একটি সামরিক বাহিনী তৈরী করতে হবে; এবং এটা শাসকের ইচ্ছা, যা এটি পরিচালনা করবে। যুদ্ধে, জনসাধারণের কোষাগার উন্মুক্ত করা হয়; এবং শাসকের হাতেই তা পুনর্বন্টন করা হয়। যুদ্ধে, অফিসের বেতন এবং ভাতা বাড়াতে হয়; এবং এটা নির্বাহী পৃষ্ঠপোষকতা যার অধীনে তাদের উপভোগ করতে হয়। এটা যুদ্ধে, পরিশেষে, বিজয়ীরা একত্রিত হবে, এবং এটা কার্য-নির্বাহীকে তারা পরিবেষ্টন করে দাঁড়াবে। মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক দুর্বলতা হচ্ছে; উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লালসা, অহংকার, খ্যাতির প্রতি সম্মানজনক বা তুচ্ছ ভালোবাসা, সবই শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং কর্তব্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেব কাজ করে।”

সেপ্টেম্বর ১৮। *১৯২৪ সালের এই দিনে মোহনদাস গান্ধী মুসলিম-হিন্দু ঐক্যের জন্য একটি মুসলিম বাড়িতে ২১ দিনের অনশন শুরু করেন।* ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দাঙ্গা চলছিল যা পরবর্তীতে পাকিস্তানে পরিণত হয়। ১৫০ জনেরও বেশি হিন্দু ও শিখ নিহত হয়, এবং বাকি জনগণ তাদের জীবনের জন্য পালিয়ে যায়। গান্ধী ২১ দিনের অনশন গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে একই উদ্দেশ্যে পালন করা অনশন দুটিসহ অন্তত ১৭টি অনশন এর মধ্যে এটিও ছিল একটি যা তিনি তখনও অপূরণীয় মুসলিম-হিন্দু ঐক্যের জন্যে রেখেছিলেন। গান্ধীর কিছু অনশন উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করেছিল, আগে এবং পরের অন্যান্য অনেক

সফল অনশন এর মতো। গান্ধী অনশনকে এক ধরনের প্রশিক্ষণ হিসবেও বিবেচনা করতেন। তিনি বলেন, "অনশন এবং প্রার্থনার মত শক্তিশালী কিছু আর নেই", "যা আমাদের প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগের চেতনা, নম্রতা এবং ইচ্ছার দৃঢ়তা দেবে, যা ছাড়া সত্যিকারের কোন অগ্রগতি হতে পারে না।" গান্ধী আরও বলেন, "হরতাল বা কর্মবিরতি" স্বেচ্ছায় এবং চাপ ছাড়া, জনপ্রিয় অসন্তোষ প্রদর্শনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম, কিন্তু অনশন আরও বেশি কার্যকর। যখন মানুষ ধর্মীয় চেতনায় অনশন করে এবং এইভাবে ঈশ্বরের সামনে তাদের শোক প্রকাশ করে, তখন তা একটি নির্দিষ্ট সাড়া পায়। সবচেয়ে কঠিন হৃদয় ও এটা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনশন সকল ধর্মে একটি মহান শৃঙ্খলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যারা স্বেচ্ছায় অনশন করে তারা কোমল ও শুদ্ধ হয়ে যায়। বিশুদ্ধ অনশন অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থনা। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে এটি কোনও ছোট বিষয় নয়," যার অর্থ হাজার হাজার, "স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং এ জাতীয় উপবাস একটি 'সত্যগ্রাহী' উপবাস। এটা ব্যক্তি এবং জাতিকে মহিমান্বিত করে।"

সেপ্টেম্বর ১৯। *২০১৩ সালের এই দিনে, ওউজা (যার অর্থ হচ্ছে জিম্বাবুয়ের নারীদের উত্থান) নেতাদের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উদযাপনের সময় জিম্বাবুয়ের হারারেতে গ্রেফতার করা হয়।* উজা জিম্বাবুয়ের একটি নাগরিক আন্দোলন যা ২০০৩ সালে জেনি উইলিয়ামস দ্বারা গঠিত হয় নারীদের তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করার জন্য। ২০০৬ সালে উজা মোজা বা মেন অফ জিম্বাবুয়ে এরাইজ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়, যা তারপর থেকে মানবাধিকারের জন্য অহিংসভাবে কাজ করার জন্য পুরুষদের সংগঠিত করে আসছে। শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য উজা-এর সদস্যদের অনেকবার গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বার্ষিক ভ্যালেন্টাইন'স ডে বিক্ষোভ, যা ক্ষমতার প্রতি ভালোবাসার তুলনায় ভালোবাসার ক্ষমতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে জিম্বাবুয়ের নাগরিকরা রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের আগে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উচ্চ মাত্রার দমন পর্যবেক্ষণ করেছিল। রবার্ট মুগাবে, যিনি ১৯৮০ সাল থেকে সন্দেহজনক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসছেন, তিনি পাঁচ বছরের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তার দল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফিরে পায়। ২০১২ এবং ২০১৩ সালে উজা সহ জিম্বাবুয়ের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সুশীল সমাজের সংগঠনের অফিসে হামলা চালানো হয়, অথবা তাদের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়, অথবা উভয়ই ঘটে। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাভাবনাও 'উজাকে' সহিংসতা রপ্ত করার পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠুর সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রচারণা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণেরও বেশি, এবং এই সাফল্য সাধারণত অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। যদি পশ্চিমা সরকার গুলো তাদের নাক এখান থেকে সরিয়ে রাখতে পারে এবং সাহসী অহিংস কর্মীদের পেন্টাগন-বান্ধব প্রেসিডেন্ট বসানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে, এবং যদি সারা বিশ্বের সদিচ্ছাবান মানুষেরা উজা এবং মোজাকে সমর্থন করতে পারে, তাহলে জিম্বাবুয়ের একটি স্বাধীন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে।

সেপ্টেম্বর ২০। *১৮৩৮ সালের এই দিনে বিশ্বের প্রথম অহিংস সংগঠন নিউ ইংল্যান্ড নন-রেজিস্ট্যান্স সোসাইটি ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে প্রতিষ্ঠিত হয়।* এর কাজ থরো, টলস্টয় এবং গান্ধীকে প্রভাবিত করবে।

সকল সহিংসতার বিরোধিতা করতে অস্বীকৃতি প্রকাশকারী আমেরিকান পিস সোসাইটির ভীরু ভাবে মর্মাহত হয়ে চরমপন্থীদের একটি অংশ কর্তৃক এটি গঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন কর্তৃক খসড়াকৃত নতুন দলের সংবিধান এবং অনুভূতির ঘোষণা এটা কিছু অংশে বলে যে: "আমরা কোন মানব সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে পারি না... আমাদের দেশ আমাদের বিশ্ব, আমাদের দেশবাসী সমগ্র মানবজাতি... আমরা আমাদের সাক্ষ্য নিবন্ধন করি, শুধু সকল যুদ্ধের বিরুদ্ধে নয়- আক্রমণাত্মক হোক বা রক্ষণাত্মক, যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি, প্রতিটি নৌ জাহাজ, প্রতিটি অস্ত্রাগার, প্রতিটি দুর্গের বিরুদ্ধে; মিলিশিয়া ব্যবস্থা এবং একটি স্থায়ী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে; সকল সামরিক প্রধান ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে; সকল স্মৃতিস্তম্ভের বিরুদ্ধে যা একটি বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের স্মারক, যুদ্ধে বিজয়ী সকল ট্রফি, সামরিক বা নৌ শোষণের সম্মানে সকল উদযাপন; যে কোন আইন পরিষদের পক্ষ থেকে জোর পূর্বক এবং অস্ত্র দ্বারা একটি জাতির প্রতিরক্ষার জন্য সকল উপকরণের বিরুদ্ধে; সামরিক সেবার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারের প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে। তাই, আমরা মনে করি অস্ত্র বহন করা বা সামরিক দপ্তর বজায় রাখা বেআইনি... "নিউ ইংল্যান্ড নন-রেজিস্ট্যান্স সোসাইটি সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নারীবাদ এবং দাসত্ব বিলোপ। দাসত্বের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে সদস্যরা চার্চের সভায় বিঘ্ন ঘটায়। সদস্য এবং তাদের নেতারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ জনতার সহিংসতার সম্মুখীন হন, কিন্তু সবসময় তারা পাল্টা আঘাত করতে অস্বীকৃতি জানান। সোসাইটি এই অ-প্রতিরোধ এর কারণে মনে করেছে যে এর কোন সদস্যকে কখনো হত্যা করা হয়নি।

সেপ্টেম্বর ২১। *আজ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস।* এছাড়াও ১৯৪৩ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ৭৩ থেকে ১ ভোটে ফুলব্রাইট রেজোলিউশন পাশ করে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সৃষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ফলশ্রুত জাতিসংঘের অবশ্যই শান্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত মিশ্র রেকর্ড রয়েছে। এছাড়াও ১৯৬৩ সালের এই দিনে ওয়ার রিসিস্টারস লীগ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম মার্কিন বিক্ষোভের আয়োজন করে। সেখান থেকে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা অবশেষে সেই যুদ্ধের অবসান এবং মার্কিন জনগণকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে যে ওয়াশিংটনের যুদ্ধকারীরা যুদ্ধকে একটি রোগ, ভিয়েতনাম সিন্ড্রোম হিসেবে উল্লেখ করতে শুরু করে। এছাড়াও ১৯৭৬ সালের এই দিনে চিলির স্বৈরশাসক জেনারেল অগাতো পিনোচেটের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অরল্যান্ডো লেতেলিয়ার পিনোচেটের আদেশে তার আমেরিকান সহকারী রনি মফিট সহ ওয়াশিংটন ডি. সি. তে একটি গাড়ি বোমা হামলায় নিহত হন - যা প্রাক্তন সিআইএ কর্মীরকাজ। আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ১৯৮২ সালে প্রথম উদযাপিত হয়, এবং সারা বিশ্বের অনেক জাতি এবং সংগঠন দ্বারা প্রতি সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যুদ্ধের দিনব্যাপী বিরতি, যা থেকে বোঝা যায় যে যুদ্ধে বছরব্যাপী বা চিরকালের বিরতি কতটা সহজ হবে। এদিন নিউ ইয়র্ক সিটিতে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জাতিসংঘের পিস বেল বাজানো হয়। এটি একটি ভালো দিন যেখানে স্থায়ী শান্তির জন্য কাজ করা হয় এবং যুদ্ধের ভিক্টিমদের স্মরণ করা হয়।

সেপ্টেম্বর ২২। *১৯৬১ সালের এই দিনে প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি আগের দিন কংগ্রেসে পাস হওয়ার পর শান্তি বাহিনী আইনে স্বাক্ষর করেন।* এভাবে সৃষ্ট শান্তি বাহিনী আইনে এর কাজ বর্ণনা করা হয়েছে "একটি শান্তি বাহিনীর মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি এবং বন্ধুত্ব উন্নীত করা, যা আগ্রহী দেশ এবং এলাকার পুরুষ এবং মহিলাদের বিদেশে সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করা এবং প্রয়োজনে কঠিন পরিস্থিতিতে সেবা করতে ইচ্ছুক হবে।" ১৯৬১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ২২০০০০ হাজার আমেরিকান পিস কর্পস এ যোগদান করেছিলেন এবং ১৪০ টি দেশে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাধারণত, পিস কর্পসের কর্মীরা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত অথবা শিক্ষাগত প্রয়োজনে সহায়তা করে থাকে, শান্তির আলোচনার মাধ্যমে অথবা মানুষের রক্ষক হিসাবে কাজ করে না। তবে এগুলি সাধারণত যুদ্ধ বা সরকার উত্থাপনের পরিকল্পনার অংশ নয় কারণ প্রায়শই সি আই এ, ইউ এস এ আই ডি, এন ই ডি, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীরা বিদেশে অন্যান্য ক্ষুদ্র সরকারী সংস্থাগুলির হয়ে কাজ করছে। পিস কর্পসের স্বেচ্ছাসেবকরা কতটা কঠোর, কতটা শ্রদ্ধার সাথে, কতটা বিজ্ঞতার সাথে কাজ করেছেন তা স্বেচ্ছাসেবকভেদে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অবশেষে তারা বিশ্বের নিরস্ত্র মার্কিন নাগরিকদের দেখিয়ে বহিঃবিশ্বের একটি অংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল - যা সম্ভবত শান্তিকর্মীদের মধ্যে পিস কর্পসের প্রবীণদের উপস্থিতির জন্য একটি জ্ঞানময় অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য হয়েছিল। শান্তি অধ্যয়ন প্রোগ্রাম ও অসংখ্য বেসরকারী সংস্থা যুদ্ধের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে শান্তি পর্যটন ও নাগরিক কূটনীতির ধারণাগুলি গ্রহণ করেছিল, যা বাস্তবে বা কম্পিউটার স্ক্রিনের মাধ্যমে হওয়া বিদেশী লেনদেনগুলো স্পনসর করেছিল।

সেপ্টেম্বর ২৩। *১৯৭৩ সালের এই দিনে ইউনাইটেড ফার্ম ওয়ার্কার্স অহিংসার প্রতিশ্রুতি সহ একটি সংবিধান গ্রহণ করেছিল।* একটি সংবিধান অনুমোদনের জন্য এবং এই নবগঠিত চার্টার্ড শ্রমিক ইউনিয়নের জন্য একটি বোর্ড এবং অফিসার নির্বাচন করতে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেসনোতে প্রায় ৩৫০ প্রতিনিধি একত্রিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি ছিল সল্প মজুরিপ্রাপ্ত ও ভৃত খামার শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের জন্য ব্যাপক প্রতিকূলতা এবং অনেক সহিংসতা কাটিয়ে ওঠার উদযাপন। তারা গ্রেপ্তার, মারধর, এবং হত্যার পাশাপাশি সরকারী উদাসীনতা ও শত্রুতা এবং বৃহত্তর ইউনিয়নের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিল। সিজার শ্যাভেজ এক দশক আগেই এর আয়োজন শুরু করেছিলেন। তিনিই "হ্যাঁ, আমরা পারব" স্লোগানটি জনপ্রিয় করেছিলেন। অথবা "সি' সে পুইড়ে!" তিনি তরুণদের সংগঠক হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যাদের মধ্যে এখনও অনেকে এতে রয়েছেন। বিশ শতকের শেষের দিকে তারা অথবা তাদের শিক্ষার্থীরা অনেকগুলি দুর্দান্ত সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচারনার আয়োজন করেছিল। ইউ এফ ডব্লিউ ক্যালিফোর্নিয়া এবং দেশের আশেপাশের খামার শ্রমিকদের কাজের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি করেছিল এবং সর্বাধিক বিখ্যাত বয়কট সহ অনেক কৌশল অবলম্বন করেছিল যেগুলি তখন থেকে দুর্দান্ত সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যতক্ষণ না আঙুর তুলে এমন লোকদের ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়নি আমেরিকার অর্ধেক লোক আঙুর খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ইউ এফ ডাব্লিউ একসাথে বিভিন্ন দিক থেকে কোন কর্পোরেশন বা রাজনীতিবিদকে টার্গেট করার কৌশলটি বিকাশ করেছিল। খামারের শ্রমিকরা অনশন, মানব বিলবোর্ড, রাস্তায় থিয়েটার, নাগরিক অংশগ্রহণ, জোট ভবন এবং ভোটার প্রচারনা ব্যবহার করত। ইউ এফ ডাব্লিউ প্রার্থী নিয়োগ করতো, তাদের

নির্বাচিত করতো, এবং তারপরে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন না করা অবধি তাদের অফিসগুলিতে বসে থাকতো - নিজেকে একজন প্রার্থীর অনুসারী বানানোর জন্য একেবারেই একটি আলাদা পদ্ধতি।

সেপ্টেম্বর ২৪। *১৯৬৩ সালের এই দিনে মার্কিন সিনেট পারমাণবিক পরীক্ষার নিষেধাজ্ঞা চুক্তি সংশোধন করেছিল, এটি সীমাবদ্ধ পারমাণবিক পরীক্ষার নিষেধাজ্ঞা চুক্তি নামেও পরিচিত কারণ এটি ভূ-উর্ধ্বস্থ পানির নিচের পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু ভূগর্ভস্থ নয়।* এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল গ্রহের বায়ুমণ্ডলের পারমাণবিক দূষণ হ্রাস করা, যা বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের দ্বারা পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের বেশ কয়েকটি দ্বীপকে বসবাসের অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্চ হারে ক্যান্সার এবং জন্মগত ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। এই চুক্তিটি ১৯৬৩ সালের হেমন্ত ঋতুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক ও অপারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের সাথে মিলিত একটি পরীক্ষা নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করেছিল। এটি কেবলমাত্র পরীক্ষা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে অন্য দুই দেশের কাছ থেকে সম্মতি পেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ভূগর্ভস্থ পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞার জন্য ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিল, তবে সোভিয়েত তা করেনি। সুতরাং, চুক্তিটি ভূগর্ভস্থ পরীক্ষাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রেখে দিয়েছিল। চুক্তিটি অনুসরণ করার সময়, জুন মাসে রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ঘোষণা দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে বায়মণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করে রাখবে যতদিন পর্যন্ত অন্যরা রাখবে। "এই জাতীয় চুক্তির সমাপ্তি হয় অতি দ্রুত এবং অথবা অনেক দেরিতে,"কেনেডি চুক্তিটি সমাপ্তির কয়েক মাস আগে বলেছিলেন,"যা সবচেয়ে বিপজ্জনক অঞ্চলগুলিতে সর্পিলাকার অস্ত্রের প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করবে। এটি পারমাণবিক শক্তিকে ১৯৬৩ সালে মানুষ যে বিশাল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল তা মোকাবেলা করার জন্য আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার পর্যায়ে নিয়ে গেছে, বাকিটা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ঘটিয়েছে।"

সেপ্টেম্বর ২৫। *১৯৫৯ সালের এই দিনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোয়াইট আইসেনহাওয়ার এবং সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ সাক্ষাত করেছিলেন।* এটি স্নায়ুযুদ্ধের সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্য উষ্ণতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং পারমাণবিক যুদ্ধহীন ভবিষ্যতের আশা ও উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল। আইসেনহাওয়ারের সাথে ক্যাম্প ডেভিডে এবং গেটিসবার্গে তাঁর খামারে দুদিনের সফরের আগে, ক্রুশ্চেভ এবং তার পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন। তারা নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো এবং ডেস মইনস সফর করেছিলেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে, ক্রুশ্চেভ অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলেন যখন পুলিশ তাকে বলেছিল যে ডিজনিল্যান্ডে যাওয়া তার জন্য নিরাপদ হবে না। ক্রুশ্চেভ, ১৮৯৪ থেকে ১৯৭১ অবধি বেঁচে ছিলেন, তিনি ১৯৫৩ সালে জোসেফ স্ট্যালিনর মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি স্ট্যালিনিজমকে "বাড়াবাড়ি" বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" চাইছেন। আইজেনহওয়ার দাবি করেছিলেন তিনি একই জিনিস চান। উভয় নেতাই বলেছিলেন যে

বৈঠকটি ফলপ্রসূ ছিল এবং তারা বিশ্বাস করেছিল যে "সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটি আজ বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।" ক্রুশ্চেভ তার সহকর্মীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি আইসেনহাওয়ারের সাথে কাজ করতে পারবেন এবং ১৯৬০ সালে তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মে মাসে, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি ইউ-২ গুপ্তচর বিমানকে ভূপতিত করেছিল এবং সোভিয়েতরা পাইলটকে বন্দী করেছিল যা না বুঝেই আইসেনহওয়ার এ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিল। স্নায়ুযুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়েছিল। শীর্ষ গোপনীয় ইউ-২ এর একজন মার্কিন রাডার অপারেটরকে ছয় মাস আগেই বদলি করা হয়েছিল এবং সে প্রতিবেদন অনুযায়ী রাশিয়ানদেরকে সবকিছু বলে দিয়েছিল যা সে জানত, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্টের সরকার তাকে সুস্বাগত জানিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাঁর নাম ছিল লি হার্ভে ওসওয়াল্ড। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্কট তখনো শুরু হয়নি।

সেপ্টেম্বর ২৬। *এটি পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূলে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবস। এছাড়াও ১৯২৪ সালের এই দিনে লীগ অফ নেশনস প্রথম শিশু অধিকারের ঘোষণাপত্রকে সমর্থন করেছিল এবং পরবর্তীতে শিশু অধিকার সম্পর্কিত একটি সম্মেলন বিকশিত করেছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূলের বিপক্ষে বিশ্বের শীর্ষ স্থানে ছিল, এবং শিশু অধিকার সম্পর্কিত সম্মেলনে বিশ্বের একমাত্র আধিপত্য, যেখানে ১৯৬ টি জাতি অংশ নিয়েছিল। অবশ্যই, চুক্তির কয়েকটি পক্ষ এটি লঙ্ঘন করেছিল তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটি লঙ্ঘন করবে এমন আচরণে এতটায় একনিষ্ঠ ছিল, যে সিনেট এটি অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেছিল। এটার পিছনে সাধারণত অস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল পিতা-মাতা বা পরিবারের অধিকারের বিষয়ে কিছু করা। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মুক্তির শর্ত ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা যেত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনগুলি ১২ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে কৃষি কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ রাজ্য স্কুলে শারীরিক শাস্তির অনুমতি দিয়েছিল। মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রাক-সামরিক কর্মসূচিতে উন্মুক্তভাবে শিশুদের নিয়োগ করেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ড্রোন হামলা করে বাচ্চাদের হত্যা করেছিল এবং তাদের নাম হত্যার তালিকার বাইরে রেখেছিল। এই সমস্ত নীতি, যার মধ্যে কিছু খুব লাভজনক শিল্পের সমর্থন ছিল, তাঁরা শিশু অধিকার সম্পর্কিত সম্মেলনকে লঙ্ঘন করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে যোগদান করায়। বাচ্চাদের কাছে অধিকার থাকলে, তাদের কাছে উপযুক্ত বিদ্যালয়, বন্দুক থেকে সুরক্ষা এবং একটি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই পরিবেশের অধিকার থাকতো। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন সিনেটের জন্য এগুলি পাগলাটে জিনিস ছিল।

সেপ্টেম্বর ২৭। *১৯২৩ সালের এই দিনে, লীগ অফ নেশনস-এর একটি শান্তিকামী বিজয়ে, ইতালি কর্ফু থেকে বেরিয়ে এসেছিল।* বিজয়টি নিশ্চিত ভাবে আংশিক ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত লিগ অফ নেশনস টিকে ছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে যুক্ত হতে অস্বীকার করেছিল সেটি নবীন ছিল এবং পরীক্ষায় পড়েছিল। কর্ফু একটি গ্রীক দ্বীপ এবং একটি আংশিক জয়ের ফলে সেখানের বিবাদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। এনরিকো টেলিনি নামে একজন ইতালিয়ানের নেতৃত্বাধীন এ-লিগ অফ নেশনস কমিশন গ্রীস ও আলবেনিয়ার মধ্যে

একটি সীমান্ত বিরোধ এমনভাবে মীমাংসা করেছিল যা গ্রীকদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল। টেলিনি, দুজন সহযোগী এবং একজন অনুবাদককে হত্যা করা হয়েছিল এবং ইতালি গ্রিসকে দোষারোপ করেছিল। ইতালি বোমাবাজি করে কর্ফু আক্রমণ করেছিল, এই প্রক্রিয়ায় দুই ডজন শরণার্থী মারা গিয়েছিল। ইতালি, গ্রিস, আলবেনিয়া, সার্বিয়া এবং তুরস্ক যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। গ্রীস লীগ অফ নেশনস-এর কাছে পুনর্বিচারের আবেদন করেছিল, কিন্তু ইতালি সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিল এবং লীগ থেকে সরে আসার হুমকি দিয়েছিল। ফ্রান্স লীগকে এড়িয়ে এটা চলার পক্ষে রায় দিয়েছিল, কারণ ফ্রান্স জার্মানির কিছু অংশ আক্রমণ করেছিল এবং এর কোনও নজির রাখতে চায়নি। লীগের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনটি ইতালিকে দেওয়া গ্রিসের প্রচুর অর্থ তহবিল সহ বিরোধ নিষ্পত্তি করার শর্তাদি ঘোষণা করেছিল যেগুলি ইতালির অনুকূলে ছিল। উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছিল এবং ইতালি কর্ফু থেকে সরে এসেছিল। যেহেতু বিস্তৃত কোন যুদ্ধ ঘটেনি সেহেতু এটি ছিল একটি সাফল্য। সবচেয়ে আক্রমণাত্মক জাতি যেহেতু বিশালভাবে তার পথ অর্জন করেছিল, সেহেতু এটি ছিল একটা ব্যর্থতা। কোনও শান্তিকর্মীকে প্রেরণ করা হয়নি, নিষেধাজ্ঞা ছিল না, আদালতের মামলা হয়নি, আন্তর্জাতিক নিন্দা বা বয়কট করা হয়নি, বহুদলীয় আলোচনার কোনও ব্যবস্থাও করা হয়নি। অনেকগুলি সমাধান তখন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না, তবে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ২৮। *এটি হল সেন্ট আগস্টাইন ভোজের দিন, "ন্যায়-যুদ্ধ" ধারণাটিতে কী ভুল আছে তা বিবেচনা করার জন্য এটি একটি ভাল সময়।* আগস্টাইন ৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেছিলেন, হত্যা ও সহিংসতার বিরোধী এক ধর্মকে সংগঠিত গণহত্যা এবং চরম সহিংসতার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা ন্যায়-যুদ্ধের কূটতর্কের ক্ষেত্র চালু করেছিলেন, যা আজও বইটি বিক্রি করছে। একটি ন্যায় যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক বা জনহিতকর বা কমপক্ষে প্রতিদান হিসাবে বিবেচিত, এবং অনুমিতভাবে জমে থাকা যন্ত্রণা বা প্রতিশোধকে যুদ্ধের দ্বারা যে ভোগান্তি আসবে তার চেয়ে অনেক বেশী হবে বলে মনে করা হয়। বাস্তবে যুদ্ধ অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি ভোগান্তি নিয়ে আসে। একটি ন্যায় যুদ্ধ অনুমানযোগ্য হতে হয় এবং সাফল্যের উচ্চ সম্ভাবনা থাকতে হয়। বাস্তবে, একমাত্র ব্যর্থতাকে অনুমান করা সহজ। সমস্ত শান্তিপূর্ণ বিকল্প ব্যর্থ হওয়ার পর এটিকে শেষ অবলম্বন বলে মনে করা হচ্ছে। বাস্তবে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ইত্যাদির মতো বিদেশী দেশগুলিতে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে সবসময় শান্তিপূর্ণ বিকল্প রয়েছে। তথাকথিত ন্যায় যুদ্ধের সময় কেবলমাত্র যোদ্ধাদেরই টার্গেট করার কথা ছিল। বাস্তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বেসামরিক নাগরিক। একটি আক্রমনের সামরিক মূল্য হল বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার "সমানুপাতিক", তবে তা গবেষণামূলক প্রমাণ না হওয়ায় তা যে কেউকে ধরা যায়। ২০১৪ সালে, প্যাক্স ক্রিস্টি গ্রুপ বলেছিল:“ধর্মযুদ্ধ, জেরা করা, দাসত্ব, অত্যাচার, মৃত্যুদণ্ড, যুদ্ধ: বহু শতাব্দী ধরে গির্জার নেতারা এবং ধর্মতত্ত্ববিদরা এই প্রতিটি কুফল স্বীকার করে বলেছেন এগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনই আজ অফিসিয়াল চার্চ শিক্ষায় সেই অবস্থান ধরে রেখেছে। ”

সেপ্টেম্বর ২৯। *১৭৯৫ সালের এই দিনে ইমমানুয়েল ক্যান্টের পারপেচুয়াল পিস: এ ফিলসোফিক্যাল স্কেচ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল*। দার্শনিক বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীতে শান্তির জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা রয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে: “ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত এমন বিষয় যা কোন শান্তির চুক্তি বৈধ করবে না,” এবং “উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি, বিনিময়, ক্রয়, অথবা অনুদানের দ্বারা অন্য রাষ্ট্রের আধিপত্যের অধীনে বড় বা ছোট কোনও স্বাধীন রাষ্ট্র আসবে না” পাশাপাশি “যুদ্ধের সময় কোনও রাষ্ট্রই এ জাতীয় শত্রুতা চালানোর অনুমতি দিবে না যা পরবর্তী শান্তিতে পারস্পরিক আত্মবিশ্বাসকে অসম্ভব করে তোলে: যেমন ঘাতকদের কর্মসংস্থান, ... এবং বিরোধী রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উস্কানি দেওয়া।” ক্যান্ট জাতীয় ঋণ নিষিদ্ধকরণেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর পদক্ষেপের তালিকায় থাকা অন্যান্য আইটেমগুলি সহজভাবে বিবৃত করেছিলেন, "আর কোন যুদ্ধ হবে না," যেমন: "কোনও রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র বা সরকারে হস্তক্ষেপ করবে না," অথবা যা অন্তরে পৌঁছে যায় তা হল: "স্থায়ী সেনাবাহিনী সময়মতো বিলুপ্ত হবে।" ক্যান্ট একটি প্রয়োজনীয় হালকা আলোচনা তুলেছিলেন তবে তা ভালোর চেয়ে আরও বেশি ক্ষতি করেছিল, যেমন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা (অর্থ যাই হোক না কেন) হল যুদ্ধ, শান্তি যা অন্যদের শান্তির উপর কৃত্রিম ভাবে নির্ভর করে (অতএব আপনার সেনাবাহিনী খুব দ্রুত বিলুপ্ত করবেন না)। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে প্রতিনিধি সরকারগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে, ইউরোপীয় নয় এমন "বর্বর" যাদের তিনি যুদ্ধে চিরকাল ধরে কল্পনা করেছিলেন।

সেপ্টেম্বর ৩০। *১৯৪৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন নুরেমবার্গের বিচারে ২২ জন জার্মানকে বেশিরভাগ অংশের জন্য দোষী সাব্যস্ত পাওয়া গিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অপরাধ করেছিল এবং নিজেই জড়িত ছিল তা অব্যাহত রেখেছিল।* কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তিতে যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞাকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল, বিজয়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেছিল যে কেবল ক্ষতিগ্রস্থরা আক্রমণাত্মক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক ডজন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করার পরও কোনও মামলার সম্মুখীন হয়নি। এদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনী ষোল শতাধিক প্রাক্তন নাৎসি বিজ্ঞানী এবং ডাক্তার নিয়োগ করেছিল, যার মধ্যে অ্যাডল্ফ হিটলারের নিকটতম সাহায্যকারীরা, হত্যা, দাসত্ব এবং মানুষদেরকে নিয়ে পরীক্ষার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা, যুদ্ধাপরাধের দায়ে দোষী ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নুরেমবার্গে চেষ্টা করা কয়েকজন নাৎসি যারা বিচারের আগে ইতিমধ্যে জার্মানি অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কাজ করছিলেন। কেউ কেউ তাদের অতীত থেকে বছরের পর বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, কারণ তারা বোস্টন হারবার, লং আইল্যান্ড, মেরিল্যান্ড, ওহিও, টেক্সাস, আলাবামা এবং অন্য কোথাও বসবাস ও কাজ করেছিল এবং তাদেরকে মামলা থেকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন সরকার কর্তৃক তাদেরকে বহন করে আর্জেন্টিনায় আনা হয়েছিল। প্রাক্তন নাৎসি গুপ্তচরদের, যাদের বেশিরভাগ প্রাক্তন এস. এস. ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানিতে সোভিয়েতদের গুপ্তচর হিসেবে এবং নির্যাতন করতে নিয়োগ দিয়েছিল। প্রাক্তন নাৎসি রকেট বিজ্ঞানীরা আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে শুরু করেছিলেন। প্রাক্তন নাৎসি ইঞ্জিনিয়াররা যারা হিটলারের বাঙ্কার ডিজাইন করেছিলেন, তারাই ক্যাটোকটিন এবং ব্লু রিজ

পর্বতমালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভূগর্ভস্থ দুর্গগুলি নকশা করেছিলেন। প্রাক্তন নাৎসিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্রের কার্যক্রমগুলি তৈরি করেছিল এবং তাদেরকে এন. এ. এস. এ. নামে একটি নতুন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত করা হয়েছিল। প্রাক্তন নাৎসি মিথ্যাবাদী শ্রেণিবদ্ধ গোয়েন্দারা সংক্ষিপ্তসার খসড়া মিথ্যাভাবে প্রতারণা করে সোভিয়েতকে প্রেরণ করে বিপদে ফেলেছিল - যা এই সমস্ত কুফলের আত্মসমর্থন ছিল।

অক্টোবর ১। *১৯৯০ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত খুনিদের নেতৃত্বে উগান্ডার সেনাবাহিনী দ্বারা রুয়ান্ডার আক্রমণকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে তিন বছর ধরে রুয়ান্ডায় তাদের আক্রমণকে সমর্থন করেছিল। এ কথা মনে রাখার জন্য এটি একটি ভাল দিন যে যুদ্ধ গণহত্যা প্রতিরোধ করতে পারে না, কিন্তু গণহত্যার কারণ হতে পারে। আজকাল আপনি যখন যুদ্ধের বিরোধিতা করবেন তখন খুব দ্রুত দুটি শব্দ শুনতে পারবেন: "হিটলার" এবং "রুয়ান্ডা।" যেহেতু রুয়ান্ডা পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, লিবিয়া বা সিরিয়া বা ইরাকে অবশ্যই বোমা ফেলা হবে বলে যুক্তি দেখানো হয়েছিল। তবে রুয়ান্ডা সামরিকতার প্রয়োজনের সংকটে নয়, সামরিকতা দ্বারা সৃষ্ট সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস-ঘালি বজায় রেখেছিলেন যে, "রুয়ান্ডায় গণহত্যার পেছনে আমেরিকানরা একশো শতাংশ দায়ী!" কেন? ১৯৯০ সালের ১ লা অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুয়ান্ডা আক্রমণে সমর্থন করেছিল। আফ্রিকা ওয়াচ (যা পরে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ/ আফ্রিকা নামে পরিচিত) যুদ্ধ নয়, রুয়ান্ডা দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকে অতিরঞ্জিত ও নিন্দিত করেছিল। আক্রমণকারীদের হত্যা না করে মানুষ পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, শরণার্থী সংকট তৈরি করেছিল, কৃষিক্ষেত্রকে ধ্বংস এবং অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমআঞ্চল যুদ্ধনির্মাতাদের সশস্ত্র করেছিল ও বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এবং ইউ. এস. এইড এর মাধ্যমে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করেছিল। হুতুস এবং টুটসিসের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে রুয়ান্ডা এবং বুরুন্ডির রাষ্ট্রপতিদের হত্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত যুদ্ধ-নির্মাতা এবং রুয়ান্ডার রাষ্ট্রপতি হতে যাওয়া পল কাগেমকে হত্যা করা হয়েছিল। বিশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সহজভাবে নয় এমন একতরফা গণহত্যার পরে সেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। সেই মুহূর্তে শান্তিকর্মীরা সহায়তা, কূটনীতি, ক্ষমা প্রার্থনা, অথবা আইনি মামলাগুলির জন্য সহায়তা করেছিল। বোমা হবে না। কাগেম ক্ষমতা দখল করা পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বসে রয়েছিল। তিনি যুদ্ধকে কঙ্গোতে নিয়ে যেতেন, যেখানে ৬ মিলিয়ন মারা যেত।

অক্টোবর ২। *প্রতি বছর এই তারিখটি বিশ্বব্যাপী ইউএন আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে পালিত হয়।* ২০০৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সমাধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, অহিংস দিবসটি ইচ্ছাকৃতভাবে অহিংস নাগরিক অবাধ্যতার মহান প্রকাশক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম তারিখের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, যিনি ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধী অহিংসাকে "মানবজাতি নিষ্পত্তির সর্বশক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন... যা মানুষের চতুরতা দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসকর

শক্তিশালী অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী।" এটি লক্ষণীয় যে, তাঁর নিজের দেশের স্বাধীনতায় জয়ী হতে সহায়তা করা শক্তির ব্যবহারের চেয়ে, তাঁর এই শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণাটি আরও বিস্তৃত ছিল। গান্ধী এও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে অহিংসা বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগত মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, নারীর অধিকারকে প্রসারিত এবং দারিদ্র্যতা হ্রাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন গোষ্ঠী, যেমন যুদ্ধবিরোধী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার প্রচারকারীরা রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনকে এগিয়ে নিতে অহিংসার কৌশলগুলি সফলভাবে ব্যবহার করেছিলেন। গৃহীত পদক্ষেপগুলিতে বিক্ষোভ ও প্ররোচনা, পদযাত্রা এবং নিশি জাগরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল; পরিচালনা কমিটির সাথে অসহযোগিতা; এবং অহিংস হস্তক্ষেপ যেমন- অন্যায় কাজগুলিকে বাধা দেওয়ার জন্য সভা-অবরোধ এবং ঘেরাও করা হয়েছিল। অহিংসা দিবস প্রণয়নের সিদ্ধান্তে জাতিসংঘ অহিংসার নীতির সর্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা এবং শান্তি, সহিষ্ণুতা ও বোঝার সংস্কৃতি সুরক্ষায় এর কার্যকারিতা পুনরায় উভয়কে নিশ্চিত করেছিল। অহিংসা দিবসে সেই কারণকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করার জন্য বিশ্বজুড়ে ব্যক্তি, সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি কীভাবে অহিংসা কৌশলগুলি প্রচার করতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বক্তৃতা, প্রেস কনফারেন্স এবং অন্যান্য উপস্থাপনা করে জাতিদের ভিতরে এবং জাতির মধ্যে শান্তি প্রচার করা হয়ে থাকে।

অক্টোবর ৩। *১৯৬৭ সালের এই তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ১,৫০০ জনেরও বেশি মানুষ তাদের খসড়া কার্ডগুলি ফেরত পাঠিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম "টার্ন-ইন" বিক্ষোভ হিসেবে।* এই প্রতিবাদটি " দ্য রেজিস্ট্যান্স" নামে একটি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী খসড়া বিরোধী দল দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, যা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হওয়ার আগে যুদ্ধবিরোধী অন্যান্য কর্মীদের গোষ্ঠী সহ কিছুটা অতিরিক্ত "টার্ন-ইনস" প্রকাশ করেছিল। যাই হোক, খসড়া কার্ডের প্রতিবাদের আরও একটি রূপ ১৯৬৪ সালে উত্থিত হয়েছিল যা আরও টেকসই এবং ফলস্বরূপ প্রমাণ করতে হয়েছিল। এটি ছিল মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দ্বারা আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ যেখানে খসড়া কার্ড জ্বালানো হয়েছিল। এই অবাধ্যতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর শেষে তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে যাওয়ার অধিকারকে দৃঢ়তর করার চেষ্টা করেছিল, বরং তাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল, যার ফলে অনেকের কাছে এটি একটি চরম অনৈতিক যুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। মার্কিন কংগ্রেস ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে একটি আইন পাস করেছিল যা এই আইনটিতে সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাস উভয়ই প্রতিফলিত করেছিল, পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট এটি বহাল রেখেছিল, যা খসড়া কার্ড ধ্বংসকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। যদিও বাস্তবে, খুব কম লোকই এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, কারণ খসড়া কার্ড পোড়ানোকে খসড়া ফাঁকির ঘটনা হিসাবে নয়, যুদ্ধ প্রতিরোধক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে মুদ্রণ করা ছবিগুলী এবং টেলিভিশনে বারবার প্রচারের মাধ্যমে, যে মাত্রা থেকে ঐতিহ্যগত বিশ্বস্ততাকে বিচ্ছিন্ন করে তা চিত্রিত করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণদের মতামত ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এই আগুনে ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধযন্ত্রকে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সতেজ জনবলের মাত্রা বজায় রাখার জন্য মার্কিন

সিলেক্টিভ সার্ভিস সিস্টেমের সক্ষমতা বন্ধ করতেও ভূমিকা রেখেছিল। এইভাবেই তারা একটি অন্যায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

অক্টোবর ৪। *প্রতি বছর এই তারিখে, অসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের ভোজের দিবসটি বিশ্বজুড়ে রোমান ক্যাথলিকরা পালন করে থাকে।* ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করা ফ্রান্সিস রোমান ক্যাথলিক চার্চের একজন দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব ও বৃহত্তম ধর্মীয় শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ১২২৬ সালে ঠিক তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে একজন সাধু হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তবুও, এটি ফ্রান্সিসের বংশধরদের বিচারবুদ্ধির সাথে সত্য এবং শোভাকর কিংবদন্তী উভয়ের উপর ভিত্তি করেছিল - যা লক্ষ লক্ষ মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাসকে বা অবিশ্বাসকে অবিরত উৎসাহিত করেছিল এবং তার নেতৃত্ব অনুসরণ করে অন্য মানুষ ও প্রাণীর জীবনকে মূল্য দিয়ে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল। ফ্রান্সিস নিজেই দরিদ্র এবং অসুস্থদের প্রতি তার সম্পূর্ণ জীবন নিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁর অনুপ্রেরণা প্রকৃতি, মাংস এবং সাধারণ জিনিসগুলিতে পেয়েছিলেন, তাই তিনি শিশু, কর আদায়কারী, বিদেশি এবং ফরীশীদের সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেও গভীর সহানুভূতিশীল এবং সক্ষম ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় ফ্রান্সিস তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যারা অর্থ এবং পরিষেবার জীবন খোঁজ করেছিলেন। আমাদের কাছে আজকে তাঁর এইসব কিছুর অর্থ আইকন হিসাবে নয়, তবে উন্মুক্ততা, প্রকৃতির প্রতি সম্মান, প্রাণীদের প্রতি ভালবাসা এবং অন্য সমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পথ দেখানোর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। ফ্রান্সিসের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার সর্বজনীন তাত্পর্য তুলে ধরা হয়েছিল জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো, শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের বাসিলিকাকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসংঘ সংস্থাটি ফ্রান্সিসের মাঝে একজন সজাতি আত্মার সন্ধান পেয়েছিল এবং সকল পুরুষ ও নারীদের হৃদয়ে প্রয়োজনের ভিত্তি থেকে বিশ্ব শান্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

অক্টোবর ৫। *১৯২৩ সালের এই দিনে আমেরিকান শান্তি কর্মী ফিলিপ বেরিগান মিনেসোটার টু হারবারসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে, তত্কালীন রোমান ক্যাথলিক যাজক বেরিগান ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে নাগরিক অবাধ্যতার দুটি স্মরণীয় কাজের মধ্যে প্রথমটিতে আরও তিন জন পুরুষের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। এই গ্রুপটি “বাল্টিমোর ফোওর” নামে পরিচিত, বাল্টিমোর কাস্টমস হাউসে দায়ের করা নির্বাচনী পরিষেবা রেকর্ডগুলিতে প্রতীকীভাবে তাদের নিজস্ব এবং হাঁস-মুরগির রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। সাত মাস পর, বেরিগান তার ভাই ড্যানিয়েল, একজন যাজক এবং যুদ্ধ বিরোধী কর্মী সহ আরও আট জন পুরুষ ও মহিলাদের সাথে মিলিত হয়ে ক্যাটোন্সভিল, মেরিল্যান্ডের খসড়া বোর্ড থেকে পার্কিং লট পর্যন্ত তারের ঝুড়িতে শত শত ১-এ ড্রাফ্ট ফাইলগুলি হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।
সেখানে, তথাকথিত "ক্যাটনসভিল নাইন" ফাইলগুলি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল প্রতীকীভাবে ঘরে তৈরি ন্যাপাম ব্যবহার করে। এই আচরণ উভয় বেরিগান ভাইকে খ্যাতি এবং দেশজুড়ে পরিবারের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচিত বিতর্ককে তাড়িত করেছিল। ফিলিপ বেরিগানের পক্ষে সমস্ত যুদ্ধ "ঈশ্বর, মানব পরিবার এবং

পৃথিবী নিজেই অভিশপ্ত" বলে নিন্দা করেছিলেন। যুদ্ধের প্রতি তার অহিংস প্রতিরোধমূলক বহু কাজের জন্য, তিনি তার জীবনকালের এগারো বছর জেল খেটেছিলেন। কেটে যাওয়া এই বছরগুলি তাকে একটি অর্থপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছিল, যা তিনি ১৯৯৬ সালের আত্মজীবনী *ফিইটিং দ্য ল্যাম্ব ওয়্যার-এ*বারিগান লিখেছিলেন: "কারাগারের দরজার ভিতরের বিশ্ব এবং বাইরের বিশ্বের মধ্যে আমি খুব কম পার্থক্য দেখেছি"। "মিলিয়ন-মিলিয়ন কারাগারের দেয়াল আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে না, কারণ আসল বিপদগুলি হল - সামরিকবাদ, লোভ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ফ্যাসিবাদ, পুলিশী বর্বরতা- আর এগুলো সব কারাগারের বাইরে থাকে, ভেতরে নয়।" World beyond war এর এই বীর বিজয়ী ৬ ই ডিসেম্বর, ২০০২ সালে ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অক্টোবর ৬। *এই দিনে১৬৮৩ সালে, পশ্চিম জার্মানির রাইনল্যান্ড অঞ্চল থেকে প্রায় তেরো কোয়েরার পরিবার ৫০০-টন স্কুনার কনকর্ডে করে ৭৫ দিনের ট্রান্স-আটল্যান্টিক ভ্রমণের পরে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে এসে*পৌঁছেছিল /সংস্কারের উত্থানের পর এই পরিবারগুলি তাদের স্বদেশে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেছিল যে পেনসিলভেনিয়ার নতুন বসতি তাদের কৃষিজমি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা উভয়েরই প্রস্তাব দেবে যা তারা চেয়েছিল। সেখানকার গভর্নর, উইলিয়াম পেন বিবেক ও প্রশান্তিবাদের স্বাধীনতার কোয়েরার মতবাদগুলিকে মেনে চলেছিলেন এবং ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুতিযুক্ত স্বাধীনতার একটি সনদ তৈরি করেছিলেন। এই জার্মান পরিবারগুলোর অভিবাসনে ভূমিকা রেখেছিল পেনের জার্মান বন্ধু ফ্রান্সিস পাস্তরিয়াস, যিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে একটা জমি বিক্রেতা কোম্পানির এজেন্ট। ১৬৮৩ সালের অগাস্টে পাস্তরিয়াস তার বন্ধু পেনের সাথে ফিলাডেলফিয়ার উত্তর-পশ্চিমে জমি কেনার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছিল। তারপর অক্টোবরে অধিবাসীরা পৌঁছানোর পর তিনি সেখানে তাদের জনবসতি যেটা "জার্মানটাউন" নামে পরিচিত- গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। সেই ৩ একর জমিতে অধিবাসীরা টেক্সটাইল কারখানা স্থাপন করেছিল আর ফুল এবং সবজি চাষ করেছিল যার ফলে সেই জনগোষ্ঠী উন্নতিলাভ করেছিল। পাস্তরিয়াস পরে শহরের মেয়র হয়েছিলেন, তিনি একটা স্কুল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং চ্যাটেল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম লিখিত সমাধান দিয়েছিলেন। যদিও ওই সমাধানটি কোন স্থূল কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়নি, এটি গার্মানটাউন সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীরভাবে ধারণা স্থাপিত করেছিল যে দাসত্ব প্রথাটি খ্রিস্টান বিশ্বাসের উপর মিথ্যা বর্ণনা প্রদান করেছে। এর প্রায় দুই শতাব্দী পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল। তবুও, প্রমাণগুলি অব্যাহত রেখেছিল যে অবজ্ঞার উপর ভিত্তি করে এটি কখনই পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না যতক্ষণ না কোয়েকার নীতি সমস্ত কর্ম নৈতিক বিবেকের সাথে আবদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত।

অক্টোবর ৭। *২০০১ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে এর বিরুদ্ধে তাদের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘ যুদ্ধ পরিচালনা শুরু করেছিল।* এটি শুরু হওয়ার পরে জন্ম নেওয়া শিশুরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লড়াই করেছিল এবং আফগান পক্ষে মারা গিয়েছিল। এটি মনে রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন

যে যুদ্ধ থামানোর চেয়ে যুদ্ধ এড়ানো অনেক সহজ। এটি অবশ্যই প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল। ৯/১১ হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবানদের কাছে এই হামলার মূল হোতা ওসামা বিন লাদেনকে ধরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়েছিল। আফগানীরা তাদের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের অভিযোগের ব্যাপারে প্রমাণ দেখাতে বলেছিল। জবাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবানদের শেষ শর্ত দিয়েছিল। তালিবানরা প্রমাণের জন্য আবেদনটি বাতিল করে দিয়েছিল এবং অন্য দেশে বিচারের জন্য বিন লাদেনের প্রত্যর্পণের আলোচনার পরামর্শ দিয়েছিল, সম্ভবত এমন একটি দেশ যা হয়তো তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা হামলা অভিযান শুরু করে এবং আক্রমণকারী এমন একটি দেশে আক্রমণ করেছিল যা কখন তাদেরকে আক্রমন করেনি, এই প্রতিক্রিয়ায় ৯/১১ যুদ্ধে মারা যাওয়া লক্ষ লক্ষ নাগরিকের প্রতিশোধ নিহিত ছিল। ৯/১১ এর পরে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি বিবেচনা করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একরকম সামরিক পদক্ষেপের জন্য জাতিসংঘের অনুমোদন পেয়েছিল, যদিও বাস্তবে এটির পক্ষে কোন আইনী সমর্থন ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাথা ঘামানোর চেষ্টাও করেনি। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ এবং এন এ টি ও তে আকৃষ্ট হয়েছিল, তবে এর একতরফা হস্তক্ষেপ শক্তি বজায় রেখেছিল, অদ্ভুতভাবে যার নামকরণ করা হয়েছিল "অপারেশন এন্ডরিং ফ্রিডম" অবশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্য যুদ্ধবাজ দেশদের উপর যে যুদ্ধবাজদের বেছে নিয়েছিল তাদের চলমান যুদ্ধে অর্থ বা ন্যায্যতার কোনও প্রতীক হারিয়েছিল, তা সমর্থন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যত একা হয়ে পড়েছিল। এটা সত্যিই স্মরণ করার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন যে যুদ্ধগুলি শেষ করার চেয়ে আরও সহজে প্রতিরোধ করা যায়।

অক্টোবর ৮। *১৯১৭ সালের এই দিনে ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন তার মাকে প্রথম দিকে বেঁচে থাকার খসড়া পাঠিয়েছিলেন যেটা ইংরেজী ভাষায় সর্বকালের সেরা যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা হিসেবে পরিচিত হয়েছিল।* "কত না মিষ্টি এবং উপযুক্ত" এমন একটা ল্যাটিন শিরোনামের কবিতায় ওয়েনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিজের সৈনিক জীবনের বিব্রত ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাথে রোমান কবি হোরেসের বিখ্যাত যুদ্ধ বিষয়ক কল্পনা করা কবিতা ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রহসনমূলক তুলনা করা হয়েছিল। অনুবাদে, হোরেসের কবিতার প্রথম লাইনটি ছিল: “নিজের দেশের জন্য জীবন দেওয়া মিষ্টি এবং উপযুক্ত।” ওয়েনের এরকম অপসারণ ভণ্ডামির বিচ্ছিন্নতা ইতিমধ্যে একটি বার্তায় সঙ্কেত দেওয়া হয়েছিল যা তিনি নিজের লেখা কবিতার প্রাথমিক খসড়া সহ তাঁর মাকে পাঠিয়েছিলেন: "এখানে একটি গ্যাসের কবিতা রয়েছে," তিনি কৌতুকপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছিলেন। কবিতায় ওয়েন রোমান কবি হোরেসকে "আমার বন্ধু" নামে ডেকেছিলেন- সে তার বন্ধুকে ভয়াবহ গ্যাস যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যখন একজন সৈন্য ঠিক সময়ে তার গ্যাস মাস্ক পরতে পারেনি। তিনি লিখেছিলেন:

তুমি যদি শুনতে পারতে প্রতিটি ধাক্কায় রক্ত,
গল গল করে বের হয় ফেনা ক্ষারিত ফুসফুস থেকে,
ক্যানসারের মত নির্মম, পিত্তের দলার মতো তিতা,
নিষ্পাপ জিহবাতে অনিরাময়ে ক্ষত
আমার বন্ধু তুমি বলতে না এত গর্বিত স্বরে

বলতে না উত্সাহিত শিশুদের কিছু দুর্দান্ত গৌরব,
সেই পুরনো মিথ্যা: এটা মিষ্টি এবং সঠিক
নিজের দেশের জন্য জীবন দেওয়া।
হোরেসের এই আবেগ মিথ্যা বানোয়াট ছিল কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা ইঙ্গিত দেয় যে সৈন্যদের কাছে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার কাজটি "মিষ্টি এবং উপযুক্ত।" তবে, কেউ এও জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, যুদ্ধ নিজে কী? অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা, পঙ্গু করে দেয়া কীভাবে মহান কাজ হতে পারে?

অক্টোবর ৯। *১৯৪৪ সালের এই দিনে অধ্যয়ন এবং আলোচনার জন্য যুদ্ধপরবর্তী সংগঠন লিগ অফ নেশনসকে সফল করার জন্য বিশ্বের সকল দেশের কাছে এর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।* এই আলোচনা ছিল চীন, গ্রেট ব্রিটেন, ইউ এস এস আর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সাত সপ্তাহের আলোচনার আহ্বান, যে আলোচনা চলেছিলো ওয়াশিংটন ডিসির ডামবারটন ওকসের ব্যক্তিগত ম্যানশনে। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো এমন একটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি প্রস্তত করা যাদের নাম হবে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে যাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে সবার কাছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয় সকল সদস্য দেশের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গঠন করা হবে নিরাপত্তা কাউন্সিল যারা সকল ধরণের সেনাবাহিনী আগ্রাসন ও হুমকির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই মূলনীতিকে প্রাধান্য দিয়েই ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ গঠন হয়েছিল কিন্ত যুদ্ধহীন বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতিসংঘের অবদান হতাশাজনক। এর অন্যতম কারণ নিরাপত্তা কাউন্সিলে স্থায়ী ৫ সদস্যদের ভেটো প্রদান ক্ষমতা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন ও ফ্রান্স-যা তাদের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থের উপর হুমকিরূপে এমন কোনও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম করেছিল। বাস্তবে, জাতিসংঘ মানবতা ও ন্যায়বিচারের চেয়ে ক্ষমতার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল এমন একটি প্রক্রিয়া দ্বারা যা শান্তি বজায় রাখার জন্য তার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সম্ভবত যুদ্ধ কেবলমাত্র তখনই শেষ হবে যখন অবশেষে বিশ্বের বৃহত্তর জাতিগুলি তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তির সাথে একমত হবেএবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে যার দ্বারা সেই চুক্তিটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বহাল রাখা যায়।

অক্টোবর ১০। *১৯৯০ সালের এই তারিখে, একজন ১৫-বছর বয়সী কুয়েতী মেয়ে কংগ্রেসীয় মানবাধিকার ককাসের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, কুয়েতের আল-আদান হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীদেরকে দেখেছিলেন ইনকিউবেটরের বাইরে বহু শিশুকে বের করে "ঠান্ডা মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছিল মারা যাওয়ার জন্য।"* মেয়েটির সাক্ষ্যটি যেন একটি বোমা বিস্ফোরণ ছিল। ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্যবাহিনীকে বহিষ্কার করার জন্য রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ.ডব্লিউ. বুশ জনগণের সমর্থন পেতে বারবার বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশাল বিমান হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরে আবিষ্কার হয়েছিল, ঐ মেয়েটি ছিলো আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুয়েতি রাষ্ট্রদূতের মেয়ে। তার ঐ জবানবন্দির মতলব এটেঁছিল এক মার্কিন পি আর ফার্ম, যা কুয়েত সরকারের বিরুদ্ধে গবেষণা করে বের করেছিল যে, "শত্রুদের" নির্মমতায় অভিযুক্ত করতে পারলে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে

এমন একটি যুদ্ধে যা একটি কঠিন ছলনা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে বহিষ্কার করার পরে, সেখানে একটি এ বি সি-নেটওয়ার্ক তদন্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে দখলকালে অকাল শিশুরা আসলে মারা গিয়েছিল। তবে এর কারণ হ'ল অনেক কুয়েতি চিকিৎসক ও নার্স তাদের পদ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল - এই কারনে নয় যে ইরাকি সেনারা কুয়েতী শিশুদের ইনকিউবেটর থেকে বের করে হাসপাতালের মেঝেতে মারা যাওয়ার জন্য ফেলে গিয়েছিল। এই উদ্ঘাটন সত্ত্বেও, জরিপগুলি দেখিয়েছিল যে অনেক আমেরিকান ১৯৯১ সালে ইরাকি দখলদারিত্বের আক্রমণকে “ভাল যুদ্ধ” হিসাবে বিবেচনা করেছিল। একই সাথে তারা ২০০৩ সালে ইরাকের আক্রমণকে অপ্রতিরোধ্যভাবে দেখেছিল, কারণ এর পক্ষে কথিত যুক্তি, "গণ ধ্বংসের অস্ত্র" মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আসলে, উভয় দ্বন্দ্বই আবার প্রমাণ করে যে সমস্ত যুদ্ধই মিথ্যা।

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সোমবারটি কলম্বাস দিবস, যেদিন আমেরিকার আদিবাসীরা ইউরোপীয় গণহত্যা সম্পর্কে জেনেছিল। ইতিহাস নিয়ে চর্চা করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।

অক্টোবর ১১। *১৮৮৪ সালের এই তারিখে, এলিনর রুজভেল্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রবর্তক ফার্স্ট লেডি হিসাবে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৬২ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সামাজিক অধিকার এবং নাগরিক ও মানবাধিকার প্রচারের জন্য তার ক্ষমতা এবং শক্তি বিনিয়োগ করেছিলেন।* ১৯৪৬ সালে, রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান এলিনর রুজভেল্টকে জাতিসংঘের প্রথম মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, যেখানে তিনি মানবাধিকার বিষয়ক ইউ এন কমিশনের প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই পদে, তিনি জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন ও তদারকিতে সহায়তা করেছিলেন, এটি এমন একটি নথি যাতে তিনি নিজে এবং বিভিন্ন একাডেমিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা অবদান রেখেছিলেন। দুটি মূল নৈতিক বিবেচনা নথির মূল নীতি ভিত্তি: প্রত্যেক মানুষের সহজাত মর্যাদা, এবং বৈষম্যহীনতা। এই নীতিগুলি সমুন্নত রাখতে, ঘোষণাপত্রে ৩০টি নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হয়েছে। নথিটি বাধ্যতামূলক না হলেও, অনেক অবগত চিন্তাবিদ এই স্পষ্ট দুর্বলতাটিকে ইতিবাচক বলে মনে করেন। এই কারণে ঘোষণা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নতুন আইন তৈরির উদ্যোগের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করতেয়ে পারে এবং মানবাধিকার ধারণার প্রায় সর্বজনীন স্বীকৃতির প্রচারে সহায়তা করে। এলিনর রুজভেল্ট ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারগুলির স্বীকৃতি এবং বাস্তবায়নের জন্য তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন এবং এটি এখন তার আমাদের জন্য তার রেখে যাওয়া দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার। তার অবদানগুলি বহু সংখ্যক দেশ সংবিধানে এবং পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক আইনে প্রতিফলিত হয়। তার কাজের জন্যই, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ১৯৫২ সালে এলেনর রুজভেল্টকে "বিশ্বের ফার্স্ট লেডি" হিসাবে দাবী করেছিলেন।

অক্টোবর ১২। *১৯২১ সালের এই তারিখে, আপার সাইলেসিয়া বিরোধে, লীগ অব নেশনস তার প্রথম গুরুতর*

শান্তিপূর্ণ মীমাংসা অর্জন করেছিল। বুদ্ধির বর্বর শক্তি অতিক্রম করার এটি একটি উজ্জ্বল দিন ছিল। নাগরিকতার সদ্বিবেচনা অন্তত মুহূর্তে রাজত্ব করেছিল। শান্তিপূর্ণ অখণ্ডতার সেতু নির্মাণের জন্য তৈরি একটি সংস্থা বিশ্ব মঞ্চে প্রথম সফলভাবে প্রবেশ করেছিল দ্যা লীগ অফ নেশনস একটি আন্তঃসরকারী সংস্থা যা প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ফলাফল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লীগটি প্রথমে বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লীগের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল সম্মিলিত সুরক্ষা এবং নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা, এবং আলোচনা ও সালিশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা। ১৯২০ সালের ১০ ই জানুয়ারী লীগটি নির্মিত হয়েছিল এবং এর সদর দফতর সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত ছিল, এর প্রথম পদক্ষেপটি ছিল ১৯১৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হওয়া ভার্সাই চুক্তিটি অনুমোদন করা। যদিও লীগের কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক চলছিল, তবে এটি ১৯২০-এর দশকে অনেকগুলি ছোট সাফল্য অর্জন করেছিল, এবং সংঘাতগুলি থামিয়ে, জীবন বাঁচিয়েছিল ও ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সাইলেসিয়া বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখা দিয়েছিল এবং এটি পোল্যান্ড এবং জার্মানির মধ্যে স্থল যুদ্ধ ছিল। যখন কোনও আপস কাজ করছে না বলে মনে হয়েছিল, তখন সিদ্ধান্তটি নবাগত লীগ অফ নেশনসকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। উভয় পক্ষই ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সিদ্ধান্ত এবং তা মেনে নেওয়া বর্বরতার পরিবর্তে সদ্বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং আশা জাগিয়েছিল যে কোনও দিন রাষ্ট্রগুলি হিংস্রতা ও ধ্বংসের পরিবর্তে আলোচনা এবং বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করতে পারবে।

অক্টোবর ১৩। *১৮১২ সালের এই তারিখে, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর সেনারা কুইনস্টন হাইটেসর যুদ্ধ নামে পরিচিত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেনাদল এবং নিয়মিত সেনা বাহিনীকে শক্তিশালী করতে কানাডায় নায়াগ্রা নদীটি পাড়ি দিতে অস্বীকার করেছিল।* ১৮১২ সালের চার মাস যুদ্ধের মধ্যে, কানাডায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি পরিকল্পিত আগ্রাসনের মধ্যে একটি অর্জনের জন্য লড়াই করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল মন্ট্রিয়াল এবং কিউবেককে দখল করা। যুদ্ধের লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল ফ্রান্সের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার অবসান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রভাব শেষ করা, তবে কানাডার বিজয় এবং এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংযোজন অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুইনস্টন হাইটেসর যুদ্ধ আমেরিকানদের জন্য ভালভাবেই শুরু হয়েছিল। আগে থেকেই সৈন্যরা লুইস্টনের নিউ ইয়র্ক গ্রাম থেকে নায়াগ্রা নদী অতিক্রম করেছিল এবং কুইনস্টন শহরের উপরে একটি খাড়া উঁচু পাহাড়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রথমে সেনাবাহিনী সফলভাবে তাদের অবস্থান রক্ষা করেছিল, কিন্তু, পরবর্তী সময়ে তারা আর ব্রিটিশ এবং তাদের ভারতীয় মিত্রদের শক্তিবৃদ্ধি ছাড়াই ধরে রাখতে পারছিল না। তবুও, নিউইয়র্ক সেনাবাহিনিতে, লুইস্টনের শক্তিবৃদ্ধি বাহিনীর প্রধান সংস্থা, নদী পার হয়ে তাদের সহায়তা করতে রাজি হয়েছিল। পরিবর্তে, তারা সংবিধানের ধারাগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিল তারা বিশ্বাস করেছিল যে তারা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কেবলই তাদের রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য কোনও দেশ আক্রমণ করতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজন নয়। সমর্থন ছাড়াই কুইনস্টন হাইটেসর অবশিষ্ট অগ্রনী সেনাদের শীঘ্রই

ব্রিটিশরা ঘিরে ফেলেছিল, যারা তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল। এটি সম্ভবত সমস্ত যুদ্ধের প্রতীকস্বরুপ ফলাফল ছিল। অনেক প্রাণের বিনিময়ে, কূটনীতির মাধ্যমে যে বিরোধগুলির সমাধান হতে পারে তা নিষ্পত্তি করতে এটি ব্যর্থ হয়েছিল।

অক্টোবর ১৪। *১৬৪৪ সালের এই তারিখে, ইংল্যান্ডের লন্ডনে উইলিয়াম পেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* যদিও তিনি বিশিষ্ট অ্যাংলিকান ব্রিটিশ নৌবিভাগ প্রধানের পুত্র ছিলেন, ২২ বছর বয়সেই পেন একজন কোয়েকার হয়েছিলেন, তিনি এমন নৈতিক নীতি অবলম্বন করেছিলেন যার মধ্যে সমস্ত ধর্ম এবং জাতিগত সহনশীলতা ও অস্ত্র বহন করার অস্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৮১ সালে ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস ২ নিউ জার্সির পশ্চিম ও দক্ষিণে পেনসিলভেনিয়া নামকরণের জন্য উইলিয়ামকে একটি প্রশস্ত অঞ্চল প্রদান করেছিলেন যা পেনের মৃত পিতার কাছ থেকে নেওয়া একটি বড় ঋণের নিষ্পত্তি করেছিল। ১৬৮৩ সালে কলনিয়াল গভর্নর হয়ে পেন, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করেছিলেন যেখানে ধর্মের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোয়েকার এবং ইউরোপীয় অভিবাসীদের আকর্ষণ করেছিল। ১৬৮৩ থেকে ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির তুলনায়, পেনসিলভেনিয়ার বসতি স্থাপনকারীরা এর স্থানীয় দেশসমূহে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদের জমি না নিয়ে এবং অ্যালকোহল দ্বারা চালিত না করে শত্রুতা এড়িয়ে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ধর্মীয় ও জাতিগত সহনশীলতা আসলে উপনিবেশের সাথে এত বিস্তৃতভাবে জড়িত ছিল যে উত্তর ক্যারোলিনার স্থানীয় তুষকারোওরাসরা সেখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি নেওয়ার জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ করেছিল। পেনসিলভানিয়ার যুদ্ধ এড়ানোর মানে ছিল যে সমস্ত অর্থ সেনাবাহিনী, দুর্গ এবং অস্ত্রাগারগুলিতে ব্যয় করা হয় তা উপনিবেশগুলির বিকাশ এবং ফিলাডেলফিয়া শহর গড়ে তোলার পরিবর্তে পর্যাপ্ত ছিল, যা ১৭৭৬ সালের মধ্যে বোস্টন এবং নিউ ইয়র্ক এর আয়তন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই সময়ের পরাশক্তিরা যখন এই মহাদেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য যুদ্ধ চালাচ্ছিল, তখন পেনসিলভেনিয়া তার প্রতিবেশীদের তুলনায় আরও দ্রুত সাফল্য অর্জন করেছিল যাদের বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধ বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয়। এই জায়গায়, তারা প্রায় এক শতাব্দীরও আগে উইলিয়াম পেনের বোনা সহনশীলতা ও শান্তির ফসল কেটেছিল।

অক্টোবর ১৫। *১৯৬৯ সালের এই তারিখে, আনুমানিক দুই মিলিয়ন আমেরিকান ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দেশ জুড়ে অংশগ্রহন করেছিল।* দেশজুড়ে পরিকল্পিত একদিনব্যাপী কর্মবিরতি সংগঠিত হয়, এবং যা"পিস মোরাটরিয়াম" হিসাবে চিহ্নিত, এই পদক্ষেপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ বলে মনে করা হয়। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধিতা দ্রুত বাড়ছিল। ইতোমধ্যে কয়েক মিলিয়ন ভিয়েতনামি এবং প্রায় ৪৫,০০০ জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সদস্য নিহত হয়েছিলেন। যদিও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকসন যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন এবং ইতিমধ্যে মার্কিন সেনা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার শুরু করেছিলেন, আর অর্ধ-মিলিয়ন ভিয়েতনামে যুদ্ধে যার অনেককে অর্থহীন বা অনৈতিক বলে গণ্য করা হয়েছিল। মোরাটরিয়াম মঞ্চস্থ করার সময়, প্রথমবারের মতো

সারা দেশে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও মধ্যবয়স্ক আমেরিকানরা, কলেজ ছাত্র এবং যুবক-যুবতীদের সাথে সেমিনার, ধর্মীয় সেবা, সমাবেশ ও সভাগুলিতে যুদ্ধের বিরোধিতা প্রকাশে যোগদান করেছিল। যদিও অল্প সংখ্যক যুদ্ধ সমর্থকদের দলগুলিও তাদের মতামত প্রকাশ করেছিল, কয়েক মিলিয়ন আমেরিকানদের, রাষ্ট্রপতি একটি অনুগত"নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা" হিসাবে অনুভুতি অর্জন করেছিল বলে সরকারের যুদ্ধ নীতি থেকে দলত্যাগ স্পটলাইটিং করার ক্ষেত্রে মোরাটোরিয়াম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এইভাবে, যুদ্ধ থেকে দীর্ঘায়িত নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ দিয়ে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিবাদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মৃত্যু এবং ধ্বংস আরও তিন বছর চলার পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিস পিস অ্যাকর্ডে স্বাক্ষর করে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, যুক্তরাষ্ট্র তার সক্রিয় সামরিক ব্যস্ততার অবসান ঘটিয়েছে। ভিয়েতনামীদের নিজেদের মধ্যে লড়াই, ১৯৭৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপরে সাইগন উত্তর ভিয়েতনামি এবং ভিয়েত কংগ সেনাদের হাতে পড়ে, এবং হানোই কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে দেশটি একত্রিত হয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিয়েতনাম হিসেবে।

অক্টোবর ১৬। *১৯৩৪ সালের এই তারিখটি গ্রেট ব্রিটেনের প্রাচীনতম ধর্মনিরপেক্ষ প্রশান্তবাদী সংগঠন পিস প্লেজ ইউনিয়নের সূচনা করে।* এটি তৈরির সূচনাটি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে *লেখা জ্বলজ্বল করা একটি চিঠির মাধ্যমে হয়েছিল* যা একটি বিশিষ্ট প্রশান্তবাদী, অ্যাংলিকান পুরোহিত এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীর চ্যাপলেইন, ডিক শেপার্ড লিখেছিলেন। চিঠিতে যুদ্ধে যাওয়ার মতো বয়সের সমস্ত পুরুষকে শেপার্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি পোস্টকার্ড প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যেখানে "যুদ্ধ ত্যাগ এবং কখনও আর সমর্থন না করার পক্ষে" বলা হয়েছিল। দুই দিনের মধ্যে, ২,৫০০ জন লোক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং পরের কয়েক মাসের মধ্যে, ১০০,০০০ জন সদস্য নিয়ে একটি নতুন যুদ্ধ-বিরোধী সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এটি "পিস প্লেজ ইউনিয়ন" নামে পরিচিতি লাভ করেছিল কারণ এর সমস্ত সদস্য নিম্নলিখিত অঙ্গীকার নিয়েছিলেন: “যুদ্ধ মানবতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। আমি যুদ্ধ ত্যাগ করি, এবং তাই আমি কোন ধরণের যুদ্ধকে সমর্থন না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি। আমি যুদ্ধের সমস্ত কারণগুলি অপসারণের জন্যও কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। " প্রতিষ্ঠার পর থেকে, দ্যা পিস প্লেজ ইউনিয়ন স্বাধীনভাবে অথবা অন্যান্য শান্তি ও মানবাধিকার সংস্থাগুলির সাথে যুদ্ধ এবং এর প্রজননকারী সামরিকবাদের বিরোধিতা করার জন্য কাজ করেছিল। অহিংস যুদ্ধবিরোধী ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও, ইউনিয়ন কর্মক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিতে শিক্ষামূলক প্রচার চালাতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারী পদ্ধতি, অনুশীলন এবং নীতিগুলি চ্যালেঞ্জ করে জনসাধারণকে বোঝানো যে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার কার্যকরভাবে মানবিক প্রান্তকে পরিবেশন করতে পারে এবং জাতীয় সুরক্ষায় অবদান রাখতে পারে। প্রতিহত করার ক্ষেত্রে, পিস প্লেজ ইউনিয়ন এই মামলা করে যে স্থায়ী নিরাপত্তা কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন মানবাধিকারকে উদাহরণ দিয়ে প্রচার করা হয়, জোর করে নয়; যখন কূটনীতি সমঝোতার উপর ভিত্তি করে; এবং যখন যুদ্ধ এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি-স্থাপনের মূল কারণগুলি মোকাবেলায় বাজেটগুলি পুনরায় স্থানান্তরিত করা হয়।

অক্টোবর ১৭। *১৯০৫ সালের এই তারিখে, রাশিয়ার দ্বিতীয় জার নিকোলাস, ভয়ঙ্কর সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ-শ্রেণীর*

উপদেষ্টাদের চাপের মধ্যে দিয়ে একটি "অক্টোবর ইশতেহার" জারি করেছিলেন যা সমস্ত শিল্পের প্রায় ১.৭ মিলিয়ন শ্রমিক এবং পেশার একটি অহিংস দেশব্যাপী ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়াতে সংশোধনমূলক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই ধর্মঘটের সূচনা হয়েছিল ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে, যখন সেন্ট পিটার্সবার্গের লৌহকরগণ (আয়রন ওয়ার্কার্স) একটি আবেদন পরিবেশন করেছিল যাতে কম কজের দিন, উচ্চ বেতনের হার, সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং নির্বাচিত সরকার সমাবেশের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই পদক্ষেপ শীঘ্রই রাশিয়ার পুরো রাজধানী জুড়ে একটি সাধারণ কর্মীদের ধর্মঘটের সূত্রপাত করেছিল যা ১৩৫000 আবেদনের স্বাক্ষর নিয়েছিল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারী ৯-এ, একদল কর্মী এবং আরও প্রায় ১০০০০০ পদযাত্রী তখনও জারের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তার সেন্ট পিটার্সবার্গের শীতকালীন প্রাসাদে এই আবেদনটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরিবর্তে, তারা আতঙ্কিত প্রাসাদ রক্ষীদের কাছ থেকে বন্দুকযুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিল এবং বেশ কয়েকশ মানুষ মারা গিয়েছিল। সমঝোতায়, দ্বিতীয় নিকোলাস তার নতুন একটি জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিল গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে তার সঙ্কেত ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ বড় অংশে কারখানার কর্মীরা সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এটি "দ্যা গ্রেট অক্টোবর ধর্মঘট" এর জন্য মঞ্চ তৈরি করে, যা দেশকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। যদিও এটি জারের অক্টোবর ইশতেহার দ্বারা কার্যকরভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, যা একটি নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ এবং ভাল কাজের পরিস্থিতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অনেক শ্রমিক, উদারনীতিক, কৃষক এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠী গভীরভাবে অসন্তুষ্ট রয়ে গিয়েছিলো। আসছে বছরগুলিতে, রাশিয়ায় রাজনৈতিক পরিবর্তন অহিংসা দ্বারা চিহ্নিত করা হবে না। এর পরিবর্তে এটি ১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করেছিল, যা জারিস্ট স্বৈরাচারকে ভেঙে দিয়েছিল এবং অত্যাচারী বলশেভিকদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। দুই বছরের গৃহযুদ্ধের পরে, এটি কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্র এবং জার ও তার পরিবারের হত্যার মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

অক্টোবর ১৮। *১৯০৭ সালের এই তারিখে, নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে হেগ কনভেনশনগুলোর দ্বিতীয় সেট স্বাক্ষরিত হয়েছিল।* ১৮৯৯ সালে হেগ-এ আলোচিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহর পূর্বের সেট এবং ঘোষণার মধ্যস্থতা করে অনুসরণ করা হয়েছিল, ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনস ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবরণগুলির মধ্যে একটি। উভয় সম্মেলনে একটি প্রধান প্রচেষ্টা ছিল আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির মধ্যস্থতা, একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠনের মাধমে বাধ্যবাধকতা বাধ্যতামূলক করা- যা যুদ্ধের প্রতিষ্ঠান প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি অনুষ্ঠান। এই প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হয়েছিল, যদিও সালিশের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় হেগ কনফারেন্সে, সশস্ত্র সীমাবদ্ধতা সুরক্ষিত করার জন্য একটি ব্রিটিশ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু নৌ যুদ্ধের সীমা অগ্রসর হয়েছিল। সব মিলিয়ে, ১৮৯৯ সালের তুলনায় ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনগুলি অল্প কিছু যোগ করেছিল, তবে প্রধান বিশ্ব শক্তির বৈঠকটি পরে বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর মধ্যে, সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯২৮ সালের কেলোগ-ব্রায়ানড চুক্তি, যেখানে ৬২ স্বাক্ষরকারীর রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকে সমাধান হিসেবে ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল "বিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব যাই হোক যে কেন প্রকৃতির বা যে কোনও উৎসের ...।"

যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে বাতিল করার চুক্তির উদ্দেশ্য সমালোচনামূলক রয়ে গেছে, কেবল এই কারণে নয় যে যুদ্ধ মারাত্মক, তবে যে সমাজ লাভ করার জন্য যুদ্ধকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক অবশ্যই তাদেরকে সামনে এগিয়ে আসতে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। এই অপরিহার্য একটি সামরিকবাদী মানসিকতাকে উৎসাহিত করে যা নৈতিক অগ্রাধিকারগুলিকে এলোমেলো করে দেয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিরাময়ে সহায়তা করার জন্য ব্যয়ের পরিবর্তে সমাজ আরও বেশি ব্যয় করে থাকে কার্যকর অস্ত্র তৈরি করা ও পরীক্ষায়, যা নিজেই পরিবেশের বড় ক্ষতিস্বরূপ।

অক্টোবর ১৯। *১৯৬০ সালের এই তারিখে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে ৫১ জন বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সাথে আটলান্টায়, জর্জিয়ার রিচস ডিপার্টমেন্ট স্টোরের একটি অভিজাত চা ঘর "দ্যা ম্যাগনোলিয়া রুম" এর বিচ্ছিন্নতাবিরোধী সভা চলাকালীন সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।* আটলান্টার অনেকের মধ্যে বৈঠকটি ব্ল্যাক-কলেজ আটলান্টার ছাত্র আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তবে মার্জিত ম্যাগনোলিয়া ঘরটি সংহতকরণের কারণটি প্রদর্শন করতে সহায়তা করেছিল। এটি আটলান্টার একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, তবে এটি দক্ষিণের জিম ক্রো সংস্কৃতিরও একটি অংশ ছিল। আফ্রিকান আমেরিকানরা রিচস এ কেনাকাটা করতে পারতো তবে তারা পোশাক পরিধান করে দেখতে পারতেন না বা ম্যাগনোলিয়া রুমে একটি টেবিলে বসতে পারতেন না। যখন বিক্ষোভকারীরা এটি ঠিক করেছিল, তখন তাদেরকে বিদ্যমান আইনের বিধি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার জন্য বলা হয়েছিল যে জিজ্ঞাসা করা হলে সমস্ত ব্যক্তিকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করতে হবে। মার্টিন লুথার কিং বাদে গ্রেপ্তারকৃত সবাই বন্ডে মুক্তি পেয়েছিল অথবা তাদের অভিযোগ খারিজ করা হয়েছিল। তিনি চার মাসের কারাদন্ডের মুখোমুখি হয়েছিলেন কারন তিনি জর্জিয়ার একটি পাবলিক কাজের ক্যাম্পে বিশেষভাবে মধ্যাহ্নভোজন-কাউন্টারে অবস্থান নিরসনের উপর প্রণীত "অনাচার-বিরোধী" আইন লঙ্ঘন করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জন কেনেডি একটি হস্তক্ষেপ দ্রুত কিংস এর মুক্তির দিকে পরিচালিত করেছিলেন, তবে ব্যবসায়িক ক্ষতির ফলে শহরকে একীভূত করতে বাধ্য হওয়ার আগে আটলান্টায় কু ক্লাক্স ক্ল্যানের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের জন্য প্রায় আরও এক বছর বসে থাকতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ জাতিগত সাম্যতা এখনও অর্ধ শতাব্দীর পরেও অর্জন করতে হয়েছিল। তবে, আটলান্টা ছাত্র আন্দোলনের একটি স্মরণ অনুষ্ঠানে মন্তব্য করে, এই আন্দোলনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি নিজে ম্যাগনোলিয়া রুমের বিক্ষোভকারী, লনি কিং আশাবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন ক্যাম্পাসে ছাত্র আন্দোলনের শিকড়গুলিতে বর্ণগত সমতা খুজে বের করবেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, "শিক্ষা বরাবরই দক্ষিণে অগ্রগতির ধমনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

অক্টোবর ২০। *১৯১৭ সালের এই দিনে, অ্যালিস পল অহিংসতার জন্য ভোটাধিকারের প্রতিবাদ করার জন্য সাত মাসের জেল সাজা শুরু করেছিলেন।* ১৮৮৫ সালে একটি কোয়েকার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৯০১ সালে পল, স্বার্থমোরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের উপর শিক্ষাগ্রহন করেছিলেন। ইংল্যান্ড সফর তার বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছিল যে দেশ-

বিদেশে উভয় জায়গায়ই ভোটাধিকার আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামাজিক অবিচার যা অবহেলিত হচ্ছে। আইনে আরও তিনটি ডিগ্রি অর্জন করার সময়, পল তার জীবনকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন যে নারীদের কথা শোনা এবং নাগরিকতার সমান অধিকার তাদের দেওয়া উচিৎ। উড্রো উইলসনের ১৯১৩ সালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটন ডিসিতে তার প্রথম পদযাত্রাটি সংগঠিত হয়েছিল। প্রথমে ভোটাধিকার আন্দোলনটি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, তবুও চার বছরের অহিংস্র তদবির, আর্জি জানানো, প্রচার চালানো এবং পদযাত্রা সম্প্রসারণের নেতৃত্ব দেয়। যেমন করে ডব্লিউ ডব্লিউ ১ (WWI) এর বীজ বপন করা হয়েছিল, পল দাবি করেছিলেন যে বিদেশে গণতন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে এটি ঘরে বসেই সম্বোধন করা উচিৎ। ১৯১৭ সালের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসের গেটে তিনি এবং আরও এক ডজন অনুসারী "সাইলেন্ট সেন্টিনেলস" নামে পিকেটিং শুরু করেছিলেন। মহিলাদেরকে পর্যায়ক্রমে পুরুষদের দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল, বিশেষত যারা যুদ্ধ সমর্থকরা, অবশেষে গ্রেপ্তার করে এবং কারাবন্দী করা হয়েছিল। যদিও যুদ্ধটি শিরোনামগুলি দখল করছিল, তারপরও ভোটাধিকার আন্দোলনে প্রদর্শিত গুরুতর আচরণের কিছু শব্দ তাদের পক্ষে সমর্থন বাড়িয়ে তুলেছিল। যারা অনাহার আন্দোলনের জন্য কারাগারে এসেছিলেন তাদের অনেককেই নৃশংস পরিস্থিতিতে জোর করে খাওয়ানো হয়েছিল; এবং পল কারাগারের একটি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগে আটকা ছিলেন। উইলসন অবশেষে মহিলাদের ভোটাধিকারকে সমর্থন করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং সমস্ত অভিযোগ বাতিল করেছিলেন। পল নাগরিক অধিকার আইন, এবং তারপর সম অধিকার সংশোধনের পক্ষে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন, শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে সারাজীবন উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

অক্টোবর ২১। *১৮৩৭ সালের এই**তারিখে**, মার্কিন সেনাবাহিনী সেমিনোল ভারতীয়দের সাথে সদৃশতা অবলম্বনের আশ্রয় নিয়ে তাদের যুদ্ধগুলিতে জোয়ার ফিরিয়ে এনেছিল।* ১৮৩০ সালের ভারতীয় অপসারণ আইনের প্রতি সেমিনোলের প্রতিরোধ থেকে এই ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে মিসিসিপির পূর্ব দিকে পাঁচটি ভারতীয় উপজাতি সরিয়ে সাদা বসতি স্থাপনকারীদের জন্য আরকানসাস ও ওকলাহোমাতে বসতির জমি দেওয়ার অধিকার দিয়েছিল। সেমিনোলরা যখন প্রতিরোধ করেছিল, তখন মার্কিন সেনাবাহিনী তাদেরকে জোর করে অপসারণের চেষ্টা করার জন্য যুদ্ধে নেমেছিল। যাইহোক, 1835 সালের ডিসেম্বরে একটি চরম পরিণতিমূলক যুদ্ধে, খ্যাতিমান যোদ্ধা অসিওলা-এর নেতৃত্বে মাত্র 250 সেমিনোল যোদ্ধারা রীতিমত 750 মার্কিন সৈন্যেদের একটি স্তম্ভকারে বিন্যস্ত সৈন্য-শ্রেণী পরাজিত করেছে। এই পরাজয় এবং অসিওলা-এর অবিচ্ছিন্ন সাফল্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাসে সবচেয়ে অপমানজনক কাজ। 1837 সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন সেনারা অসিওলা এবং তার 81 জন অনুসারীদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং শান্তির আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে একটি সাদা পতাকার নিচে সেন্ট অগাস্টিনের নিকটে একটি দূর্গে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে অবশ্য, অসিওলাকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। নেতা ছাড়া, সেমিনোল জাতির বেশিরভাগ অংশ 1842 সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সাল নাগাদ ভারতীয় পুনর্গঠন আইন প্রবর্তনের সাথে সাথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অবশেষে ভারতীয় ভূমির সাদা দখলদারদের স্বচ্ছলতার স্বার্থ পরিবেশন

থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। পুনর্গঠন আইনটি, যা কার্যকরভাবে রয়েছে, তাদের মুখে এমন বিধান ছিল যা, আদিবাসী আমেরিকানদের উপজাতীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে আরও সুরক্ষিত জীবন গড়তে সহায়তা করেছিল। এটি এখনও দেখার বিষয়, যে সরকার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা সরবরাহ করবে কিনা।

অক্টোবর ২২। *১৯৬২ সালের এই তারিখে, রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে একটি ভাষণে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কিউবার মধ্যে সোভিয়েত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।* ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ কিউবার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে বলেছিলেন, সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণ থেকে কৌশলগত মিত্র এবং মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিরোধের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখতে ইউরোপে দীর্ঘ ও মাঝারি-পরিসরের পারমাণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি উভয়ই রক্ষা করার জন্য। ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলির নিশ্চিতকরণের সাথে কেনেডি দাবি করেছিলেন যে সোভিয়েতরা এগুলি ভেঙে ফেলুন এবং তাদের সমস্ত আক্রমণাত্মক অস্ত্র কিউবায় দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তিনি কিউবা ঘিরে নৌ অবরোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ না করতে পারে। ২৬ শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতিকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল যা সব পারমাণবিক যুদ্ধকে সমর্থন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে, একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান শীঘ্রই অর্জিত হয়েছিল–এর মূল কারণ ছিল একটি উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা যা সরাসরি হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিন কেন্দ্রিক ছিল। অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডি হোয়াইট হাউসে ইতিমধ্যে সোভিয়েত প্রধানের পাঠানো দুটি চিঠির জবাব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছিলেন। তারা প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের কিউবা আক্রমণ না করার বিনিময়ে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলি সরিয়ে নেওার প্রস্তাব দিয়েছিল। দ্বিতীয় আবেদনটি ছিল যদি একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তুরস্কে এর ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলি অপসারণ করতে রাজি হয় তবে তা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বার্তার শর্তাদি গ্রহণ করেছিল এবং দ্বিতীয় বার্তাটি কেবল উপেক্ষা করেছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে, কেনেডি পরে তুরস্কের কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলি প্রত্যাহারে সম্মতি জানিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্তটি ২৮ শে অক্টোবরে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট কার্যকরভাবে শেষ করেছিল।

অক্টোবর ২৩। *২০০১ সালের এই তারিখে, আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম জটিল সাম্প্রদায়িক অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্ব নিরসনে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।* ১৯৬৮ সালে শুরু করে, মূলত রোমান ক্যাথলিক জাতীয়তাবাদী এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রধানত প্রোটেস্ট্যান্ট ইউনিয়নবাদীরা ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরলস সশস্ত্র সহিংসতায় লিপ্ত ছিল যা "দ্যা ট্রাবলস" নামে পরিচিত। জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রদেশগুলি আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের অংশ হয়ে উঠুক, এবং ইউনিয়নবাদীরা চেয়েছিল যুক্তরাজ্যের অংশ হয়ে থাকতে। ১৯৯৮ সালে, গুড ফ্রাইডে চুক্তি একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কাঠামো সরবরাহ করেছিল যা দুই

পক্ষের সাথে একত্রিত দলগুলি সারিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এই চুক্তিতে "বিচ্যুতি"- যা পুলিশ, বিচারক এবং লন্ডন থেকে বেলফাস্টের অন্যান্য ক্ষমতা স্থানান্তরিত করার একটি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল - এবং উভয় পক্ষের সাথে মিলিত আধাসামরিক দলগুলি অবিলম্বে যাচাইযোগ্য সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করবে। প্রথমদিকে, ভারী অস্ত্রধারী আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (আই আর এ) সেই সম্পদগুলি নিজেদের কাছ থেকে হস্তান্তর করতে রাজি ছিল না, যা দ্বারা জাতীয়তাবাদীর উদ্দেশ্যগুলো উপকৃত হয়েছিল। তবে, এর রাজনৈতিক শাখার অনুরোধে, সিন ফেইন, এবং এর অন্তর্নিবেশের নিরর্থকতার বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়ে সংগঠনটি ২৩ শে অক্টোবর, ২০০১ এ ঘোষণা করেছিল যে এটি তার দখলে থাকা সমস্ত অস্ত্রের অপরিবর্তনীয় ক্ষয় শুরু করবে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরের আগেই আই আর এ তার সর্বশেষ অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাজনৈতিক উত্তেজনা বাধ্য করেছিল পুনরায় উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রত্যক্ষ শাসন প্রয়োগ করতে। তবুও, ২০১০ সালের মধ্যে উত্তর আয়ারল্যান্ডের একাধিক রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে শাসন করছিলো। নিঃসন্দেহে, এই ফলাফলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আই আর এ-এর সিদ্ধান্ত যা ত্যাগ করার মাধ্যমে সহিংসতা দিয়ে একটি সমন্বিত আইরিশ প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশ্যগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিল।

অক্টোবর ২৪। *এই তারিখে, জাতিসংঘ দিবসটি বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর পালিত হয়, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক বার্ষিকী উপলক্ষে।* দিবসটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শান্তি, মানবাধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের সমর্থন উদযাপন করার একটি উপলক্ষ সরবরাহ করে। আমরা এর বহু কৃতিত্বের প্রশংসাও করতে পারি, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ শিশুদের জীবন বাঁচানো, পৃথিবীর ওজোন স্তরটিকে রক্ষা করা, গুটিবসন্ত নির্মূল করতে সহায়তা করা এবং ১৯৬৮ সালের পারমাণবিক অবিস্তার চুক্তির জন্য মঞ্চ সাজানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই সময়ে, অনেক জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেছেন যে বর্তমান রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতিসংঘের বর্তমান অপারেটিং কাঠামো বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ তৈরির সমস্যাগুলির অর্থপূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারছে না। সুতরাং তারা বিদ্যমান জাতীয় বা আঞ্চলিক সমাবেশগুলির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন জাতিসংঘ সংসদীয় সমাবেশ গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নতুন সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং সন্ত্রাসবাদের মতো উন্নয়নশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করবে, পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের প্রচারকে সহায়তা করবে। আগস্ট ২০১৫ অবধি, জাতিসংঘের সংসদীয় সমাবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক আপিলে ১০০ টিরও বেশি দেশের ১,৪০০ জন স্থায়ী এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্যগণ স্বাক্ষর করেছিলেন। এই সমাবেশের মাধ্যমে, তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রের প্রতি দায়বদ্ধ প্রতিনিধিরা, পাশাপাশি সরকারের বাইরের কেউ কেউ আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তদারকি করবেন; বিশ্বের নাগরিক, নাগরিক সমাজ এবং জাতিসংঘের মধ্যে একটি সংযোগ হিসাবে কাজ করবে; এবং সংখ্যালঘু, যুবসমাজ ও আদিবাসীদের বলার অধিকার থাকবে। ফলাফল হবে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্ধিত ক্ষমতা সহ আরও সমন্বিত একটি জাতিসংঘ।

অক্টোবর ২৫। *১৯৮৩ সালের এইদিনে, ২,০০০ মার্কিন মেরিন সেনার একটি দল ভেনিজুয়েলার উত্তরে অবস্থিত ১ লক্ষেরও কম জনসংখ্যার একটি ছোট ক্যারিবিয়ান দ্বীপ দেশ গ্রেনাডায় আক্রমণ করে।* এই পদক্ষেপের প্রকাশ্য সমর্থনে, রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগান দ্বীপে বসবাসরত প্রায় এক হাজার মার্কিন নাগরিক, যাদের বেশিরভাগই সেখানে অধ্যয়নরত মেডিকেল শিক্ষার্থী, তাদের নিরাপত্তার উপর গ্রানাডার নতুন মার্কসবাদী শাসন ব্যবস্থার দ্বারা উত্থিত হুমকির কথা উল্লেখ করেন। এর এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে পর্যন্ত গ্রেনাডা ১৯৭৯ সালে ক্ষমতা দখলকারী বামপন্থী মরিস বিশপ দ্বারা শাসিত হচ্ছিল এবং কিউবার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। যদিও ১৯শে অক্টোবর, আরেক মার্কসবাদী বার্নার্ড কোর্ড, বিশপকে হত্যার আদেশ দেন এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেন। আক্রমণকারী মেরিন সেনারা গ্রেনাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী ও কিউবান সামরিক প্রকৌশলীদের অপ্রত্যাশিত বিরোধিতার মুখোমুখি হলে রিগ্যান প্রায় ৪,০০০ অতিরিক্ত মার্কিন সেনা পাঠানোর আদেশ দেন। এক সপ্তাহের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কোর্ড সরকারকে উৎখাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিকট গ্রহণযোগ্য আরেকটি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। তবে বহু আমেরিকানদের কাছে, এই ফলাফলটি আরেকটি মার্কিনী যুদ্ধে অর্থ ও প্রাণের বিনিময়ে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়নি। অনেকে এও জানত যে, আক্রমণের দু'দিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর অবগত ছিল যে গ্রানাডায় মেডিকেল শিক্ষার্থীরা বিপদে নেই। এমনকি, ৫০০ শিক্ষার্থীর পিতামাতা তাদের সন্তানেরা যখনই চাইবে গ্রানাডা ছেড়ে যেতে পারবে তা জানার পর রাষ্ট্রপতি রিগ্যানকে আক্রমণ না করার জন্য টেলিগ্রাম করেছিল। তবুও, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মার্কিন সরকারগুলির মতোই রিগ্যান প্রশাসনও যুদ্ধকে বেছে নিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে রিগ্যান স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকে অনুমিত প্রথম কমিউনিস্ট প্রভাব “খর্ব হওয়ার” কৃতিত্ব নেন।

অক্টোবর ২৬। *১৯০৫ সালের এই দিনে নরওয়ে যুদ্ধ ছাড়াই সুইডেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।* ১৮১৪ সালে একটি সুইডিশ আগ্রাসন সফল হওয়ার পরিণতিতে নরওয়ে সুইডেনের সাথে "ব্যক্তিগত ইউনিয়ন" এ যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। এর অর্থ হল, দেশটি সুইডেনের রাজার অধীন হলেও তার একটি নিজস্ব সংবিধান এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আইনী অবস্থান ছিল। তৎসত্ত্বেত্ত, পরবর্তী বছর গুলোতে নরওয়েজিয় ও সুইডিশ স্বার্থের ব্যবধান চিরতরে বেড়ে যায়, বিশেষত যেহেতু এগুলো বিদেশী বাণিজ্য এবং নরওয়ের আরও উদার আভ্যন্তরীণ নীতিগুলির সাথে জড়িত ছিল। একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠে, এবং ১৯০৫ সালে, দেশব্যাপী গণভোটে ৯৯% এরও বেশি নরওয়েজিয় স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। ১৯০৫ সালের ৭ জুন নরওয়েজিয় সংসদ সুইডেনের সাথে নরওয়ের ইউনিয়ন বিলুপ্ত ঘোষণা করে, এতে উভয় দেশের মধ্যে আবারও যুদ্ধ বাঁধার আশঙ্কা শুরু হয়। এর পরিবর্তে নরওয়েজিয়ান এবং সুইডিশ প্রতিনিধিরা পৃথককরণের পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করতে ৩১ আগস্ট বৈঠক করেন। যদিও সুইডিশ বিশিষ্ট ডানপন্থী রাজনীতিবিদরা কঠোর পন্থা অবলম্বনের পক্ষে ছিলেন, তবুও সুইডিশ রাজা নরওয়ের সাথে আরেকটি যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেন। একটি বড় কারণ ছিল যে নরওয়েজিয় গণভোটের ফলাফলগুলি নরওয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের সত্যতা সম্পর্কে ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে নিশ্চিত করেছিল।

এতে রাজার আশঙ্কা হয়েছিল যে এটি কে দমন করলে হয়ত সুইডেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, দুই দেশের কোনটিই অপরের সাথে বৈরীভাব বাড়াতে চায়নি। ১৯০৫ সালের ২৬ অক্টোবর, সুইডিশ রাজা নরওয়েজিয় রাজ্যের উপর তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের যে কোনও দাবি পরিত্যাগ করেন। যদিও নরওয়ে শূন্যপদ পূরণের জন্য ড্যানিশ রাজপুত্রকে নিয়োগ দিয়ে একটি সংসদীয় রাজতন্ত্র হিসেবে রয়ে যায়, তবুও এভাবেই এটি রক্তপাতহীন গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর পর প্রথমবারের মতো একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম দেশে পরিণত হয়।

অক্টোবর ২৭। *১৯৪১ সালে এই দিনে, পার্ল হারবারে জাপানি হামলার ছয় সপ্তাহ আগে, রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট "নৌবাহিনী দিবস" উপলক্ষে রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে মিথ্যা দাবি করেন যে জার্মান সাবমেরিন পশ্চিম আটলান্টিকে অবস্থানরত মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বিনা উস্কানিতে টর্পেডো হামলা চালিয়েছে।* বাস্তবে, মার্কিন জাহাজগুলি আন্তর্জাতিক আইনকে অবজ্ঞা করে ব্রিটিশ বিমান গুলোকে সাবমেরিন খুঁজে পেতে সাহায্য করছিল। ব্যক্তিগত এবং জাতীয় উভয় স্বার্থের কারণেই রাষ্ট্রপতির তার দাবি সমুন্নত রাখার আসল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির প্রতি জনগণের বৈরিতা উস্কে দেওয়া, যা হিটলারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করবে। রুজভেল্ট নিজে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় অনাগ্রহী ছিলেন, কারণ দৃশ্যত মার্কিন জনগণের এতে কোন অভিলাষ ছিলনা। যাই হোক, রাষ্ট্রপতির একটি গোপন অস্ত্র ছিল। যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির মিত্র জাপানের সাথে যুদ্ধে যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে ইউরোপের যুদ্ধে প্রবেশের জন্যও একটি ভিত্তি তৈরি করতে পারে। কৌশল হল, জাপানকে এমন একটি যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য করা যা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ উপেক্ষা করতে পারবে না। অতঃপর, ১৯৪০ সালের অক্টোবরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র কিছু পদক্ষেপ নিল যার মধ্যে ছিল হাওয়াইয়ে মার্কিন নৌ বহরের অবস্থান বজায় রাখা, জাপানি তেল বর্জন, এবং জাপানের সাথে সমস্ত বাণিজ্য বর্জন করতে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে এক হতে ডাচদের জোর করা। অনিবার্যভাবে, এক বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে, ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর, পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ হয়। সব যুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তিও ছিল মিথ্যা। তবুও, কয়েক দশক পরে, এটি "দ্য গুড ওয়ার" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে — যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুভ উদ্দেশ্য অক্ষশক্তির গুলোর বিশ্বাসঘাতকতার উপর বিজয়ী হয়। সেই কল্পকাহিনীটি মার্কিন জনসাধারণের মনে সেই থেকে প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং প্রতি ৭ ডিসেম্বর দেশব্যাপী উদযাপনের মাধ্যমে আরও চাঙ্গা করা হয়।

অক্টোবর ২৮। *১৪৬৬ সালের এই দিনটি ডেসিডেরিয়াস ইরাসমুস, একজন ডাচ খ্রিস্টান মানবতাবাদী যিনি উত্তর রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত, তাঁর জন্ম সূচিত করে।* ১৫১৭ সালে ইরাসমুস যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে একটি বই লিখেন যা বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। *দ্য কমপ্লেইন্ট অফ পিস* শিরোনামের বইটির মুখ্য চরিত্র হলো "শান্তি" নামের একটি নারী। শান্তি এটি প্রমাণ করতে চায় যে, যদিও সে "সকল মানবিক কল্যানের উৎস" নিবেদন করে, তবুও "অগণিত মন্দ কাজের সন্ধানী" লোকেরা তাকে অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকুমার, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় নেতা এমনকি সাধারণ লোকের মত বিবিধ গোষ্ঠীগুলোকেও যুদ্ধের সম্ভাব্য

ক্ষতি সম্পর্কে অন্ধ বলে মনে হয়। ক্ষমতাশালীরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে ধর্মীয় ক্ষমাশীলতা বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে বিবেচিত হয়, অন্যদিকে যুদ্ধের পক্ষে ঢোল বাজানো, জাতির প্রতি আনুগত্য এবং এর সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক। শান্তি ঘোষণা করে যে মানুষেকে অবশ্যই ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতিহিংসাপরায়ন স্রষ্টাকে বাদ দিতে হবে, এবং শান্তিপূর্ণ স্রষ্টা যিশুর পক্ষাবলম্বন করতে হবে। তিনি সেই স্রষ্টা যিনি ক্ষমতা, গৌরব ও প্রতিশোধের সন্ধানে যুদ্ধের হেতুসমূহ এবং ভালবাসা ও ক্ষমাশীলতায় শান্তির ভিত্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। পরিশেষে "শান্তি" এই প্রস্তাব দেয় যে রাজারা যেন তাদের অসন্তোষগুলো বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট দাখিল করে। উভয় পক্ষ তাদের রায়কে অন্যায্য মনে করলেও, যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অধিকতর দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এটি মাথায় রাখা উচিত যে ইরাসমুসের সময়কার যুদ্ধ গুলোতে যারা যুদ্ধ করত শুধু তাদেরই বিকলাঙ্গ এবং হত্যা করার প্রবণতা ছিল। সুতরাং বর্তমান পারমাণবিক যুগে, যখন যে কোনও যুদ্ধ আমাদের গ্রহে প্রাণ নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর এই নিন্দা আরও বেশি তাৎপর্য রাখে।

অক্টোবর ২৯। *১৯৮৩ সালে এই দিনে, এক হাজারেরও বেশি ব্রিটিশ নারী ইংল্যান্ডের নিউবারির বাইরে গ্রিনহ্যাম কমন বিমানঘাঁটিকে ঘিরে রাখা বেড়া আংশিক কেটে ফেলে।* ডাইনীর মতো পোশাক পরে, পুরাদস্তুর "ব্ল্যাক কার্ডিগানস" (বল্টু ভাঙ্গার যন্ত্রের কোড নাম) এ সজ্জিত নারীরা বিমানঘাঁটিটিকে ভূমি হতে নিক্ষিপ্ত ৯৬টি টমাহক পারমাণবিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সম্পন্ন সামরিক ঘাঁটিতে রুপান্তরিত করার ন্যাটো পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটি "হ্যালোইন পার্টি" প্রতিবাদ পালন করে। মিসাইলগুলি পরের মাসে আসার কথা ছিল। বিমানঘাঁটির ঘেরাও আংশিক কর্তনের মাধ্যমে নারীরা "বার্লিন প্রাচীর," যা তাদেরকে সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং ঘাঁটির অভ্যন্তরে বিমান কর্মীদের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ প্রকাশে বাঁধা দিয়েছিল তা ভেদ করার আবশ্যকতা প্রতীকীভাবে বুঝাতে চেয়েছিল। "হ্যালোইন পার্টি" অবশ্য গ্রিনহ্যাম কমনে ব্রিটিশ নারীদের দ্বারা পরিচালিত ধারাবাহিক পারমাণবিক বিরোধী বিক্ষোভ গুলোর মধ্যে একটি ছিল। ১৯৮১ সালের আগস্টে তারা তাদের আন্দোলন শুরু করে, যখন ৪৪ জন মহিলাদের একটি দল ওয়েলসের কার্ডিফ সিটি হল থেকে ১০০ মাইল হেঁটে গ্রিনহ্যাম পর্যন্ত পৌঁছে। পৌঁছার পর, তাদের মধ্যে চারজন বিমানঘাঁটির বেড়ার বাইরে নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। মার্কিন ঘাঁটি কমান্ডার নারীদের ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের পরিকল্পনার বিরোধিতার চিঠি পাওয়ার পর তিনি ঘাঁটির বাইরে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানান। তারা পরবর্তী ১২ বছর স্বেচ্ছায় এটি করে গেছেন, কখনো সংখ্যায় কম কখনো বেশি, এবং প্রতিবাদ সভা আয়োজন করেছেন যেখানে ৭০,০০০ পর্যন্ত সমর্থকের সমাগম হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত প্রথম মার্কিন-সোভিয়েত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির পরে, নারীরা ধীরে ধীরে ঘাঁটি ছাড়তে শুরু করে। ১৯৯১ সালে গ্রিনহ্যাম থেকে শেষ ক্ষেপণাস্ত্রগুলি অপসারণ এবং অন্যান্য পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনার বিরুদ্ধে দুই বছরের লাগাতার প্রতিবাদের পরে ১৯৯৩ সালে সেখানে তাদের প্রচারাভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়। গ্রিনহ্যাম বেসটি ২০০০ সালে ভেঙে দেওয়া হয়।

অক্টোবর ৩০। *১৯৪৩ সালের এই দিনে মস্কোর একটি সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন তথাকথিত ফোর পাওয়ার ডিক্লারেশন (চার শক্তির ঘোষণা) স্বাক্ষর করে।* ঘোষণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে চার-শক্তির কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে যা পরবর্তীতে যুদ্ধ উত্তর বিশ্বের আন্তর্জাতিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করবে। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চারটি মিত্র দেশকে অক্ষশক্তি গুলোর বিরুদ্ধে বৈরিতা অব্যাহত রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিল যতক্ষণ না সমস্ত শত্রু বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ গ্রহণ করছে। ঘোষণাটি দ্রুততম সময়ে শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষেও সুপারিশ জানিয়েছিল যা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সমতার সাথে একত্রে কাজ করবে। যদিও এই ভিশনটি দুই বছর পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, ফোর পাওয়ার ডিক্লারেশনটি প্রমাণ করেছিল যে কীভাবে জাতীয় স্বার্থ নিয়ে উদ্বেগ আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত এবং যুদ্ধ ছাড়া দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়াসকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে ব্যক্তিগতভাবে বলেন যে এই ঘোষণাটি "কোনোভাবেই বৈশ্বিক বিন্যাস নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গুলোকে ক্ষুন্ন করে না।" একটি অহিংস নিরস্ত্র শান্তিরক্ষা মিশন দূরের কথা, ঘোষণাটিতে যুদ্ধ পরবর্তী একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর নিয়েও কোন ধরণের আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া হয়। এবং কিছু রাষ্ট্রকে ভেটো সহ বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে সতর্কতার সাথে জাতিসংঘ গঠন করা হয়েছিল। দ্য ফোর পাওয়ার ডিক্লারেশন আশাবাদ নিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতাকে পিছনে ফেলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা দ্বারা পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভিশনকে এগিয়ে নেয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এটি এও দেখিয়েছে যে, এমন একটি সম্প্রদায় এবং যুদ্ধের বাইরে একটি বিশ্ব অর্জন করতে বিশ্বের ক্ষমতাশালীদের মানসিকতা এখনও কতটা বিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

অক্টোবর ৩১। *২০১৪ সালের এই দিনে, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সংস্থাটির শান্তি কার্যক্রম পরিচালনার অবস্থা মূল্যায়ন করতে এবং বিশ্বের জনগোষ্ঠী গুলোর উদ্ভূত চাহিদা মেটাতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রস্তাব দিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্বতন্ত্র প্যানেল গঠন করেন।* ২০১৫ সালের জুনে ১৬ সদস্যের প্যানেলটি মহাসচিবের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়, এবং সতর্ক গবেষণার পর বিবেচনা এবং গ্রহণের জন্য এটি সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কীভাবে শান্তি কার্যক্রম "দ্বন্দ্ব রোধে [জাতিসংঘের] কাজের আরও ভাল সমর্থন, টেকসই রাজনৈতিক মীমাংসা অর্জন, বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা এবং শান্তি বজায় রাখতে " পারে নথিটি সে সম্পর্কে সুপারিশ দেয়। প্রতিবেদনটির "শান্তি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন" শিরোনামের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, "জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নেতাদের কাজ হল শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সাহসী সিদ্ধান্তগুলো নিতে জাতীয় নেতাদের সমর্থন করতে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি, প্রভাব ও সংস্থানসমূহ কেন্দ্রীভূত করা।" যদিও এর সাথে সম্পর্কিত পাঠ্য এই মর্মে সতর্ক করে যে এই কাজটি সফলতার সাথে তখনই চালানো যেতে পারে যদি এটি স্বীকার নেয়া হয় যে সামরিক এবং প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ দ্বারা স্থায়ী শান্তি অর্জন বা টিকিয়ে রাখা যেতে পারেনা। এর পরিবর্তে সংঘাত নিরসন, মধ্যস্থতা পরিচালনা, যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা, সহিংস সংঘাত নিয়ন্ত্রণ, এবং শান্তি বজায় রাখতে দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে

পদক্ষেপ নিতে “রাজনীতির মুখ্যতা” অবশ্যই প্রধান নিদর্শক হতে হবে। যদি বাস্তব দুনিয়ায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, ২০১৫ সালের জাতিসংঘের শান্তি কার্যক্রমের প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো বিশ্বের দেশসমূহকে দ্বন্দ্ব নিরসনের নতুন প্রথা হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীর পরিবর্তে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকে গ্রহণের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারে।

নভেম্বর ১। *১৯৬১ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলারা ধর্মঘট করে শান্তির জন্য বিক্ষোভ করেছিল যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহত্তম মহিলাদের শান্তি কর্মকাণ্ড ছিল।* একজন সদস্য বলেছিলেন, "আমাদের অস্তিত্ব ১৯৬১ সালের ১লা নভেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বায়ুমণ্ডলীয় পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল যে এগুলি বায়ু এবং আমাদের বাচ্চাদের খাবারকে বিষাক্ত করে তুলেছে।" সেই বছর, ৬০টি শহরের ১০০,০০০ জন মহিলা রান্নাঘর এবং চাকরি থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই দাবিতে : অস্ত্র প্রতিযোগিতা শেষ করুন – মানব যুদ্ধ নয়, এবং ডাব্লিউএসপি জন্মগ্রহণ করেছিল। এই গ্রুপটি রেডিয়েশন এবং পারমাণবিক পরীক্ষার বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণকারীদেরকে উত্সাহিত করেছিল। এর সদস্যরা কংগ্রেসের তদবির করেছিল, লাস ভেগাসে পারমাণবিক পরীক্ষার জায়গার প্রতিবাদ করেছিল এবং জেনেভাতে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। দ্য হাউস আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস কমিটি কর্তৃক ১৯৬০-এর দশকে এই গ্রুপটির ২০ জন মহিলাকে পরাস্ত করা সত্ত্বেও, তারা ১৯৬৩ সালে পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তিটির সীমাবদ্ধতা পাস করতে অবদান রেখেছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদের ফলে ১৪ ন্যাটো দেশগুলির ১,২০০ জন মহিলা হেগ্যে একটি বহুপাক্ষিক পারমাণবিক নৌবহর তৈরির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। পিওডব্লিউ এবং তাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করার জন্য তারা ভিয়েতনামি মহিলাদের সাথে বৈঠক শুরু করে। তারা মধ্য আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে প্রতিবাদ করেছিল পাশাপাশি মহাকাশকে সামরিকীকরণের প্রতিবাদ করেছিল এবং নতুন অস্ত্র পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। ১৯৮০ এর দশকের নিউক্লিয়ার ফ্রিজ ক্যাম্পেইনকে ডব্লিউপিএস সমর্থন করেছিল, এবং তারা নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেছিল যেন তারা সমস্ত মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি প্রত্যাখ্যান করে এবং রাষ্ট্রপতি রেগানের একটি বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, "প্রতিরক্ষা গাইডেন্স পরিকল্পনা", যা লড়াইয়ের একটি রূপরেখা, বেঁচে থাকা এবং একটি পারমাণবিক যুদ্ধে জেতার অনুমান প্রকাশ করেছিল।

নভেম্বর ২। *১৯৮২ সালের এই তারিখে একটি পারমাণবিক ফ্রিজ গণভোট হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়টি রাজ্যের ভোটারদের এক-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হয়েছিল।* এটি মার্কিন ইতিহাসের একক ইস্যুতে একটি বৃহত্তম গণভোট ছিল এবং পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা, উত্পাদন ও স্থাপনা বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সক্রিয় কর্মীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রচেষ্টা এবং গণশিক্ষার আয়োজন শুরু করেছিল। প্রচারের মূলমন্ত্র ছিল “বিশ্বব্যাপী চিন্তা করুন; স্থানীয়ভাবে কাজ করুন।” ইউনিয়ন অব কনসার্নড সায়েন্টিস্ট এবং গ্রাউন্ড জিরো আন্দোলনের মতো সংগঠনগুলি আবেদন করে, বিতর্ক করে এবং চলচ্চিত্র দেখিয়ে প্রচার করেছিল। তারা পারমাণবিক অস্ত্রের

প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত শিক্ষা দিয়েছিল এবং সমাধানগুলি তৈরি করেছিল যা তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে টাউন, শহর এবং রাজ্য আইনসভায় নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৮২ সালের গণভোটের এক বছর পর, দ্বিপাক্ষিক পারমাণবিক অস্ত্র ফ্রিজ করার সমাধানগুলি সমর্থন করে ৩৭০ টি নগর কাউন্সিল, ৭১ টি কাউন্টি কাউন্সিল এবং ২৩ টি রাজ্য আইনসভার একটি বা উভয় সভায় পাস হয়েছিল। যখন নিউক্লিয়ার ফ্রিজ সমাধানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত সরকারগুলির জাতিসংঘে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তখন এটিতে ২,৩০০,০০০ টি স্বাক্ষর হয়েছিল। এটি রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানের প্রশাসনের সমর্থন পায়নি, যা এটিকে একটি দুর্যোগ হিসাবে দেখেছিল। হোয়াইট হাউস দাবি করেছিল যে, "মস্কো থেকে মুষ্টিমেয় নীচমনাদের সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল" বলে প্রচারকারীরা কারসাজি করেছিল। হোয়াইট হাউস পারমানবিক ফ্রিজ গণভোটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংযোগ প্রচার শুরু করেছিল। রিগান অভিযোগ করেছিল যে দ্য ফ্রিজ "এই দেশটিকে পারমাণবিক হুমকি দিয়ে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে তুলবে।" তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, আন্দোলন ১৯৮২ সালের পরে বহু বছর অব্যাহত ছিল এবং পৃথিবীতে স্নায়ু যুদ্ধের সময় নিরস্ত্রীকরণের মুখ্য পদক্ষেপ এবং জীবন রক্ষায় অবদান রেখেছিল।

নভেম্বর ৩। *১৯৫০ সালের এই দিনে ফ্ল্যাশিং মিডোস, নিউইয়র্কে ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি শান্তির প্রস্তাবটি ইউএন ঐক্যবদ্ধ করার কারণের জন্য পাস করা হয়েছিল।* ৩৭৭এ সমাধানটি জাতিসংঘের সনদের অধীনে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা প্রতিফলিত করেছিল। এটি সাধারণ পরিষদকে সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করার অনুমতি দেয় যেখানে সুরক্ষা কাউন্সিল সমস্যা সমাধান করতে পারে না। সেখানে জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য এবং কাউন্সিলের ১৫ জন সদস্য ছিল। সুরক্ষা কাউন্সিলের ভোটের মাধ্যমে, অথবা সেক্রেটারি-জেনারেলের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা একটি অনুরোধের মাধ্যমে সমাধানটি কার্যকর করা যায়। এরপর তারা "পি ৫" অথবা সুরক্ষা কাউন্সিলের স্থায়ী পাঁচ সদস্য যারা হলেন: চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারে। খসড়ার সমাধানগুলি গ্রহণে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। সুপারিশগুলির মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার অথবা এর প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পি ৫ যখন একটি আক্রমণকারী তখন সুরক্ষা কাউন্সিলের মধ্যে ভেটোর খমতা এইভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে। এটি হাঙ্গেরি, লেবানন, কঙ্গো, মধ্য প্রাচ্য (প্যালেস্তাইন এবং পূর্ব জেরুসালেম), বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বিতর্কিত ভাবে সুরক্ষা কাউন্সিলের বর্তমান কাঠামো স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা সহ বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির বাস্তবতা প্রতিফলন করে না এবং এটি বিশেষত আফ্রিকা, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এবং মধ্য প্রাচ্যকে কোনও আওয়াজ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছিল। সুরক্ষা অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের সনদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত কাউন্সিল গঠনের জন্য কাজ করে যা স্থায়ী আসনগুলিকে অপসারণ করতে পারে।

নভেম্বর ৪। *১৯৪৬ সালের এই তারিখে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* জাতিসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক

এবং সংস্কৃতি সংস্থা প্যারিসে অবস্থিত। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি এবং সুরক্ষার অবদানে শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রকল্প ও সংস্কারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং কথোপকথনের প্রচার আরও ছিল ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো। এই লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করার জন্য, এর ১৯৩ টি রাজ্যের সদস্য এবং ১১ সহযোগী সদস্যদের শিক্ষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক এবং মানবিক বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের কার্যক্রম ছিল। ইউনেস্কো কোনও বিতর্ক ছাড়াই বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্র হিসাবে মূলত এর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জোরালো সমর্থক এবং এর বাজেটিক উদ্বেগের কারণেই ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতি রেগনের অধীনে ইউনেস্কো থেকে সরে এসেছিল এবং দাবি করেছিল যে এটি কমিউনিস্ট এবং তৃতীয় বিশ্বের একনায়কতন্ত্র যা পশ্চিমাদের উপর আক্রমণের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম মাত্র। ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় যোগদান করেছিল, কিন্তু ২০১১ সালে এটি ইউনেস্কোতে তার অবদান বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ২০১৭ সালে ইস্রায়িলে ইউনেস্কোর অবস্থানের কারণে নিজেদের অংশটি প্রত্যাহারের জন্য ২০১৯ সালের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল। ইউনেস্কো মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলিতে প্রবেশের বিরুদ্ধে "আক্রমণ" এবং "অবৈধ ব্যবস্থা" দেওয়ার জন্য ইস্রায়িলকে নিন্দা করেছিল। সংস্থার সাথে ইস্রায়িল সমস্ত সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়েছিল। "ধারণাগারগুলির পরীক্ষাগার" হিসাবে পরিবেশন করা, ইউনেস্কো দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক মান অবলম্বন করতে সহায়তা করে এবং এমন প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে সহায়তা করে যা ধারণাগুলি এবং জ্ঞান শেয়ার করার মাধ্যমে অবাধ প্রবাহকে উত্সাহিত করে। ইউনেস্কোর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ে সরকারগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং শান্তির জন্য পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যেই জাতিতে যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাস এবং কারণপূর্ণ স্বার্থ আছে সেখানে ইউনেস্কোর কঠিন কাজ হল তাদের সাথে কাজ করা।

নভেম্বর ৫। *১৮৫৫ সালের এই তারিখে ইউজিন ভি ডেবস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও ১৯৬৮ সালের এই তারিখে রিচার্ড নিক্সন ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনায় নাশকতা করার পরও মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমাদের আসল নেতারা কারা তা ভাবার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন।* ১৪ বছর বয়সে, ইউজিন ভিক্টর ডেবস রেলপথে কাজ শুরু করেন এবং একজন ভ্রমণে সক্ষম দমকলকর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন। তিনি ব্রাদারহুড অফ লোকোমোটিভ ফায়ারম্যানকে সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি একজন কার্যকর ও ব্যক্তিত্ববান স্পিকার এবং পুস্তিকা-লেখক ছিলেন, ১৮৮৫ সালে ৩০ বছর বয়সে তিনি ইন্ডিয়ানা আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। তিনি আমেরিকান রেলওয়ে ইউনিয়নকে বিভিন্ন রেলওয়ে ইউনিয়নের সাথে একত্রিত করেছিলেন এবং ১৮৯৪ সালে গ্রেট নর্দান রেলওয়ের বিরুদ্ধে বেতন বাড়ানোর জন্য ধর্মঘট করেছিলেন যা সফল হয়েছিল। শিকাগো পুলম্যান কার সংস্থার ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে দেবস ছয় মাস কারাগারে কাটিয়েছিলেন। তিনি শ্রম আন্দোলনকে জাতির মধ্যে লড়াই হিসাবে দেখেছিলেন এবং আমেরিকাতে সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যার জন্য তিনি ১৯০০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে পাঁচবার রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছিলেন। রিচার্ড নিক্সনকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে দেখা হয় কারন তিনি ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনা থামানোর সফল

প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যা এফবিআই ওয়্যারটেপ এবং হাতে লেখা নোট দ্বারা নিশ্চিত করেছিল। তিনি এনা চেনেলটকে পাঠিয়েছিলেন ভিয়েতনামীদের পটানোর জন্য যেন তারা লিন্ডন জনসনের আয়োজিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে যার প্রাক্তন সহ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন হুবার্ট হামফ্রে নিক্সনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী। নিক্সন ১৭৯৭ সালের লোগান আইন লঙ্ঘন করেছিলেন যা বেসরকারী নাগরিকদের একটি বিদেশী জাতির সাথে সরকারী আলোচনায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিল। নাশকতা এবং পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যবর্তী চার বছরে এক মিলিয়নেরও বেশি ভিয়েতনামিদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, পাশাপাশি মার্কিন সামরিক বাহিনীর ২০০০০ সদস্য নিহত হয়েছিল।

নভেম্বর ৬। *যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিবেশের শোষণ প্রতিরোধের জন্য এটি একটি আন্তর্জাতিক দিবস।* ২০০১ সালে এই দিবসটি তৈরি করার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আমরা সবাই যে পরিবেশটি শেয়ার করে আছি তা সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকে বিশ্বের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছিল। যুদ্ধগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশাল অঞ্চলগুলি জনবসতিহীনভাবে তৈরি করছে এবং কয়েক মিলিয়ন শরণার্থী তৈরি করেছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি পারমাণবিক অস্ত্রের উত্পাদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংস করে থাকে, ভূখণ্ডের বিমান ও নৌ বোমা হামলা, স্থল মাইন এবং ছড়িয়ে দেওয়া অর্ডিন্যান্সের ছত্রভঙ্গ এবং অধ্যবসায়, সামরিক ডিফল্ট, বিষ এবং বর্জ্য ব্যবহার এবং জীবাশ্ম জ্বালানী সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তবুও প্রধান পরিবেশগত চুক্তিগুলি সামরিকতার জন্য ছাড় অন্তর্ভুক্ত করেছে। পরিবেশগত ক্ষতির জন্য যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি একটি প্রধান প্রত্যক্ষ কারণ। এগুলি এমন এক গর্ত যেখানে কোটি কোটি ডলার ফেলা হয় যা পরিবেশের ক্ষতি রোধ করতে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ সঙ্কট যখন আরও গভীর হচ্ছে, যুদ্ধকে তা মোকাবিলা করার উপায় হিসাবে বিবেচনা করলে আমরা চূড়ান্ত দুষ্টচক্রের শিকার হব। জলবায়ু পরিবর্তনকে যুদ্ধের কারণ হিসাবে ঘোষণা করা এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যে আসলে মানুষ যুদ্ধের কারণ এবং যদি আমরা অহিংসভাবে সংকটের মোকাবেলা করতে না শিখি তবে আমরা কেবল পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে নিয়ে যাব। কিছু যুদ্ধের পেছনে একটি প্রধান প্রেরণা হল সেই সম্পদে নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার ইচ্ছা যা পৃথিবীকে দূষিত করে, বিশেষত তেল এবং গ্যাস। প্রকৃতপক্ষে, দরিদ্র দেশগুলিতে ধনী দেশগুলি যখন যুদ্ধের সূচনা করে তখন তার সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা গণতন্ত্রের অভাব অথবা সন্ত্রাসবাদের হুমকির কোনও যোগাযোগ থাকে না, বরং এর পেছনে তেলের উপস্থিতি অন্যতম কারণ হয়ে থাকে।

নভেম্বর ৭। *১৯৪৯ সালের এই দিনে, কোস্টারিকার সংবিধান একটি জাতীয় সেনাবাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছিল। কোস্টা রিকা, এখন আন্তঃ আমেরিকান মানবাধিকার আদালত এবং জাতিসংঘের শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ নবায়নযোগ্য শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিল।* স্পেনীয় শাসনের অধীনে মেক্সিকো থেকে স্বাধীনতার পরে, কোস্টা রিকা, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা, নিকারাগুয়া এবং এল সালভাদোরের সাথে শেয়ার করে সেন্ট্রাল আমেরিকান ফেডারেশন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। সংক্ষিপ্ত গৃহযুদ্ধের পরে, সেনাবাহিনী

বিলুপ্ত করে এর পরিবর্তে জনগণের উপর বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কফি এবং ক্যাকোও এর কারণে পরিচিত একটি কৃষিক্ষেত্র হিসাবে, কোস্টা রিকা তার সৌন্দর্যের জন্য, সংস্কৃতি, সংগীত, স্থিতিশীল অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং ইকো-ট্যুরিজমের জন্যও পরিচিত। দেশটির পরিবেশগত নীতি সৌরশক্তি ব্যবহার, বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন অপসারণ এবং তার ২৫ শতাংশ জমি জাতীয় উদ্যান হিসাবে সংরক্ষণের জন্য উত্সাহ দিয়ে থাকে। জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "শান্তির সাথে মানবাধিকার প্রয়োগ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সকল মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা প্রচার করার লক্ষ্যে, যা মানুষের মধ্যে সহযোগিতা জাগ্রত করতে এবং বাধা কমিয়ে আনতে ও বিশ্ব শান্তি আর অগ্রগতির জন্য হুমকিকে জাতিসংঘের সনদে ঘোষিত মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলোর সাথে মিল রাখতে সহায়তা করেছিল।" ১৯৮৭ সালে, কোস্টারিকার রাষ্ট্রপতি অস্কার সানচেজ নিকারাগুয়ায় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে সহায়তা করেছিলেন যার জন্য তিনি শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন। কোস্টা রিকা অনেক শরণার্থীদের গ্রহণ করেছিল, এবং পুরো আমেরিকা জুড়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে উত্সাহ দিয়েছিল। নাগরিকদের বিনামূল্যে শিক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সেবা সরবরাহ করে, কোস্টা রিকা একটি হৃদয়স্পর্শী মানবজাতির দীর্ঘায়ুর হার উপভোগ করছে। ২০১৭ সালে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকও এটিকে "বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ" বলে ঘোষণা করেছিল।

নভেম্বর ৮। *১৮৯৭ সালের এই দিনে ডরোথি ডে জন্মগ্রহন করেছিলেন।* একজন লেখক, কর্মী এবং প্রশান্তবাদী হিসাবে ডে ক্যাথলিক কর্মী আন্দোলন শুরু করার জন্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচারের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯১৬ সালে গ্রিনউইচ গ্রামে চলে যাওয়ার জন্য ইলিনয়ের কলেজ ছেড়েছিলেন যেখানে তিনি যাযাবর জীবনযাপন করতেন, সেখানে তার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব ছিল এবং সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংবাদপত্রের জন্য তিনি লেখালিখি করতেন। ১৯১৭ সালে, তিনি অ্যালিস পল এবং মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন হোয়াইট হাউসে লবিংয়ের "সাইলেন্ট সেন্টিনেলস" এর একজন হিসাবে। এর কারনে ডে কে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ড সহ্য করতে হয়েছিল, তবে নারীদের ভোটাধিকারও দেওয়া হয়েছিল। একজন "উগ্রবাদী" হিসাবে তার খ্যাতি ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও অব্যাহত ছিল যেহেতু ডে গির্জাকে খসড়া এবং যুদ্ধে আপত্তিবাদীদের সমর্থন করতে চাপ প্রয়োগ করেছিল। তাঁর নির্দেশনা ক্যাথলিক নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যা গির্জার সমর্থন প্রশান্তবাদীদের এবং অভাবীদের জন্য, বিশেষত কম মজুরি পাওয়া শ্রমিক এবং প্রচণ্ড গৃহহীনতার দিকে চালিত করেছিল। ১৯৩২ সালে যখন তিনি প্রাক্তন খ্রিস্টান ভাই পিটার মরিনের সাথে দেখা করেছিলেন, তখন তারা সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে সংযুক্ত ক্যাথলিক শিক্ষার প্রচার করার জন্য একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই লেখাগুলি "সবুজ বিপ্লব" এবং দরিদ্রদের আবাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে গির্জার সহায়তার দিকে পরিচালিত করেছিল। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দুই শতাধিক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য দেশে ২৮ টি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডে একটি আতিথেয় বাড়িতে থেকে তার জীবন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বই লিখে উৎসাহজনক সমর্থন দিতেন। ক্যাথলিক শ্রমিক আন্দোলন ডব্লিউ ডব্লিউ ২ এর প্রতিবাদ করেছিল, এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় ইউনাইটেড ফার্ম ওয়ার্কার্সকে সমর্থন

করার সময় ১৯৭৩ সালে ডে গ্রেপ্তার হয়েছিল। তার জীবন ভ্যাটিকান সহ অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২০০০ সাল থেকে ডে কে ক্যানোনাইজেশনের প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নভেম্বর ৯। *১৯৮৯ সালের এই দিনে, বার্লিনের প্রাচীর ভাঙা শুরু হয়েছিল, যা স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির প্রতীক।* এটি একটি ভাল দিন মনে রাখার জন্য যে কীভাবে পরিবর্তন আসতে পারে এবং কীভাবে শান্তি সহজলভ্য হয়। ১৯৬১ সালে, বার্লিন শহরকে বিভক্ত করার প্রাচীরটি পশ্চিমা "ফ্যাসিবাদীদের" প্রতিরোধ করার জন্য এবং কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানির লক্ষ লক্ষ যুবক শ্রমিক এবং পেশাদারদের দ্বারা গণ দলত্যাগ করাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। টেলিফোন এবং রেলপথের লাইনগুলি কেটে দেওয়া হয়েছিল এবং লোকেরা তাদের চাকরি, তাদের পরিবার এবং তাদের প্রিয়জনদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। দেয়ালটি পশ্চিমা জোট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনুসরণ করা সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের প্রতীক হয়ে গড়ে উঠেছিল। যেহেতু ৫,০০০ সংখ্যক লোক প্রাচীর দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, সেহেতু ওখানে অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টাও ছিল। দেওয়ালটি দশ বছরেরও বেশি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং এটি তীব্র আলো, বৈদ্যুতিক বেড়া, ওয়াচ টাওয়ারে সশস্ত্র রক্ষী, আক্রমণকারী কুকুর এবং মাইনফিল্ডগুলিতে ১৫ ফুট দীর্ঘ লম্বা সিরিজ দেয়াল দিয়ে আরও শক্তিশালী করা হয়েছিল। প্রাচীর প্রতিবাদকারী বা পালানোর চেষ্টাকারীদেরকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পূর্ব জার্মান রক্ষীদের। সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির মতো দেশে বিপ্লবগুলি স্থান লাভ করেছিল, ও স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা এগিয়ে গিয়েছিল। জার্মানির ভিতর এবং আশেপাশের উভয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান নাগরিক অস্থিরতার ফলে পশ্চিম দিক থেকে প্রাচীরটি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পূর্ব জার্মান নেতা এরিক হোনেকার অবশেষে পদত্যাগ করেছিলেন এবং ততক্ষণে একজন আমলা গুন্টার শ্যাভোভস্কি দুর্ঘটনাক্রমে পূর্ব জার্মানি থেকে সম্ভাব্য "স্থায়ী স্থানান্তর" হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। হতবাক পূর্ব জার্মানরা প্রাচীরের কাছে এসে রক্ষীরা যেভাবে দাঁড়িয়েছিল দেখে, বাকিদের মতো বিভ্রান্ত হয়েছিল। এরপর হাজার হাজার লোক তাদের স্বাধীনতা এবং পুনর্মিলনকে উদযাপন করে প্রাচীরে ভিড় করেছিল। অনেকেই হাতুড়ি, বাটালি, . . . দিয়ে দেয়ালের দিকে ছুটে যেতে লাগলো এবং আশা করেছিল যেন আর কোন প্রাচীর না থাকে।

নভেম্বর ১০। *১৯৩৬ সালের এই তারিখে পিয়েরে সেরেসোলের নেতৃত্বে বোম্বাই পৌঁছেছিল বিশ্বের প্রথম পিস কর্পস, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক সেবা (আইভিএসপি)।* সেরেসোল ছিলেন একজন সুইস শান্তিবাদী যিনি ব্যবহৃত অস্ত্রের জন্য কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং কারাগারে সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কোন্দল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় আন্তর্জাতিক কর্ম ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক সরবরাহের জন্য ১৯২০ সালে পরিষেবা সিভিল ইন্টারন্যাশনাল (এস সি আই) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোহনদাস গান্ধী তাকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রিত করেছিলেন এবং ১৯৩৪, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে এই সংস্থাটি ১৯৩৪ সালের নেপাল-বিহারের ভূমিকম্পের পরে ভারতে পুনর্গঠনের কাজ করেছিল। পরের দশকে এই সংগঠনটি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেরেসোল ১৯৪৫ সালে মারা গিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে, জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি সংস্থা

(ইউনেস্কো) এর নতুন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থা একত্রিত হয়েছিল। এস সি আই ও তাদের মধ্যে ছিল। ১৯৭০ এর দশকে এস সি আই ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার এক্সচেঞ্জকে মানককরণের মাধ্যমে নিজেকে পুনর্গঠিত করেছিল। এটি ইন্টারন্যাশনাল পিস-এর রাজনৈতিক প্রভাবগুলি প্রতিফলিত করার জন্য কাজের ক্যাম্পগুলির উপর ভিত্তিতে হওয়ার পর থেকে প্রসারিত হয়েছিল। আজও স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার করছে, এস সি আই এর নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে: অহিংসতা, মানবাধিকার, পারস্পরিক নির্ভতা, পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র, আন্দোলনের লক্ষ্যগুলি ভাগ করে নেওয়া সমস্ত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি, তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন কাঠামোকে রূপান্তরিত করতে জনগণের ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা। কাজের দলগুলি, উদাহরণস্বরূপ, সেই অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিকাশের কাজ এবং শিক্ষা যা অভিবাসন, শরণার্থী, পূর্ব-পশ্চিম লেন-দেন, লিঙ্গ, যুব বেকারত্ব এবং পরিবেশের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ। এস সি আই এই দিনটি আজও অব্যাহত রেখেছে, বেশিরভাগ ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে যা এখনও ইন্টারন্যাশনাল ভলানটারি সার্ভিস হিসাবে পরিচিত।

নভেম্বর ১১। *১৯১৮ সালের এই দিনে, ১১ তম মাসের ১১ তম দিনে ১১ টা ঘটিকায়, বিশ্বযুদ্ধ সময়সূচী অনুসারে শেষ হয়েছি।* সারা ইউরোপ জুড়ে মানুষরা হঠাৎকরেই একে অপরের দিকে গুলি চালানো বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তারা মানুষ হত্যা করছিল এবং গুলি করার জন্য বুলেট নিচ্ছিল, মানুষ পড়ে যাচ্ছিল আর চিৎকার করছিল, হাহাকার করছিল এবং মারা যাচ্ছিল। তারপর তারা থেমেছিল। এটা এমন নয় যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অথবা তাদের বুদ্ধিতে এসেছিল। ঘড়িতে ১১টা বাজার আগে এবং পরে উভয় সময়ই তারা কেবল আদেশ পালন করছিল। আর্মিস্টাইস চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল, ঘড়িতে ১১টা যুদ্ধ অবসানের সময় হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল এবং আর্মিস্টিসে স্বাক্ষরকরণ ও এর কার্যকর হওয়ার মধ্যে ১১,০০০ লোক মারা গিয়েছিল অথবা আহত হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘন্টাটি পরবর্তী বছরগুলিতে, সেই মুহূর্ত যখন একটি যুদ্ধ শেষ হয়েছিল যার কারণে সমস্ত যুদ্ধ শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেই মুহূর্তটি যখন বিশ্বব্যাপী আনন্দ উদযাপন এবং আনন্দের কিছু প্রতীক পুনরুদ্ধার শুরু করেছিল, তখন তা নীরবতার কারন, বেল বাজানো, স্মরণ করার এবং নিজেকে সমস্ত যুদ্ধ শেষ করার জন্য উৎসর্গ করার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটাই ছিল আর্মিস্টাইস দিবস। এটা যুদ্ধ অথবা যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের জন্য উদযাপন নয়, তবে সেই মুহূর্ত যখন একটি যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ১৯২৬ সালে আর্মিস্টাইস দিবস এর সমাধান পাস করার আহ্বান করেছিল "ভাল ইচ্ছা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তি স্থায়ী করার পরিকল্পিত অনুশীলন।" কিছু দেশ এখনও এটিকে রিমেম্বারেনস ডে নামে অভিহিত করে, কিন্তু ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর পুনঃনামকরণ করে ভেটেরান্স ডে। অনেকের কাছে, এই দিনটি এখন যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য উল্লাস করার দিন নয় বরং যুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদের প্রশংসা করার দিন। আমরা আর্মিস্টাইস দিবসটিকে এর আসল অর্থটিতে ফিরে যেতে বেছে নিতে পারি।

নভেম্বর ১২। *১৯৮৪ সালের এই তারিখে জাতিসংঘ শান্তিতে জনগণের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাটি পাস করেছিল।* জাতিসংঘের সাধারণ সমাবেশ ১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছিল। এখনও এটি জাতিসংঘের আদেশের মূল ভিত্তি এবং জীবনের মৌলিক অধিকার বলে এটিকে ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ১৯৮৪ সালের আগে শান্তিতে জনগণের অধিকার ঘোষণাপত্রের উদ্ভব হয়নি। এখানে বলা হয়েছিল যে "যুদ্ধবিহীন জীবন প্রাথমিক আন্তর্জাতিক পূর্বশর্ত হিসাবে পরিবেশন করে . . . উপাদানের মঙ্গল, উন্নয়ন এবং অগ্রগতি . . .এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত অধিকার এবং মৌলিক মানব স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য, "এটি প্রতিটি রাজ্যের “পবিত্র কর্তব্য” এবং একটি " মৌলিক বাধ্যবাধকতা " যা "রাষ্ট্রের নীতিসমূহ যুদ্ধের হুমকি নির্মূল করার দিকে পরিচালিত করে" এবং "সর্বোপরি, বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক বিপর্যয় এড়িয়ে চলে।” এই ঘোষণাটি তৈরি এবং কার্যকর করতে জাতিসংঘকে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক ঘোষণাপত্রটি সংশোধন করার জন্য বহু বছর ধরে অনেক কাজ করা হয়েছিল, তবে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ দেশগুলি বিরত থাকার কারণে এ সমস্ত সংশোধনী পর্যাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০১৬ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর, একটি সরল সংস্করনের পক্ষে ১৩১টি ভোট হয়েছিল, যেখানে ৩৪ টি ভোট বিপক্ষে ছিল এবং ১৯ টি অপসারিত হয়েছিল। ২০১৮ সালে, এটি এখনও বিতর্কিত ছিল। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে প্রাপ্ত অধিকার লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট ঘটনা তদন্ত করতে বিশেষ জাতিসংঘের দূত-রা বিভিন্ন দেশে বিশেষ পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন এবং শান্তিতে মানবাধিকারের জন্য একজন বিশেষ দূত নিয়োগের আন্দোলন চলেছে, তবে এখনও তা সম্পন্ন হয়নি।

নভেম্বর ১৩। *১৮৯১ সালের এই তারিখে ফ্রেডরিক বাজের-এর দ্বারা রোমে আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* এটি এখনও সক্রিয় আছে, এর লক্ষ্য ছিল একটি "যুদ্ধবিহীন বিশ্বের" জন্য কাজ করা। প্রথম বছরগুলিতে সংস্থাটি আন্তর্জাতিকভাবে শান্তির আন্দোলনের সমন্বয়কারী হিসাবে লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছিল এবং ১৯১০ সালে এটি নোবেল শান্তি পুরষ্কার লাভ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, লীগ অফ নেশনস এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি এর গুরুত্ব হ্রাস করেছিল এবং এর কার্যক্রম স্থগিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯৫৯ সালে, এর সম্পদগুলি ইন্টারন্যাশনাল লিয়াইসন কমিটি অফ অর্গানাইজেশন্স ফর পিস (আইএলসিওপি)-কে দেওয়া হয়েছিল। আইএলসিওপি তার জেনেভা সচিবালয়ের নাম ইন্টারন্যাশনাল পিস ব্যুরো রেখেছিল। আইপিবি'র ৭০ টি দেশে ৩০০ সদস্য সংগঠন রয়েছে, যারা একই প্রকল্পগুলিতে সংস্থার লিঙ্ক হিসাবে কাজ করে, এবং যারা জাতিসংঘের অভ্যন্তরে এবং বাইরের অন্যান্য কমিটিতে রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে আইপিবি বোর্ডের সদস্যরা শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। সামরিক প্রস্তুতির ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছে, যারা কেবল যুদ্ধের সময় ধরা পড়েছেন শুধু তাদের উপরই নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেও রয়েছে এবং আইপিবি এর বর্তমান প্রোগ্রামগুলি টেকসই উন্নয়নের নিরস্ত্রীকরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আইপিবি বিশেষত সামাজিক প্রকল্পগুলিতে সামরিক ব্যয় পুনঃনির্ধারণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। ইন্টারন্যাশনাল পিস ব্যুরো আশা করে যে আন্তর্জাতিক সাহায্যকে ধ্বংস করতে, নিরস্ত্রীকরণের প্রচারণার একটি সংখ্যা সমর্থন করে, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সহ, অস্ত্র ও সংঘাতের

অর্থনৈতিক মাত্রাগুলির তথ্য সরবরাহ করবে। আইপিবি ২০১১ সালে সামরিক ব্যয়ের উপর গ্লোবাল ডে অফ অ্যাকশন প্রতিষ্ঠা করেছিল, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে ছোট অস্ত্র, ল্যান্ডমাইন, গুচ্ছ হামলা এবং অবসন্ন ইউরেনিয়ামের প্রভাব ও বিক্রয় কমিয়ে আনতে কাজ করেছিল।

নভেম্বর ১৪। *১৯৪৪ সালের এই তারিখে ফ্রান্সে, মারি-মার্থ ডর্টেল-ক্লাডোট এবং বিশপ পিয়েরে-মেরি থিয়াস প্রস্তাবিত করেছিলেন প্যাক্স ক্রিস্টির ধারণাটি।* "পিস অফ খ্রাইস্ট" হলো লাটিন ভাষায় প্যাক্স ক্রিস্টি। ১৯৫২ সালে পোপ পিয়াস দ্বাদশ এটিকে অফিসিয়াল আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক শান্তি আন্দোলন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শান্তি তীর্থযাত্রার আয়োজনের সাথে ফরাসী এবং জার্মান জনগণের মধ্যে পুনর্মিলনের দিকে কাজ করার আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতেও প্রসারিত হয়েছিল। এটি "সমস্ত জাতির মধ্যে শান্তির জন্য ধর্মযুদ্ধের প্রার্থনা" হিসাবে বেড়েছিল। এটি মানবাধিকার, সুরক্ষা, নিরস্ত্রীকরণ এবং ক্ষয়ক্ষতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা শুরু করেছিল। এখন এটির বিশ্বজুড়ে ১২০ টি সদস্য সংগঠন রয়েছে। প্যাক্স ক্রিস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল যে শান্তি সম্ভব, এবং সহিংস সংঘাত এবং যুদ্ধের কারণ ও ধ্বংসাত্মক পরিণতিগুলি দেখে। এর দৃষ্টিভঙ্গি হল "সহিংসতা ও অবিচারের দুষ্টচক্রটি ভেঙে দেয়া।" এর আন্তর্জাতিক সচিবালয় ব্রাসেলসে এবং অনেক দেশে অধ্যায় রয়েছে। প্যাক্স ক্রিস্টি মিসিসিপিতে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রতিবাদকারীদের সমর্থনে জড়িত হয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে বৈষম্যমূলক ব্যবসায় বয়কট সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিলেন। প্যাক্স ক্রিস্টি শান্তি আন্দোলনে জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে নেটওয়ার্কিংয়ের সুবিধার্থে, আন্তর্জাতিকভাবে এই আন্দোলনের পক্ষে, এবং অহিংস শান্তির কাজের জন্য সদস্য সংগঠনের সক্ষমতা বাড়িয়ে কাজ করেছিল। প্যাক্স ক্রিস্টি জাতিসংঘে একটি বেসরকারী সংস্থা হিসাবে পরামর্শমূলক মর্যাদা পেয়েছে এবং বলেছিলো যে এটি "ক্যাথলিক গির্জায় নাগরিক সমাজের ব্যক্ত ইচ্ছা নিয়ে আসে এবং বিপরীতভাবে ক্যাথলিক গির্জার মূল্যবোধকে নাগরিক সমাজে পৌঁছে দেয়।" ১৯৮৩ সালে প্যাক্স ক্রিস্টি ইন্টারন্যাশনালকে ইউনেস্কোর শান্তি শিক্ষা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

নভেম্বর ১৫। *এই তারিখে ১৯২০ সালে বিশ্বের প্রথম স্থায়ী সংসদ, লীগ অফ নেশনস, জেনেভাতে সভা করেছিল।* সম্মিলিত সুরক্ষা ধারণাটি ছিল নতুন, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার একটি উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। ফলাফলটির চুক্তিতে সম্বোধন করা হয়েছিল যে সমস্ত সদস্যের অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সংরক্ষণে কীভাবে যোগদান করা যেতে পারে। সর্বজনীন ডাকবিভাগ ইউনিয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য কাঠামোর মতো সমবায় সত্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং সদস্যরা পরিবহন ও যোগাযোগ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক, স্বাস্থ্য এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ের তদারকির বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। জেনেভায় একটি সচিবালয় গঠিত হয়েছিল এবং সব সদস্যদের নিয়ে একটি সমাবেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এর সাথে একটি পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং জাপানকে স্থায়ী সদস্য করা হয়েছিল অন্যান্য আরও চার দেশ এই সংসদ দ্বারা নির্বাচিত

হয়েছিল। তবে পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসনটি কখনই দখলে থাকতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগ দেয়নি, যেখানে সমতার মধ্যে এটি একটি হতে পারে। এটি পরবর্তী জাতিসংঘে যোগদানের চেয়ে একেবারেই আলাদা প্রস্তাব ছিল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য চারটি দেশকে ভেটো শক্তি দেওয়া হয়েছিল। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তখন লীগের নিকট কোন ধরনের আবেদন করা হয়নি। যুদ্ধের সময় কোন ধরনের পরিষদের সভা অথবা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি। লীগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজ সীমিত আকারে অব্যাহত ছিল, তবে এর রাজনৈতিক কার্যক্রম শেষ হয়েছিল। জাতিসংঘসহ অনেকটা লীগের একই কাঠামোর মতো ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে, লীগ অফ নেশনস আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল।

নভেম্বর ১৬। *১৯৮৯ সালের এই তারিখে সালভাদোরান সামরিক বাহিনী দ্বারা ছয় পাদ্রি এবং আরও দু জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।* ১৯৮০-১৯৯২ সালে এল সালভাদোরের গৃহযুদ্ধে ৭৫,০০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছিল, ৮,০০০ জন নিখোঁজ হয়েছিল এবং এক মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের ট্রুথ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যা সংঘর্ষের সময় বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে রেকর্ডকভূক্ত ৯৫ শতাংশ মানবাধিকার লঙ্ঘন মূলত সালভাদোরান সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বাসিন্দা যাদেরকে বামপন্থী গেরিলা বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ১৬ ই নভেম্বর সালভাদোরান সেনার সদস্যরা জেসুইটস ইগ্নাসিও এলাকুরিয়া (Jesuits Ignacio Ellacuría), ইগনাসিও মার্টিন-বারো, সেগুন্দো মন্টেস, আমান্ডো লাপেজ, জুয়ান রামন মোরেনো এবং জোয়াকান ল্যাপেজ পাশাপাশি এলবা রামোস এবং তার কিশোরী কন্যা সেলিনাকে সান সালভাদোরের জোসে সিমন ক্যানস সেন্ট্রাল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাদের বাসায় হত্যা করেছিল। কুখ্যাত অভিজাত উপাদান অ্যাটলাক্যাটল ব্যাটালিয়ন অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পাসের রেক্টর, ইগনাসিও এলাকুরিয়াকে হত্যা করেছিল এবং কোনও সাক্ষী যেন না থাকে তা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জেসুইটসকে বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার জন্য সন্দেহ করা হয়েছিল এবং তারা ফারাবুন্দো মার্টি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, (এফ এম এল এন) এর সাথে নাগরিক সংঘাত আলোচনার অবসানকে সমর্থন করেছিল। হত্যাকাণ্ডগুলি জেসুইটসের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ বাড়িয়ে তোলে। এটি অন্যতম মূল টার্নিং পয়েন্ট ছিল যা যুদ্ধ আলোচনার নিষ্পত্তির দিকে পরিচালিত করেছিল। ১৯৯২ সালে শান্তি চুক্তি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল, তবে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীদের কখনই বিচারের আওতায় আনা হয়নি। নিহত ছয় জেসুইটের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন স্পেনীয় নাগরিক। স্পেনের প্রসিকিউটররা দীর্ঘদিন ধরে এই মৃত্যুর সাথে জড়িত সামরিক হাই কমান্ডের মূল সদস্যদেরকে এল সালভাদোরের কাছ থেকে প্রত্যর্পণ চেয়েছিলেন।

নভেম্বর ১৭। *১৯৮৯ সালের এই দিনে ভেলভেট বিপ্লব হয়েছিল, চেকোস্লোভাকিয়ার শান্তিপূর্ণ মুক্তি, ছাত্রদের পদযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল।* চেকোস্লোভাকিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনুসরণ করে সোভিয়েতরা দাবি করেছিল। ১৯৪৮ সালের মধ্যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিগুলি সমস্ত স্কুলে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল,

মিডিয়া কঠোরভাবে সেন্সর করা হয়েছিল, এবং ব্যবসাগুলি কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। প্রতিবাদকারী এবং তাদের পরিবার উভয়ের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ বক্তব্য নিরব না করা পর্যন্ত যে কোনও বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে মারাত্মক পুলিশি বর্বরতা দেখা গিয়েছিল। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের নীতিগুলি ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিল, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে একটি স্মরণীয় পদযাত্রা হয়েছিল যা ৫০ বছর আগে সম্ভবত নাৎসি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একটি পদযাত্রায় মারা যাওয়া এমন এক শিক্ষার্থীর সম্মানে। চেকোস্লোভাকিয়ান কর্মী, লেখক এবং নাট্যকার ভ্যাক্লাভ হাভেল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে একটি "ভেলভেট বিপ্লব" এর মাধ্যমে দেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সিভিক ফোরামের আয়োজন করেছিলেন। নাটক রচনা ও সংগীতশিল্পীদের সাথে সংযোগের মাধ্যমে হাভাল ভূগর্ভস্থ সমন্বয়কে কাজে লাগিয়েছিলেন যার ফলে এক বিশাল কর্মীর দল উপস্থিত হয়েছিল। ১৭ ই নভেম্বর ছাত্ররা যখন যাত্রা শুরু করেছিল, তাদেরকে আবারও পুলিশের নৃশংস মারধরের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নাগরিক ফোরাম তারপর এই পদযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, যেন তারা নাগরিক অধিকারের জন্য লড়াই এবং কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে বাক স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করায় শিক্ষার্থীদের পিছনে নাগরিকদের দাঁড়ানোর জন্য আহবান জানানো হয়েছিল। পদযাত্রীর সংখ্যা ২০০০০০ থেকে ৫০০০০০ এ বেড়েছিল, এবং পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার মতো খুব বেশি সংখ্যক উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ২৭ শে নভেম্বর, সারা দেশে শ্রমিকরা কমিউনিস্ট কর্তৃক চরম দমন বন্ধের জন্য কঠোর আহ্বান জানিয়ে মিছিলকারীদের সাথে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। এই শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা পুরো কমিউনিস্ট সরকারকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পদত্যাগ করতে পরিচালিত করেছিল। ভ্যাকলাভ হাভেল ১৯৯০ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা ছিল ১৯৪৬ সালের পর প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন।

নভেম্বর ১৮। *১৯১৬ সালের এই তারিখে সোমের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল*। এটি ছিল একদিকে জার্মানির, অন্যদিকে ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (সেই সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউফাউন্ডল্যান্ডের সেনাবাহিনী)। ফ্রান্সের সোম্মি নদীর তীরে যুদ্ধ হয়েছিল, এবং এটি ১ লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল। প্রতিটি পক্ষেরই যুদ্ধের জন্য কৌশলগত কারণ ছিল, তবে এর কোনও নৈতিক প্রতিরক্ষা ছিল না। তিন মিলিয়ন লোক একে অপরের সাথে লড়াই করেছিল পরিখা থেকে বন্দুক দিয়ে ও বিষ গ্যাস দিয়ে, এবং - প্রথমবারের মত- ট্যাঙ্ক দিয়ে। ১৬৪০০০ জন লোক মারা গিয়েছিল, আর অন্যান্য আনুমানিক ৪০০০০০ জন আহত হয়েছিল। তাদের কেউই কোনও গৌরবময় কারণে তথাকথিত ত্যাগ শিকার করেনি। যুদ্ধ থেকে ক্ষতি ছাড়া ভাল কিছুই আসেনি। ট্যাঙ্কগুলি তাদের শীর্ষ গতিতে প্রতি ঘন্টায় ৪ মাইল গতিতে পৌঁছেছিল এবং তারপর সাধারণত অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। ট্যাঙ্কগুলি মানুষের চেয়ে দ্রুত ছিল, যারা ১৯১৫ সাল থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিল। যুদ্ধে কয়েকশো বিমান এবং তাদের বিমান চালকরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এই সময় এক পক্ষ মোট ৬ মাইল এগিয়ে গেলেও কোনও কার্যকর সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধটি এর সমস্ত কল্পিত নিরর্থকতার সাথে তলিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছুক চিন্তাভাবনার জন্য মানবতার কল্পনা এবং তৎকালীন দ্রুত বিকাশের প্রচারমূলক সরঞ্জামগুলির ফলে যুদ্ধের নিখুঁত ভয়াবহতা ও স্কেল অনেককে

বিশ্বাস করার চেষ্টা করিয়েছিল যে এই যুদ্ধ কোনও কারণে যুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটাবে। তবে অবশ্যই যুদ্ধের স্রষ্টা (অস্ত্র শিল্প, শক্তি-পাগল রাজনীতিবিদ, সহিংসতার রোমান্টিসাইজারগণ এবং কেরিয়ারবিদ ও আমলা যারা নির্দেশিত পথে চলতেন) সবাই রয়ে গিয়েছিল।

নভেম্বর ১৯। *১৯১৫ সালের এই দিনে জো হিলের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনও মারা যায়নি।* জো হিল ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড (IWW) এর একজন সংগঠক, ওব্বলিস নামে পরিচিত একটি রেডিক্যাল ইউনিয়ন যা আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার (এ এফ এল) এবং পুঁজিবাদের সমর্থনের বিরুদ্ধে তদবির করেছিল। হিল একজন গুণী কার্টুনিস্ট এবং প্রণীত গীতিকার ছিলেন যিনি সকল শিল্পের দুর্বল ও ক্লান্ত কর্মীদের, মহিলা ও অভিবাসী সহ একসাথে যোগদানের জন্য উত্সাহিত করেছিলেন। আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ 'র বিক্ষোভ চলাকালীন "প্রচারক এবং দাস," এবং "একটি মিলনে শক্তি রয়েছে" সহ অনেকগুলি গান তিনি সুর করেছিলেন। ১৯০০ এর দশক শুরুর দিকে রক্ষণশীল পশ্চিম জুড়ে আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর প্রতিরোধ কঠোর ছিল এবং এর সমাজতান্ত্রিক সদস্যরা পুলিশ এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা শত্রু হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সল্টলেক সিটিতে ডাকাতির সময় যখন মুদি দোকানের মালিক নিহত হয়েছিল, জো হিল একই রাতে বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়েছিল। কীভাবে হিল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তা প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানালে পুলিশ তার বিরুদ্ধে দোকানের মালিককে হত্যার অভিযোগ আনে। পরে জানা গেল, হিলকে এমন এক ব্যক্তি গুলি করেছিলেন, যিনি হিলের মতো একই মহিলার সাথে ডেটিং করতেন। প্রমাণের অভাবে, এবং আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর প্রচারমূলক সমর্থন সত্ত্বেও, হিলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এর প্রতিষ্ঠাতা বিগ বিল হ্যাওয়ার্ডের কাছে একটি টেলিগ্রামে হিল লিখেছিলেন: “শোকের জন্য কোনও সময় নষ্ট করবেন না। সংগঠিত হন!” এই শব্দগুলি ইউনিয়নের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছিল। আলফ্রেড হায়েস "জো হিল" কবিতাটি লিখেছিলেন যা ১৯৩৬ সালে আর্ল রবিনসন সুর দিয়েছিলেন। "আমি স্বপ্নে গত রাতে জো হিলকে দেখেছি" শব্দগুলি এখনও শ্রমিকদের অনুপ্রাণিত করে।

নভেম্বর ২০। *১৮১৫ সালের এই দিনে প্যারিসের শান্তি চুক্তি নেপোলিয়োনিক যুদ্ধসমূহের সমাপ্তি ঘটায়।* ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের প্রথম ত্যাগ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দ্বিতীয় ত্যাগের পাঁচ মাস পরে এই চুক্তির কাজ শুরু হয়েছিল। ১৮১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে নির্বাসন থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ২০ শে মার্চ প্যারিসে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার শাসন পুনরুদ্ধারে শত দিন শুরু করেছিলেন। ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজয়ের চার দিন পর ২২ শে জুন নেপোলিয়নকে আবারও ত্যাগ করতে রাজি করানো হয়েছিল। নেপোলিয়ন প্যারিসে ফিরে আশার পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ১৮ তম রাজা লুই, ৮ ই জুলাই দ্বিতীয়বারের মতো সিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয়দের দেখা অনুযায়ে শান্তি মীমাংসাটি ছিল সবচেয়ে বিস্তৃত। আগের বছরের চুক্তির চেয়েও এটিতে বেশি শাস্তিমূলক শর্ত ছিল যা মরিস ডি ট্যালিরেন্ডের

দ্বারা আলোচিত হয়েছিল। ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণে ৭০০ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফ্রান্সের সীমানা তাদের ১৭৯০ পদমর্যাদায় হ্রাস করা হয়েছিল। এছাড়াও ফ্রান্স প্রতিবেশী সাত জোটের দেশগুলির দ্বারা নির্মিত প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ সরবরাহের ব্যয়ভারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। শান্তিচুক্তির শর্তাবলির অধীনে ফ্রান্সের ব্যয়ভার বহন করে এর কিছু অংশ পাঁচ বছরের জন্য ১৫০০০০ লক্ষ্য সৈন্য দ্বারা দখল করা উচিত ছিল, তবে জোটের দখলটি কেবল তিন বছরের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল। ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রসিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে সুনির্দিষ্ট শান্তিচুক্তির পাশাপাশি আরও চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং একই দিনে সুইজারল্যান্ডের নিরপেক্ষতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এই আইনটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

নভেম্বর ২১। *১৯৯০ সালের এই তারিখে একটি নতুন ইউরোপের প্যারিস সনদটি দিয়ে সরকারীভাবে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল।* ১৯২১- ১৯৯০ সালের নভেম্বরে প্যারিস সনদটি প্যারিসে অনেক ইউরোপীয় সরকার এবং কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ এস এস আর-এর বৈঠকের ফলাফল স্বরূপ ছিল। মিখাইল গর্বাচেভ, একজন উত্সাহী সংস্কারক, সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতায় এসে *গ্লাসনস্ট*(খোলামেলাভাবে) এবং *পেরেস্ট্রোয়েক*(পুনর্গঠন) নীতি চালু করেছিলেন। ১৯৮৯ সালের জুন থেকে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পোল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট একনায়কতন্ত্র একের পর একের পতন হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের শরৎকালে পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানীরা বার্লিনের প্রাচীরটি ভেঙ্গে ফেলেছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত রাশিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নেতা বোরিস ইয়েলট সিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আয়রন কার্টেনের বন্ধন ভাঙ্গা হয়েছিল। আমেরিকানরা একটি স্নায়ুযুদ্ধের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছিল যেখানে শিকার, পিছনের বোমা আশ্রয়, একটি মহাকাশগামী প্রতিযোগিতা এবং একটি ক্ষেপণাস্ত্রের সংকটসহ ম্যাকার্থেস্টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কমিউনিজমের সাথে লড়াইয়ের মাধ্যমে হাজার হাজার মার্কিন জীবন এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন নয় এমন অনেক জীবন যুদ্ধের কারনে হারিয়ে গিয়েছিল। সনদের প্রতি আশাবাদ ও উচ্ছ্বাসে মনের ভাব ছিল, এমনকি ক্ষয়ক্ষতি এবং শান্তির লভ্যাংশের স্বপ্ন ছিল। মনের ভাব টেকেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাসহ নতুন দৃষ্টি পরিবর্তনের পরিবর্তে ন্যাটো এবং পুরাতন অর্থনৈতিক পদ্ধতির মতো সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করে চলছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাশিয়ান নেতাদের পূর্ব দিকে ন্যাটো সম্প্রসারণ না করার, কিন্তু তখন থেকে তা সুনির্দিষ্টভাবে করেছিল। নতুন রেইসন ডিয়েটারের প্রয়োজনে ন্যাটো আফগানিস্তান এবং লিবিয়ায় ভবিষ্যতের সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্য যুদ্ধের নজির স্থাপন করে যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধে নেমেছিল এবং স্নায়ুযুদ্ধের ধারাবাহিকতা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক ছিল।

নভেম্বর ২২। ১৯৬৩ সালের এই দিনে, রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করেছিল, তবে এর উপসংহারগুলি হাস্যকর না হলেও

সন্দেহজনক ভাবে গণ্য করা হয়েছিল। ওয়ারেন কমিশনে কর্মরত ছিলেন সিএনএ-এর প্রাক্তন পরিচালক অ্যালেন ডুলস, যাকে কেনেডি অপসারণ করেছিলেন এবং অনেকেই সন্দেহভাজন শীর্ষস্থানীয় সন্দেহভাজনদের মধ্যে রয়েছেন। এই দলটিতে ই.হাওয়ার্ড হান্ট অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি নিজের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছিলেন এবং তার মৃত্যু শয্যায় অন্যদের নাম নিয়েছেন। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, সিআইএ-এর অনুরোধে, অবৈধভাবে এবং কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই, জে এফ কে হত্যার বিভিন্ন নথি গোপন রেখেছিলেন যা অবশেষে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। এই বিষয়ে দুটি জনপ্রিয় এবং প্ররোচিত বই ছিল জিম ডগলাসের *জে এফ কে এন্ড দ্যা আন স্পিকেবল*, এবং ডেভিড টালবটসের *দ্যা ডেভিলস চেসবোর্ড*। কেনেডি কোনও শান্তিবাদী ছিলেন না, তবে তিনি সমরবাদীও ছিলেন না। তিনি কিউবা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম, পূর্ব জার্মানি অথবা আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন না। তিনি নিরস্ত্রীকরণ এবং শান্তির পক্ষে ছিলেন। তিনি ক্রুশ্চেভের সাথে সহযোগিতা করে কথা বলছিলেন, যেহেতু রাষ্ট্রপতি ডুইট আইজেনহওয়ার ইউ ২-শ্যুটডাউন করার আগে তা চেষ্টা করেছিলেন। কেনেডি ওয়াল স্ট্রিটের প্রতিপক্ষও ছিলেন সিআইএ যাকে বিদেশী রাজধানীগুলিতে ফেলে দেওয়ার অভ্যাস ছিল। কেনেডি কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য তেলের উপর লাভ সঙ্কুচিত করার কাজ করছিলেন। তিনি ইতালিতে রাজনৈতিক বামপন্থীদের ক্ষমতায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছিলেন। তিনি ইস্পাত কর্পোরেশনগুলির মূল্যবৃদ্ধি রোধ করেছিলেন। কে কেনেডি কে হত্যা করেছিল তা বিবেচ্য নয়, কয়েক দশক পরে, অনেকেই সিআইএ এবং সেনাবাহিনীর প্রতি ওয়াশিংটনের রাজনীতিবিদদের দ্বারা সন্দেহ ও ভয়ের ইঙ্গিত হিসাবে অগণিত সম্মানজনক কাজকে দায়ী করেছিলেন।

নভেম্বর ২৩। *১৯৩৬ সালের এই তারিখে, বিখ্যাত জার্মান সাংবাদিক ও শান্তিবাদী কার্ল ফন ওসিয়েটস্কি বিপরীতমুখীতার জন্য ১৯৩৫ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছিলেন।* ওসিয়েটস্কি ১৮৮৯ সালে হামবুর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একজন র‍্যাডিক্যাল শান্তিবাদী ছিলেন যার দুর্দান্ত লেখার দক্ষতা ছিল। তিনি - কার্ট টুচলস্কির সাথে- ফ্রেডেনস বুন্দেস ডের ক্রিজেস্টিলনেহমার(যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের শান্তি জোট), নি ওয়েদার ক্রিগ (কোন যুদ্ধ নয়) আন্দোলনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সাপ্তাহিক ডাই ওয়েল্টবাহনে (বিশ্ব মঞ্চের) প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তৎকালীন রেখসওয়ারের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ নিষিদ্ধ বলে প্রকাশের পরে, ওসিয়াতস্কিকে ১৯৩১ সালের শুরুর দিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও গুপ্তচরবৃত্তির জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এমনকি যখন অনেকে তাকে পালিয়ে যেতে রাজি করার চেষ্টা করেছিল, তখন তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন যে, তিনি কারাগারে যাবেন এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত বাক্যটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিরক্তিকর জীবন্ত বিক্ষোভ হয়ে দাঁড়াবেন। ১৯৩৩ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ওসিয়েটস্কিকে আবার নাৎসিরা গ্রেপ্তার করেছিলেন। তাকে রাজনৈতিক বন্দিশিবিরে (ক্যাম্পে) প্রেরণ করা হয়েছিল যেখানে তার সাথে নির্মম আচরণ করা হয়েছিল। যক্ষ্মা ভোগান্তির অগ্রগতির জন্য তিনি ১৯৩৬ সালে মুক্তি পেয়েছিলেন তবে পুরষ্কার গ্রহণের জন্য তাকে অসলো ভ্রমণ করতে দেওয়া হয়নি। টাইম ম্যাগাজিন লিখেছিল: "যদি কোনও ব্যক্তি শান্তির জন্য কাজ করে, লড়াই করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে অসুস্থ সেই ছোট্ট জার্মান হল, কার্ল ভন অসিয়েটস্কি। কার্ল ফন

ওসিয়েটজকিকে ১৯৩৫ সালের শান্তি পুরস্কারের মনোনায়ন দেওয়ার জন্য প্রায় এক বছর ধরে নোবেল শান্তি পুরষ্কার কমিটি আবেদনে প্লাবিত হয়েছিল এবং সব ধরনের সমাজতান্ত্রিক, উদারপন্থী এবং সাহিত্যিকরা আর্জি জানিয়ে ছিল। তাদের স্লোগান ছিল: 'রাজনৈতিক বন্দিশিবিরে (ক্যাম্পে) শান্তি পুরষ্কার প্রেরণ করুন। '" অসিয়েটস্কি ১৯৩৬ সালের ৪ ই মে বার্লিন-শার্লটেনবার্গের ওয়েস্টেন্ড হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন।

নভেম্বর ২৪। *২০১৬ সালের এই তারিখে, ৫০ বছর যুদ্ধ এবং ৪ বছর আলোচনার পরে, কলম্বিয়া সরকার কলম্বিয়ার বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর (এফ এ আর সি) সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।* যুদ্ধটি ২০০,০০০ কলম্বিয়ানদের জীবন নিয়েছিল এবং তাদের দেশ থেকে সাত মিলিয়ন মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছিল। কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন, যদিও অদ্ভুতভাবে শান্তিতে তাঁর কোন সহযোগীরা ছিলেন না। তবে, বিদ্রোহীরা সরকারের চেয়ে চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। এটি একটি জটিল ব্যবস্থা ছিল যেখানে, নিরস্ত্রীকরণ, পুনরায় সংহতকরণ, বন্দীদের বিনিময়, সাধারণ ক্ষমা, সত্য কমিশন, জমির মালিকানা সংস্কার এবং কৃষকদের অবৈধ ওষুধ ব্যতীত ফসলের জন্য ফান্ডিং সরবরাহ করা হয়েছিল। সরকার সাধারণত চুক্তিটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে বন্দীদের মুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দিদের হস্তান্তর করেছিল। এফএআরসি-কে নিয়ন্ত্রণহীন করা হয়েছিল, তবে ফলাফলসরূপ শূন্যস্থানটি নতুন সহিংসতা, অবৈধ মাদকের ব্যবসা এবং অবৈধ স্বর্ণের খনি দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল। বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা, প্রাক্তন যোদ্ধাদের পুনরায় সংহত, প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, অথবা গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সরকার যুদ্ধাপরাধের জন্য জনগণের বিচার করার জন্য একটি ট্রুথ (সত্য) কমিশন এবং একটি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়েও স্থবির হয়েছিল। যদিও এক মুহূর্ত এর প্রধান নীতি হতে পারে, তবুও শান্তি স্থাপন এক মুহুর্তের কাজ নয়। যুদ্ধবিহীন একটি দেশ এগিয়ে যাওয়ার একটি বড় পদক্ষেপ, তবে সহিংসতা ও অন্যায়ের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হওয়া যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেয়। কলোম্বিয়াকে, অন্যান্য দেশের মতো, কেবল ঝলমলে ঘোষণা এবং পুরষ্কার নয়, শান্তি বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় আন্তরিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত।

নভেম্বর ২৫। *এই তারিখটি মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণের আন্তর্জাতিক দিবস। এছাড়াও ১৯১০ সালের এই তারিখে, অ্যান্ড্রু কার্নেগি আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য এন্ডোমেন্ট (বৃত্তি দেওয়া) স্থাপন করেছিলেন।* মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেছিল। এটি মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে "লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার যে কোনও ক্রিয়াকলাপ, যার ফলস্বরূপ, শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি বা নারীর ভোগান্তির কারণ হতে পারে, যেমন এধরণের ক্রিয়াকলাপ, জবরদস্তি বা স্বাধীনতা থেকে নির্বিচারে বঞ্চনার হুমকি সহ, জনসাধারণের বা ব্যক্তিগত জীবনে ঘটছে এমন।" বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মহিলা এবং মেয়েদের জীবনে শারীরিক, যৌন, বা মানসিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই সহিংসতার একটি প্রধান উৎস হল যুদ্ধ, যার মধ্যে ধর্ষণ কখনও একটি অস্ত্র হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হলেন নারী ও শিশু সহ বেসামরিক নাগরিক।

আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্নেগি এন্ডোমেন্ট (বৃত্তি দেওয়া) হ'ল নীতি গবেষণা কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক। এটি ১৯১০ সালে যুদ্ধ বিলোপ করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপরে মানবতার দ্বিতীয় সবচেয়ে খারাপ কাজ নির্ধারণ করা এবং তাও নির্মূল করার জন্য কাজ করেছিল। এর অস্তিত্বের প্রথম দশকে, এন্ডোমেন্টটি ফোকাস করেছে যুদ্ধ অপরাধীর বিষয়ে, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং নিরস্ত্রীকরণকে এগিয়ে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। এটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির চূড়ান্ত লক্ষ্যে তার স্রষ্টার প্রয়োজন অনুসারে কাজ করেছিল। তবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যুদ্ধকে স্বাভাবিক করে তুলেছিল, এন্ডোমেন্ট সময়ের আগেই যুদ্ধের পরিবর্তে ভার্চুয়াল নির্মূলের জন্য সমস্ত ধরণের ভাল কারণ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল, তবে এটি যুদ্ধবিরোধী প্ররচারের একক মূল মিশনে কাজ করেছিল।

নভেম্বর ২৬। *১৮৩২ সালের এই তারিখে, ডাঃ মেরি এডওয়ার্ডস ওয়াকার এন ওয়াই এর ওসওয়েগোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।* পুরুষদের পোশাক পারিবারিক খামারে আরও বাশি কার্যকর ছিল এবং তার বেশ কয়েকটি উদ্বেগের একটি ছিল সর্বদা পুরুষদের পোশাক পরা। ১৮৫৫ সালে তিনি স্যারাকিউজ মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন, যেখানে ক্লাসে একমাত্র তিনিই মহিলা শিক্ষার্থী ছিলেন। চিকিৎসক অ্যালবার্ট মিলারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তার নাম নেন নি। একটি ব্যর্থ যৌথ চিকিৎসা অনুশীলনের পরে (অসুবিধাটি ছিল ডাঃ মেরি এডওয়ার্ডস-এর লিঙ্গ নিয়ে), তারা বিবাহবিচ্ছেদ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময়, ১৮৬১ সালে, ওয়াকারকে ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক নার্স হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। বিনা বেতনের শল্যচিকিৎসক হিসাবে, তিনি গৃহযুদ্ধের সময় একমাত্র মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যুদ্ধ অধদপ্তরে গুপ্তচর হিসাবে নিজের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আহত সাধারণ নাগরিকদের পরিচর্যা করতে প্রায়শই শত্রুদের লাইন অতিক্রম করায়, তাকে বন্দী করা হয়েছিল এবং যুদ্ধবন্দী হিসাবে তিনি চার মাস অতিবাহিত করেছিলেন। নারীদের আইনত ভোট দেওয়ার অনেক আগেই তিনি ভোট দিয়েছিলেন, যদিও পরবর্তী জীবন অবধি তিনি এই ভোটাধিকার আন্দোলনকে ঘৃণাভরে প্রত্র্যাখ্যান করেছিলেন। যুদ্ধের পরে রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জনসন মেরি এডওয়ার্ডস ওয়াকারকে সম্মানসূচক পদক প্রদান করেছিলেন। ১৯১৭ সালে পুরষ্কারের নিয়মগুলির পরিবর্তনের অর্থ হলো এটি ফিরিয়ে নেওয়া উচিৎ, তবে তিনি এটিকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এটি পড়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিধবাদের পেনশন এর চেয়েও কম যুদ্ধ পেনশন পেয়েছিলেন। তিনি কেন্টাকির একটি মহিলা কারাগারে এবং টেনেসির একটি এতিমখানায় কাজ করেছিলেন। ওয়াকার দুটি বই প্রকাশ করেছিলেন এবং স্লাইডশোতে নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন। ডাঃ ওয়াকার ১৯১৯ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মারা গিয়েছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "এটি লজ্জার বিষয় যে এই পৃথিবীতে যারা সংস্কারের নেতৃত্ব দেন তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের প্রশংসা করা হয় না।"

নভেম্বর ২৭। *১৯৪৫ সালের এই দিনে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেঁচে থাকা লোকদের খাওয়ানোর জন্য কেয়ার*

(সিএআরই) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেয়ার (সিএআরই) হল "কোঅপারেটিভ ফর অ্যামেরিকান রেমিট্যান্সেস টু ইউরোপ।" এটা এখন“কোঅপারেটিভ ফর অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড রিলিফ এভরিহোয়ের।” কেয়ার-এর খাদ্যের সহায়তা মূলত প্যাকেজ আকারে ছিল যা অবশিষ্ট যুদ্ধ পণ্য ছিল। ১৯৬৭ সালে ইউরোপীয় খাদ্য প্যাকেজগুলো সর্বশেষ পাঠানো হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকে কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল গঠিত হয়েছিল। এটি ৯৪ টি দেশে কাজ করছে, ৯৬২ টি প্রকল্পকে সমর্থন করে এবং ৮০ কোটিরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছেছে বলে রিপোর্ট করেছে। এর সদর দপ্তর জর্জিয়ার আটলান্টায় অবস্থিত। এটি "দারিদ্র্যতার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান তৈরি করার জন্য" মূলত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়িত করে বছরের পর বছর ধরে তার ম্যান্ডেটকে আরও বিস্তৃত করেছে।" এটি দারিদ্র্যতা দূরীকরণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে নীতি পরিবর্তনের পক্ষে প্রতিক্রিয়া জানায় যা রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট-এর মতো সোসাইটিগুলিও করে থাকে। কেয়ার বলেছে যে “তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে আরও কিছু করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা” যা বৈষম্য ও বর্জন, দুর্নীতিগ্রস্থ বা অযোগ্য জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের অবতারণা, প্রয়োজনীয় জনসেবা অ্যাক্সেস, দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ব্যাধি এবং বড় বড় জনস্বাস্থ্য হুমকির মতো উন্নয়নের কাঠামোগত বাধা অতিক্রম করে থাকে। কেয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কাজ করেনা। এটি ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহ গ্রুপ সঞ্চয় এবং ঋণ দেওয়ার উপর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী এনজিও ছিল। কেয়ার অর্থায়ন, সহায়তা, অথবা গর্ভপাত সম্পাদন করে না। পরিবর্তে, এটি "স্বাস্থ্যসেবাগুলির গুণমান, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং ন্যায়সঙ্গততা বাড়িয়ে" মাতৃ এবং নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস করার চেষ্টা করে থাকে। কেয়ার জানিয়েছিল যে এর প্রোগ্রামগুলি মহিলাদের এবং মেয়েদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কারণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চালক। কেয়ার-কে অর্থায়ন করা হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও কর্পোরেশন-এর অনুদান থেকে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ সহ সরকারী সংস্থা থেকে।

নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাঙ্কস গিভিংএর জন্য ছুটি, যা গণহত্যাকে পরোপকার হিসাবে পুনর্বিবেচনা করার জন্য গির্জা এবং রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা লঙ্ঘন করেছিল।

নভেম্বর ২৮। *১৯৫০ সালের এই তারিখে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমবায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য কলম্বো পরিকল্পনাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* এই পরিকল্পনাটি বৈদেশিক বিষয়ক কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে এসেছিল যা কলম্বো, সিলোনে (বর্তমানে শ্রীলংকা) অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মূল গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কানাডা, সিলন, ভারত, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তান রয়েছিল। ১৯৭৭ সালে, এর নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল "দ্যা কলম্বো প্ল্যান ফর কো-অপারেটিভ ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া অ্যান্ড দি প্যাসিফিক।" এটি এখন ভারত, আফগানিস্তান, ইরান, জাপান, কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, সৌদি আরব, ভিয়েতনাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ২৭ সদস্যের একটি আন্তঃসরকারী সংস্থা। এর সচিবালয়ের অপারেশনাল ব্যয় সদস্য দেশগুলির বার্ষিক সদস্যপদ ফি-এর মাধ্যমে প্রদান করে। মূলত, বিমানবন্দর, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বাঁধ, হাসপাতাল, গাছের সার, সিমেন্ট কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ইস্পাত মিলগুলি সদস্য দেশগুলিতে নির্মিত হয়েছিল মূলধন সহায়তা এবং প্রযুক্তির সাহায্যে যা উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দক্ষ প্রশিক্ষণের উপাদান। এর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা,

সাদৃশ্যকরণ এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে মূলধনের ব্যবহার, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং সহায়তা ও প্রযুক্তির ভাগাভাগি ও স্থানান্তরের উপর জোর দেওয়া। যে প্রান্তে সাম্প্রতিক কর্মসূচির লক্ষ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করা, এর একটি উপায় হিসেবে"ভাল নীতি তৈরি এবং বিশ্বায়নের পরিবেশ ও বাজারের অর্থনীতিতে জনগনের নীতির প্রস্তুতি পরিচালনা।" পরিকল্পনাটি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বেসরকারী খাতের উন্নয়নে এবং সদস্য দেশগুলিতে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকে দৃষ্টিপাত করেছে। এর স্থায়ী কার্যক্রমগুলি হলো ঔষধ পরামর্শদাতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, লিঙ্গ বিষয়ক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত।

নভেম্বর ২৯। *এটি প্যালেস্তিনি জনগণদের জন্য আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস।* নাকবা অথবা বিপর্যয়কারী ঘটনার মাধমে ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের দেশ থেকে হত্যা এবং উচ্ছেদ করে, ১৯৪৮সালে ইস্রায়েল জাতি দ্বারা গঠিত শহর ও গ্রামগুলি বিলুপ্ত করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা তারিখটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্যালেস্তাইন বিভক্তির বিষয়ে ইউ এন রেজোলিউশন ১৮১(২য়) ১৯৪৭ সালে প্যালেস্তাইন ভূমিতে পৃথক আরব ও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একই তারিখে গৃহীত হয়েছিল। ব্রিটেন দ্বারা প্যালেস্তাইনে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল, এবং ফিলিস্তিনি জনগণের পরামর্শ ছাড়াই তাদের দেশ ভাগ করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘ সনদের বিপরীতে চলেছিল এবং এর কারনে আইনগত ক্ষমতার অভাব হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের সমাধানে ফিলিস্তিনের ৪২ শতাংশ অঞ্চল, একটি ইহুদি রাষ্ট্রের ৫৫ শতাংশ এবং জেরুজালেম ও বেথেলহেম্রে ০.৬ শতাংশ দখল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ২০১৫ সালের মধ্যে ইস্রায়েল জোর করে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের ৮৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। ২০১৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে ফিলিস্তিনি শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৫.৬ মিলিয়ন। ফিলিস্তিনিরা এখনও সামরিক দখলের সম্মুখীন, একটি দখলদার বাহিনীর দ্বারা চলমান নাগরিক নিয়ন্ত্রণ, সহিংস্রতা ও বোমা হামলা, ইস্রায়েলি মীমাংসা নির্মাণ ও প্রসার অব্যাহত রেখেছিল এবং মানবিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। ফিলিস্তিনি জনগণ বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই আত্মনির্ধারণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার পায়নি, যেমনটি মানবাধিকার হিসেবে জাতিসংঘের ঘোষণায় সংজ্ঞায়িত ছিল – জাতীয় সার্বভৌমত্ব, এবং তাদের অধিকার অনুযায়ে সম্পত্তিতে ফিরে যাওয়া। ফিলিস্তিনের জন্য জাতিসংঘের সদস্যবিহীন পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ২০১২ সালে মঞ্জর করা হয়েছিল এবং ২০১৫ সালে ফিলিস্তিনের পতাকা জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে উঠানো হয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক দিবসটিকে ব্যাপকভাবে দেখা হয় জাতিসংঘের দ্বারা সৃষ্ট একটি দুঃখজনক ঘটনা সহনীয় করার প্রচেষ্টা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য ন্যায্য সমাধান যার দুঃখজনক পরিণতি হয়েছিল।

নভেম্বর ৩০। *১৯৯৯ সালের এই তারিখে, ওয়াশিংটন, সিয়াটলে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের মন্ত্রিপরিষদের সম্মেলনটি অহিংসভাবে নেতাকর্মীদের একটি বিশাল জোট বন্ধ করে দিয়েছিল।* ৪০,০০০ বিক্ষোভকারীদের সাথে, সিয়াটল জোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৎকালীন যে কোনও বিক্ষোভকে ছায়াচ্ছন্ন করেছিল সেই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে যাদের আদেশপত্র ছিল অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন। ডব্লিউটিও (WTO) বিশ্বব্যাপী

বাণিজ্যের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে এবং এর সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মধ্যস্থতা করে। এর ১৬০ জন সদস্য আছে যারা বিশ্ব বাণিজ্যের ৯৮% প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ডব্লিউ টি ও (WTO)-তে যোগদানের জন্য, সরকারগুলি ডব্লিউটিও-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক নীতিমালা মানতে রাজি হয়েছিল। সিয়াটলের মতো মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন প্রতি দুই বছরে সভা করে এবং সদস্যপদ গ্রহণের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ডব্লিউ টি ও ওয়েবসাইট বলা হয়েছিল যে এর লক্ষ্য হল "সবার সুবিধার জন্য বাণিজ্য উন্মুক্ত করা" এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করার দাবি করা। এক্ষেত্রে এর রেকর্ডটি বিশাল এবং স্পষ্টতই ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা। কর্মসংস্থান এবং পরিবেশগত মান হ্রাস করার সময় ডব্লিউ টি ও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়েছিল। এর নিয়মগুলিতে, ডব্লিউ টি ও সমৃদ্ধশীল দেশগুলি এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের পক্ষে, ছোট দেশগুলিকে উচ্চ আমদানি শুল্ক এবং কোটা দিয়ে ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্থ করে। সিয়াটেলের প্রতিবাদ ছিল বিশাল, সৃজনশীল, অতিমাত্রায় অহিংস, এবং যার আওতায়ে শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে শুরু করে পরিবেশবাদীদের দারিদ্র্য বিরোধী দল পর্যন্ত বিভিন্ন স্বার্থের একসাথে যোগদানের অভিনব উপায় ছিল। কর্পোরেট মিডিয়ার রিপোর্টগুলি পূর্বাভাসের মাধ্যমে সম্পদ ধ্বংসের সাথে জড়িত কয়েকজন আপেক্ষিক ব্যক্তিকে লক্ষণীয় করে তুলেছিল, বিক্ষোভের আকার এবং শৃঙ্খলা ও শক্তি ডব্লিউ টি ও সংস্থার সিদ্ধান্ত এবং জনসাধারণের বোঝাপড়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলতে সফল হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সিয়াটল বিক্ষোভ ডব্লিউ টি ও এবং বিশ্বব্যাপী পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এই সম্পর্কিত সমাবেশগুলিতে অসংখ্য অনুরূপ প্রচেষ্টার জন্ম দিয়েছিল।

ডিসেম্বর ১। *১৯৪৮ সালের এই তারিখে কোস্টা রিকার রাষ্ট্রপতি দেশটির উদ্দেশ্যে এর সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করার ঘোষণা করেছিলেন।* রাষ্ট্রপতি হোসে ফিগুয়েরেস ফেরার সেদিন সান জোসেতে দেশের সামরিক সদর দপ্তর, কুয়ার্টেল বেলাভিস্তা থেকে একটি ভাষণে এই নতুন জাতীয় চেতনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রতীকী ইঙ্গিতে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন দেওয়ালে একটি মারাত্মক ছিদ্র করে এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সুবিধাদির চাবিগুলি দিয়েছিলেন। বর্তমানে এই প্রাক্তন সামরিক সুবিধাটি একটি জাতীয় শিল্প যাদুঘর। ফেরার বলেছিলেন যে, "কোস্টা রিকার এখন প্রথাগত অবস্থানে ফিরে আসার সময় তাই সৈন্যর চেয়ে বেশি শিক্ষক থাকা প্রয়োজন।" সেনাবাহিনীর জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল, এখন তা কেবলমাত্র শিক্ষার জন্য নয়, বরং স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, সামাজিক সেবা, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং একটি পুলিশ বাহিনী যা দেশীয় সুরক্ষা সরবরাহ করে সেই খাতে ব্যয় করা হবে। ফলাফল সরূপ কোস্টা রিকানদের সাক্ষরতার হার ৯৬%, প্রত্যাশিত আয়ু ৭৯.৩ বছর - বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও ভাল র‍্যাঙ্কিং - পাবলিক পার্ক এবং উপাসনার স্থানগুলি যা সমস্ত জমির এক চতুর্থাংশ সুরক্ষা করে অবস্থিত ছিল, সম্পূর্ণরূপে নবায়নযোগ্যদের উপর ভিত্তি করে একটি শক্তি পরিকাঠামো গঠন এবং যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০৮ এর তুলনায় হ্যাপি প্ল্যানেট সূচক দ্বারা ১ নম্বর স্থান নিয়েছিল। কোস্টা রিকার আশেপাশের বেশিরভাগ দেশ অস্ত্রশস্ত্রের উপর বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ নাগরিক এবং আন্তঃসীমান্ত সংঘাতের সাথে জড়িত রয়েছে, যা কোস্টা রিকা করেনি। এটি একটি জীবন্ত উদাহরণ যা যুদ্ধ এড়ানোর সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হলো যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত না হওয়া। সম্ভবত "কেন্দ্রীয় আমেরিকার সুইজারল্যান্ড" এ আমাদের মধ্যে অন্যদের যোগদান করা উচিৎ এবং আজকে তাদের "সামরিক বিলোপ দিবস" হিসাবে ঘোষণা করা উচিৎ।

ডিসেম্বর ২। *১৯১৪ সালের এই তারিখে কার্ল লিবক্নেশট জার্মান সংসদে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একমাত্র ভোট দিয়েছিলেন।* ১৮৭১ সালে লিবক্নেশট লাইপজিগে পাঁচ ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (বা এসপিডি) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। খ্রিষ্টান ধর্মে নামকরণ করার সময়, কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাদানোৎসব-এর স্পনসর ছিলেন। লিয়েবক্নেখট দু'বার বিয়ে করেছিলেন, তার দ্বিতীয় স্ত্রী রাশিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তার তিন সন্তান ছিল। ১৮৯৭ সালে, লাইবকেনচেট আইন এবং অর্থনীতিতে অধ্যয়ন করেন এবং বার্লিনে *ম্যাগনা কাম লওডে একাডেমিক কৃতিত্ব* নিয়ে স্নাতক পাশ করেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদকে রক্ষা করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (ডব্লিউ ডব্লিউ এক-এর) বিরুদ্ধে লিয়েবক্নেখট ছিলেন বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব দানের অঙ্গ। ১৯০৮ সালে, তার সামরিক বিরোধী লেখালেখির জন্য কারাগারে বন্দী থাকাকালীন সময় তিনি প্রুশিয়ার সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের আগস্টে যুদ্ধের জন্য অর্থ যোগানে সামরিক লোণের পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে - তাঁর দলের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে - ২ রাডিসেম্বর লিবক্নেশট রিখশট্যাগ-এর একমাত্র সদস্য ছিলেন যিনি যুদ্ধের জন্য আরও লোণের বিপরীতে ভোট দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি এস পি ডি থেকে বহিষ্কৃত হন এবং রোসা লুক্সেমবার্গ এবং *অন্যদের সাথে স্পার্টাকাস লিগ প্রতিষ্ঠিত করেন* যা বিপ্লবী সাহিত্যের প্রচার করেছিল। একটি যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, লিবক্নেশটকে চার বছরের কারাদণ্ডের জন্য উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য দণ্ডিত করা হয়েছিল, যেখানে ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত ১৯১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন। ৯ই নভেম্বর তিনি বার্লিনার স্ট্যাডটস্কোসের বারান্দা থেকে *ফ্রেই সোজিয়ালিস্টিশ রেপাব্লিক* (মুক্ত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। শতাধিক নিহতদের সাথে স্পার্টাকাস বিদ্রোহের একটি ব্যর্থ এবং নির্মম দমন হওয়ার পরে, ১৫ই জানুয়ারী লিবক্নেশট এবং লাক্সেমবার্গকে এস পি ডি সদস্যরা গ্রেপ্তার এবং হত্যা করেছিল। লিবক্নেশট এমন কয়েকজন রাজনীতিবিদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি অটোমান সাম্রাজ্যের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমালোচনা করেছিলেন।

ডিসেম্বর ৩। *১৯৯৭ সালের এই দিনে ল্যান্ডমাইন নিষিদ্ধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটি একটি শুভ দিন, যার দাবিতে বাকি কয়েকটি হোল্ডআউট দেশগুলি স্বাক্ষর করেছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।* নিষিদ্ধের প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্যটিতে বলা হয়েছিল: “কর্মী-বিরোধী মাইনগুলি দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনা ও হতাহতের নির্ধারিত অবসান ঘটাতে, প্রতি সপ্তাহে শত শত মানুষকে হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদ করে, বেশিরভাগ নিরীহ এবং প্রতিরক্ষাহীন নাগরিক বিশেষত শিশু...।” কানাডার অটোয়ায়, ১২৫ টি দেশের প্রতিনিধিরা কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লয়েড অ্যাক্সওয়ার্থি এবং প্রধানমন্ত্রী জিন ক্রেটিয়েনের সাথে এই অস্ত্র নিষিদ্ধ চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য সাক্ষাত করেছিল এবং যার উদ্দেশ ক্রেটিয়েন “ধীর গতিতে নির্মূলের জন্য” বর্ণনা করা হয়েছিল। যুদ্ধের

ভয়াবহতা অব্যাহত রেখে ১৯৯৭ সালে পূর্ববর্তী যুদ্ধের ল্যান্ডমাইনগুলি ৬৯ টি দেশে থেকে যায়। ছয় বছর আগেই এই মহামারীটি বন্ধ করার একটি প্রচারণা শুরু করেছিল রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি এবং আমেরিকার মানবাধিকার নেতা জোডি উইলিয়ামস যিনি নিষিদ্ধ ল্যান্ডমাইনগুলির আন্তর্জাতিক প্রচারণা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ওয়েলসের মৃত রাজকুমারী ডায়ানার সমর্থন পেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া সহ সামরিক বাহিনী সমৃদ্ধ দেশগুলি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাব্রওয়ার্থি উল্লেখ করেছিলেন যে খনিগুলি অপসারণের আরেকটি কারণ হলো আফগানিস্তানের মতো দেশগুলিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সহায়তা গ্রুপ ডক্টরস উইদাউট বর্ডারসের ডাঃ জুলিয়াস টথ মন্তব্য করেছিলেন, "স্বাক্ষর না করার জন্য সেই দেশগুলির উদ্দেশ্য পুনর্বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বাচ্চাদের বুঝাতে পারে যে আমাকে এটার সাথেই যুক্ত থাকতে হবে যখন আমি কোন দেশের অ্যাম্পিউটিস এবং এই মাইনগুলি থেকে ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে কাজ করাবো, তারা সারিবদ্ধতায় না থাকার জন্য একটি দুর্দান্ত বৈধ কারণ নিয়ে আসতে পারবে।"

ডিসেম্বর ৪। *১৯১৫ সালের এই তারিখে, নিউ জার্সির হোবোকেন থেকে হেনরি ফোর্ড ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন সমুদ্রের চার্টার্ড মাছ ধরার নৌকায় যা দ্যা পিস শিপ নামে নামকরন করা হয়েছিল।* ৬৩ জন শান্তিকর্মী এবং ৫৪ জন সাংবাদিকদের সাথে নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আপাত নিরর্থক গণহত্যার অবসান করা ছাড়া আর কিছুই না। ফোর্ড যেমন দেখেছিলেন, এই স্থির খন্দক যুদ্ধ যুবকদের মৃত্যু এবং বৃদ্ধদের আপত্কালের সুযোগে মুনাফা অর্জন ছাড়া আর কোনভাবে যুদ্ধের শেষ ছিল না। এ বিষয়ে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি নরওয়ের ওসলোতে যাত্রা করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সেখান থেকে হেগে ইউরোপীয় নিরপেক্ষ দেশগুলির একটি সম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা যুদ্ধবিরোধী দেশগুলির নেতাদের শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাজি করবেন। তবে জাহাজে, সংহতি দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি উইলসন মার্কিন সেনাবাহিনীর জনশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র গড়ে তোলার আহ্বানের খবরটি ছোট ছোট ছিদ্র গড়ে তুলেছিল রক্ষণশীল এবং ভিত্তিগত কর্মীদের বিরুদ্ধে। তারপর, ১৯ ডিসেম্বর যখন জাহাজটি অসলোতে পৌঁছলো, তাদের স্বাগত জানাতে নেতাকর্মীরা কেবল হাতে গোনা কয়েকজন সমর্থকদের দেখতে পেয়েছিলেন। ক্রিসমাসের আগ দিয়ে, ফোর্ড স্পষ্টতই দেয়ালে লেখা দেখেছিলেন এবং কার্যকরভাবে পিস শিপ ধর্মযুদ্ধকে হত্যা করেছিলেন। অসুস্থতার দাবি করে তিনি স্টকহোমে নির্ধারিত ট্রেন ভ্রমণ এড়িয়ে যান এবং একটি নরওয়েজিয়ান জাহাজে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। শেষ পর্যন্ত, শান্তি অভিযানের জন্য ফোর্ডকে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়েছিল এবং তাকে সামান্য হলেও উপহাস করা হয়েছিল। তবুও, এটি ভালভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে তার এই বোকামির জন্য তাকে দায়ী করা হয়েছিল কিন্তু সেটা কি যথাযথ ছিল কিনা। এটি কি সত্যিই ফোর্ডের সাথে মিশে ছিল, যিনি জীবনের লড়াইয়ের ব্যর্থতায় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন? অথবা ইউরোপীয় নেতাদের সাথে যারা যুদ্ধে তাদের ১১ কোটি সৈন্যকে স্পষ্ট কারণ বা উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রেরণ করেছিলেন?

ডিসেম্বর ৫। *১৯৫৫ সালের এই তারিখে মন্টগোমেরিতে বাস বয়কট করা শুরু হয়েছিল।* আলাবামার অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন নগরীর বিশিষ্ট নাগরিক ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কালার্ড পিপল (এন এ এ সি পি) এর স্থানীয় অধ্যায়ের সেক্রেটারি চার দিন আগে একজন সাদা যাত্রীর জন্য তার বাসের আসনটি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মন্টগোমেরির কমপক্ষে ৯০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক বাসে উঠা বর্জন করেছিলেন, এবং বয়কটটি আন্তর্জাতিক সংবাদ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল। মন্টগোমেরি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং এর সভাপতি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বয়কটটি সমন্বয় করেছিলেন। এটি ছিল তার জন্য "স্মরণীয় দিন।" মিসেস পার্কের গ্রেপ্তারের পরে এক বৈঠকে কিং বলেছিলেন, তাঁর পরিচিত কথা বলার ভঙ্গিটি কী হয়ে উঠবে, যে তারা "বাসগুলিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য মারাত্মক এবং সাহসী সংকল্পের সাথে কাজ করবে", যে যদি তারা ভুল হয়ে থাকে তবে সুপ্রিম কোর্ট এবং সংবিধানটি ভুল, এবং "আমরা যদি ভুল হই তবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভুল।" প্রতিবাদ এবং বয়কট ৩৮১ দিন স্থায়ী ছিল। কার্পুলিংয়ের ব্যবস্থা করার সময় বৈধ ব্যবসায়ের সাথে হস্তক্ষেপের অভিযোগে কিংকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল; তার বাড়িতে বোমা দেওয়া হয়েছিল। বয়কট শেষ হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যাতে বলা হয়েছিল যে পাবলিক বাসে পৃথকীকরণ অসাংবিধানিক ছিল। মন্টগোমেরি বয়কট দেখিয়েছিল যে গণ-অহিংস প্রতিবাদ সফলভাবে বর্ণ বিভেদকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং এটি দক্ষিণের অন্যান্য প্রচারণার জন্য একটি উদাহরণ ছিল। কিং বলেছিলেন, "খ্রিস্ট আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন, এবং ভারতের গান্ধী দেখিয়েছিলেন যে এটি কার্যকর হতে পারে।" কিং আরও অনেক অহিংস কর্মের সফল ব্যবহারের নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করেছিলেন। অহিংস পদক্ষেপ যে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে যেখানে হিংস্রতা পারে না বয়কট ছিল এটার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

ডিসেম্বর ৬। *১৯০৪ সালের এই তারিখে থিওডোর রুজভেল্ট মনরো-এর মতবাদে যুক্ত হয়েছিল।* ১৮২৩ সালে কংগ্রেসের কাছে তার বার্ষিক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো দ্বারা মনরো মতবাদটির কথা স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছিল। উদ্বিগ্ন যে স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বের উপনিবেশগুলি দখল করতে পারে, ফ্রান্স এতে যোগদানের সাথে সাথে, তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে পশ্চিমা হেমিস্ফিয়ার বা গোলার্ধটি কার্যকরভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত করা হবে এবং লাটিন আমেরিকার কোন জাতিকে নিয়ন্ত্রণে ইউরোপীয়দের যে কোনও প্রচেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ আইন হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রাথমিকভাবে যদিও এটি একটি ছোটখাটো উক্তি ছিল, তবুও এটি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল, বিশেষত যখন রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট ভেনেজুয়েলার একটি সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায় রুজভেল্ট করোলারিকে যুক্ত করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল যে ইউরোপীয়দের সরাসরি করার সুযোগ না দিয়ে আমেরিকা ইউরোপীয় দাবি বাস্তবায়নের জন্য ইউরোপীয় দেশ এবং লাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে। রুজভেল্ট দাবি করেছিলেন যে সংঘাতের অবসান ঘটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "আন্তর্জাতিক পুলিশ শক্তি" বলে ন্যায্যতা দেওয়া হয়েছিল। এখন থেকে, মনরো মতবাদটি, কেবলমাত্র লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ রোধ না করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

পরবর্তী ২০ বছরে এই ন্যায্যতা কয়েক ডজন সময় ধরে ক্যারিবিয়ান এবং মধ্য আমেরিকাতে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এটি ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তা কখনও দূর হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হত্যাকাণ্ড, আক্রমণ, সুবিধাজনক অভ্যুত্থান এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডেথ স্কোয়াডের মতো কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত মনরো মতবাদটিও কার্যকর করা হয়েছিল। মনরো মতবাদটি আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা দক্ষিণের সরকারকে উৎখাত করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করেছিলেন। এবং এটি লাটিন আমেরিকাতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের সাম্রাজ্যবাদী দাবী হিসাবে উপলব্ধ করা হয়েছিল।

ডিসেম্বর ৭। *১৯৪১ সালের এই তারিখে, জাপানি সামরিক বাহিনী ফিলিপাইনে এবং হাওয়াইয়ের পার্ল হারবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছিল।* রুজভেল্ট-এর হোয়াইট হাউসে যুদ্ধে নামা কোনও নতুন ধারণা ছিল না। গ্রেয়ার এবং কের্নিসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য জাহাজ সম্পর্কে *এফ ডি আর* মার্কিন জনগণের কাছে *মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করেছিল,* যা ব্রিটিশ বিমানগুলিকে জার্মান ডুবোজাহাজগুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল, তবে রুজভেল্ট ভান ধরেছিলেন যে এটি নির্দোষভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল। রুজভেল্ট আরও মিথ্যা বলেছিলেন যে দক্ষিণ আমেরিকা বিজয়ের পরিকল্পনা করার জন্য তিনি একটি গোপন নাজির মানচিত্রের পাশাপাশি সব ধর্মকে নাজিবাদ দিয়ে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি গোপন নাৎসি পরিকল্পনাও পেয়েছিলেন। এবং যদিও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ পার্ল হারবার পর্যন্ত অন্য যুদ্ধে যাওয়ার ধারণাটিকে গুরুত্ব দেয়নি, এই কারনেই ইতিমধ্যে রুজভেল্ট খসড়াটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ন্যাশনাল গার্ডকে সক্রিয় করেছিলেন, দুটি মহাসাগরে বিশাল নৌবাহিনী তৈরি করেছিলেন, পুরাতন ধ্বংসকারীদেরকে ইংল্যান্ডে পাচার করে বিনিময়ে ক্যারিবিয়ান ও বারমুডায় তাদের ঘাঁটিটি ভাড়া করতে চেয়েছিল, এবং — অনুমিত অপ্রত্যাশিত হামলার মাত্র ১১ দিন আগে, এবং এফ ডি আর এটি প্রত্যাশার পাঁচ দিন আগে — তিনি প্রতিটি জাপানীদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান-জাপানীদের গোপনে একটি তালিকা তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। ১৮ ই আগস্ট চার্চিল তাঁর মন্ত্রিসভাতে বলেছিলেন, "যে তিনি যুদ্ধ করবেন কিন্তু ঘোষণা দিবেন না," এবং "একটি ঘটনা জোর করে ঘটানোর জন্য সবকিছু করা হয়েছিল।" অর্থ, বিমান, প্রশিক্ষক এবং বিমান চালকদেরকে চীনে সরবরাহ করা হয়েছিল। জাপানের উপর একটি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে ঘিরে প্রসারিত করা হয়েছিল। ১৫ ই নভেম্বরে সেনাবাহিনী প্রধান স্টাফ জর্জ মার্শাল গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে, "আমরা জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

ডিসেম্বর ৮। *১৯৪১ সালের এই তারিখে, কংগ্রেস মহিলা জ্যানেট রাঙ্কিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের বিরুদ্ধে একমাত্র ভোট দিয়েছিলেন।* ১৮৮০ সালে মন্টানায় জ্যানেট রাঙ্কিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সাত সন্তানের মধ্যে তিনি সবার চেয়ে বড় ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে সামাজিক কাজের উপর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং দ্রুত মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য সংগঠক হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। মন্টানা ফিরে এসে তিনি মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য কাজ চালিয়ে যান এবং প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান হিসাবে নির্বাচন চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালের প্রতিনিধি সভায় তিনি প্রথম এবং একমাত্র মহিলা ছিলেন। এই সভায় তার প্রথম

ভোট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশের বিরুদ্ধে ছিল। তিনি একা ছিলেন না যাকে এই বিষয়টি নিয়ে উপেক্ষা করা হয়েছিল। একজন মহিলা হওয়ার কারণে রাজনীতির জন্য সংবিধান না থাকার কারণে তিনি অসমর্থিত হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে পরাজিত হয়ে তিনি পরবর্তী বাইশ বছর শান্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেছিলেন এবং একটি সরল, স্বনির্ভর জীবন যাপন করেছিলেন। ১৯৪০ সালে, ষাট বছর বয়সে, তিনি আবারও রিপাবলিকান হিসাবে নির্বাচনে জিতেছিলেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে তার একমাত্র "না" ভোটটি পার্ল হারবারের বোমা হামলার পরদিন হয়েছিল, যা যুদ্ধে প্রবেশের পূর্ববর্তী বিচ্ছিন্নতাবাদী মার্কিন জনগণকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। পরে তিনি লিখেছিলেন যে ১৯৪০ সালে জাপানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উস্কানিমূলক ছিল, আক্রমণের আশায় করা হয়েছিল, এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা এখন ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তিন দিন পর, জার্মানি এবং ইতালির যুদ্ধের জন্য তিনি ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ভোট প্রত্যাহার করেন। তিনি আবারও কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হননি, তবে তিনি শান্তিবাদে বিশ্বাসী হিসাবে অব্যাহত ছিলেন এবং ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন যেখানে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ব শান্তির জন্য একটি আদর্শের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি সক্রিয়ভাবে ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। রাঙ্কিন ১৯৭৩ সালে তেরানব্বই বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন।

ডিসেম্বর ৯। *১৯৬১ সালের এই তারিখে নাজি এসএস কর্নেল অ্যাডল্ফ আইখম্যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।* ১৯৩৪ সালে তাকে ইহুদি বিষয় সম্পর্কিত একটি ইউনিটে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তার কাজ ছিল ইহুদীদের এবং অন্যান্য লক্ষ্যগুলি হত্যার জন্য সহায়তা করা এবং তিনি "চূড়ান্ত সমাধান" এর জন্য রসদ সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব দক্ষতার সাথে আউশউইটস এবং অন্যান্য নির্গমন ক্যাম্পে ইহুদিদের তাদের গন্তব্যে সনাক্তকরণ, সমাবেশ এবং পরিবহন পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাকে "হলোকাস্টের (ব্যাপক হত্যাকাণ্ড) স্থপতি" বলা হয়েছিল। যদিও আইখম্যান যুদ্ধের শেষে মার্কিন সেনাদের দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন, তিনি ১৯৪৬ সালে পালিয়ে এসে মধ্য প্রাচ্যে বহু বছর কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে, তিনি এবং তার পরিবার আর্জেন্টিনায় স্থায়ী হয়েছিলেন। ইসরায়েল হোলোকাস্টের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়াই সেই নতুন দেশে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম নিয়ে চিন্তানিমগ্ন ছিল এবং তাদেরকে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিকে এ সম্পর্কে শিক্ষিত করতে উদগ্রীব ছিল। ১৯৬০ সালে ইসরায়েলের গুপ্তচররা আর্জেন্টিনায় অবৈধভাবে আইখম্যানকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তিনটি বিশেষ বিচারকের সামনে বিচারের জন্য তাকে ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিতর্কিত গ্রেপ্তার এবং চার মাসের বিচারের নেতৃত্বে হ্যান্না অ্যারেন্ট প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এটিকে অশুভ নিষিদ্ধকরণ হিসেবে দেখছেন। আইখম্যান কোনও অপরাধ করার কথা অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তার দপ্তর কেবল পরিবহণের জন্য দায়বদ্ধ ছিল এবং আদেশ অনুসরণ করে তিনি কেবল একজন আমলা ছিলেন। আইখম্যান যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। একটি আবেদন অস্বীকার করা হয়েছিল; ১৯৬২ সালের ১ লা জুন তাকে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। অ্যাডল্ফ আইখম্যান বর্ণবাদ এবং যুদ্ধের নৃশংসতার জন্য বিশ্বের কাছে একটি উদাহরণস্বরূপ।

ডিসেম্বর ১০। *১৯৪৮ সালের এই তারিখে, জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছিল।* এটিই মানবাধিকার দিবস তৈরি করেছে। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এলিয়ানর রুজভেল্টের সভাপতিত্বে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এই নথিটি দুই বছরের মধ্যে খসড়া করেছিল। "মানবাধিকার" শব্দটি ব্যবহার করার জন্য এটি প্রথম আন্তর্জাতিক বিবৃতি ছিল। মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে ৩০ টি নিবন্ধ রয়েছে যাতে সুনির্দিষ্ট, নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের তালিকা রয়েছে যা জাতিসঙ্ঘের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও শান্তির মূল্যবোধকে প্রতিবিম্বিত করে। এই ক্ষেত্রে, এটি জীবনের অধিকার এবং দাসত্ব ও নির্যাতন নিষিদ্ধকরণ, চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত, ধর্ম, বিবেক এবং শান্তিপূর্ণ সংঘবদ্ধতার অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এটি কোন দেশকে ছাড়াই পাস করা হয়েছিল, তবে ইউ এস এস আর, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, সৌদি আরব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলি অনুভব করেছিল যে এটি তাদের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করছে, এবং সোভিয়েত আদর্শ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের উপর একটি পুরস্কার বা পারিতোষিক রেখেছিল যখন পশ্চিম পুঁজিবাদী নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। অর্থনৈতিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, "নিজের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেকেরই পর্যাপ্ত জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে।" শেষ পর্যন্ত, নথিটি বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি এবং এটিকে আইন হিসাবে নয়, নৈতিকতার প্রকাশ হিসাবে এবং সমস্ত মানুষ এবং জাতির জন্য কৃতিত্বের একটি সাধারণ মান হিসাবে দেখা হয়েছিল। অধিকারগুলো চুক্তি, অর্থনৈতিক চুক্তি, আঞ্চলিক মানবাধিকার আইন এবং সারা বিশ্বের সংবিধানগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ডিসেম্বর ১১। *১৯৮১ সালের এই তারিখে, এল সালভাডর-এ আধুনিক লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ গণহত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হত্যাকারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ও সমর্থন করেছিল, যা বিশ্বকে কমিউনিজম থেকে বাঁচানোর ব্যানারে বামপন্থী এবং স্বাধীন সরকারগুলিকে বিরোধিতা করেছিল। এল সালভাডর-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একজন অত্যাচারী সরকারকে একদিনে এক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অস্ত্র, অর্থ এবং রাজনৈতিক সহায়তা দিয়েছিল। প্রত্যন্ত এল মোজোটে অভিযানটি অভিজাত আটলাক্যাটল ব্যাটালিয়নের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিদ্যালয়ের তথাকথিত কাউন্টার-বিদ্রোহের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। হতাহতরা গেরিলা এবং হালচাষী ছিল যারা পল্লী অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গা নিয়ন্ত্রণ করতো। আটলাক্যাটল সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবে পুরুষদের জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল, তারপর মহিলাদের নিয়ে ধর্ষণ করার পরে তাদের গুলি করেছিল, গর্ভবতী মহিলাদের পেট ছিন্ন করেছিল। তারা বাচ্চাদের গলা কেটে ফেলে, গাছে ঝুলিয়ে ছিল এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। আটশো লোককে জবাই করা হয়েছিল, অনেক শিশু ও সেখানে ছিল। অল্প কয়েকজন সাক্ষী পালিয়ে গিয়েছিল। পরে ছয় সপ্তাহেরও কম সময়ে, লাশগুলির ছবি নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতো কিন্তু কিছুই করেনি। পরের বছরগুলিতে এল

সালভাডর-এর সাধারণ ক্ষমা আইন এই তদন্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলো। ২০১২ সালের অক্টোবরে, সাত বছরের উৎসর্গের বা ত্যাগের পর, এল মোজোটের ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় পরে, জাতিসংঘের আন্তঃ-আমেরিকান আদালত এল সালভাডরকে গণহত্যার জন্য, এই ঘটনা লুকানোর জন্য এবং তারপরে তদন্তে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল। বেঁচে থাকা পরিবারের ক্ষতিপূরণ খুবই কম ছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে, এল সালভাদোরে বিশ্বের সর্বোচ্চ হত্যার হার ছিল। অধ্যায়নের জন্য সময় উৎসর্গ করার এবং অন্যান্য দেশে বর্তমানের সামরিক হস্তক্ষেপের ভয়াবহতার প্রতিবাদ করার জন্য এটি একটি ভাল দিন।

ডিসেম্বর ১২ । *১৯৮২ সালের এই তারিখে, ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের গ্রিনহ্যাম কমন-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত সামরিক ঘাঁটির নয় মাইল পরিধিটি পুরোপুরি ঘিরে ফেলার জন্য ৩০,০০০ জন মহিলা হাতে হাত ধরেছিলেন।* তাদের স্ব-ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল "ঘাঁটিটি বন্ধ করা", এবং এর মাধ্যমে "ভালবাসা দিয়ে সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করা।" ১৯৪২ সালে গ্রীনহাম কমন ঘাঁটিটি উদ্বোধন করা হয়েছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিমান বাহিনী উভয়ই ব্যবহার করেছিল। আসন্ন স্নায়ু যুদ্ধের সময়, এটি মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড দ্বারা ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র তার অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে মোতায়েন করেছিল যা এন এ টি ও জোট পশ্চিম ইউরোপের সুরক্ষার উপর হুমকি বলে মনে করেছিল। এর জবাবে এন এ টি ও ১৯৮৩ সালের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে ৫০০টিরও বেশি স্থল-ভিত্তিক পারমাণবিক ক্রুজ এবং ক্ষেপনাস্ত্র মোতায়েনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে গ্রীনহ্যাম কমনের ৯৬টি ক্ষেপনাস্ত্রও রয়েছিল। এন এ টি ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নারীদের সর্বপ্রথম বিক্ষোভ ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন ৩৬ জন নারী ওয়েলসের কার্ডিফ থেকে গ্রীনহ্যাম কমন পর্যন্ত মিছিল করেছিল। যখন এই পরিকল্পনা নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে বিতর্কের আশা অবহেলা করা হয়েছিল, তখন নারীরা বিমান ঘাঁটিতে একটি বেড়ার সাথে নিজেদের বেঁধে রেখেছিল, সেখানে একটি শান্তি শিবির স্থাপন করা হয়েছিল এবং যা শুরু হয়েছিল ১৯ বছরের এক ঐতিহাসিক পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়ে। স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীনহ্যাম কমন সামরিক ঘাঁটিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও, সেখানে কয়েক হাজার নারীদের দ্বারা সংগঠিত স্থায়ী বিক্ষোভ এখনো তাৎপর্যপূর্ণ রয়ে গেছে। এক সময় পুনর্গঠিত পারমাণবিক আশঙ্কাগুলি, আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবন-নিশ্চিতকারী গণ-সম্মিলিত প্রতিবাদ সামরিক / শিল্প রাষ্ট্রের জীবন-অবহেলাকারী প্রকল্পগুলি চিহ্নিত করার একটি শক্তিশালী উপায় সরবরাহ করেছিল।

ডিসেম্বর ১৩। *১৯৩৭ সালের এই তারিখে জাপানি সৈন্যরা অন্তত ২০,০০০ জন চীনা নারী ও মেয়েদেরকে ধর্ষণ এবং অঙ্গচ্ছেদ করেছিল।* জাপানের সৈন্যরা তৎকালীন চীনের রাজধানী নানজিং দখল করেছিল। ছয় সপ্তাহের ও বেশী সময় ধরে তারা বেসামরিক লোকজন এবং সৈনিকদের হত্যা এবং ঘরবাড়ি লুট করেছিল। তারা ২০,০০০ থেকে ৮০,০০০ নারী ও শিশুকে ধর্ষণ করেছিল, খোলাখুলি ভাবে গর্ভবতী মায়েদের পেট কেটে

ফেলেছিল এবং বাঁশের লাঠি ও বেয়নেট দিয়ে মহিলাদের ধর্ষণ করেছিল। মৃত্যুর সংখ্যা অনিশ্চিত, যা ৩০০,০০০ এর উপরে ছিল। নথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছিল, এবং এই অপরাধ জাপান এবং চীনের মধ্যে তখনও একটি উত্তেজনার কারণ ছিল। যুদ্ধাপরাধের অস্ত্র হিসাবে ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের ব্যবহার বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, সাইপ্রাস, হাইতি, লাইবেরিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা এবং ক্রোয়েশিয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকার অনেক সশস্ত্র সংঘাতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এটা প্রায়ই জাতিগত শুদ্ধিকরনের জন্য ব্যবহার করা হত। রুয়ান্ডায়, গর্ভবতী কিশোরী মেয়েদেরকে তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায় একঘরে করে রাখত। কেউ কেউ তাদের শিশুদের পরিত্যাগ করেছিল; অন্যরা আত্মহত্যা করেছিল। ধর্ষণ একটি সম্প্রদায়ের কাঠামোকে এমনভাবে ক্ষয় করে যা অল্প কিছু অস্ত্র দ্বারা সম্ভব, এবং লঙ্ঘন ও বেদনা পুরো পরিবারের উপর ছাপ ফেলে। কখনও কখনও মেয়ে এবং মহিলাদের জোর করে পতিতাবৃত্তি ও পাচারের শিকার করা হত, কখনও কখনও সরকার এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে জটিলতা দূর করতে অথবা খাদ্যের বিনিময়ে যৌন কর্মে সরবরাহ করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, নারীদের কারাবন্দী করা হত এবং দখলদার বাহিনীকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য করা হত। অনেক এশিয়ান নারীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় পতিতাবৃত্তিতে জড়িত ছিলেন। যৌন নিপীড়ন, শরনার্থী শিবিরে শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুতদের জন্য একটি প্রধান সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। নুরেমবার্গ বিচার ধর্ষণকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে নিন্দা জানিয়েছিল; সরকারের উচিত ছিল অবশ্যই আইন এবং আচরণবিধি প্রয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কাউন্সেলিং এবং অন্যান্য সেবা সরবরাহ করা।

ডিসেম্বর ১৪। *১৯৬২, ১৯৭১, ১৯৭৮, ১৯৭৯, এবং ১৯৮০ সালের এই তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ইউ এস এস আর পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করেছিল।* এই তারিখটি আমাদের জানা পারমাণবিক পরীক্ষাগুলো থেকে বেছে নেওয়া একটি এলোমেলো নমুনা তারিখ মাত্র। ১৯৪৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত, বিশ্বব্যাপী ২৬২৪ টি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জাপানের নাগাসাকি এবং হিরোশিমায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল, যা এখন প্রাথমিক পারমাণবিক পরীক্ষা হিসেবে দেখা হয়, যেহেতু কেউ নিশ্চিত ভাবে জানতো না যে এটা কতটা শক্তিশালী ছিল। হিরোশিমায় ১৫০,০০০ এবং নাগাসাকিতে ৭৫,০০০ জন নিহত ও আহত হয়েছিল। এক সময় পারমাণবিক বিস্তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনুশরন করেছিল। স্নায়ু যুদ্ধের সময়, এবং তারপর থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় আধিপত্য অর্জনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০৫৪ টি, ইউ এস এস আর ৭২৭ টি, এবং ফ্রান্স ২১৭ টি পারমাণবিক পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া এবং ভারতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইস্রায়েল পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হিসেবে পরিচিত, যদিও তারা কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি, এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সাধারণত এই ভণিতা মেনে নিয়েছিল। পারমাণবিক বোমা থেকে শুরু করে থার্মোনিউক্লিয়ার হাইড্রোজেন বোমা, এবং পারমাণবিক মিসাইল পর্যন্ত সময়ের সাথে সাথে পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আজ, পারমাণবিক বোমা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে

৩,০০০ গুণ শক্তিশালী। একটি শক্তিশালী পারমাণবিক বিরোধী আন্দোলন, নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি এবং পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করতে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যার মধ্যে ১৯৭০ সালের পারমাণবিক অসম্প্রসারণ চুক্তি এবং পারমাণবিক নিষেধাজ্ঞা চুক্তি যা ২০১৭ সালে অনুমোদন সংগ্রহ শুরু করেছিল। দুঃখজনকভাবে, পারমাণবিক সশস্ত্র দেশগুলি এখনো নিষেধাজ্ঞা কে সমর্থন করেনি, এবং প্রচার মাধ্যমের মনোযোগ তাদের চলমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

ডিসেম্বর ১৫। *১৭৯১ সালের এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল অফ রাইটস অনুমোদন করা হয়েছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দিনটি বিল অফ রাইটস ডে। সংবিধানের খসড়া এবং অনুমোদন নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল, যা সরকারের একটি কাঠামোর রূপরেখা দিয়েছিল, কিন্তু বিল অফ রাইট্স যোগ করতে হবে এই ধারণা সহ অবশেষে ১৭৮৯ সালে সংবিধানটি কার্যকর করা হয়েছিল। সংবিধানটি সরকারের তিন-চতুর্থাংশ অনুমোদনের মাধ্যমে সংশোধন করা যেত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনী ছিল বিল অফ রাইট্স, দুই বছর পর অনুমোদন পেয়ে সংবিধানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি সুপরিচিত সংশোধনী ছিল প্রথমটি, যা বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্র, সমাবেশ এবং ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করে। দ্বিতীয় সংশোধনী বন্দুকের মালিক হওয়ার অধিকারের উপর অভিব্যক্ত হয়েছিল, তবে মূলত সৈন্যবাহিনী সংগঠনে রাষ্ট্রগুলির অধিকারকে সম্বোধন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সংশোধনীর প্রাথমিক খসড়ায় জাতীয় স্থায়ী সেনাবাহিনী নিষিদ্ধকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল (সংবিধানের মূল পাঠে সমন্বিত সেনাবাহিনীর উপর দুই বছরের সীমারেখাও পাওয়া গিয়েছিল)। খসড়ায় সামরিক বাহিনীর উপর বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ এবং স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে বিরত থাকার অধিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনাবাহিনীদের গুরুত্ব ছিল দ্বিগুণ: আদিবাসী আমেরিকানদের কাছ থেকে জমি চুরি করা এবং দাসত্ব কার্যকর করা। এই সংশোধনীটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীদের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীদের উল্লেখ করার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল, যে রাষ্ট্রগুলির নির্দেশে দাসত্বের অনুমতি ছিল, এবং যার প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক চাকরীর মাধ্যমে দাস বিদ্রোহ এবং দাস মুক্তি উভয়য়েরই ভয় পেত। তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে কাউকে তাদের বাড়িতে বাধ্য হয়ে সৈন্যদের নিমন্ত্রণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এমন একটি অনুশীলন যা কয়েকশ স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি দ্বারা অচল হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ থেকে অষ্টম সংশোধনী, সরকারী অপব্যবহার থেকে জনগণকে রক্ষা করা যেমনটি প্রথম সংশোধনীতে উল্লেখ ছিল, কিন্তু নিয়মিতভাবে এটি লঙ্ঘন করা হয়েছিল।

ডিসেম্বর ১৬। *১৯৬৬ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (আই সি সি পি আর) গৃহীত হয়েছিল।* এটি ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয়েছিল। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭২টি দেশ এই চুক্তি অনুমোদন করেছিল। নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা, এবং আই সি সি পি আর সম্মিলিতভাবে ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ রাইট্স নামে পরিচিত। আই সি সি পি আর সকল সরকারী সংস্থা এবং এজেন্ট, এবং সকল রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুচ্ছেদ ২ নিশ্চিত করেছিল যে আই সি সি পি

আর-এ স্বীকৃত অধিকার গুলি সেই সব রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য যারা এই চুক্তি অনুমোদন করেছিল। অনুচ্ছেদ ৩ পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিল। আই সি সি পি আর কর্তৃক সুরক্ষিত অন্যান্য অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে: জীবনের অধিকার, নির্যাতন থেকে মুক্তি, দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, ব্যক্তির নিরাপত্তা, আন্দোলনের স্বাধীনতা, আদালতের সামনে সমতা এবং একটি ন্যায্য বিচার। দুটি ঐচ্ছিক প্রোটোকলে বলা হয়েছিল যে মানবাধিকার কমিটি যে কারও কাছেই শোনার অধিকার রাখবে এবং মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে পারবে। মানবাধিকার কমিটি প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে এবং তার চিন্তা ও সুপারিশগুলিকে একটি দেশের দিকে সম্বোধন করে। কমিটি এর ব্যাখ্যা সহ সাধারণ মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন লঙ্ঘন সম্পর্কিত কমিটির কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যাগুলির একটি তালিকা জমা দিয়েছিল, যেগুলির মধ্যে: ইউ এস-মেক্সিকো সীমান্তে সামরিকীকরণ, লক্ষ্যবস্তু হত্যায় বাহিনীর বহিরাগত ব্যবহার, জাতীয় সুরক্ষা সংস্থার নজরদারি, একাকী বন্দিদশা, এবং মৃত্যদণ্ড উল্লেখ ছিল। আই সি সি পি আর সম্পর্কে আরো জানতে এবং এটি ধরে রাখার সাথে জড়িত হওয়ার জন্য এটি একটি ভালো দিন।

ডিসেম্বর ১৭। *২০১০ সালের এই তারিখে, তিউনিসিয়ায় মোহাম্মদ বোয়াজিজির আত্মবিসর্জন 'আরব স্প্রিংগ' নামে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল।* বুয়াজিজি ১৯৮৪ সালে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে সাত সন্তান এবং একজন অসুস্থ সৎ বাবা ছিল। তিনি দশ বছর বয়স থেকেই রাস্তার বিক্রেতা হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তার পরিবারকে সমর্থন করার জন্য স্কুল ত্যাগ করেছিলেন, তিনি জিনিস বিক্রি করে মাসে প্রায় ১৪০ ডলার আয় করতেন যেগুলি কিনতে তাকে আবার ঋণ করতে হতো। তিনি দরিদ্রদেরকে বিনামূল্যে ফসল দেওয়ায় জনপ্রিয় এবং উদার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। পুলিশ তাকে হয়রানি করতো এবং তার কাছ থেকে ঘুষ আশা করতো। তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি বিরোধপূর্ণ, তবে তার পরিবার বলেছিল যে পুলিশ তার বিক্রয়ের অনুমতি দেখতে চেয়েছিল, যা তার মালবাহী গাড়ী থেকে কিছু বিক্রির জন্য
প্রয়োজন ছিল না। একজন মহিলা কর্মকর্তা তার মুখে চড় মেরেছিল, থুথু ফেলেছিল, তার যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়েছিল এবং তার মৃত বাবাকে অপমান করেছিল। সেই মহিলা কর্মকর্তার সহযোগীরা তাকে মারধর করেছিল। একজন মহিলা তাকে অপমান কোরে, তার অপমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি গভর্নরের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। পুরোপুরি হতাশ হয়ে তিনি পেট্রল দিয়ে নিজেকে ভিজিয়ে ছিলেন এবং নিজেকে নিজেই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আঠারো দিন পর তিনি মারা গিয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ রাস্তার বিক্ষোভকারীদের পাশাপাশি পাঁচ হাজার মানুষ তাঁর জানাজায় অংশ নিয়েছিল। যে মহিলা কর্মকর্তা তাকে অপমান করেছিলেন তাকে আটকে রেখে তদন্ত শেষ করা হয়েছিল। দলগুলি ১৯৮৭ সাল থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট বেন আলীর শাসন অপসারণের দাবি জানিয়েছিল। বিক্ষোভ দমনে বল প্রয়োগ করায় আন্তর্জাতিক সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বুয়াজিজির মৃত্যুর দশ দিন পর বেন আলী পদত্যাগ করতে এবং তার পরিবারের সাথে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নতুন সরকার নিয়ে বিক্ষোভ চলতে

থাকে। আরব স্প্রিংগ নামে পরিচিত অহিংস বিক্ষোভ মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে ইতিহাসের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী মানুষ মিছিল করেছিল। অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ সংগঠন করার জন্য এটি একটি ভালো দিন।

ডিসেম্বর ১৮। *২০১১ সালের এই তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করেছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল, যা আসলে শেষ হয়নি, এবং যা ১৯৯০ সাল থেকে একরকম বা অন্য রূপে চলছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০১১ সালের মধ্যে ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ২০০৮ সালে তাদেরকে অপসারণ করা শুরু করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার উত্তরাধিকারী বারাক ওবামা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ বলে এবং আফগানিস্তানে তা ক্রমান্বয়ে বাড়ানোর জন্য প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তিনি আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীকে তিনগুণ বাড়িয়ে সেই প্রতিশ্রুতির দ্বিতীয়াংশ বহাল রেখেছিলেন। ওবামা ইরাকে হাজার হাজার সৈন্য নির্ধারিত সময়সীমার বাইরেও রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র যদি ইরাকি সংসদ তাদের যে কোন অপরাধের জন্য অব্যাহতি দিত। সংসদ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওবামা বেশীরভাগ সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অপরাধ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর পুনর্নির্বাচনের পর হাজার হাজার সৈন্য আবার ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ২০০৩ সালে শুরু হওয়া যুদ্ধ পর্বের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, ২০১১ সালে লিবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং সিরিয়াতে বিদ্রোহীদের অঞ্চলজুড়ে একনায়কদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমর্থনের ফলে আরও সহিংসতা ও আই এস আই এস নামক একটি গ্রুপের উত্থান হয়েছিল যা সিরিয়া ও ইরাকে মার্কিন সামরিক অবস্থা বাড়ানোর একটি অজুহাত হিসাবে কাজ করেছিল। ২০০৩ সালের পরের বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যুদ্ধে এক মিলিয়নেরও বেশি ইরাকি মারা গিয়েছিল, প্রাথমিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছিল, রোগের মহামারী সৃষ্টি হয়েছিল, শরণার্থী সংকট, পরিবেশ বিপর্যয় এবং কার্যকর সামাজিকহত্যার মাধ্যমে একটি সমাজের হত্যা হয়েছিল যা প্রতিটি গুরুতর অধ্যয়নে দেখা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালের পর অনেক বছর ধরে দেশটিকে দরিদ্র ও দুর্বল করে শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে খরচ করতে প্রতি বছর এক লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করে, যা সেপ্টেম্বর ১১ এর সন্ত্রাসীরা শুধু স্বপ্নে দেখতে পারে।*

ডিসেম্বর ১৯। *১৭৭৬ সালের এই দিনে টমাস পেইন তার প্রথম "আমেরিকান ক্রাইসিস" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।* "এই সব সময়ে মানুষের আত্মার পরিক্ষা নেয়া হয়েছে" এই লেখাটি দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে আমেরিকার বিপ্লবের সময় তার ১৬টি প্রচারপত্রের মধ্যে এটি ছিল প্রথম। তিনি ১৭৭৪ সালে ইংল্যান্ড থেকে পেনসিলভানিয়াতে আসেন, মূলত তিনি ছিলেন অশিক্ষিত, এবং প্রজাতন্ত্রের ধারণা রক্ষা করার জন্য প্রবন্ধ লেখেন এবং বিক্রি করেন। তিনি যে কোন ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণতা ঘৃণা করতেন, "ব্রিটিশ স্বৈরশাসনের"এবং নিন্দা করেন এবং বিপ্লবকে একটি ন্যায়সঙ্গত এবং পবিত্র যুদ্ধ হিসেবে সমর্থন করেন। তিনি রাজভক্তদের কাছ থেকে চুরির আহ্বান জানান, তাদের ফাঁসির পক্ষে কথা বলেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে জনতার সহিংসতার প্রশংসা করেন। পেইন খুব সহজ ভাষায় নিজেকে প্রকাশ

করেছেন, আদর্শ যুদ্ধকালীন প্রচারণা রচনা করেছেন। জটিলতা অস্বীকার করে, তিনি বলেছেন, আমি খুব কমই উদ্ধৃত করি; কারণ, আমি সবসময় চিন্তা করি। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে অন্যান্য দার্শনিকদের প্রতি তার নিন্দা তার শিক্ষার অভাবকে প্রতিফলিত করে। তিনি ১৭৮৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ফিরে যান কিন্তু তার দর্শন গ্রহণ করা হয়েছিল না। ফরাসি বিপ্লবের প্রতি তার আবেগপ্রবণ সমর্থনের কারণে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাকে গ্রেফতার এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগেই ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। ফ্রান্স নৈরাজ্য, সন্ত্রাস এবং যুদ্ধে পতিত হয়, এবং পেইন সন্ত্রাসের সময় কারারুদ্ধ হন কিন্তু অবশেষে ১৭৯২ সালে ন্যাশনাল কনভেনশনে নির্বাচিত হন। টমাস জেফারসন ১৮০২ সালে পেইনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান। পেইন সরকার, শ্রম, অর্থনীতি এবং ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন-এর ফলে তার অনেক শত্রু তৈরি হয়। পেইন ১৮০৯ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মারা যান এবং সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের মধ্যে তাকে তালিকাভুক্ত করা হয়। এটি এমন এক দিন যেদিন সমালোচকের মন দিয়ে কিছু পড়া উচিত।

ডিসেম্বর ২০। *১৯৮৯ সালের এই তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা আক্রমণ করে।* প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের অধীনে এই আক্রমণকে বলা হয় অপারেশন জাস্ট কজ, এতে ২৬,০০০ সৈন্য মোতায়েন করা হয়, এবং এটি ছিল ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় মার্কিন যুদ্ধ। যার নির্বাচনে এক কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছিল, এবং ম্যানুয়াল নরিগা যাকে হঠাৎ জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল সেই গুইলারমো এনদারাকে রাষ্ট্রপতিত্ব পুনরুদ্ধার করে দেওয়া, এবং মাদক পাচারের অভিযোগে নরিগাকে গ্রেফতার করা-এই আক্রমণের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল। নরিগা দুই দশক ধরে সিআইএ-এর একজন বেতনপ্রাপ্ত তথ্য সরবরাহকারী ছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য কমে গিয়েছিল। আক্রমণের অনুপ্রেরণার মধ্যে ছিল পানামা খালের মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি বজায় রাখা, নিকারাগুয়া এবং অন্যান্য স্থানে মার্কিন সমর্থিত যোদ্ধাদের সমর্থন অর্জন, ভীরু নেতার বদলে প্রেসিডেন্ট বুশের পৌরষপূর্ণ নেতার ছবি চিত্রিত করা, অস্ত্র বিক্রি, এবং তথাকথিত ভিয়েতনাম সিন্ড্রোম মানে-যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের আরো ভয়ংকর যুদ্ধে সমর্থনে অনিচ্ছা-এর অবসান। পরবর্তী উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্য এই "মহড়ায়" সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪,০০০ জন পানামীয় মারা যায়। পানামা পর্যটন, সেবা খাত, পানামা খাল, অবসরপ্রাপ্তদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, জাহাজ নিবন্ধন, বিদেশী নির্মাণ কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য কর প্রণোদনা, বিদেশী ব্যাংকিং, স্বল্প ব্যয়ে জীবন যাপন, এবং জমির দ্রুত মুল্য বৃদ্ধিকে ভিত্তি করে একটি ডলার ভিত্তিক অর্থনীতিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থপাচার, রাজনৈতিক দুর্নীতি, এবং কোকেইন যানান্তরিত করার জন্য পানামা সুপরিচিত। সেখানে ব্যাপক বেকারত্ব, এবং ধনী এবং দরিদ্র মধ্যে ব্যাপক বিভাজন রয়েছে, ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। মানুষের বসবাসের জায়গা অপর্যাপ্ত এবং চিকিৎসা সেবা বা যথাযথ পুষ্টি পাওয়ার সুযোগ কম। যুদ্ধ জয় বা সামরিক কর্মকান্ড থেকে কে লাভ করবে এবং কে এর পরিণতি ভোগ করবে তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য এটি একটি ভালো দিন।

ডিসেম্বর ২১। *১৯৪০ সালের এই তারিখে আগুন লাগানোর যন্ত্র দিয়ে টোকিওতে আগুন লাগানোর পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে সম্মত হয়।* পার্ল হারবারে জাপানি হামলার এক বছর হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে চীনের অর্থমন্ত্রী টি, ভি, সুং এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বৈমানিক কর্নেল ক্লেয়ার চেন্নাল্ট জাপানের রাজধানীতে অগ্নি হামলার পরিকল্পনা করতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী হেনরি মরগেনথাউয়ের খাবার ঘরে সাক্ষাৎ করেন। চীনাদের হয়ে কাজ করা কর্নেল অন্তত ১৯৩৭ সাল থেকে টোকিওতে বোমা বর্ষণের জন্য আমেরিকার বৈমানিকদের ব্যবহার করার জন্য চীনাদের অনুরোধ করেছিলেন। মরগেনথাউ বলেছেন যে যদি চীনারা তাদের প্রতি মাসে ১০০০ ডলার দিতে পারে তাহলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারেন। সুং সম্মত হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বিমান এবং প্রশিক্ষক, এবং বৈমানিক সরবরাহ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৯-১০ মার্চ রাত পর্যন্ত টোকিওতে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগানোর যন্ত্রপাতি দিয়ে আগুন লাগানো হয় এবং প্রচণ্ড অগুনের ঝড় শহরের ১৬ বর্গ মাইল ধ্বংস করে, আনুমানিক ১০০,০০০ মানুষ মারা যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এটা ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বোমা হামলা, ড্রেসডেনের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক ছিল এটি, এমনকি সেই বছরের শেষের দিকে জাপানে ফেলা পারমাণবিক বোমার চেয়েও ধ্বংসাত্মক ছিল এই অগ্নি বোমা হামলা। যেখানে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমা হামলা অনেক মনোযোগ এবং নিন্দা লাভ করেছে, হিরোসিমা ও নাগাসাকি বোমা হামলার আগে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা ষাটটিরও বেশি জাপানি শহর ধ্বংস সামান্য মনোযোগ ও নিন্দা লাভ করেছে। তারপর থেকে বিপক্ষের শহরগুলোতে বোমা ফেলা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বিপক্ষের হতাহতের সংখ্যা বেশি হলেও মার্কিন হতাহতের সংখ্যা কম হয়। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য দেশের মানুষের জীবনের মূল্য বিবেচনা করার জন্য এটি একটি ভালো দিন।

ডিসেম্বর ২২। *১৮৪৭ সালের এই তারিখে কংগ্রেস সদস্য আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট জেমস কে পোলকে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করেন।* পোলক জোর দিয়ে বলেছিলেন যে মেক্সিকো "আমেরিকার মাটিতে আমেরিকার রক্ত ঝরিয়ে" যুদ্ধ শুরু করেছে। লিঙ্কন যুদ্ধ কোথায় ঘটেছে তা দেখানোর দাবি করেন এবং মার্কিন সৈন্যরা একটি বিতর্কিত এলাকায় হামলা চালিয়েছে যা আইনসম্মতভাবে মেক্সিকোর বলে দাবি জানান তিনি। যুদ্ধের উৎপত্তি সম্পর্কে "পুরোদস্তুর প্রতারণা" করা এবং এলাকাটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে যোগ করার প্রচেষ্টার জন্য তিনি পুনরায় পোলকের সমালোচনা করেন। লিঙ্কন যুদ্ধটিকে যৌক্তিক আখ্যা দেওয়া একটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, এবং এক বছর পরে যুদ্ধটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা একটি প্রস্তাবকে সমর্থন করেন যা অল্পের জন্য পাশ হয়। পরের বছর গুয়াদালুপে-হিদালগো চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধটি সমাপ্ত হয়। এই চুক্তি মেক্সিকো সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা আল্টা ক্যালিফোর্নিয়া এবং সান্তা ফে দে নুয়েভো মেক্সিকোর দখল নিতে সম্মতি দিতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে ৫২৫,০০০ বর্গ মাইল যোগ হয়, বর্তমান অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, নেভাদা, নিউ মেক্সিকো, ইউটাহ, এবং ওয়াইওমিং এর সমস্ত বা কিছু অংশের জমি এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ইউএস ডলার ক্ষতিপূরণ দেয় এবং দেশটির ৩৫ লক্ষ ইউএস ডলারের ঋণ

বাতিল করে। মেক্সিকো টেক্সাস হারানোর ক্ষতি স্বীকার করে এবং রিও গ্রান্দে নদীকে তার উত্তর সীমান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম আঞ্চলিক সম্প্রসারণ ১৮৪৫ সালে পোলকের টেক্সাস সংযুক্তি, ১৮৪৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে অরেগন চুক্তির মাধ্যমে সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা, এবং মেক্সিকো-আমেরিকা যুদ্ধের সমাপ্তির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধটিকে একটি বিজয় হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু মানুষের হতাহতের ঘটনা, আর্থিক খরচ এবং কঠোর ও কর্কশ ভাবে মানুষ ও সমস্যাকে পরিচালনার জন্য সমালোচিত হয়। যুদ্ধের প্রতি লিঙ্কনের বিরোধিতা হোয়াইট হাউজে তার প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, যেখানে বেশীরভাগ মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো তিনিও যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছিলেন।

ডিসেম্বর ২৩। *১৯৪৭ সালের এই তারিখে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধের জন্য নির্বাচিত ১৫,৮০৫ জনের মধ্যে ১,৫২৩ জন বাধ্যতামুলক যুদ্ধ করার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহনকারীকে ক্ষমা করেন।* ক্ষমা করা সবসময় রাজা ও সম্রাটদের বিশেষ অধিকার ছিল। ১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে সিলেক্টিভ ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস অ্যাক্ট পাস হয়। ২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী সকল পুরুষকে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামুলক চাকরির জন্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবশ্যিকভাবে নিবন্ধন করতে হতো। যুদ্ধের পর,প্রবেশন প্রত্যাখ্যান, নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়া, যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান প্রত্যাখানের নৈতিক ও ধর্মীয় কারণের জন্য সংকীর্ণ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে কারাবন্দী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৬,০৮৬ জন। অবৈধভাবে সেনাবাহিনী পরিত্যাগের সংখ্যা অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু ১৯৪৪ সালে সেনাবাহিনী সক্রিয় দায়িত্বে থাকা প্রতি ১,০০০ জন পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৩ জনের অবৈধভাবে সেনাবাহিনী পরিত্যাগ নথিভুক্ত করে। ট্রুম্যান সবাইকে ক্ষমা করবে এমন একটি সাধারণ ক্ষমা প্রদান করতে অস্বীকার করেন এবং এর পরিবর্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুশীলন অনুসরণ করে নির্বাচিত ক্ষমা করেন তিনি। একটি সাধারণ ক্ষমার প্রভাবে পূর্ণ নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। যারা ধর্মীয় ও নৈতিক কারণে সেনাবাহিনীতে যোগদান প্রত্যাখান করেছিল ১৯৪৬ সালে তাদের মামলা পর্যালোচনা করার জন্য ট্রুম্যান তিন সদস্যের একটি বোর্ড নির্দিষ্ট করেন। বোর্ড মাত্র ১,৫২৩ জন বাধ্যতামুলকভাবে সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য নির্বাচনের প্রতিরোধকারীকে ক্ষমা করার সুপারিশ করেছিল। বোর্ড যুক্তি দিয়েছিল "সমাজের দ্বারা দেশকে প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা নিজেদের তার চেয়ে জ্ঞানী এবং বেশী দক্ষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের জন্য কোন ক্ষমা যৌক্তিক নয়।" ১৯৪৮ সালে এলিয়ানর রুজভেল্ট ট্রুম্যানের কাছে সব মামল পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন, কিন্তু ট্রুম্যান তা প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি জানান এই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা "নিরেট কাপুরুষ বা কর্তব্যবিমুখ।" কিন্তু ট্রুম্যান ১৯৫২ সালে যারা শান্তিকালীন সময়ে সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন, এবং শান্তিকালীন সময়ে যারা সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন করেছিলেন তাদের ক্ষমা করেন।

ডিসেম্বর ২৪। *১৯২৪ সালে কোস্টা রিকা মনরো মতবাদের প্রতিবাদে লীগ অফ নেশনস থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করার বিজ্ঞপ্তি দেয়।* ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর লীগ অফ নেশনস-এর চুক্তিপত্র এই ধরনের

মতবাদকে ”শান্তি বজায় রাখার” একটি উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছে, যদিও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ মনরো মতবাদ শান্তি বজায় রাখে বলে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো না। ১৮২৩ সালে সৃষ্টি মনরো মতবাদ লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি হাতিয়ারে পরিণত হবে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যদিও এর মানে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো কিভাবে রাষ্ট্র শাসন করবে সেই সিদ্ধান্তের অধিকার অস্বীকার করা। মনরো মতবাদের পুনঃব্যাখ্যা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিগুলির মধ্যে একটি ছিল ১৯০৪ সালের রুজভেল্ট কোরোলারি সংযোজন যা প্রকাশ্যে লাতিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অনুমোদন দেয়। রুজভেল্ট কোরোলারি লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় শক্তিগুলির একটি হস্তক্ষেপ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সক্রিয় হস্তক্ষেপে মনরো মতবাদ স্পষ্টভাবে পরিবর্তন করে। এই নীতির কিছু সমর্থক বিশ্বাস করতেন যে এটা ছিল বর্ণবাদী, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করে কাজ করা ”শ্বেতাঙ্গ মানুষের গুরুভারের” একটি অংশ। রুজভেল্ট মনরো মতবাদের তার ব্যাখ্যা অনুসারে বলেছেন “দীর্ঘমেয়াদে ভুল কাজ করা, বা অক্ষমতা যার ফলে সাধারণভাবে সভ্য সমাজের বন্ধন আলগা হয়ে যাচ্ছে” যা যুক্তরাষ্ট্রকে ”আন্তর্জাতিক পুলিশি শক্তি” অধিষ্ঠান করার ন্যায়সঙ্গততা দিচ্ছে। কোস্টা রিকা ১৯২৪ সালে যখন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয় তখন মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থসহ এই বর্ণবাদী চিন্তা ইতোমধ্যে হাওয়াই, কিউবা, পানামা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, হন্ডুরাস এবং নিকারাগুয়া আক্রমণের পথ প্রশস্ত করেছে।

ডিসেম্বর ২৫। *১৯১৪ সালের এই তারিখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম ফ্রন্টবরাবর বেশ কয়েকটি স্থানে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যরা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শত্রুদের সাথে ছুটির শুভেচ্ছা ও মঙ্গলকামনা বিনিময়ের জন্য তাদের পরিখা থেকে উঠে আসে।* যদিও যুদ্ধবাজ দেশগুলোর সরকার দুই সপ্তাহ আগে পঞ্চদশ পোপ বেনেডিক্টের একটি সাময়িক বড়দিনের যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আহ্বান উপেক্ষা করেছিল, তারপরেও সৈন্যরা নিজেরাই একটি অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। কি তাদের এটা করতে উৎসাহিত করেছিল? এটা হতে পারে যে, উত্তর ফ্রান্সের পরিখায় থেকে যুদ্ধের কষ্টকর ও কঠিন কাজ এবং বিপদের মধ্যে থাকার পর, তারা অদূরেই শত্রু সৈন্যদের পরিখায় নিজেদের মতো একই ধরণের দুর্দশাগ্রস্ততা দেখতে শুরু করে। যুদ্ধের মধ্যে ”শান্ত সময়ে” শত্রুদের সাথে ”বাঁচো এবং বাঁচতে দাও” দৃষ্টিভঙ্গী ইতিমধ্যে “বিনিময় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও রসিকতা করে কথা বলার” দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ করেছে। অবশ্য, উভয় পক্ষের সামরিক কর্মকর্তারা শত্রু হত্যার জন্য উৎসাহ কমানোর যে কোন ঝুঁকি নিতে ঘৃণা করতেন যার ফলে ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে ব্রিটিশরা পুনরায় অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতিকে কঠোর শাস্তির অধীন করে। এই কারণে, ১৯১৪ সালের বড়দিনের যুদ্ধবিরতি দীর্ঘদিন ধরে শুধু একবারেই ঘটা ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তা সত্ত্বেও, ২০১০ সালে জার্মান ইতিহাসবিদ থমাস ওয়েবারের দ্বারা প্রকাশিত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালে স্থানীয় রূপে আরো বড়দিনের যুদ্ধবিরতি পালিত হয়েছিল। এর কারণ তিনি বিশ্বাস করেন এটা সুস্পষ্ট যে একটি যুদ্ধের পর বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা প্রায়ই এমন অনুতাপ অনুভব করতো যে তারা বিপরীত পক্ষের আহত সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেত। সৈন্যরা যেখানেই পেরেছে সেখানেই বড়দিনের যুদ্ধবিরতি পালন করতে ছিল কারণ এতদিন যুদ্ধের উন্মাদনায় লুকিয়ে থাকা তাদের মানবিক প্রবৃত্তি ভালোবাসা এবং শান্তির বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রতি প্রতিবেদনশীল ছিল।

ডিসেম্বর ২৬। *১৮৭২ সালের এই দিনে নরম্যান এঞ্জেলের জন্ম হয়েছিল*। পড়ার প্রতি ভালোবাসা তাকে ১২ বছর বয়সে মিলের লেখা অন লিবার্টি প্রবন্ধ অন্তরে ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ১৭ বছর বয়সে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্থানান্তর করার আগে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডে পড়ালেখা করেন। তিনি সেন্ট লুই *গ্লোব-ডেমোক্র্যাট*, এবং সান ফ্রান্সিসকো *ক্রনিকলের হয়ে কাজ করা শুরু করেন।* একজন সংবাদ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্যারিসে চলে যান এবং প্রথমে *ডেইলি মেসেঞ্জারের সহকারী-সম্পাদক হন,* তারপর *এক্সেয়ারের একজন স্টাফ কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করেন।* স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধ, ড্রেফাস বিষয়ক ঘটনা এবং বোয়ারের যুদ্ধ নিয়ে তার প্রতিবেদন, এঞ্জেলকে তার প্রথম বই, *প্যাট্রিয়টিজম আন্ডার থ্রি ফ্ল্যাগসঃ এ প্লি ফর র‍্যাশনালিজম ইন পলিটিক্স* (১৯০৩) লিখতে চালিত করে। লর্ড নর্থক্লিফের *ডেইলি মেইলের* প্যারিস সংস্করণ সম্পাদনা করার সময়, এঞ্জেল আরেকটি বই *"ইউরোপ'স অপ্টিকাল ইলিউশান" প্রকাশ করেন,* যা তিনি ১৯১০ সালে বর্ধিত করেন এবং *"দ্য গ্রেট ইলিউশান" নামে পুনরায় নামকরণ করেন*। তার লেখায় বর্ণিত যুদ্ধ সম্পর্কে অ্যাঞ্জেলের তত্ত্ব এমন ছিল যে, সামরিক এবং রাজনৈতিক শক্তি এমনভাবে প্রকৃত প্রতিরক্ষা প্রদান করে যাতে একটি জাতির পক্ষে অন্য জাতির দখল নেওয়া অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়ে। *দ্যা গ্রেট ইলিউশন*তার পেশা জীবন জুড়ে হালনাগাদ করা হয়, ২০ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়, এবং ২৫টি ভাষায় অনুদিত হয়। তিনি জাতিপুঞ্জ সংঘের নির্বাহী কমিটিতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী বিশ্ব কমিটির সাথে লেবার মেম্বার অব পার্লামেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং আবিসিনিয়া এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। সেই সাথে তিনি আরো ৪১টি বই প্রকাশ করেন, যার মধ্যে রয়েছে *দ্য মানি গেইম* (১৯২৮), *দ্য আনসিন অ্যাসাসিনস* (১৯৩২), *দ্য মিন্স টু আওয়ার ন্যাশনাল ডিফেন্স* (১৯৩৪), *পিস উইথ দ্যা ডিক্টেটরস?* (১৯৩৮), এবং *অবশেষে* (১৯৫১) সভ্যতার ভিত্তি সহযোগিতা বিষয়ে। অ্যাঞ্জেল ১৯৩১ সালে নাইট উপাধি পান, এবং ১৯৩৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

ডিসেম্বর ২৭। *১৯৯৩ সালের এই দিনে বেলগ্রেড উইমেন ইন ব্ল্যাক নববর্ষে প্রতিবাদ সমাবেশ করে।* স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং ম্যাসেডোনিয়া নিয়ে কমিউনিস্ট যুগোস্লাভিয়া গঠিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালে প্রধানমন্ত্রী টিটো মারা যাওয়ার পর নৃ-গোষ্ঠী ভিত্তিক দল ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভক্ত করা এবং একে উৎসাহিত করা হয়। যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া ১৯৮৯ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯২ সালে বসনিয়ার মুসলমান এবং ক্রোটদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ৪৪ মাস ধরে রাজধানী সারায়েভো'তে অবরোধ হয়েছে। জাতিগত নিমূর্লতায় ১০,০০০ মানুষ মারা যায় এবং ২০,০০০ নারী ধর্ষিত হয়। বসনিয়ান সার্ব বাহিনী শ্রেব্রেনিকা দখল করে নেয় এবং মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালায়। ন্যাটো বসনিয়ান সার্বদের লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করেছিল। ১৯৯৮ সালে আলবেনিয়ার বিদ্রোহী এবং সার্বিয়ার মধ্যে কসোভোতে যুদ্ধ শুরু হয় এবং আবার ন্যাটো বোমা বর্ষণ শুরু করে, যেটিকে তারা একটি তথাকথিত মানবিক যুদ্ধের জন্য লড়াই করছে বলে দাবি করে, যা শুধু ধ্বংস এবং মৃত্যুই বাড়িয়েছিল। এই জটিল এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধগুলোর সময় উইমেন ইন ব্ল্যাক সংগঠিত হয়েছিল। সামরিকতা-বিরোধিতা তাদের অধ্যাদেশ, তাদের "আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঝোঁক এবং রাজনৈতিক পছন্দ।" এই

বিশ্বাসে যে, নারীরা সবসময় শিশুদের লালন-পালন করে, ক্ষমতাহীনদের সমর্থন করে এবং বাড়িতে বিনা বেতনে কাজ করে তাদের স্বদেশকে প্রতিরোধ করে, তারা বলে "মানুষ হত্যার জন্য অস্ত্র উৎপাদন... এক লিঙ্গের উপর আরেক লিঙ্গ, এক জাতির উপর আরেক জাতি বা এক রাষ্ট্রের উপর অন্য রাষ্ট্রের আধিপত্য করার কারণে আমরা সামরিক শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করি।" তারা বলকান যুদ্ধের সময় এবং পরে শত শত প্রতিবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে, এবং শিক্ষামূলক কর্মশালা এবং সম্মেলন এবং একই সাথে প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সক্রিয় থাকে। তারা নারী শান্তি দল তৈরি করে এবং অসংখ্য জাতিসংঘ এবং অন্যান্য নারী এবং শান্তি পুরস্কার এবং মনোনয়ন লাভ করে। যুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং 'ভিন্নভাবে কি করা যেত' তা জিজ্ঞেস করার জন্য আজ একটা ভালো দিন।

ডিসেম্বর ২৮। *১৯৯১ সালের এই তারিখে ফিলিপাইন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুবিক উপসাগরে তাদের কৌশলগত নৌ ঘাঁটি থেকে সরে যাওয়ার আদেশ দেয়।* আমেরিকার এবং ফিলিপাইনের কর্মকর্তারা এর আগের গ্রীষ্মে একটি সাময়িক চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলেন, যাতে বার্ষিক ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলারের বার্ষিক সাহায্যের বিনিময়ে আরও এক দশক ধরে ঘাঁটির ইজারা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ফিলিপাইনের সিনেট এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, এটি দেশটিতে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের নিদর্শন এবং ফিলিপাইনের সার্বভৌমত্বের প্রতি অপমান হিসেবে চিহ্নিত করে কঠিন সমালোচনা করে। এরপর ফিলিপাইন সরকার সুবিক উপসাগরকে বাণিজ্যিক সুবিক মুক্ত সমুদ্র বন্দর এলাকায় রূপান্তরিত করে, যা প্রথম চার বছরে প্রায় ৭০,০০০ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তবে ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বর্ধিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির শর্তের অধীনে দেশটিতে তার সামরিক উপস্থিতি পুনরায় নবায়ন করে। এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনের ঘাঁটিতে উভয় দেশের ব্যবহারের জন্য সুযোগ সুবিধাদি নির্মাণ ও পরিচালনা করতে পারে যা ফিলিপাইনকে বহিরাগত হুমকি থেকে প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। তবু, এই ধরনের প্রয়োজন সন্দেহজনক। ফিলিপাইন কোন সম্ভাব্য দখল নেয়ার বিপদের সম্মুখিন না, বা কোন জায়গা থেকে আক্রমণ বা দখলে নেয়ার বিপদে নেই, এমনকি চীন এরে থেকেও না, যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে বাঁধা দেয় এমন একটি চুক্তির অধীনে চীন ফিলিপাি্ইনের সঙ্গে দক্ষিণ চীন সাগরে সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। আরো ব্যাপকভাবে, এটা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র কি আদৌ বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখার যৌক্তিকতা দেখাতে পারে কিনা। রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিতদের দ্বারা অযথা বাড়িয়ে বলা হুমকি সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভৌগলিক এবং কৌশলগতভাবে যে কোন প্রকৃত বাইরের দেশের বিপদ থেকে বিমুক্ত এবং তাদের বিশ্বের স্ব-নিযুক্ত পুলিশ হিসেবে অন্য কোথাও এই ধরনের বিপদ প্ররোচিত করার কোন অধিকার নেই।

ডিসেম্বর ২৯। *১৮৯০ সালের এই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী 'উন্ডেড নি গণহত্যায়' ১৩০-৩০০ সিওক্স পুরুষ, নারী এবং শিশুকে হত্যা করে।* এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ শতকে পশ্চিমদিকে সম্প্রসারণের সময় মার্কিন সরকার এবং স্বদেশী আমেরিকার দেশগুলির মধ্যকার শেষ অনেকগুলো দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব

ছিল। ঘোস্ট ড্যান্স নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানটিতে প্রতিরোধ করার অনুপ্রেরণা ছিল, এবং যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বড় ধরণের গণজাগরণের হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। গ্রেফতার করার এবং নাচ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কিছুদিন আগেই বিখ্যাত লাকোটা প্রধান সিটিং বুলকে হত্যা করেছিল। কিছু লাকোটা বিশ্বাস করত যে এই নাচ তাদের পুরনো জগৎকে ফিরিয়ে আনবে এবং তথাকথিত "ভূতের শার্ট" তাদের গুলি থেকে রক্ষা করবে। পরাজিত এবং ক্ষুধার্ত লাকোটারা পাইন রিজ সংরক্ষিত এলাকার দিকে যাচ্ছিল। মার্কিন সপ্তম অশ্বারোহী বাহিনী তাদের থামিয়ে দেয় এবং বড় ও দ্রুত গুলি করা যায় এমন বন্দুক দ্বারা পরিবেষ্টিত করে তাদের উন্ডেড নি খাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি গুলি করা হয়েছিল এমন কথা জানা যায় তবে গুলিটি একজন লাকোটা নাকি একজন মার্কিন সৈন্য করেছিল তা জানা যায়নি। এর ফলে করুণ এবং এড়িয়ে যাওয়া যেত এমন একটি গণহত্যা সংগঠিত হয়। মৃত লাকোটার সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে নিহতদের মধ্যে অন্তত অর্ধেক নারী ও শিশু ছিল। ুকিন্তু সংরক্ষিত এলাকাটির উপর আরোপিত বিধিনিষেধের প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৭৩ সালে আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের সদস্যরা ৭১ দিন ধরে উন্ডেড নি দখল করার আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সেনাদল এবং সিওক্সদের মধ্যে এটাই শেষ লড়াই ছিল। ১৯৭৭ সালে লিওনার্ড পেলটিয়ারকে দুই জন এফবিআই'য়ের প্রতিনিধিকে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মার্কিন কংগ্রেস একশ বছর পরে ১৮৯০ সালের গণহত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব পাশ করে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহদাংশে যুদ্ধের গণহত্যার নীতি এবং নৃ-গোষ্ঠীগত নির্মূলতার নীতির বিষয়ে এর উৎস উপেক্ষা করে।

ডিসেম্বর ৩০। *১৯৫২ সালের এই তারিখে টাস্কেগি ইনস্টিটিউট রিপোর্ট করে যে, ৭১ বছরের নথিতে ১৯৫২ সাল ছিল প্রথম বছর যখন যুক্তরাষ্ট্রে কাউকে বিচার ছাড়া জনতার হাতে হত্যা করা হয়নি- একটি সন্দেহজনক স্বীকৃতি যা সময়ের পরিক্ষায় টিকবে না।* (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ বিচার ছাড়া জনতার হাতে হত্যাকাণ্ড ২১ শতকে ঘটেছে।) এই শীতল পরিসংখ্যান বিশ্বব্যাপী ঘটা বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরতে পারেনি। সাধারণত উন্মত্ত জনতার দ্বারা সংঘটিত, বিচার ছাড়া গণপিটুনিতে হত্যা, মানবজাতির প্রায় সার্বজনীন মতবিশ্বাসকে একটি গ্রাফিক উদাহরণ দেখায় তা হচ্ছে মানুষ নিজের মতো ছাড়া "অন্যদের" বা "ভিন্ন" কে ভয় পায়। গণপিটুনীর মাধ্যমে হত্যা মানব ইতিহাসে প্রায় সকল যুদ্ধের ক্ষুদ্র উদাহরণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে আছে, যা সবসময় মানুষের বিভিন্ন জাতীয়তা, ধর্ম, জাতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা দর্শনের মধ্যে দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে। যদিও বিশ্বের অন্য কোথাও ব্যপারটা অতো অজানা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণপিটুনীর মাধ্যমে হত্যা, যা গৃহযুদ্ধ পরবর্তী বছর থেকে বিংশ শতাব্দীতে ভালোভাবে উন্নীত হয়, বৈশিষ্ট্যগতভাবে এটি একটি বিভিন্ন জাতিগত বৈষম্যের প্রতি অনুপ্রেরণামূলক অপরাধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪,৮০০ টি গণপিটুনীর মাধ্যমে হত্যার শিকারদের মধ্যে ৭৩ শতাংশেরও বেশি শিকার হয়েছে আফ্রিকান-আমেরিকান মানুষ। গণপিটুনীর মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হত্যা যদিও কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের ঘটনা না। বস্তুত, দক্ষিণের মাত্র ১২টি রাজ্যে ১৮৭৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গণপিটুনির মাধ্যমে ৪,০৭৫টি আফ্রিকান-আমেরিকান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যারা এই অপরাধ করেছে তাদের ৯৯ শতাংশকে রাষ্ট্র বা

স্থানীয় কর্মকর্তারা কখনো শাস্তি প্রদান করেননি। পরিবেশের ধ্বংসসাধন প্রতিরোধ বা বৈশ্বিক পারমানবিক যুদ্ধ প্রতিরোধের চেয়েও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ১০০ বছরের প্রচেষ্টার পরে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত গণপিটুনিকে একটি কেন্দ্রীয় অপরাধ হিসেবে গন্য করে আইন পাশ করতে ব্যর্থ হওয়ার বাস্তব সত্যটি বৈশ্বিক বিপর্যয় প্রতিরোধে মানুষের বর্তমান ব্যর্থতার এর চেয়ে বড় কোন উদাহরণ হতে পারেনা।

ডিসেম্বর ৩১। *এই তারিখে, সারা বিশ্ব জুড়ে অনেক মানুষ একটি বছরের শেষ এবং একটি নতুন বছর শুরু হওয়া উদযাপন করে। প্রায়ই, মানুষ বছরের শুরুতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য সংকল্প বা প্রতিশ্রুতি গ্রহন করে।* ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার শান্তির একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে এটি একটি চমৎকার নববর্ষের সংকল্প হিসেবে কাজ করবে। এই শান্তির ঘোষণাপত্র বা অঙ্গীকারনামা worldbeyondwar.org অনলাইনে পাওয়া যায় এবং বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক প্রান্ত হতে হাজার হাজার ব্যক্তি এবং সংগঠন এতে স্বাক্ষর করেছে। এই ঘোষণাপত্র মাত্র দুটি বাক্য দিয়ে গঠিত, এবংএতে সাকুল্যে লেখা আছেঃ ”আমি বুঝি যে যুদ্ধ এবং সামরিকতাবাদ আমাদের রক্ষা করার বদলে অরক্ষিত করে তোলে, এগুলো প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু এবং বাচ্চাদের হত্যা করে, আহত করে, এবং মানসিকভাবে আহত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে, নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করে এবং আমাদের অর্থনীতিকে নিষ্কাশন করে, জীবনের সদর্থক কর্মকান্ড থেকে অর্থ সংগ্রহের উপায় বের করে দেয়। আমি সকল যুদ্ধ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং একটি টেকসই এবং ন্যায্য শান্তি সৃষ্টির জন্য অহিংস প্রচেষ্টায় জড়িত হতে ও সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” যারা এই ঘোষণার কোন অংশ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে- এ কথা কি প্রকৃতই সত্য যে যুদ্ধ আমাদের বিপন্ন করে? সামরিকতাবাদ কি সত্যিই প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করে? যুদ্ধ কি অনিবার্য বা প্রয়োজনীয় বা উপকারী না? - ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ওয়ার এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। worldbeyondwar.org এ যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বাস করা পুরাকথার এবং কেন আমাদের যুদ্ধ শেষ করতে হবে তার তালিকা এবং ব্যাখ্যা আছে, সেই সাথে সংঘঠনটির প্রচারাভিযান আছে যাতে কেউ জড়িত হয়ে সেই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যদি আপনি এটি সত্যিকার অর্থেই মানতে না চান শান্তির অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করবেন না। কিন্তু দয়া করে এটা মানুন! worldbeyondwar.org দেখুন, শুভ নববর্ষ!